ওঁ

পরম কল্যাণ গীতা।

শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ-স্বামী

কৃত।
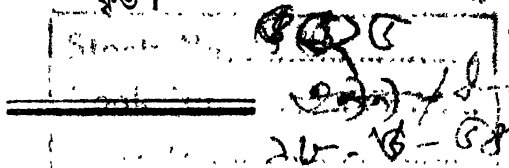
শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,

শ্রীহরিচরণ রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২৭ সাল।

মূল্য ১।০ দেড় টাকা।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

পরম কল্যাণ গীতা প্রচারিত হইল। রাজা প্রজা, গৃহস্থ সন্ন্যাসী আদি সকলেই ঘোর তামসিক ভাবে মগ্ন হইয়াছেন; সত্য গুরু ও সত্য ধর্ম্মে কাহারাও নিষ্ঠা নাই। আপন আপন ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে বিমুখ হইয়া সকলেই নানা প্রকারের দুঃখ ভোগ করিতেছেন; বস্তুতঃ অল্প লোকই বেদ, বেদান্ত, গীতাদি আধ্যাত্মিক শাস্ত্র পাঠ করেন। অনেকে এমন আছেন যে, ঐ সকল গ্রন্থের ভাষা পর্য্যন্তও জানেন না, আর অনেকে ভাষা জানিয়াও গ্রন্থের তাৎপর্য্য বুঝেন না। যাহাতে সকলেই উত্তমরূপে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য বুঝিয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন আর যাহাতে চরাচর, রাজা প্রজার উপকার হয়, পরব্রহ্মের প্রয়োগ হেতু এই গ্রন্থ সেই উদ্দেশে রচিত হইল। যাহাতে পণ্ডিত মূর্খ, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলেই ইহার ভাব বুঝিয়া আপন আপন অবস্থা অনুসারে সৎকর্ম্ম ও সদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও পরব্রহ্মে নিষ্ঠাযুক্ত হয়েন এই অভিপ্রায়ে ভাষার লালিত্য এবং বাক্যের অলঙ্কারের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া এই গ্রন্থ সরল চলিত ভাষাতে লিখিত হইয়াছে। পরব্রহ্মের কৃপায় সমস্ত দুঃখ, দ্বন্দ্ব দূর হইয়া যাইবে। এই গ্রন্থের উপদেশ কোন মতের কিম্বা সম্প্রদায়ের পক্ষে কি বিপক্ষে লিখিত হয় নাই। যে মতে ও ধর্ম্মে সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ও ভক্তি হয় সেই মত ও ধর্ম্ম সত্য আর যাহা ইহার বিরুদ্ধ ভাবে থাকে তাহা অসত্য। পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ভক্তি রাখা মুখ্য ফলদায়ী, উহাতে সকলই সিদ্ধ হয় এবং পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ভক্তি না হইলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। পাঠকগণ, আপনারা এই গ্রন্থ আদ্যন্ত উত্তমরূপে পাঠ করিয়া গম্ভীরভাবে বিচারপূর্ব্বক ইহার সার অংশ গ্রহণ করিয়া আনন্দরূপ থাকিবেন।

পরিশেষে এই বক্তব্য যে, "ইণ্ডিয়ান মিরার" সংবাদ পত্রের সম্পাদক মহামান্য স্বদেশহিতৈষী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন ও স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মা শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের একান্ত যত্ন এবং আগ্রহ হেতু এই গ্রন্থ হিন্দী ভাষা হইতে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইল। এরূপ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাগণ এ জগৎ-সংসারে ধন্য ধন্য।

ওঁ

সম্পাদকের নিবেদন।

১২৯৬ সালের বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বর্ত্তমান সম্পাদক-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৩১৫ সালের ২২ শে মাঘ পূর্ণিমা তিথিতে পূজ্যপাদ গ্রন্থকর্ত্তা মহানির্ব্বাণে প্রবেশ করেন। তাঁহার সম্মুখে এ গ্রন্থ শোধিত বা সম্পাদিত হয় নাই। তাঁহারই প্রদর্শিত রীত্যনুসারে পরে শোধিত হইয়াছে। সদ্বিনয় ভূষিতা, সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠা, পরোপকার-ব্রতা, আত্মগোপনকামা, কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার যত্ন ও আগ্রহে সম্পাদিত হইয়া এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ণব্রহ্মকে ধন্যবাদ!

পূজ্যপাদের "অমৃত-সাগর" নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে গৃহীত কয়েকটী প্রবন্ধ ইহাতে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে প্রবন্ধগুলির প্রকৃত গৌরব রক্ষা হইবে, আশা করা যায়। প্রথম সংস্করণে এ গ্রন্থের অন্তর্গত যে প্রবন্ধগুলি পরে শোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে "অমৃত-সাগরের" একাঙ্গ হইয়াছে, নিষ্প্রোয়জন বোধে তাহা আর এখন মুদ্রিত হইল না।

ধর্ম্ম-বিরোধ বিনষ্ট হইয়া সত্যনিষ্ঠ হিতব্রত মনুষ্যগণ পরস্পরের হিত সাধনে তৎপর হয়, ইহাই গ্রন্থের চরম উদ্দেশ্য। ইষ্টের ভেদ

কল্পনা, বিচারশূন্য আচার, ব্যক্তি ও সমাজগত পক্ষপাত বিরোধের হেতু। গ্রন্থের প্রদর্শিত প্রণালীক্রমে বিচার ও আচার করিলে পরমত্মার কৃপায় বিরোধ শান্তি হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এ গ্রন্থে পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন ও তৎপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম অমূল্য অতএব এ গ্রন্থও অমূল্য। কেবল মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইহার যৎকিঞ্চিৎ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। নানা কারণবশতঃ গ্রন্থে যে সকল বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি লক্ষিত হইবে পাঠকগণ তাহা শুদ্ধ করিয়া লইবেন এই প্রার্থনা রহিল।

ভাদ্র পূর্ণিমা।
সন ১৩২৩ সাল

তৃতীয় সংস্করণ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের ভেদ নগণ্য। দুইটী প্রবন্ধ চতুর্থ অধ্যায় হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে বসিয়াছে।

এই গ্রন্থবাচক, পূর্ণপরব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয় হইয়াও বাচ্য। তিনি সর্ব্ব জীবের অন্তর্যামী আত্মা বলিয়া জীবহিতই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। গ্রন্থে ইহার প্রতিকূল বাক্য শব্দ বা বর্ণ লক্ষিত হইলে তাহা সম্পাদক বা মুদ্রাযন্ত্রের প্রমাদ মূলক জানিয়া ক্ষন্তব্য হউক এই বিনীত প্রার্থনা।

ভাদ্র, অমাবস্যা। ১৩২৭

সূচীপত্র।

তত্ত্বকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়—ব্রহ্মতত্ত্ব।

দ্বিতীয় অধ্যায়—শাস্ত্রতত্ত্ব।

তৃতীয় অধ্যায়—সাধনতত্ত্ব।

চতুর্থ অধ্যায়—পূজাদি তত্ত্ব।

পঞ্চম অধ্যায়—যজ্ঞ তত্ত্ব।

ষষ্ঠ অধ্যায়—ধর্ম্মতত্ত্ব।

সপ্তম অধ্যায়—বর্ণাশ্রমতত্ত্ব।

অষ্টম অধ্যায়—সিদ্ধিতত্ত্ব।

ব্যবহার কাণ্ড।

ওঁ

পূর্ণ পরব্রহ্মণে নমঃ।

পরম কল্যাণ গীতা।

যাহা

সর্ব্ব দুঃখ মোচন কর্ত্রী ও পৃথিবীর ভার উদ্ধার কর্ত্রী।

মঙ্গলাচরণ।

শুদ্ধ চৈতন্য, পরিণাম, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্গুণ, নিরঞ্জন, অনীত, অগাধ, অপার, অগম্য, নিষ্ক্রিয়, অটল, নিরাধার, অব্যয়, সর্ব্বব্যাপী, অন্তর্যামী, সর্ব্ব-সঙ্গাতীত, নিষ্কল, পরমগুরু, জগতের মাতা পিতা—যাঁহা হইতে এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহাতে স্থিত রহিয়াছে, এবং পুনর্ব্বার যাঁহাতেই লয় হইয়া যাইতেছে; সমস্ত জগৎ যাঁহারই রূপ মাত্র,—আমি সেই পরব্রহ্ম নারায়ণকে নমস্কার করিতেছি।

তিনি নিজেই জগৎস্বরূপ হইয়া প্রকাশ আছেন, আর চর, অচর, রাজা, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি হইতেছেন। যাঁহার বিরাটরূপ বেদশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, সূর্য্য উঁহার নেত্র আর চন্দ্র উঁহার মন। এই কথা আবরণ দিয়া বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ সূর্য্য এবং চন্দ্র উঁহার নেত্র ও মন বটে এবং নাও বটে। এই দুই যদাপি পরব্রহ্মের নেত্র আর মন হয়, তবে অন্যান্যভাবে দেখিলে ইহাদের স্বয়মেব পরব্রহ্ম বলিতে পারা যায়। বিচার করিয়া দেখিলে ইহা সিদ্ধ হইতে পারে যে সৃষ্টিনিয়মের রীতিতে জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে এই দুইটি মুখ্য-কারণ। এজন্য উহাদিগকে পরব্রহ্ম বলিতে কিম্বা মানিতে কিছুই আপত্তি দেখা যায় না। পুরাকালে ঋষি, মুনি এবং জ্ঞানিগণ সূর্য্য নারায়ণেই পরব্রহ্মের জ্যোতির ধ্যান করিয়া পরমকল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাও লিখা আছে যে, "সূর্য্যো হৃদি

ব্যোম্নিচ জ্যোতিরেকং ত্রিধাস্থিতম্‌”। * এবং তাঁহারই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, দেবী, ভদ্রকালী, দুর্গা, শালগ্রাম, ওঁকার আদি নাম কল্পিত হইয়াছে; তিনিই সেই পরব্রহ্ম নারায়ণ।

পরব্রহ্ম নারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বকালাতীত আপন শুদ্ধ সত্বগুণ দ্বারা এমনই প্রকাশ হইয়া রহিয়াছেন যে, প্রত্যেক জীব কিঞ্চিৎমাত্র বিচার করিলেই উহাঁকে চিনিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ছোট হইতে বড়, মূর্খ হইতে পণ্ডিত, গৃহস্থ হইতে বিবেকী, সকলেই পার্থিব দ্রব্য, রাজ্য, বিদ্যা, যৌবন, রূপ আদির মদে উন্মত্ত বলিয়া কেহই আত্মা এবং পরমাত্মাকে জানিতে পারিতেছেন না। আর সর্ব্বসাধারণে ইহাও জানিতেছেন না যে, আমি কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি এবং কি জন্যই বা আসিয়াছি; আত্মা এবং পরমাত্মা কোন্ পক্ষের নাম, আর জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি সকলের মাতা পিতা আত্মা, তিনি কে, এবং কোথায় থাকেন? সকলেই আপনি আপনি গাহিতে গাহিতে চলিয়া গিয়াছেন, চলিয়া যাইতেছেন এবং চলিয়া যাইবেন। পরন্তু সিদ্ধান্ত কথা এই যে “জল বহু দূরেই আছে ও এই সেই সার বস্তু মুক্তা অর্থাৎ পরব্রহ্ম বিচারসাগরে না ডুবিলে কখনই হস্তগত বা আয়ত্ত হইবেন না।” যিনি আপনাকে দীনহীন ভাবেন, তিনিই বিচার করিতে সমর্থ হন। কিন্তু দেখিতেছি যে সকলেই গুরু হইয়া বসিয়াছেন, শিষ্য বলিয়া কেহই নাই। পিপীলিকা হইতে বৃহৎ হস্তী পর্য্যন্ত সকলেই আপনি আপনাকে মহৎ বলিয়া মনে করে, এবং আরো মহৎ হইতে ইচ্ছা করে; দীনতা কাহারও মনে দেখা যায় না। তবে বলুন, কি প্রকারে ঐ সকল লোকের বিচারে প্রবৃত্তি জন্মিবে? যিনি অহংকারে মত্ত হইয়া আপনাকে মহৎ আর অপরকে নীচ বলিয়া মনে করেন, তিনিই নীচ। যিনি ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়াও আপনাকে আপনি দীনহীন ভাবেন এবং অপরকে মহৎ বলিয়া মনে করেন, পরোপকারে কটিবদ্ধ হন, অপরের দুঃখে দুঃখী এবং সুখে সুখী হন, আর সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মময় অর্থাৎ আত্মরূপ দেখেন, তাঁহাকেই মহৎ বলা যায়; তিনিই অপূর্ব্ব সুখ পাইতে পারেন। গীতাতে লিখিত আছে যে,—

---

* অর্থাৎ “একই জ্যোতি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সূর্য্য, জীবের হৃদয়ে ও আকাশে অবস্থিত রহিয়াছেন।”

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

অর্থাৎ যিনি যথার্থ পণ্ডিত তাঁহার নিকট বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গরু, হাতী, কুকুর এবং চণ্ডাল ইত্যাদি সকলেই সমতুল্য। কেননা, তিনি সকলকেই আত্মারূপে দেখেন।

হে জ্যোতিঃস্বরূপ, করুণানিধান জগদীশ্বর! এই সকল রাজা প্রজা, নর নারী, বাল বৃদ্ধ, চরাচর যে নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিতেছে, ইহার কারণ কি? কি করিলে ঐ সকল দুঃখ নিবারণ হয়? বেদাদি শাস্ত্রে যে সকল বিধান আছে, আপনার ঐ সকল আজ্ঞা লোকে পালন করিতেছে না বলিয়া কি এই দুঃখ? আপনার সেবা না করিয়া আত্মাকে তিরস্কার ও হনন করিতেছে, তাহাই কি এই দুঃখ? হে সঙ্কট মোচন! যদি লোকে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই বা অন্য কোন অপরাধ করিয়া থাকে, আর আপনাতে উহাদের নিষ্ঠাও না হয়, এবং উহারা এই মায়া প্রপঞ্চের সাজ সাজিয়া থাকে, তথাপি আপনি নিজগুণে উহাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া উহাদিগকে সর্ব্ব সুখের পাত্র করিয়া দিউন। হে দুঃখদমন! যদি আপনি ঔদাস্য করেন, আর প্রেমার্দ্র হইয়া কৃপাদৃষ্টি না করেন, এবং পিতা পুত্রভাবে বিচার করিয়া করুণা রূপ ক্রোড়ে লইয়া আধার না দেন; তবে আপনি ভিন্ন আর কে আছে যে উহাদের সহায়তা করিবে? আপনিই সর্ব্বজগতের মাতা, পিতা ও গুরু। এই নিমিত্ত প্রার্থনা করি যে, ইহাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া ইহাদিগকে অজ্ঞানরূপ ঘোর অন্ধকার হইতে জ্ঞানরূপ জ্যোতিতে লইয়া যাইতে হইবে ও ইহাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করিতে হইবে। কেবল আপনারই উপর ইহা নির্ভর করিতেছে। অতএব হে নিরুপদ্রব, সচ্চিদানন্দ, একরস শান্তি রূপ! হে দীন দুঃখহারি! এক্ষণে আপনি প্রেমরসার্দ্র হইয়া সর্ব্ব দুঃখের শান্তি এবং সর্ব্ব সুখের প্রাপ্তি বিধান করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—o—

গ্রন্থের পূর্ব্বাভাস।

এই গ্রন্থকে অনেকে ভাল ও অনেকে মন্দ বলিবেন। যাঁহাদের মতের অনুকূল হইবে তাঁহারা বলিবেন ভাল আর যাঁহাদের মতের প্রতিকূল তাঁহারা বলিবেন মন্দ। কিন্তু আমি সে আশঙ্কা ত্যাগ করিয়া সত্যের প্রতিপাদনে অগ্রসর হইব।

আজ হইতে স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, রাজা প্রজা, ছোট বড় সকলে আপন আপন মিথ্যা পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আনন্দপূর্ব্বক সেই পরব্রহ্মের, অর্থাৎ যিনি এই জগৎকে নির্ম্মাণ করিয়া আপনাতেই স্থিত রাখিয়াছেন ও পুনর্ব্বার এই জগৎকে আপনাতেই লয় করিয়া লইতেছেন এবং প্রকাশ দৃষ্টিতে যিনি স্বয়ংই জগৎ রূপ—তাঁহার জয় কীর্ত্তন করুন। তাঁহার জয় কীর্ত্তনে তাঁহার কিছু মাত্র হানি লাভ নাই। ইহাতে কেবল তাঁহার শরণ লওয়া হয়। তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবার জন্য তাঁহার জয়মাননার প্রয়োজন।

আজ কাল কল্পিত মত লইয়া সংখ্যাতীত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। এবং ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনাবশতঃ যেরূপ বিরোধ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার বর্ণনা দুরূহ। সকলেই আপন আপন দধি মিষ্ট এবং অপরের দধি টক বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেন। কেবল শব্দ লইয়া বিবাদ। যেমন এক কুকুরের নাম কেহ বলেন শ্বান, কেহ সর্গ, কেহ ডগ্, কেহ কলব। পক্ষপাতিত্বের পাটা গলায় বাঁধিয়া একজন অপরকে গ্রাস করিতে চাহেন। বিচার করিলে স্পষ্টই দেখিবে যে সকলেরই ধ্রুব সেই এক অদ্বিতীয়। দ্বিতীয় কিছুই ছিল না ও কখনও হইবে না। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম।"

বাদবিতণ্ডা বৃথা। বরং তাহাতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা। সকলেরই একমত হইয়া সেই পরব্রহ্মকে জানিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন কর্ত্তব্য।

জ্ঞানী মহাত্মাগণ জিজ্ঞাসুদিগের জন্য "অহম্ ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি বাক্য দেখাইয়াছেন। নতুবা কোন মহাত্মাই আপন মুখে আত্মশ্লাঘা প্রচার করেন না। পরব্রহ্ম কি প্রকারে বলিবেন যে, আমি সচ্চিদানন্দ অথবা অদ্বিতীয়? কেবল জ্ঞানপিপাসু-দিগের তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশে এই অমৃতরূপী মহাবাক্য রহিয়াছে। জ্ঞানবান পণ্ডিতের লক্ষণ এই যে, তিনি যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তাহার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র গ্রন্থের ভাব বিচার করিয়া তাহার মধ্যে অসত্য, অজ্ঞান ও

দোষ পরিহার করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুরু আত্মাকে অঙ্গীকার করেন। এ জন্য নিরাকার রূপেই হউক অথবা সাকারবিস্তাররূপেই হউক, যে রূপে যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি সেই পরমপদার্থে লক্ষ্য রাখিয়া আপন মত স্থির রাখিতে পারেন, তাহাতে কোনই হানি নাই। নিরাকার, সাকার, কার্য্য-কারণ ভাবে রূপান্তর মাত্র। রূপভেদে বস্তুভেদ ঘটে না অতএব তজ্জন্য ধ্রুবের প্রভেদ সম্ভাবনা নাই।

এ গ্রন্থে শব্দ বা বর্ণের ভুল থাকিলে সে সকল দোষ পরিত্যাগ করিবেন, সত্য অসত্যের বিচারপূর্ব্বক ইহার সার ভাব গ্রহণ করিবেন। তীক্ষ্ণ ভাবে বিচার করিয়া ইহার দোষ যেমন ত্যাগ করিবেন তেমনই ইহার গুণ গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই রাজা প্রজা, সকলেই, সুখী হইবেন। সকল বিষয়েই এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। নতুবা প্রতিশব্দ বা প্রতিপংক্তির শেষে "অশুদ্ধং অশুদ্ধং" শব্দ উচ্চারণ করিলে পণ্ডিত বলা যায় না; ইহা অতি মূর্খ ও অবোধের লক্ষণ। জ্ঞানবান পণ্ডিত মহাত্মাগণের চিত্ত অতি কোমল ও দয়ার্দ্র। তাঁহারা যেরূপ আপন সুখ দুঃখ বুঝেন, সেইরূপ পরেরও বুঝেন। পায়ে কাঁটা ফুটিলে বা ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগিলে নিজের যেরূপ কষ্ট সকলেরই সেইরূপ, ইহা বুঝেন। আর চরাচর, রাজা প্রজা, কি উপায়ে সুখে থাকিবেন এই চিন্তাই তাঁহাদের মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। এরূপ পরোপকারী মহাত্মা ইহ সংসারে ধন্য।

এরূপ সমদর্শী পুরুষ সকলকে আপন আত্মা ভাবিয়া কষ্ট স্বীকার করিয়াও পরোপকার করেন এবং নিজের কোনই প্রয়োজন রাখেন না। আপন আত্মা জানিয়া যতক্ষণ শিক্ষক বালককে 'ক' না বলিবেন ততক্ষণ অবোধ বালক কিরূপে বলিবে? নাচ-শিক্ষক গুরু আপনি নাচিয়া শিষ্যদিগকে নাচ দেখাইয়া নাচ শিক্ষা দেন। নাচশিক্ষার্থীরা পরিশুদ্ধরূপে নাচিবার অঙ্গভঙ্গী, হাবভাব না দেখিলে কিরূপে শিখিবে? তদ্রূপ সৎগুরুর কৃপায় সদুপদেশ ভিন্ন লোকে কিরূপে সৎবস্তু প্রাপ্ত হইবে? জ্ঞানবান ব্যক্তির আর এক এই লক্ষণ যে, আপনার স্ত্রীই হউক, আর যে কেহই হউক, সুবুদ্ধিসম্পন্ন সৎপাত্র হইলেই তাহাকে গুরু মানিয়া যে কোন কার্য্য করেন তাহা উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াই করেন। অবোধ ব্যক্তি আপন অহংকারে মত্ত হইয়া জ্ঞানবানের বাক্য মান্য করে না এবং সর্ব্বদা দুঃখ পায়। সত্য ধর্ম্মের সদনুষ্ঠানে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করা

উচিত নহে। পারমার্থিকই হউক, আর ব্যবহারিকই হউক, সকল সৎকার্য্যেই তৎপর হওয়া উচিত। সত্যধর্ম্ম সাধনে যিনি বিলম্ব করেন, তিনি নিতান্ত অবোধ মূঢ় ও কাপুরুষ, সদা সর্ব্বদা দুঃখভাগী। জ্ঞানবান ব্যক্তি নেত্রবান এবং অবোধ মূঢ় ব্যক্তি অন্ধের সমান। উহাদের হাত ধরিয়া সৎপথে লইয়া যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। উহাদিগকে অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে জ্ঞান-জ্যোতিতে লইয়া যাওয়াই তাহাদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। ইহাই উহাদের পক্ষে যথার্থ উপকার। অবোধ অজ্ঞানীকে সদুপদেশ দিয়া সত্যজ্ঞানরূপ পরম সুখকর পরম পদার্থ দানে পরমানন্দ লাভ করান অপেক্ষা মহত্তর কার্য্য ইহ সংসারে আর কিছুই নাই। এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, মহাত্মা জ্ঞানবান পণ্ডিতগণ অবোধ-দিগকে সদুপদেশ দ্বারা সৎপথে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদা প্রাণপণে চেষ্টিত থাকেন, তিলমাত্রও আলস্য করেন না। এইরূপ জ্ঞানে সংসারে সকল কার্য্যই করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এ বিষয়ে কথা কহাতে আমার নিজের কোন লাভ বা ক্ষতি নাই। কিন্তু পাঠকগণ! আপনারা চরাচর, রাজা প্রজা, সকলে নানা দুঃখ, ভ্রম, দ্বৈত, অদ্বৈত ও উপাসনাতে নানা নামের কল্পনাবশতঃ পরস্পর কেহ কাহার সহিত একমত না হইয়া নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছেন, ইহাই আমার একমাত্র ক্ষতি। আপনারা চরাচর, রাজা প্রজা, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি নিজ নিজ পক্ষপাত, মান অপমান পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরকে মাতা, ভগিনী, ভ্রাতা জ্ঞানে মিলিত হইয়া সুখী থাকেন; আনন্দরূপ হইয়া কাহারও সহিত বিদ্বেষ বা বৈরভাব না রাখেন, সকলেই আত্মা ও পরব্রহ্মের রূপ বলিয়া জ্ঞান করেন, বিচার পূর্ব্বক আত্মাকে জানেন, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরু আত্মা মাতাপিতাকে জানিতে পারেন, এবং উহাতে নিষ্ঠাভক্তি রাখিয়া সর্ব্বদা সুখী থাকেন, ইহাই আমার পরম লাভ এবং একমাত্র বাঞ্ছনীয়। নচেৎ শূকরবিষ্ঠাভক্ষণ করিয়া এবং কুকুর হাড় চিবাইয়া আপনার শরীরের পুষ্টি এবং সন্তোষ লাভ করিতেছে। তবে তাহাদের সহিত মনুষ্যের প্রভেদ কি? শূকর ও কুকুরের সহিত মহাত্মার প্রভেদ এই যে, তিনি পরোপকারকে আত্ম-স্বার্থ জ্ঞান করিয়া পরোপকারে আত্মস্বার্থ স্থাপন করেন এবং সেই পরোপকারে কৃতকার্য্য হইয়া আত্মস্বার্থ লাভ বোধে নিষ্কাম পরমানন্দ ভোগ করিতে থাকেন।

নিকৃষ্ট জীব আত্মস্বার্থ সাধনে দৃঢ়ব্রত বলিয়া সেই আত্মস্বার্থ লাভে সেই ইচ্ছা ক্রমাগত অধিকতর বলবতী হইয়া উঠে এবং নানা প্রকার কষ্ট দেয়।

পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মার নিকট আমার প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। এবং আপনারাই বা আমাকে কি দিবেন? জ্ঞানবান পুরুষের পরব্রহ্মই সর্ব্বস্ব ধন। আপনারা রাজা, বাদসাহ, প্রজা নিজেই বিষয়তৃষ্ণায় কাতর, অনিত্য ইন্দ্রিয়ভোগের পদার্থ রাজ্য কৈলাশ, , বৈকুণ্ঠাদির জন্য সর্ব্বদা লালায়িত! স্বপ্নের পদার্থের ন্যায় এই অসৎ পদার্থ রাজ্যমদে উন্মত্ত হইয়া পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতা, পিতার প্রতি শুদ্ধভাব রাখিতেছেন না; আর এ চিন্তাও করিতেছেন না যে, কাহার তেজে এই বৈকুণ্ঠ কৈলাসাদি ভোগ। এ চিন্তাও করেন না যে, ইনি কে?

গ্রামে গ্রামে কোন্ ব্যক্তি কি জন্য কি দুঃখ পাইতেছে ইহার কোন সংবাদও লন না। অভ্যাগত, অন্ধ, খঞ্জ, ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্তকে উপকার দৃষ্টিতে দেখেন না। কিন্তু যখন রাজ্য, ঐশ্বর্য্য নাশ হয়, তখন বলিয়া উঠেন যে, হায়! হায়! পরমেশ্বর এ কি করিলেন! পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু আত্মা মাতা পিতাই আমার সর্ব্বস্বধন রাজ্য। ইনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় সত্য পদার্থ কিছুই নাই, অপর সকলই স্বপ্নের পদার্থের ন্যায় মিথ্যা। সদাশুদ্ধ, চৈতন্য, পূর্ণপরব্রহ্ম, আত্মা, গুরু বিনা অপর কি সত্য আছে? আত্ম বোধ ভিন্ন আর কি প্রকৃত বা সত্য ধন আছে? আপনারা রাজা, প্রজা, চরাচর ইত্যাদি সকলেই যাহাতে সুখী থাকেন, তাহাও করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

রাজা, বাদসাহ জমিদার সকলেরই এই ধর্ম্ম যে, প্রজা সকলকে পুত্র কন্যার ন্যায় সমদৃষ্টিতে দেখেন ও মনে রাখেন। যাহাতে কোন প্রজাদি লোক কোন বিষয়ে কষ্ট না পায়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই বিদ্যাশিক্ষা অতীব আবশ্যক। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা কে, আমি কে? ইহা বিদ্যাবিনা জানিতে পারা যায় না। আত্মবোধহীন মনুষ্য পশুর সমান। সকলই আপনার আত্মা। প্রজাদিগেরও এই ধর্ম্ম যে সত্যধর্ম্ম পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতার প্রতি নিষ্ঠা ভক্তি রাখা এবং রাজা, জমিদারকে আত্মার স্বরূপ জানিয়া মাতাপিতার সমান ব্যবহার করা। পাঠকগণ, রাজা প্রজা, আপনারা সকলেই নিদ্রা ছাড়িয়া চেতন হউন। এই পুস্তক সকল দেশের ভাষাতে মুদ্রিত করিয়া

দিন; যাহাতে সকল দেশের সমস্ত রাজা প্রজা ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সুখী হইতে পারেন। এই পুস্তক সকল জাতির স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদির পাঠ করিবার অধিকার আছে, ইহাতে কোনবিষয়ের বিভিন্নতা নাই। সকলেই পূর্ণ পরব্রহ্ম, গুরু, মাতা, পিতা, আত্মার স্বরূপ হন। এই পুস্তক আদ্যন্ত প্রীতি ও পরমভক্তি পূর্ব্বক যাঁহারাপাঠ করিবেন কিম্বা পাঠ করাইবেন; অথবা শ্রবণ করিবেন বা শ্রবণ করাইবেন, তাঁহাদের মনে কোন বিষয়ে দুঃখ বা ভ্রম থাকিবে না এবং মৃত্যু সম্বন্ধেও কোন ভয় বা সংশয় থাকিবে না। জ্ঞান উদয় হইয়া উহারা মুক্তিরূপ নির্ভয়ে থাকিবেন। যিনি যেরূপ ভাবনা করিয়া প্রীতি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক এই গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করিবেন, তিনি সেইরূপ ফলপ্রাপ্ত হইবেন।

জ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন যে, ব্যবহারিক বা পারমার্থিক কার্য্য তিন প্রকারে হইয়া থাকে, এক, প্রীতি ভক্তিতে, দ্বিতীয় ভয়ে, তৃতীয়, কোন দ্রব্যবিশেষের লোভে। যে কার্য্য প্রীতি ভক্তিতে সম্পন্ন হয় তাহা জ্ঞানবান, নিরীক্ষিত, নিষ্কাম, পরোপকারী, পরব্রহ্মের প্রিয়, আত্মদর্শী পুরুষের দ্বারাই হইয়া থাকে; যিনি সকলকে আপনার আত্মা বলিয়া জানেন; সকলই পরব্রহ্মের স্বরূপ মাত্র এবং "এই কর্ম্ম আমার অবশ্য কর্ত্তব্য" এইরূপ বোধ করিয়া থাকেন। জ্ঞানবান ব্যক্তি এবং সাধু মহাত্মাগণ ইহার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর যে কার্য্য ভয় হেতু হয় তাহা অবোধ অজ্ঞান ব্যক্তিদ্বারাই হইয়া থাকে। যে কার্য্য দ্রব্যবিশেষের প্রয়োজন বশতঃ হইয়া থাকে অর্থাৎ দ্রব্য বিনা যে কার্য্য করা হয় না, তাহা লোভী বিষয়তৃষ্ণা কলুষিত ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে অপর সকল বিষয়ে বুঝিবেন।

এই পুস্তক, সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু মাতা, পিতা আত্মা, অন্তর্যামির আজ্ঞা ও নিয়োগ অনুসারে লিখা গিয়াছে। রাজা প্রজা চরাচরের প্রতি যখন তাঁহার কৃপা হইয়াছে তখনই লিখা গিয়াছে। ইহা সকলের সর্ব্বদুঃখ মোচন ও পৃথিবীর ভার উদ্ধার নিমিত্ত রচিত। রাজা প্রজা প্রভৃতি সকলেরই বিচারপূর্ব্বক সকল কার্য্য করা উচিত। যে ব্যক্তি অবিচারে করে, তাহাকে অবোধ মূঢ় বলা হয়। কোন ব্যক্তি যদি বলে যে, "আমি দেখিয়াছি তোমার কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে" তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির কথা শুনিবামাত্র কাকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ান অতি অবোধ ও মূঢ়ের কর্ম্ম। যে

ব্যক্তি বলিতেছে যে, তোমার কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে" উনি নানাশাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরান ইত্যাদি অপরাপর নানামত রচয়িতা ঋষি, মুনি স্থানীয়। এবং 'কাণ' শব্দে শুদ্ধ, চৈতন্য পূর্ণ, পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু আত্মা, মাতা, পিতাকে বলা হইতেছে। 'কাক' শব্দ অবিদ্যা, অজ্ঞানকে বুঝাইতেছে। যিনি যেরূপ বলিতেছেন বা লিখিতেছেন, তাহাতে কোন তর্ক করা উচিত নহে; কেবল মাত্র তাহার সমস্ত ভাবের বিচার করিয়া সারাংশ শুদ্ধ, পূর্ণ, পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, "কাণ" শব্দ বাচ্যকে গ্রহণ করা আবশ্যক। নিরাকাররূপেই হউক, আর সাকার প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপ ভাবেই হউক, অথবা নিজের স্বরূপ বলিয়াই হউক, যেরূপে হয় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি।

তত্ত্ব-কাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়—ব্রহ্মতত্ত্ব।

ব্যষ্টি সমষ্টি।

বৃক্ষের শাখাকে ব্যষ্টি ও পাতা ফল আদি লইয়া সমস্ত বৃক্ষকে সমষ্টি অখণ্ডাকার কহা যায়। এখানে বৃক্ষ শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম অখণ্ডাকারস্থানীয় জানিবে; আর শাখা শব্দ ঈশ্বর, দেব ও মায়া স্থানীয় এবং পাতা ফল ফুল শব্দ চরাচর জীব আদি অপর সমস্ত লইয়া নির্গুণ পূর্ণ অখণ্ডাকার পরব্রহ্ম, গুরু মাতা পিতা আত্মা বলিয়া জানিবে। যিনি নির্গুণ পরব্রহ্ম তিনিও তোমাদের মাতা পিতা আত্মা গুরু। আর যিনি সগুণ পরব্রহ্ম তিনিও তোমাদের মাতা পিতা আত্মা গুরু। যাহা কিছু আছে উনিই সেই সকল। যেমন অগ্নি ব্রহ্মে নানা পদার্থ দিলে, অগ্নি ভস্ম করিয়া আপনারই রূপে পরিণত করেন। সকলই অগ্নি হইয়া যায় পরে অগ্নিরও নাম রূপ গুণ ক্রিয়া নির্ব্বাণ হইয়া নিরাকার হইয়া যায়। তবে অগ্নিতে সমস্ত কিরূপে ভস্ম হইল? পূর্ব্বে সকলই অগ্নি ব্রহ্মের রূপ ছিল বলিয়া পরে অগ্নি রূপ হইয়াছে। সর্ব্ববিষয়ে এইরূপে বিচার করিলে বুঝিবে সাকার নামরূপই নিরাকার নামরূপ রহিত হইয়া যাইতেছেন। প্রথমে নিরাকার ছিলেন, পরেও নিরাকার হন। আর যখন সাকার প্রকাশ রহিয়াছেন তখনও নিরাকার রহিয়াছেন।

নিরাকার পরব্রহ্ম কিরূপে সাকার হন।

নিরাকার ব্রহ্ম হইতে কিরূপে সাকার জন্মিতে পারে? নিরাকার হইতে উৎপন্ন রামধনুতে সাকার পীত, রক্ত, শুক্ল, হরিৎ প্রভৃতি নানা নামের বর্ণ ও নানা

প্রকারের রূপ বোধ হইতেছে। কিন্তু ঐ বর্ণ ও রূপ যেখান হইতে উদয় হয় সেই আকাশেই লয় হইয়া যায় এবং সময়ান্তরে পুনর্ব্বার প্রকাশ হইয়া আইসে। তেমনই নিরাকার নিগুর্ণ ব্রহ্ম সাকার বিস্তাররূপে প্রকাশ হইতেছেন, তিনি স্বয়ং নিরাকার হইতে সাকার হইতেছেন এবং আপন ইচ্ছায় সাকার হইতে নিরাকার হইতেছেন। এজন্য কেহ ব্রহ্মের নাম দেন মায়া।

নিরাকার পরব্রহ্ম কিরূপে সাকার হইতে পারেন? তাঁহাতে কি এ ক্ষমতা নাই যে, তিনি স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বয়ং সাকার ভাবে প্রকাশ হন? তিনি কি তেজোহীন, বলহীন, কিম্বা শক্তিহীন? মূল কথা এই যে, তিনি যেরূপেই থাকুন, রাজা প্রজার তো কেবলমাত্র শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মের সহিত প্রয়োজন।

অনুলোম, বিলোম।

শুদ্ধ চৈতন্য পরম ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় নাম রূপাত্মক বিস্তারমান জগৎভাবে প্রকাশমান। এজন্য তাঁহার অনুলোম শব্দ এই নাম কল্পিত হইয়াছে। ইনি আবার এই জগৎ নাম রূপ সকলকে আপনাতে লয় করিয়া কারণ রূপে স্থিত হন। এজন্য ইহাঁকে বিলোম কহে।

কারণ শুদ্ধ চেতন পরব্রহ্ম যখন স্বয়ং বিস্তারিত হন তখন কারণ হইতে বিন্দু স্বরূপ, বিন্দু হইতে অর্দ্ধ-মাত্রা স্বরূপ, অর্দ্ধমাত্রা হইতে মহাকাশ স্বরূপ, মহাকাশ হইতে আকাশ অথবা শব্দ স্বরূপ, আকাশ হইতে বায়ুস্বরূপ, বায়ু হইতে অগ্নি স্বরূপ, অগ্নি হইতে জল স্বরূপ এবং জল হইতে পৃথিবী স্বরূপ হন। এইরূপে অনুলোম শব্দ প্রতিপন্ন হইল। পুনশ্চ, পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মহাকাশে, মহাকাশ অর্দ্ধমাত্রায়, অর্দ্ধমাত্রা বিন্দুতে এবং বিন্দু কারণ পরব্রহ্মে লয় পান। এইরূপে বিলোম শব্দ প্রতিপন্ন হইল। এই অনুলোম বিলোম শব্দ হইতে এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত চরাচর জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। পৃথিবী তত্ত্ব হইতে অস্থি মাংস, জল তত্ত্ব হইতে রক্ত, অগ্নিতত্ত্ব হইতে তেজ, (সেই তেজ হইতে অন্নাদি পরিপাক হইতেছে,) বায়ুতত্ত্ব হইতে নিশ্বাস প্রশ্বাস আদি কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, আকাশতত্ত্ব হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতেছে, মহাকাশ হইতে বুদ্ধি, যে বুদ্ধি হইতে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া সমস্ত কার্য্যাদির সুশৃঙ্খল ভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে। অর্দ্ধমাত্রা জ্যোতি মূর্ত্তি চন্দ্রমা

মনোরূপ. হইয়া চরাচর জগৎ মধ্যে কার্য্য করিতেছেন। বিন্দু শব্দ সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ; যাঁহার প্রভাবে নেত্র দ্বারে দেখিতে পাইতেছ এবং শাস্ত্রাদি পড়িতেছ, সৎ অসতের বিচার করিতেছ, পরমাত্মাতে নিষ্ঠা হইতেছে এবং জ্ঞান স্বরূপ হইয়া কারণে স্থিত হইতেছ। কারণ শব্দে নিরাকার, নির্ব্বিকার নিরঞ্জন এক রস (যাঁহাতে সমস্ত সৃষ্ট হইয়াছে তাঁহার স্বরূপ) লক্ষিত হয়েন—এইরূপে স্থিরভাবে বুঝিয়া লইবে।

উদাহরণ। সমুদ্র হইতে নানারূপ ফেণ বুদ্ বুদ্ উঠে কিন্তু সমুদ্র একরূপই থাকে, তাহাতে তাহার বিকার বা পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু ফেণ বুদ্ বুদের রূপান্তর উপাধিভেদে পরিবর্ত্তন বা বিকার হয়। সমুদ্র স্থানীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁহার বিকার বা পরিবর্ত্তন হয় না অর্থাৎ তাঁহাতে অজ্ঞানতা জন্মে না। তিনি সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ, একই ভাবে থাকেন অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ থাকেন। ফেণ বুদ্ বুদ্ স্বরূপ জীবের নানারূপ নাম, গুণ, ক্রিয়া, প্রভৃতি উপাধি ভেদে অজ্ঞানতা জন্মে। এখানে সংশয় হইতে পারে যে বায়ু লাগিয়া সমুদ্রে ফেণ বুদ্‌বুদাদি ঢেউ উঠে কিন্তু শুদ্ধ চেতন পরব্রহ্মে কি প্রকারে জগৎরূপ ঢেউ উঠিবে ?

"আমি বহুরূপ হইব" এই ইচ্ছারূপ বায়ু দ্বারা জগৎরূপ ঢেউ উঠিতেছে,—এই রূপান্তর ভেদই জীবের অজ্ঞানতা বা বিকার।

চেতন হইতে অচেতন।

স্বরূপে চেতন বা জড় শব্দের প্রয়োগ হয় না—স্বরূপ যাহা তাহাই। রূপান্তর অর্থাৎ অবস্থাভেদে চেতন ও অচেতন বলা যায়। যেমন জাগ্রত অবস্থায় সম্পূর্ণ চেতনা, স্বপ্নাবস্থায় অল্প, এবং সুষুপ্তির অবস্থায় জড়তা প্রাপ্তি হয়। কিন্তু তিন অবস্থাতেই স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন বা বৈলক্ষণ্য হয় না, যাহা তাহাই থাকে। সেইরূপ মনুষ্যের অজ্ঞান হইতে জ্ঞান স্বরূপ এবং জ্ঞান হইতে বিজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্তি হয়। নখ যতক্ষণ অঙ্গুলির সহিত লিপ্ত থাকে ততক্ষণ ঐ নখ চেতন। তখন ঐ নখ কাটিলে বেদনা লাগে। কিন্তু ঐ নখ বাড়িয়া অঙ্গুলের সহিত নির্লিপ্ত হইলে উহা জড়। তখন তাহাকে কাটিলে আর লাগে না। এই প্রকারে কারণ পরব্রহ্মকে স্থূল, সূক্ষ্ম, এবং কারণ স্বরূপে বুঝিয়া লইবেন।

বিনশ্বর অবিনশ্বর।

ধীর গম্ভীরভাবে বিনশ্বর এবং অবিনশ্বরের বিচার করিবে এবং নিজের স্বরূপ কি সাকার বা নিরাকার তাহাও বিবেচনা করিবে। যদি কেহ কহেন যে, সাকার সমস্ত পদার্থ এবং জ্যোতির্মূর্ত্তি নশ্বর পদার্থ তাহা হইলে ত অবতার ঋষি মুনি মহম্মদ, যিশুখ্রীষ্ট এবং বুদ্ধ প্রভৃতি ও জীব সকলেই নশ্বর হইবেন। ইহাতে সন্দেহ নাই। যেহেতু এই সকল লোক সাকার হইয়া কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন এবং তোমরাও করিতেছ। শাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরান, পড়া শুনা, দেখা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি যাহা হয় সমস্ত সাকার হইতেই হয়, নিরাকার ব্রহ্ম হইতে এই সকল বা অন্য কোন কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। যদি সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম নাশবন্ত হন তাহা হইলে তোমরা সকলেই নাশবন্ত হইবে।

স্বরূপ পক্ষে কেহই নাশবন্ত নাই। কেবল রূপ ভেদ হইয়া নিরাকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

পরিবর্ত্তনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয়।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা ভক্তি বিহীন, লোকহিতে বিরত, পরমাত্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ণভাব গ্রহণে অক্ষম ব্যক্তিগণ অজ্ঞান বশতঃ শাস্ত্রের সার ভাব না বুঝিয়া বিপরীত অর্থ গ্রহণ ও প্রচার করিয়া জগতের অমঙ্গলের হেতু হইয়াছে। ইহারা তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় লইয়া তর্ক জাল বিস্তার পূর্ব্বক নিজেও অশান্তি ভোগ করেন এবং অপরকেও অশান্তি ভোগ করান। ব্রহ্ম পরিবর্ত্তনীয় অপরিবর্ত্তনীয়, নিরাকার নির্গুণ, সাকার সগুণ, দ্বৈত, অদ্বৈত, প্রকৃতি পুরুষ, পরমাশক্তি ইত্যাদি বহুবিধ শব্দ লইয়া পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান। যিনি আছেন তাঁহাকেই জানা যায়, যাহা নাই তাহাকে কিরূপে জানা যাইবে—ইহাদের এ বোধ নাই। এ জন্যই জগতের অমঙ্গল। শাস্ত্রে বলে ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্ অর্থাৎ এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ এ আকাশে নাই। তবে এই পরিবর্ত্তনশীল প্রকাশমান জগৎ ও তাহার অন্তর্গত জীব এই যে দ্বিতীয় তাহা কোথা হইতে আসিল? যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্ম তিনিই এই জগৎ নামরূপে প্রকাশমান, না,

তাঁহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ আছেন যিনি জগৎ নামরূপে প্রকাশমান থাকিয়া অনন্ত শক্তি সহযোগে অনন্ত কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন ?

যদি মনে কর অপরিবর্ত্তনীয় এক পৃথক্ ব্রহ্ম আছেন ও অপর এক জন আছেন যিনি পরিবর্ত্তনীয় প্রকাশমান তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত যে উভয়ই একদেশী ব্যষ্টি, দুয়ের মধ্যে কেহই পূর্ণসর্ব্বশক্তিমান নহেন। সাকার প্রকাশমান নামরূপকে লইয়া নিরাকার ব্রহ্ম পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান—ইহাই সম্ভব পর, ইহাই যথার্থ সত্য। লোকে ব্রহ্মের নিরাকার জ্ঞানাতীত অবস্থাকে অপরিবর্ত্তনীয় ও সাকার সগুণ জ্ঞানগম্য অবস্থাকে পরিবর্ত্তনীয় বলে। যিনি নিরাকার নির্গুণ তিনিই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপাত্মক সাকার ভাবে প্রকাশমান থাকা সত্বেও স্বরূপে সর্ব্বকালে অপরিবর্ত্তনীয় রহিয়াছেন। স্বরূপে ইহার কোন কালে পরিবর্ত্তন বা অপরিবর্ত্তন নাই—সর্ব্বকালে যাহা তাহাই। ইনি প্রকাশমান জগৎ ও জীব-সমূহের আত্মা পরমাত্মা মাতা পিতা গুরু মঙ্গলকারী। স্বরূপ পক্ষে পরিবর্ত্তনীয় অপরিবর্ত্তনীয় নিরাকার সাকার নির্গুণ সগুণ গুরু আত্মা পরমাত্মা মাতা পিতা গুরু শিষ্য উপাস্য উপাসক প্রভৃতি কিছুই নাই কিন্তু রূপ ভেদে উপাধি ভেদে পরিবর্ত্তনীয়, নিরাকার সাকার প্রভৃতি সমস্তই মানিতে ও বলিতে হয় ও হইবে। পরব্রহ্ম যে অবস্থাতেই থাকুন্ ইহাঁকে পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করা মনুষ্য মাত্রেরই উচিত। প্রকাশমান থাকিলে বিশেষরূপে জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে শ্রদ্ধাভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে ইনি প্রসন্ন হইয়া জগতের অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। অপ্রকাশ নিরাকার অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞানাতীত ভাবে ইহাঁকে মান্য করিলে বা না করিলে ইহাঁর কিছুই আসে যায় না।

বুঝিয়া দেখ, যাহাকে অপরিবর্ত্তনীয় বলিতেছ সেই ভাব বা অবস্থায় জ্ঞানাদি কোন গুণ বা ক্রিয়ার স্ফূরণ থাকে না। যদি স্ফূরণ থাকিত তাহা হইলে তাহাকে অপরিবর্ত্তনীয় না বলিয়া পরিবর্ত্তনীয় বলিতে হইত। সুষুপ্তির অবস্থা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কোন পরিবর্ত্তন থাকে না। তুলনায় সুষুপ্তির অবস্থাই অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু তোমার মাতা পিতা যখন সেই সুষুপ্তির অবস্থায় থাকেন তখন মান্য করিলেও যাহা, না করিলেও তাহা। সেই রূপ পরমাত্মা নিরাকার অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে জীবকৃত মান্য বা অপমানে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হইয়া মঙ্গল বা অমঙ্গল বিধান করেন না।

সেই মাতা পিতাই যখন জাগ্রত জ্ঞানময় পরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় প্রকাশ হন তখন তাঁহাতে নানা গুণ ক্রিয়া শক্তি প্রকাশ হইয়া মঙ্গলামঙ্গল ঘটে। যখন তুমি নিজে সুষুপ্তির অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় থাক তখন পরিবর্ত্তন অপরিবর্ত্তন ইত্যাদি কোন বোধাবোধ থাকে না, কখন জাগিবে যে জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না, যাহা তাহাই থাকে। পরে জাগ্রত অবস্থার উদয় হইলে আশা তৃষ্ণা লোভ মোহ অহংকার মনোবুদ্ধি চিত্তরূপে প্রকাশিত হইয়া তুমি জগতের সমুদায় কার্য্য করিয়া থাক। যদি কেহ তোমাকে কেবল সুষুপ্তির অবস্থাতেই মান্য করে ও জাগ্রত অবস্থায় অমান্য করে তাহা হইলে তুমি প্রসন্ন হও না অপ্রসন্ন হও? কিন্তু স্বপ্ন সুষুপ্তি জাগরণ তিন অবস্থাতেই তুমি ব্যক্তিত একই থাক। সেইরূপ জগতের মাতাপিতা পরমাত্মা সর্ব্বভাবে একই রহিয়াছেন। যিনি স্বপ্নে তিনিই জাগরণে, সুষুপ্তিতে। পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও ইনি স্বরূপে অপরিবর্ত্তনীয়। অজ্ঞানেও ইনি, জ্ঞানেও ইনি, বিজ্ঞানেও ইনি এবং সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় ইনি স্বরূপে যাহা তাহাই।

অতএব সুষুপ্তি বা অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়া কি মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে হইবে ও পরিবর্ত্তনীয় জাগ্রতাবস্থা লক্ষ্য করিয়া কি মাতা পিতাকে অপমান করিতে হইবে, না, উভয় অবস্থাতে মাতা পিতাকে একই জানিয়া শ্রদ্ধাভক্তি পূর্ব্বক মাতাপিতার আজ্ঞা পালন রূপ প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে? যে মাতা বা পিতা উভয় অবস্থায় আছেন সেই মাতা বা পিতাকে পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা পালনই সুপাত্র পুত্র কন্যার কর্ত্তব্য। যে অবস্থায় মাতা পিতার সহিত পুত্র কন্যার ব্যবহার সম্ভবপর সেই জাগরিত বা প্রকাশমান জ্ঞানময় অবস্থাতে বিশেষরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করাই বুদ্ধিমান পুত্র কন্যার উচিত। কেন না মাতা পিতা জাগরিত অবস্থায় জ্ঞানময়, সমস্ত বুঝিয়া পুত্র কন্যার অভাব মোচন ও মঙ্গল বিধান করিবেন।

পুত্র কন্যারূপী স্ত্রী পুরুষ জীবসমূহ। নিরাকার সাকার প্রকাশ অপ্রকাশ সগুণ নির্গুণ পরিবর্ত্তনীয় অপরিবর্ত্তনীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা সর্ব্বরূপে সর্ব্বভাবে প্রকাশমান। যখন ইনি জগৎরূপে প্রকাশমান তখনই ইহাঁকে অর্থাৎ মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাকে বিশেষরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক

জগতের হিতানুষ্ঠানরূপ ইহাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইনি সর্ব্বপ্রকারে জগতের অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে। ইনিই নিরাকার অপ্রকাশ, ইনিই সাকার প্রকাশমান থাকিয়া জগতের হিত সাধন পূর্ব্বক জগৎকে পালন করিতেছেন। ইনি ছাড়া এ আকাশে দ্বিতীয় কেহ আর নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইনি নিত্য পুরুষ, দয়া করিয়া যাঁহাকে চিনান তিনিই চিনেন। ইহাঁর দয়া বিনা ব্রহ্মাণ্ডস্থ তাবৎ শাস্ত্র পাঠ করিয়াও কেহ ইহাঁকে চিনিতে পারে না। ইহা ধ্রুব সত্য। এইরূপ বিচার করিয়া সকল বিষয়ে জ্ঞান পূর্ব্বক জগতের মঙ্গল সাধন কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—o—

পঞ্চতত্ত্ব ব্রহ্ম।

পরব্রহ্ম হইতেই ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চতত্ত্ব বোধ হইতেছে। যেমন আতসী কাচ সূর্য্যনারায়ণের সম্মুখে ধরিলে উহাতে অগ্নি প্রকাশ হয় এবং সেই অগ্নি হইতে অসংখ্য প্রদীপ জ্বালে। প্রদীপের শিখা একটি ধাতু বা মৃত্তিকার পাত্রে ঢাকিলে ঐ পাত্রে যে কালি লাগে তাহাকে পৃথিবীতত্ত্ব, উহাতে যে জল জমে তাহা জলতত্ত্ব, শিখা হইতে যে ধূয়াঁ উঠে তাহাকে বায়ুতত্ত্ব, যে উষ্ণতা শক্তিতে বায়ু বা ধূয়াঁ ঊর্দ্ধ মুখে যায় তাহা অগ্নিতত্ত্ব, ঐ অগ্নিও বায়ুর ভিতর ও বাহিরে যে স্থানে থাকে তাহা আকাশতত্ত্ব, এক শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম হইতে পাঁচতত্ত্ব শব্দে কথিত ব্রহ্ম প্রকাশ হইয়া কারণ পরব্রহ্মের স্বরূপই আছেন। এই পাঁচতত্ত্ব ব্রহ্ম হইতে চরাচর স্ত্রী পুরুষের প্রকাশ। পৃথিবীব্রহ্ম হইতে হাড়মাস, জলব্রহ্ম হইতে রক্ত, অগ্নিব্রহ্ম হইতে দেহের উত্তাপ, অন্ন পরিপাক ইত্যাদি; বায়ু ব্রহ্ম হইতে নাসিকায় বহমান প্রাণ বায়ু, আকাশ ব্রহ্ম হইতে স্ত্রী পুরুষের কর্ণ স্থিত শ্রবণশক্তি। জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্ত্রী পুরুষের নেত্রে দর্শন ও নাসিকায় ঘ্রাণ শক্তি। চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জ্ঞান গঙ্গা নাসিকা দ্বারা কণ্ঠ ভাগে বাক্য বলেন ও বলান। স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ মস্তকে বিরাজমান। তাঁহা হইতে বিচার আর জ্ঞানের প্রকাশ। উভয় ব্রহ্মজ্যোতিঃ

সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের শরীরে ভিতর বাহির বিস্তৃত গুরু আত্মা জগৎজননী হন। ইহাঁরই এই সকল রূপ, ইহা বোধ করা উচিত। বহিরের দিকে কারণ সূক্ষ্ম স্থূল রূপ বহু বিস্তার বোধ হয়। ভিতর দিকে দৃষ্টি করিলে একই পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু আত্মার উপলব্ধি হয়। যেমন বাহিরে তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছে, কিন্তু ভিতরে তুমি একই পুরুষ।

ব্রহ্ম শক্তি।

অগ্নি ব্রহ্ম একই। উহাঁতে যে উষ্ণতা শক্তি তাহা সমস্ত স্থূল পদার্থ ভস্ম করিতে পারে। উহাঁর যে প্রকাশ শক্তি তাহা অন্ধকারে আলো করে। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে শক্তির নানারূপ গুণ ক্রিয়া উহাঁতেই লয় হইয়া নির্গুণ নিরাকার হইয়া যায়। আবার প্রকাশ হইলে সমুদয় শক্তি নাম রূপ সহিত প্রকাশ হন। আপনাদিগের যে বল আছে তাহাও সেই শক্তি। শক্তি ব্যতীত বলিতে শুনিতে দেখিতে খাইতে, শাস্ত্র বেদের বিচার করিতে, উঠিতে বসিতে পারা যায় না। যাহা কিছু ঘটিতেছে শক্তি দ্বারাই ঘটিতেছে। শক্তি আপনারই রূপ, আপনা হইতে স্বতন্ত্র নহেন। আপনার নিদ্রাকালে আপনার শক্তি আপনার সহিত অভিন্নভাবে থাকেন। পরব্রহ্মের শক্তি জগৎরূপে প্রকাশ হইলে নাম রূপ কল্পনা হয়। বিনা ব্রহ্মের শক্তি পরমার্থ বা ব্যবহার কার্য্য সিদ্ধ হয় না। এইরূপে বিস্তার প্রকাশমান বলিয়া পরব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তিমান বলে। পরব্রহ্ম হইতে শক্তি কোন ভিন্ন পদার্থ নহেন; পরব্রহ্মেরই রূপ অর্থাৎ পরব্রহ্মই। কোন স্ত্রী বা পুরুষ বিশেষের নাম শক্তি নহে। অবোধ ব্যক্তি ভাবে স্ত্রীলোকের নামই শক্তি।

ব্রহ্মকলা।

শাস্ত্রে বলে, অগ্নির দশকলা, সূর্য্যনারায়ণের বার কলা, চন্দ্রমার যোলকলা। যে পর্য্যন্ত অজ্ঞানের অন্ধকার থাকে সে পর্য্যন্ত অগ্নি ব্রহ্ম দশ ইন্দ্রিয়ের সহিত দশকলায় পরিপূর্ণ আছেন, স্থূল জগতের সহিত অন্য শক্তির সম্পর্ক নাই। অন্ধকার লয় হইলে দশ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে লইয়া সূর্য্যনারায়ণ বার কলাতে পরিপূর্ণ হন; সূক্ষ্ম জগতের সহিত অন্যের সম্পর্ক নাই। অজ্ঞান ও জ্ঞান এই দুই পদার্থ লয় হইয়া বিজ্ঞান অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন দশ ইন্দ্রিয় মায়া, অবিদ্যা, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এই যোলকলায় চন্দ্রমা ব্রহ্ম পূর্ণ থাকেন।

আর জগৎ চরাচরের সহিত অন্যের সম্পর্ক থাকে না, অন্য দ্বিতীয় কেহই থাকেন না। বিজ্ঞান উদয়ে স্বরূপ্ বোধ হইলে এই তিন প্রকার পৃথক পৃথক্ জগতের কারণ এই বোধরূপ অজ্ঞান প্রকাশ থাকে না। কেবল মাত্র সর্ব্বকলারূপ ও সর্ব্বকলাতীত পরিপূর্ণ সর্ব্বজ্ঞ এক পরব্রহ্মই ভিতরে বাহিরে প্রকাশ থাকিবেন। পরব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোন কলা নাই, হইবে না, হইতে পারে না। কলা অর্থে অংশ, ভাগ। যেমন শরীরের মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শরীরের অংশ মাত্র, সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া এই সমষ্টি শরীর। তেমনই পরব্রহ্ম, বিরাট স্বরূপ বিস্তাররূপে বিরাজমান। উহাঁর অংশ কি? শক্তি গুণ। যে শক্তি গুণ দ্বারা কার্য্য হইয়া থাকে সেই শক্তি গুণকেই কলা বলা হয়। তোমার শরীরের মস্তকে সাতটী কলা আছে, দুইটী চক্ষু, দুইটী কর্ণ, দুইটী নাসারন্ধ্র, একটী মুখ। এইরূপ পরব্রহ্মের সমষ্টি বিরাট শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম কলা। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থায় তুমি একই পুরুষ। অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ হয় মাত্র। স্বপ্নাবস্থায় তুমি বাসনা সংযুক্ত দশ কলা থাক, জাগ্রত হইলে স্বপ্নের পদার্থের বাসনা রহিত হইয়া বার কলাযুক্ত জ্ঞান স্বরূপ থাক। স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থা লয় হইলে তুমি সুষুপ্তির অবস্থায় পূর্ণরূপে ষোল কলাতে থাক। স্বরূপের কোন প্রভেদ হয় না। গাঢ় অন্ধকার, জ্যোৎস্না এবং দিবস একই পদার্থ, অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ মাত্র, বস্তু পক্ষে কোন বিভিন্নতা নাই। গাঢ় অন্ধকারে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ থাকেন না। জ্যোৎস্নায় গাঢ় অন্ধকার ও দিবা থাকে না। সূর্য্যনারায়ণের উদয়ে দিবস প্রকাশ হয়, গাঢ় অন্ধকার ও জ্যোৎস্না থাকে না। তিন অবস্থাতে একই পুরুষ যিনি জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি।

সত্য অসত্যের বিচার।

সত্য হইতে অসত্য হয় না, আর অসত্য হইতে সত্য হয় না। এই মৃত্তিকা সত্য রূপী। ইহা হইতে যে সহর, বাটী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে তাহাও অসত্য হইবে না। যখন মৃত্তিকা সত্য তখন ইহাতে যে ইট সুরকি গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে তাহাও সত্য, কখনই অসত্য হইতে পারে না। যে পদার্থ সত্য তাহার কার্য্যও সত্য হইয়া থাকে। অসত্য হইতে কদাচ সত্য হয় না। যখন ঐ গৃহ ভাঙ্গিয়া মৃত্তিকা হয় তখন উহা আপন কারণ মৃত্তিকাতে মিশাইয়া কারণ মৃত্তিকাই হয়,

কখনও অসত্য হইতে পারে না। শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম মৃত্তিকা, জগৎ চরাচর গৃহ। শূন্য আকাশ অসৎ স্থানীয়। শূন্যাকার অসৎ আকাশ হইতে কিরূপে বাটী প্রস্তুত হইবে? যদি শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম সত্য না হইতেন তবে চরাচর জগৎ যাহা প্রত্যক্ষ বিস্তাররূপে প্রকাশমান তাহা কখনই সত্য বলিয়া বোধ হইত না। কারণ অসত্য হইলে কার্য্যও অসত্য হইবে। যখন এই জগৎরূপ গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িবে তখন কারণ পরব্রহ্মে লয় হইবে অর্থাৎ সমস্ত একাকার হইয়া কারণ মিলিয়া নিরাকারভাবে বিরাজমান থাকিবে। পূর্ণ পরব্রহ্মকে সত্য অসত্য হইতে অতীত জানিবে এবং ঐ দুই শব্দও উনিই। এখনও তিনিই বিরাজমান। যে রূপেই থাকুন সকলই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মারই রূপ। বিচার করিয়া দেখুন যে, যদি আদিতে আপনারা সত্য না হইতেন তবে এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছেন? আর যদি এখন সত্য হন, অন্তেও সত্য থাকিবেন।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।

শাস্ত্রে বলে ব্রহ্ম সত্য, এই জগৎ অসত্য। ব্রহ্ম যেন জল। ঐ জলে যে ঢেউ উঠিতেছে, ফেন বুদ্‌বুদ্ বৃহৎ বোধ হইতেছে তাহাই এই জগৎ। কিন্তু ফেন বুদ্‌বুদ্ তরঙ্গ ঐ জলই, অপর কিছু নহে, নিঃসন্দেহ। নাম রূপ গুণ ক্রিয়া ভেদে তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদ্ নানা নাম হইয়াছে মাত্র। জল ও ফেনবুদ্‌বুদাদিতে জলের আন্তরিক দৃষ্টি করিলে কেবল জলই সত্য বোধ হয়। কারণ পরব্রহ্ম হইতে এই জগৎ রূপ প্রকাশমান। তবে ইহা জগৎ নহে, জগৎ হইবে না এবং হইতে পারিবে না; এ যাহা তাহা তাহাই অর্থাৎ কেবল মাত্র পরব্রহ্মই। ইহাতে জগৎরূপ যে ভাবনা তাহা অসত্য অজ্ঞান ভ্রম।

রজ্জুতে সর্প ভ্রম।

বেদান্তের মত যে, ভ্রম বশতঃ ব্রহ্মে জগৎ বলিয়া বোধ হয়, যেমন রজ্জুতে সর্প বলিয়া সর্প ভ্রম। কিন্তু বাস্তবিক রজ্জু সর্প নহে, অজ্ঞানবশতঃ ভ্রম মাত্র। অন্ধকার স্থানে রজ্জু বা দড়ী পড়িয়া থাকিলে উহাঁকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু স্থিরভাবে দেখিলেই স্পষ্টই বোধ হয় যে উহা প্রকৃত পক্ষে রজ্জু। ইহার ভাবার্থ এই যে, যেমন মৃত্তিকা হইতে ইষ্টকাদি ঘর ও নানা রূপ স্ত্রী পুরুষ হাতী,

ঘোড়া, সরা হাঁড়ী পৃথক্ পৃথক্ আকৃতি গঠিত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে সকলই এক মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন, মৃত্তিকারূপই। যে ব্যক্তির স্থূলের উপর দৃষ্টি সে নানা নামরূপ দেখিতেছে। ঐ ব্যক্তির প্রতিই রজ্জুতে সর্প ভাসিতেছে। যেহেতু উহার মৃত্তিকার উপর দৃষ্টি নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি নামরূপ ঘট পটাদির উপর দৃষ্টি না রাখিয়া এক কারণ মৃত্তিকার উপর লক্ষ্য রাখেন তাঁহার পক্ষে রজ্জুই ভাসিতেছে, বলিতে হইবে। রজ্জু শব্দ কারণ শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা গুরুকে জানিবে। জগৎরূপ যে বিস্তার তিনি তাহার স্বরূপ। যাঁহার দৃষ্টি এইরূপ যে, পূর্ণপরব্রহ্ম আত্মাই সর্ব্বরূপে পরিপূর্ণ আছেন, অপর কোন বস্তুই নাই সেই ব্যক্তির রজ্জুর উপর দৃষ্টি আছে। উহাঁর পক্ষে সর্পভ্রম নাই অর্থাৎ দ্বৈত ভাব নাই। এবং যে ব্যক্তির আত্মবোধ নাই অর্থাৎ এই যে নানা নামরূপ যাহার সমষ্টিকে জগৎ বলা হয় তাহারা পরস্পর ও পরমাত্মার সহিত ভিন্ন যে ব্যক্তির ইত্যাকার বোধ তাহারই রজ্জুতে সর্পভ্রম। সর্প শব্দে মায়া এবং রজ্জু শব্দে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন।

কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল।

শাস্ত্রে বলে পরব্রহ্মের কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল এই তিন প্রকার শরীর। কেহ পাঁচ তত্ত্বকে উহাঁর স্থূল শরীর বলেন ও ইহার উপর সূক্ষ্ম শরীর ধরেন এবং শুদ্ধ চৈতন্যকে কারণ শরীর বলেন। জল, মেঘ, বরফ এই তিনেরই জল কারণ শরীর, মেঘ সূক্ষ্ম শরীর ও বরফ স্থূল শরীর। এখানে জল শব্দে কারণ শুদ্ধ চৈতন্য, নিগুর্ণ, নিরাকার, পরব্রহ্ম। সেই নিগুর্ণ কারণ পরব্রহ্ম সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপে জগৎ বিস্তার। স্থূল চরাচরের পৃথিবী, জল ইত্যাদি শরীর। জীবের নাসিকায় যে প্রাণবায়ু চলিতেছেন ও যাহার সূর্য্যনারায়ণ প্রত্যক্ষ স্বরূপ ঈশ্বর, আর যাহার সংযোগে আপনারা কথা কহিতেছেন, ও শাস্ত্র পড়িতেছেন সেই সূক্ষ্ম শরীর।

চারি প্রকার চৈতন্য।

কারণ চৈতন্য, কূটস্থ চৈতন্য, ঈশ্বর চৈতন্য ও জীব চৈতন্য কাহাকে বলে? গুণ ক্রিয়া ও রূপ ভেদে জল, মেঘ, বরফ, ও ফেন বুদ্‌বুদ্। এক জলেরই এই চারি নাম হইয়াছে। ধর যে জল কারণ চৈতন্য, মেঘ কূটস্থ চৈতন্য, বরফ শব্দ ঈশ্বর চৈতন্য, ও ফেন বুদ্‌বুদ্ শব্দ জীব চৈতন্য। পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু মাতা পিতা

আত্মা সম্বন্ধে এই প্রকার বুঝিবেন। ব্যবহার কার্য্যে পরব্রহ্মকে গুরু মাতা পিতা ভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে; স্বরূপে তিনি যাহা তিনি তাহাই।

দ্বৈত ও অদ্বৈত।

আদি হইতে এমন দুই অনাদি বস্তু চলিয়া আসিতেছে যে কোনও যুক্তি বা উপায়ে তাহারা এক হইতে পারে না। তিন কালেই ভিন্ন ভিন্ন দুই অনাদি কারণ বা বস্তু বিরাজমান। এই মত দ্বৈত। অনাদি একই বস্তু উহাতে তিলমাত্র কোনও অপর বস্তু নাই। এই মত অদ্বৈত। অদ্বৈত বস্তুতে নামরূপ গুণ ক্রিয়া ভিন্ন বোধ হইলেও উহাঁকে অদ্বৈতই বলা যাইবে। বেদান্তের মতে কারণ বীজ এক অদ্বৈত, উহা হইতে অঙ্কুর হইয়া শাখা, পাতা, ফল, ফুল- আদি নানা নাম রূপ গুণ ক্রিয়া সত্ত্বেও বৃক্ষ এক, অদ্বৈত। দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িকের মতে বীজ এক বস্তু এবং শাখা, পত্র, ফল, ফুল ইত্যাদি নাম রূপ উপাধি দৃষ্টিতে বৃক্ষ হইতে পৃথক্ বলিয়া বস্তুও পৃথক্। ঈশ্বর স্বতন্ত্র, জীব পরতন্ত্র। স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র হইতে তিনি অতীত; তাঁহার জন্ম হয় না। স্বতন্ত্র জল, পরতন্ত্র ফেন বুদ্‌বুদ্। এখানে বুঝিয়া দেখ যদি কারণ স্বরূপ অদ্বৈত পরব্রহ্ম আর কার্য্যরূপ দ্বৈত জগৎ এই দুই তিনকালে কখনও কোনও প্রকারে এক হইতে না পারে তবে জীব ও পরব্রহ্ম (ঈশ্বর, গড আল্লাহ, খুদা) অদ্বৈত না বলিয়া দ্বৈত বলিতে হইবে। কিন্তু জীবের সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্রে বলেন যে বিচার ও ভক্তির ফলে জ্ঞান উদয় হইলে পরব্রহ্ম ও জীব অভেদ অর্থাৎ একই হন এবং জীব আনন্দ রূপে মুক্ত স্বরূপ বিরাজমান থাকেন। যদি আদিতে জীব ব্রহ্মে অভেদ না থাকিত তবে পরে ভক্তি যোগ দ্বারা জ্ঞান উদয়ে কি করিয়া অভেদ হইবে? অবশ্য আদিতে অভেদ ছিল এজন্যই পশ্চাতে অভেদ হয়। প্রত্যক্ষতঃ স্বভাব, গুণ, ক্রিয়া, নাম, রূপ নানাত্ব সত্ত্বেও জীব ও পরব্রহ্ম স্বরূপ পক্ষে আদি মধ্য অন্তে অভিন্ন অদ্বৈত। অদ্বৈত পরব্রহ্ম অজ্ঞান হেতু দ্বৈত অদ্বৈত রূপে প্রকাশমান। কিন্তু যিনি অদ্বৈত তিনিই দ্বৈতরূপে প্রকাশমান। যিনি দ্বৈত তিনিই অদ্বৈত। পরব্রহ্মে স্বরূপ পক্ষে দ্বৈত অদ্বৈত শব্দের প্রয়োগ হয় না। আপন আপন পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া দ্বৈত অদ্বৈত সম্বন্ধে গম্ভীরভাবে বিচার পূর্ব্বক সারভাব গ্রহণ করিবেন।

পরব্রহ্মে অনাদি ছয় নাম।

কোন শাস্ত্রে বলে, ঈশ্বর, অহংকার, জীব, বুদ্ধি, মন, কর্ম্ম এই ছয় অনাদি। আবার কোন শাস্ত্রে বলে ইন্দ্রিয় হইতে মন সূক্ষ্ম, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব হইতে প্রকৃতি পুরুষ, প্রকৃতি পুরুষ হইতে পুরুষ চৈতন্য সূক্ষ্ম। এই উভয় বাক্যের একই অর্থ। একই অগ্নি জ্যোতিতে উষ্ণতা, প্রকাশ, শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ ও ধূম রহিয়াছে। এজন্য অগ্নির নাম রূপ গুণ ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে। উষ্ণতা হইতে তাপ লাগে, প্রকাশ গুণ হইতে অন্ধকার লয় হয় ও রূপ বা পদার্থের গঠন দেখা যায়, ধূম হইতে কালি লাগে। কিন্তু এই সকলের কারণ কেবল একমাত্র অগ্নিই। গুণ, ক্রিয়া, রূপ ভেদে কেবল নাম ভেদ কল্পনা। অগ্নি নির্ব্বাণের সহিত উহার নামরূপ আদি সকলই লয় হয়। অগ্নি শব্দে মনে করুন পূর্ণ পরব্রহ্ম, ঐ অগ্নিতে যে উষ্ণতা শক্তি তাহাই ঈশ্বর, গড, আল্লাহ, খুদা। যে শুক্ল বর্ণ তাহাই অহংকার, যে রক্তবর্ণ তাহাই বুদ্ধি, যে পীতবর্ণ তাহাই মন, যে প্রকাশ তাহাই জীব এবং যে ধূম তাহাই কর্ম্ম। এই রূপে অনাদি ছয় নাম।

পূর্ব্ব দৃষ্টান্তের অঙ্গ বদল করিয়া, সূক্ষ্মতার পরিমাণ বুঝিবেন। ধূম রূপ ইন্দ্রিয় হইতে প্রকাশ রূপ মন সূক্ষ্ম। অগ্নির পীত রক্ত শুক্ল বর্ণ উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম। শুক্ল বর্ণ প্রকৃতি পুরুষ স্থানীয়। তদপেক্ষা পুরুষ চৈতন্য অর্থাৎ ঈশ্বর, গড্, আল্লাহ, খুদা, পরমেশ্বর স্থানীয় উষ্ণতা শক্তি সূক্ষ্ম। এ সকলের যেমন সমষ্টি বা একমাত্র কারণ অগ্নিই তেমনই সর্ব্ব সমষ্টি কারণ পরব্রহ্ম।

এইরূপ শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম হইতে ঈশ্বরাদি এই ছয় অনাদি নামের প্রকাশ। এই সকল, পরব্রহ্মেরই রূপ অর্থাৎ পরব্রহ্মই; দ্বিতীয় অন্য কেহ নহে। শাস্ত্রে ঋষি মুনিগণ নানা নাম কল্পনা করিয়াছেন তাহা এইরূপে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে কিম্বা আপনার স্বরূপে খাটাইয়া লইবেন।

পরমপদ।

"অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যা ধ্বনিঃ,
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতিঃ জ্যোতিরন্তর্গতো রবিঃ।

রবেরন্তর্গতিং স্থানুঃ স্থানোরন্তর্গতিং মনঃ ।
তন্মনঃ বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদম্ ।
তৎপদং পরমং ধ্যানং তদ্ধ্যনং ব্রহ্ম উচ্যতে ।”

পূর্ব্বোক্ত দুই বাক্যের ও উত্তর গীতার এই বাক্যের অর্থ একই। পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত অনুসারে বুঝিবেন। অনাহত শব্দে অগ্নি-ব্রহ্ম ধরুন। তাহার রূপ গুণ ক্রিয়াদির সূক্ষ্মতার পরিমাণ ক্রমে ধরুন মান অপমান বর্ণাশ্রম অহংকার। ইহাদেরই অন্য নাম অজ্ঞান। এই অজ্ঞান লয় হইলে দেখিবেন যে কারণ পরব্রহ্মই পরমপদ। সকল পদই তাঁহাতে আছে এবং সকল পদই তিনি। অথবা সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্ম গুরু আত্মা মাতা পিতাতে দৃষ্টান্তটী খাটাইবেন। জ্যোতির্ব্রহ্মেই সর্ব্বপদ বিরাজমান ইহা বুঝিবেন।

জীব ও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব।

স্বপ্নস্থ জীব আপনাকেও ঈশ্বরকে নানা ঐশ্বর্য্যের কর্ত্তা ভোক্তা মনে করেন। দেখেন যে রাজা ধনী, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আমি নানা কর্ম্ম করিয়া, সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি। এ সকলই আমি উৎপন্ন করিয়াছি, আর আমার মত কেহই নাই; আমিই সকলের কর্ত্তা ভোক্তা। স্বপ্নান্তে স্বপ্নের পণ্ডিত, কর্ত্তা, ভোক্তা সকল লয় হয় কেবল আপনি স্বয়ং বিরাজ করেন আর স্বপ্নাবস্থার ত্যাগী হইয়া বলেন যে, “আমি অসত্য স্বপ্নজ পদার্থের কর্ত্তা ভোক্তা হইয়া অহংকার করিয়াছিলাম। যখন স্বপ্নের পদার্থ কর্ম্মাদি অসত্য তখন কোন্ পদার্থের কর্ত্তা ভোক্তা হইয়া অহংকার করিয়াছিলাম? আমাতে কর্ম্ম কোথায়? আমি বৃথা ঈশ্বরকে ও আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা মানিতেছিলাম। ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় কে বা কি আছে যে তিনি তাহার কর্ত্তা ভোক্তা হইবেন? তিনিই কেবল মাত্র পূর্ণ।” স্বপ্নের কর্ত্তা ভোক্তা জাগ্রতে অভোক্তা অকর্ত্তা। স্বপ্ন-জাগরণ সুষুপ্তিতে লয় হইলেও কর্ত্তা ভোক্তা, অভোক্তা কিছুই থাকে না। পুরুষ সর্ব্বাবস্থার অতীত। সেই পুরুষই উপাধিযোগে অজ্ঞানে আপনাকে ও ঈশ্বরকে কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া মানে। জ্ঞান হইলে অকর্ত্তা অভোক্তা বলেন, স্বরূপ বোধ হইলে কর্ত্তা ভোক্তা, অভোক্তা অকর্ত্তা কিছুই থাকে না, পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রকাশমান থাকেন। তরঙ্গ জলে

লয় হয়, জীব পরব্রহ্মে লয় হন। "চলি পুত্তলি হুনকে সমুদ্রকে থহ লেন। আপাপলট আপহি ভই কৌন কহেগা বএন।" লবণময় পুত্তলি কুতুহল তৃপ্তির জন্য সমুদ্র জলের গভীরতা মাপিতে যাইয়া নিজেই সে লবণাক্ত জলে গলিয়া জল হইয়া যায়, তাহার পূর্ব্ব শরীরের চিহ্ন মাত্রও থাকে না। সে আর ফিরিয়া আসিতে পারে না, তাহা দ্বারা সমুদ্র তলস্থ মনোহর আশ্চর্য্য পদার্থের কোন আখ্যান উক্ত হয় না। পরমা ভক্তির উদয়ে জীব পূর্ণ পরব্রহ্মের মনোহর আশ্চর্য্য লীলার তথ্য জানিবার জন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম সাগরে ডুবিয়া তাঁহাতে অভেদে লয় হয়, আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। তাহার দ্বারা আর সেই মনোহর আশ্চর্য্য লীলার কি প্রসঙ্গ হইবে ? সে মহাত্মা আপন স্বরূপে নিমগ্ন হইয়া স্বরূপ মাত্র থাকেন। রামপ্রসাদী পদ আছে, "যেতে পারি, আসতে নারি, শ্যামা মায়ের আজ্ঞা যেমন"। অজ্ঞান অবস্থায় ব্যবহার কালে আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা বলিলে কোন ক্ষতি বা লাভ নাই। সৃষ্টি পালন ও সংহার করিবার কর্ত্তা ঈশ্বর পরব্রহ্মকে মানিলেই হইল। কেননা, সৃষ্টি পালন সংহার শক্তি আপনাদের নাই। কিন্তু জ্ঞান বা স্বরূপ পক্ষে বুঝিবেন যে, স্বপ্নের নানা কর্ম্ম ভোক্তা কর্ত্তার ন্যায় সৃষ্টি পালন সুষুপ্তি প্রলয়। উভয়ের মধ্যভাগে যে জাগ্রত উহাতে না সৃষ্টি, না প্রলয় আছে। এইরূপ পরব্রহ্ম গুরু আত্মাকে এইভাবে পূর্ণ জানিবেন যে, তিনি যাহা তাহাই। স্বরূপে সৃষ্টি ও পালন নাই। স্বপ্নের পদার্থ হইতে জাগ্রত সৃষ্টির বিশেষ কি ? পাঁচ মিনিটের মধ্যে নানা বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়া অনেক দিন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গে সকলই লয় হইয়া যায়। জাগ্রত অবস্থায় পর্ব্বত প্রমাণ বারুদ অগ্নি সংযোগ মাত্র আকাশ হইয়া যায়। জাগ্রত ও স্বপ্নের সৃষ্টি সমান। মায়ারূপী ঈশ্বর স্বপ্নে যাহাকে যাহা দেখান তাহা সে সত্য বলিয়া বোধ করে। কিন্তু জাগ্রতে স্বপ্নের জগৎ সৃষ্টি অসত্য হইয়া যায়। জাগ্রতের বারুদরূপী সৃষ্টি জ্ঞানরূপী অগ্নি দ্বারা ঈশ্বর লয় করিবেন—এই জগৎ বারুদের মত আকাশ হইয়া যাইবে।

জীব কাহার অধীন ?

জীব পরমাত্মার অধীন, না, প্রকৃতির অধীন ? দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে হইবে। জলের অধীন মেঘ ও বরফ এবং মেঘের অধীন কেবল বরফ। কারণ রূপ জল হইতে মেঘরূপ কার্য্য। সেই মেঘ হইতে জল বর্ষে। সেই জল জমিয়া বরফ

হয়। জল মেঘ এবং বরফকে কারণ দৃষ্টিতে জলভাবে দেখিলে কেহ কাহার অধীন নহে। তিনটীই কারণ স্বরূপ এক বোধ হইবে। রূপ ও উপাধিভেদে কারণ কার্য্যভাবে অধীনতা ঘটিতেছে। স্বরূপ পক্ষে অধীনতা, স্বাধীনতা নাই। তিনি বস্তুতঃ যাহা তাহাই আছেন। জল শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম, মেঘ শব্দে প্রকৃতি পুরুষ ঈশ্বর, এবং বরফ শব্দে জীবকে বুঝিবেন। যখন পূর্ণ কারণ পরব্রহ্ম জগৎরূপ বিস্তার হন তখন তাঁহার নাম প্রকৃতি পুরুষ ঈশ্বর। অবিদ্যাচ্ছন্ন রূপে তাঁহাকেই জীব সংজ্ঞা বুঝিবেন। যতক্ষণ জীব মায়া মোহ তৃষ্ণায় বদ্ধ ততক্ষণ পরব্রহ্মের ও প্রকৃতির অধীন বলিয়া বোধ হইবে।

জ্ঞানী ও মূর্খের প্রভেদ।

পরমাত্মা ঈশ্বরেরই সকল ক্ষমতা। আমি পণ্ডিত মহাত্মা, আমি সকলই জানি, অপর সকলে মূর্খ এরূপ ভাবিয়া কেহ অহঙ্কার করিবেন না। কেহ মূর্খও নহেন, কেহ পণ্ডিত ও নহেন, স্বরূপে সকলেই পরব্রহ্মের রূপ, নিজেরই আত্মা। কোন রাজসভায় একজন বাজীগর আসিয়া নানা প্রকারের বাজী দেখায়। উহাতে রাজা প্রজা পণ্ডিত মূর্খ প্রভৃতি দর্শক মাত্রেরই সমান ভাবে বাজীকে সত্য বোধ হয়। পণ্ডিতের চক্ষে একরূপ আর মূর্খের চক্ষে অন্যরূপ হয় না। পণ্ডিত মূর্খের এই প্রভেদ যে, পণ্ডিত সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াও জানেন যে বাজী অসত্য। কিন্তু মূর্খ যাহা প্রত্যক্ষ করে তাহাকেই সত্য সত্য বলিয়া জানে। বাজীগর স্থানীয় মায়া ব্রহ্ম যে লীলা দেখান তাহাই আপনারা দেখেন। আর এই নানা নাম রূপাত্মক জগৎ সৃষ্টি নানা ভাবেই সত্য বলিয়া বোধ করেন। জ্ঞানী নানার ভিতর যে এক সত্য তাহাকেই সত্য বলিয়া ধারণ করেন। জ্ঞানী সমদৃষ্টি দ্বারা জলে, বরফে, আর মেঘে জলই দেখেন। জ্ঞানী সকলকেই আপন আত্মা পরব্রহ্মের রূপ বলিয়া জানেন। জল ভিন্ন, বরফ ভিন্ন আর মেঘ ভিন্ন মূর্খ এইরূপ ভিন্ন ভাবে দেখেন এবং আপনাকে এবং অপর সকলকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করেন; আত্ম-দৃষ্টি নাই যে, সকলেই আমার আত্মা। ভিন্ন ভিন্নকে সত্য মনে করিলে আসক্তি জন্মে, এক ভাবিলে চিত্তের অনাসক্তি হয়। ভোগ ও নানা কর্ম্ম করিয়াও আত্মদর্শী অনাসক্ত, সকলই করিতেছেন অথচ কিছুই করিতেছেন না। আমি কর্ত্তা এ অহঙ্কার নাই। মূর্খের ভাব এই যে,

যাহা কিছু সকলই আমি করিতেছি। কিন্তু ইহাতেও কোন চিন্তা নাই। যাহাই বোধ করুন, যে ভাবেই থাকুন, বিদ্যা পড়ুন, পড়ান, পূর্ণ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা রাখিবেন এবং সকলকেই আপন আত্মা জানিবেন।

জ্ঞান অজ্ঞান।

যদি সকলই এক পূর্ণ পরব্রহ্মের রূপ তবে ঈশ্বরে জ্ঞান ভাব ও জীবে অজ্ঞান ভাব কেন? একজন মরিলে সকলেই মরে না কেন? একজন খাইলে সকলেই তৃপ্ত হয় না কেন? একজনের দুঃখ হইলে সকলেরই দুঃখ হয় না কেন? যে ব্যক্তি এইরূপ প্রশ্ন করেন, তিনি ধন্য। তাঁহার চিত্তের বৃত্তি পূর্ণ পরব্রহ্মে সংযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ প্রশ্নকর্ত্তা কখনও মূর্খ নহেন। কথাগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা সুগম হইবে। সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মার সম্মুখে আতসী কাচ ধরিলে অগ্নিব্রহ্মের প্রকাশ হয়। ঐ অগ্নি হইতে কোটী দীপ জ্বালাইয়া একটী দীপের অগ্নি নির্ব্বাণ করিলে সেই অগ্নি বায়ু হইয়া যান। বায়ু নিস্পন্দ হইলে আকাশ। দীপের অগ্নি বায়ুর অবস্থা জানেন না, যেহেতু বায়ু সূক্ষ্ম এবং অগ্নি স্থূল। বায়ু যে প্রাণ তিনি অগ্নি হইতে সূক্ষ্ম বলিয়া অগ্নির রূপ গুণ ক্রিয়া অবস্থা জানিতেছেন। বায়ু হইতে আকাশ সূক্ষ্ম সকলের অবস্থা জানেন। কিন্তু বায়ু বা অগ্নি আকাশ ব্রহ্মের অবস্থা জানেন না। অগ্নি ধরুন জীব, প্রাণবায়ু ঈশ্বর। অগ্নির অর্থাৎ জীবের নির্ব্বাণে বায়ু বা ঈশ্বর লয় হইয়া কারণ পরব্রহ্মে স্থিত হন না। উপাধি দ্বারা ঈশ্বরও জীবের জ্ঞান অজ্ঞানে ভেদ। ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ, সূক্ষ্ম, সর্ব্বব্যাপী, জ্ঞান স্বরূপ, সকল অন্তরের অবস্থা জানেন। জীব স্থূল বিষয় ভোগে আসক্ত বলিয়া অজ্ঞান। মন বিষয় বাসনা শূন্য সূক্ষ্ম হইলে জীব অভেদে আনন্দ রূপে বিরাজ করেন। জ্ঞানবান পুরুষ ইহা জানেন। জীব ঈশ্বর, জ্ঞান অজ্ঞানের ভাব এইরূপে বুঝিতে হইবে।

দৃষ্টান্ত স্থলে এক দীপ নিভিলে সকল দীপ নিভে না বা সূর্য্যনারায়ণ নির্ব্বাণ হয়েন না; সকল দীপের অগ্নি উহাঁরই। তেমনই একজন মনুষ্য মরিলে সকলে মরে না। সকলেই ত উহাঁর রূপ। আর ঐ দৃষ্টান্ত দ্বারাই বুঝিবেন যে, একজনের আহারে কেন সকলের পেট ভরে না। এক দীপে তৈল দিলে ত আর অন্য দীপ জ্বলে না।

এক দীপের অগ্নিতে ময়লা তৈল বা জলের ছিটা দিলে পট পট করে। উহাই ধর যে দুঃখ। সে দুঃখ আর অন্য সকল দীপের অগ্নিতে হয় না। এই প্রকার এক জনের দুঃখে সকলের দুঃখ হয় না। এখানে দীপ শব্দে জীবের শরীর, অগ্নি শব্দে জীব। ইনি শরীরে থাকিলে অন্ন জলের প্রয়োজন। ইহা প্রাণের ধর্ম্ম। ময়লা তৈল যেমন অগ্নিকে দুঃখ দেয় তেমনই অবিদ্যা রূপ আশা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, অহংকার, মান, অপমান, জয়, পরাজয়, এই সকল মনুষ্যের দুঃখদায়ক। ইহা বুঝিয়া লইবেন।

পরব্রহ্মের বহু রূপ।

একই ব্রহ্ম সর্ব্ব রূপে প্রকাশমান। বিষ্ণুর সহস্র নামে আছে "অনেকরূপ-রূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।" একই কারণ পরব্রহ্ম অনেকরূপে বিস্তারমান জগৎ এবং পুনর্ব্বার অনেক হইতে এক হইতেছেন। অগ্নিব্রহ্ম প্রদীপে সাকার রূপে থাকিলে তৈল সলিতার প্রয়োজন। নির্ব্বাণে অগ্নি নামরূপ বিরহিত নিরাকার হইলে, কোটী মণ তৈল সলিতা দাও অগ্নি ব্রহ্মের কিছুই প্রয়োজন নাই। নিরাকারে পান ভোজন, সুখ দুঃখ কিছুই থাকে না। এইরূপে আপনাতে আপনি বুঝিয়া লইবেন। যতক্ষণ আপনি সাকার ভাবে আছেন ততক্ষণ সকল ব্যবহার কার্য্য করিতে হইবে। যে ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ তাহা ঘটিবে। নতুবা শরীরের কোন কার্য্যই চলিবে না। বলপূর্ব্বক বন্ধ করিবার চেষ্টায় দুঃখ ভোগ অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয় কেহ নাই যে ইহা খণ্ডন করে। এক তোলা জলপান করুন তাহাও ভোগ ও কর্ম্ম, সমস্ত জগতের ভোগ্য ভোগ করুন তাহাও ভোগ ও কর্ম্ম। এক তোলা জলপান আর সমস্ত পৃথিবী ভোগ উভয়ই সমান। মৃত্যুতে নামরূপ রহিত হইবেন। তখন পার্থিব নানা প্রকারের ভোগ পড়িয়া থাকিবে, কোন ভোগ্যের প্রয়োজন থাকিবে না। মৃত দেহে যাহা ইচ্ছা ঘটুক তাহা জীবের বোধ হয় না। মৃত শরীর মাটিতে পুঁতিলে মাটী হইবে, জলে গলিয়া জল হইবে, ফেলিয়া দিলে জীব জন্তু খাইয়া ফেলিবে, অগ্নিতে দিলে ভস্ম হইয়া যাইবে। শবরূপ প্রদীপে আপনাদের কিছুই প্রয়োজন থাকে না। শরীরে থাকিলে সকল কিছুই বোধ হয়। স্বপ্নের সুখ দুঃখ ভয় জাগ্রতে থাকে না এবং জাগ্রতের ভোগ সুষুপ্তিতে থাকে না। কর্ম্ম ও তাহার ফলাফল সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

বিন্দু ও অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ ওঁকার।

মনে কর এক বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে দুই শাখা। এক শাখা ঠুঁঠা অপর শাখা হইতে তিন প্রশাখা, পাতা ফল ফুলে ভরা। দেখ, এক বীজ হইতে শাখা ও প্রশাখা, পাতা, ফল ফুল অম্ল, মিষ্ট, ফিঁকা, দুর্গন্ধ, সুগন্ধ কতই নাম রূপগুণ ক্রিয়া রচিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়! যিনি বীজ অবীজ সত্য অসত্য, কারণ অকারণ, শূন্য অশূন্য, নির্গুণ সগুণ, ব্রহ্ম পরব্রহ্ম ইত্যাদি শব্দ হইতে বিলক্ষণ বা অতীত তাঁহার অর্থাৎ শুদ্ধ চেতন কারণ পরব্রহ্মের নাম বীজ। সেই বীজ হইতে যে অঙ্কুর তাহাই বিন্দু শব্দ বাচ্য। সেই অঙ্কুর হইতে যে দুই শাখা তাহার মধ্যে যে ঠুঁঠা তাহাই অর্দ্ধমাত্রা। অপর শাখা হইতে যে তিন প্রশাখা তাহাই অকার, উকার মকার অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ অগ্নি। প্রশাখা হইতে ছোট শাখাগুলি মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এই চারি অন্তঃকরণ এবং লোভ, মোহ, আশা, তৃষ্ণা ইত্যাদি। পাতা হইল জীব পুংলিঙ্গ, ফুল স্ত্রীলিঙ্গ, ফল ইন্দ্রিয়ের ভোগ। এই প্রণালীতে বুঝিয়া লইবেন। কেহ বলেন, অকার ব্রহ্মা, উকার বিষ্ণু ভগবান, আর মকার শিব। এই তিন শব্দ প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতির্মূর্ত্তি অর্থাৎ অগ্নি, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ স্বরূপ ব্রহ্ম। অপর কেহ বলেন, অকার রজোগুণ ব্রহ্মা বা সূর্য্যনারায়ণ। কেহ মকারকে, কেহ অকারকে শিবও বলেন। কেহ উকার সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ভগবান চন্দ্রমা জ্যোতি-র্ব্রহ্মকে বলেন আর মকার অগ্নিব্রহ্ম শিবকে বলেন যে, তিনি তমোগুণ। কেহ চন্দ্রমাকেও মকার বলেন, কেহ সূর্য্যনারায়ণকে, এ বিচারের সীমা নাই। কিন্তু না ব্রহ্মাই রজোগুণী, না বিষ্ণু ভগবানই সত্ত্বগুণী, না শিবই তমোগুণী। তিন শব্দই শুদ্ধ পরব্রহ্ম হইতে হইয়াছে ও স্বতঃপ্রকাশ পরব্রহ্মই। যিনি শিব বিশ্বনাথ নাম বাচ্য তিনিই ব্রহ্মা তিনিই বিষ্ণু ভগবান, তিনিই দেবী মাতা অর্থাৎ পরব্রহ্মই। যিনি যেরূপ নাম কল্পনা করুন না কেন, উনি যাহা উনি তাহাই। উঁহাতে এ অহংকার নাই যে, আমি অগ্নি, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ।

যে গুণ হইতে সৃষ্টি হয় তাহাকে রজোগুণ, যে গুণে সৃষ্টির পালন হয় তাহাকে সত্ত্বগুণ, আর যে গুণের দ্বারা অগ্নি তেজোরূপ হইয়া সকলকে ভস্ম অর্থাৎ আপন রূপ করিয়া কারণে স্থিত হন তাহাকে তমোগুণ সংহারকর্ত্তা কহে। এই তিন গুণ

পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপ। আর এই তিন শব্দের বাচ্য "ত্রিস্থানং চ ত্রিমাত্রং চ ত্রিতং ব্রহ্ম চ" ইত্যাদি। অর্থাৎ ইনি পরব্রহ্মই, ইনি অনাদি স্বতঃপ্রকাশ, অকার, উকার, মকার। কীট পতঙ্গ হইতে অবতার পর্য্যন্ত ইঁহা হইতেই হইতেছেন, ইঁহাতেই লয় যাইতেছেন; ইনি অনাদি স্বতঃপ্রকাশ, সদা একই ভাবে আছেন।

ব্রহ্মা শিব ও বিষ্ণু ভগবান পৃথিবীর উপর কতবার শরীর ধারণ করিয়া বেদাদি শাস্ত্র রচনা ও তপস্যা করিয়াছেন ও লয় হইয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু ইনি একই ভাবে আছেন।

সূর্য্যনারায়ণের বীজ হইতে অকার, চন্দ্রমার বীজ হইতে মকার আর অগ্নি ব্রহ্মের বীজ হইতে রকার এই তিনে রাম শব্দ। এজন্য রাজা প্রজা, চরাচরাদি লইয়া ইঁহাকে রাম বলা হয়। বিন্দু শব্দে সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বরকে জানিবেন।

পরব্রহ্মের বহু নাম।

পরব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দ, বিষ্ণুভগবান, বিশ্বনাথ, দুর্লভ, দেবীমাতা, গড্, আল্লাহ, খুদা, অব্যয়, কূটস্থ, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বব্যাপী, অন্তর্যামী, ব্রহ্ম-গায়ত্রী, সাবিত্রী, শালগ্রাম, ব্যষ্টি, সমষ্টি, নির্গুণ, সগুণ, নিরাকার, সাকার, কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল, নারায়ণ, মহামায়া, মহালক্ষ্মী, মহাদেবি, মহাসরস্বতী, মহাভগবতী, শক্তি, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ, ইন্দ্রদেব, দৃশ্য, অদৃশ্য, বিনাশী, অবিনাশী, সত্য, অসত্য প্রভৃতি অসংখ্য নাম একই যাহা তাহার দেশ ও মতভেদে কল্পিত হইয়াছে।

এক অদ্বিতীয় সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা নিরাকারও সাকার বিস্তাররূপে অপনিই স্বয়ং বিরাজমান; দ্বিতীয় কেহ নাই, ছিল না, হইবেও না। নাম কেবল মনুষ্যের কল্পনা। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে এ ভাব নাই যে, "এইটী আমার নাম আর ঐটী আমার নাম নহে।" উনি যাহা উনি তাহাই। জল একই কিন্তু ঐ জলের দেশ ও ভাষা ভেদে অসংখ্য নাম। যেমন, জল পানী, নীর, অম্বু, তোয়ঃ, সরিতা, বারি, জীবন, ওয়াটর, আব্, নীলু, তণী, গরুণী, তরুণী, ভরণী ইত্যাদি। কিন্তু নানা নাম সত্ত্বেও জল পদার্থ একই। কেহ জল বলিয়া পান করে, কেহ পানী বলিয়া। যে জল বলিয়া পান করে তাহারও তৃষ্ণা যায় আর যে পানী বলিয়া পান করে, তাহারও তৃষ্ণা যায়।

স্বরূপ বোধ শূন্য বিষমদর্শী লোকে ভাবেন যে, কোন বিশেষ একটী নাম কল্যাণরূপ আর অন্য সব নাম অকল্যাণরূপ। সমস্ত নামই যখন কল্পনা তখন একটী নাম কল্যাণরূপ হইলে সকল নামই কল্যাণরূপ হইবে। নতুবা সকল নামই অকল্যাণরূপ হইবে। নিজ পক্ষপাত ত্যাগ কর, যাঁহার এই সকল নাম তাঁহাকেই জান। সমস্ত নামই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে আছে। নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া জল-পদার্থকে পান কর তৃষ্ণা শান্তি হইবে। নাম কল্পনা ত্যাগ করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে জান বিষয়-তৃষ্ণা থামিবে। জল দেখিলে বা জল শব্দ মুখে বলিলে তৃষ্ণা যায় না। জলপান করিতে হয়। তেমনই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে পূর্ণ জানিয়া গ্রহণ বা ধারণা কর অর্থাৎ দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর কৃতার্থ হইবে। নিরাকার ভাবে হউক আর সাকার প্রত্যক্ষরূপে হউক উহাঁকেই অঙ্গীকার কর। রূপ বা ভাবে কোন হানি লাভ নাই।

কেহ তাঁহাকে ভজনা করুক বা না করুক উভয়ই যখন পরব্রহ্মের পক্ষে সমান তখন কেন তাঁহাকে ভজনা করিব? বুঝিয়া দেখ, জলের এ ইচ্ছা নাই যে কেহ তাহাকে পান করুক কিন্তু পিপাসা নিবারণার্থ জল-পান করিতে হয়। তেমনই অজ্ঞান দুঃখ নিবারণার্থ তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। অজ্ঞানে এ বোধ থাকে না যে, আমি কি স্বরূপ আর পরব্রহ্ম কি স্বরূপ; এই অবস্থার নাম ধর যে স্বপ্ন। যখন পরের মুখে শুনিয়া স্বরূপ বিষয়ে শোনা-জ্ঞান মাত্র হয় তখন জাগ্রত অবস্থা। বিজ্ঞান অবস্থার নাম সুষুপ্তি, যাহাতে পরব্রহ্ম ও আপন স্বরূপে অনুভব হেতু নিষ্ঠা হয়। স্বপ্ন, জাগরণ, সুষুপ্তি তিন অবস্থার অর্থাৎ অজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান এই তিন ভ্রমের লয় হইলে তুরীয় অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণ পরব্রহ্ম আপনি স্বয়ং বিরাজমান। তখন ব্রহ্ম পরব্রহ্ম শব্দের বোধ থাকে না। তিনি যাহা তিনি তাহাই। সে অবস্থার নাম তুরীয়াতীত। জ্ঞান চন্দ্রমার উদয়ে অজ্ঞান অন্ধকার রাত্রি উঁহাতে লয় পায়; বিজ্ঞান স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণের উদয়ে অজ্ঞান অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ জ্ঞান চন্দ্রমা উহাঁতে লয় হইয়া একই সূর্য্যনারায়ণ বিরাজমান থাকেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যখন জ্যোতির আভা মাত্র প্রকাশ হয় তখন সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্ম থাকেন না এবং কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ রাত্রিও থাকে না, ইহাই তুরীয় অবস্থা। এই অবস্থা অতীত হইলে দেখিবেন সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণ পরব্রহ্ম

আপনি স্বয়ং বিরাজমান। উপাধি ভেদে পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছে বটে কিন্তু তিনি সর্ব্বাবস্থায় স্বরূপে যাহা তাহাই আছেন।

যাঁহাকে পরব্রহ্ম বল তাঁহাতে এ ভাব নাই যে, পরব্রহ্ম গড্, খুদা আল্লাহ নিরাকার সাকার, নির্গুণ, সগুণ বিষ্ণুভগবান, বিশ্বনাথ, দেবী মাতা, সূর্য্যনারায়ণ বা চন্দ্রমা ব্রহ্ম আমি। উহাঁতে ব্যষ্টি সমষ্টি ভাব নাই, উনি যাহা তাহাই। উঁহার আদি অন্ত উনিই জানেন। উনি ভিন্ন আর অপর বস্তু জগতে কি আছে? অহং ভাব উঁহাতে হইতে পারে না যেহেতু উঁহা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু থাকিলে উঁহার বলিবার ইচ্ছা হইত যে, আমি পরব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ অথবা ব্রহ্ম। যখন সমস্তই তিনি তখন কেন তিনি বলিবেন আর কাহাকেই বা বলিবেন? ভক্তি প্রীতি ভাবে যে সকল নানা নাম কল্পনা তাহা কেবল অবোধ জিজ্ঞাসুর সংশয় ছেদ জন্য, আর কিছুই নহে। যে নামে যিনি ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপাসনা করেন তাঁহার সেই নামেই ফল প্রাপ্তি হয়। অজ্ঞানে ব্রহ্ম বাচক শব্দে এই বোধ প্রকাশ হয় যে, "আমি ব্রহ্ম" ও তদ্রূপ অহঙ্কার জন্মে। জ্ঞান, বিজ্ঞান অবস্থা পর্য্যন্ত বোধ হইয়া থাকে যে, আমিই পরব্রহ্ম। যখন আপনাকেই পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞ দেখেন অথবা আপনিই রহিয়া যান তখন উহাঁতে পরমেশ্বর, গড্, আল্লাহ, খুদা, সচ্চিদানন্দ শব্দ থাকে না, যাহা তাহাই বিরাজমান থাকেন। আর অসংখ্য রূপ সত্ত্বেও এখনও তাহাই।

সকল মতের ভ্রম মীমাংসা।

মতভেদে সম্প্রদায় ভেদ অসংখ্য। জগতে অশান্তির এই এক প্রধান কারণ। শান্তিময় পরব্রহ্ম এক, বিরোধজনক মতভেদ অনেক। শূন্যবাদী, স্বভাববাদী. আত্মাবাদী, অনাত্মাবাদী, সগুণবাদী, নির্গুণবাদী, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, সচ্চিদানন্দবাদী, অহমস্মিবাদী, পূর্ণবাদী, অপূর্ণবাদী, অবতারবাদী, অনবতারবাদী প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ যে কত মত আছে তাহার গণনা হয় না। প্রত্যেক মতাবলম্বী নিজের মত সত্য ও অপর সকলের মত মিথ্যা বলিয়া প্রচার করেন। ফলে চারি দিকে হিংসা দ্বেষের অগ্নি জ্বলিতেছে। কেহই বুঝিতেছেন না যে তিনি যাহা তাহাই—কি বা কেমন কাহারও বুঝিবার বা বলিবার সাধ্য নাই। তিনি যাহাকে যেমন বুঝাইতেছেন তিনি তেমনই বুঝিতেছেন, যেমন বলাইতেছেন তেমনই বলিতেছেন।

দশজন দশ রকম স্বপ্ন দেখিয়া নিজ নিজ স্বপ্নকে সত্য বোধ করিতেছেন। একে অপরের স্বপ্ন জানিতেছেন না। কিন্তু যে পুরুষ স্বপ্ন দেখান তিনি সকলের স্বপ্ন জানেন। স্বপ্নে কেহ রাজ্য কৈলাস ভোগ করিতেছে, কেহ আকাশ দেখিতেছেন, কেহ বেদ পড়িয়া তপস্যা করিতেছেন, যে অহমস্মি আমি সচ্চিদানন্দ আর কেহ শূন্য, কেহ স্বভাবকেই দেখিতেছেন যে, জগতের মূল সত্য। সকলের স্বপ্নই সমান, নিদ্রা ভঙ্গে সকলেরই স্বপ্ন অসত্য হইয়া যায়। কিন্তু স্বপ্ন মনে থাকে আর তদনুসারে শাস্ত্র রচনা ও সম্প্রদায় গঠন হয়, জাগরণে মতামত থাকে। স্বপ্নেও থাকিতে পারে। কিন্তু সুষুপ্তিতে কাহারও কোনও মতামতের জ্ঞান থাকে না। তেমনই কেহ অজ্ঞান, কেহ জ্ঞান, কেহ বিজ্ঞানাবস্থার স্বপ্নকে সত্য ধরিয়া মতামত ঘটিত বিরোধ করিতেছেন। স্বরূপ ভাব বোধ হইলেই তবে অহংকার ঘুচে, চিরশান্তি মিলে। অজ্ঞান জন্য অহংকার হইতে নানাভ্রম। কিন্তু কিসের অহংকার? জন্মের পূর্ব্বের কথা কি জানি? এমন সৃষ্টি কি কখন দেখিয়াছিলাম যে, সত্য ছিল বা শূন্য ছিল? এখনও কে জানে কখন প্রাণ যাইবে? এক মুহূর্ত্তের ঠিকানা নাই যে কি হইবে। অথচ সকলেই আপনার মত সত্য আর অপরের মত অসত্য বলিয়া চীৎকার করিতেছে। কিন্তু কাহার মত সত্য কাহার মত অসত্য সে বিষয়ে বিচার নাই। স্বপ্নের সত্য যখন জাগরণে মিথ্যা হইয়া যায় তখন আপনি স্বয়ং অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মই বিরাজমান থাকেন। তিনি সত্যও নহেন, মিথ্যাও নহেন, শূন্যও নহেন, অশূন্যও নহেন। যিনি সকল শব্দের অতীত। তিনিই তিনি। অথচ শূন্য ও সত্য শব্দের তিনিই লক্ষ্য। তিনি সত্য রূপ আছেন বলিয়াই আপনারা আছেন ও নানা প্রকার মত প্রতিপাদন করিতেছেন। পরব্রহ্ম না থাকিলে আপনারা সত্য অসত্য শব্দ কোথা হইতে বলিতেন? মায়া ব্রহ্ম নানা প্রকারের সৃষ্টি করেন। যাঁহাকে যেরূপ দেখাইতেছেন তিনি সেইরূপ দেখিতেছেন। এই সকল নানা মত ও শব্দ তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন ও বলাইতেছেন। শূন্য দ্বৈত অদ্বৈত সত্য বলিবার অর্থ এই যে, যদি শূন্য অথবা দ্বৈত না বলা যায় তবে সত্য বা অদ্বৈতের কিরূপে প্রতিপাদন বা বোধ হইবে? শূন্য বলাতে সত্য সিদ্ধ হইতেছে এবং দ্বৈত বলাতে অদ্বৈতের বিচার হইতেছে। যে মতে যাঁহার সংস্কার তিনি সেই মত প্রতিপাদন করিতেছেন। কাহারও বোধ নাই যে,

এ লীলা কি রূপ। একদিকে রামচন্দ্র প্রভুর দল আর একদিকে রাবণের দল। উভয় দল সাজিলে তবে রামলীলা হয়। একদল মাত্র থাকিলে রামলীলা হয় না। সকল মতের সম্বন্ধেই এইরূপ বুঝিবেন। কোন গরীবেরই দোষ নাই। কাহারও মত অসত্য নহে, কাহারও মত সত্য নহে। সকলেরই মত সত্য কিম্বা সকলেরই মত অসত্য, মায়া ব্রহ্ম বাজীগর যাহাকে যেরূপ দেখাইতেছেন সে সেইরূপ দেখিতেছে। সকলই পূর্ণ পরব্রহ্মের রূপ, সকলই আপনার আত্মা। সকলেই সদ্ভাবে চলুন, তাহাতে সকলেই সুখী হইবেন।

মায়া ব্রহ্ম কোন মতেই পরব্রহ্ম হইতে কিঞ্চিৎ মাত্রও ভিন্ন নহেন। ইহা দৃঢ়রূপে ধারণ করুন। যিনি ইহার সারমর্ম্ম বুঝিয়াছেন তিনি প্রীতিপূর্ব্বক সকলকে বুঝাইয়া দিন, তাহাতে সকলের হিত। যিনি যাহা বলেন তাহা প্রীতি পূর্ব্বক শুনিয়া বিচার করিবেন, কাহারও সহিত কোন বিষয়ে বিষম্বাদ করিবেন না। সকলই আপন আত্মা পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের রূপ। যিনি যাহা বলেন তাহাতে ভেদ বা সংশয় করিবেন না। উদ্দেশ্য সকলেরই এক, ভেদ কেবল বুঝিবার। আপন অন্তরে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর প্রতি নিষ্ঠা রাখিবেন। আপনাতে আনন্দ রূপ থাকিবেন।

——o——
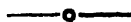
দ্বিতীয় অধ্যায়—শাস্ত্র-তত্ত্ব।

বিদ্যার বিষয়।

"মথিত্বা চতুরান্ বেদান্ সর্ব্ব শাস্ত্রানি চৈ বহি।
সারস্তু যোগিনা পীতস্তক্রং পীবন্তি পণ্ডিতাঃ॥"

চারি বেদ, ছয় শাস্ত্র, আঠার পুরাণ পাঠ করিয়াও শুদ্ধ চৈতন্যে শ্রদ্ধা নিষ্ঠা না হইলে পণ্ডিত ঘোল খাইতেছেন অর্থাৎ অহংকারে ভুলিয়া আছেন। আর যোগী সাধু মহাত্মা প্রিয় ভক্তজন পরব্রহ্ম রূপ সার ঘৃত পান করিতেছেন। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে অন্তর হইতে দ্বৈতভাব দূর হয় না। শঙ্কা কিঞ্চিৎ থাকিয়া যায়। অন্তঃকরণ একেবারে নিঃসন্দেহ হয় না। এ নিমিত্ত শাস্ত্র অধ্যয়নের নাম বিদ্যা নহে। যাহার দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় তাহাকেই বিদ্যা বলে। অভেদ, নির্ভয়, অচল নিষ্ঠাই বিদ্যা। ব্রহ্ম ভিন্ন কেহই ব্রহ্ম প্রাপ্তি করাইতে পারেন না। ব্রহ্ম প্রাপ্তি ব্রহ্মই করান। তাঁহার কৃপা ব্যতীত মানুষের কি সাধ্য আছে যে তাঁহাকে পাইবে? তাঁহার প্রাপ্তি উদ্দেশে যে কোন কার্য্য করা হয় তাহাকেও তাঁহার কৃপা বলিয়া জানা উচিত। তাঁহার কৃপা ভিন্ন তাঁহার প্রাপ্তি কামনা জীবে কদাচই উদয় হয় না। "নিজগুণে যদি রাখ, করুণ-নয়নে দেখ, জপ করে যে তোমায় পাওয়া সে সব কথা ভূতের সাজা" (কমলাকান্ত-পদ)।

দেবী মাতাকে বিদ্যা কহে অর্থাৎ সদাজ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মের নামই বিদ্যা। শাস্ত্রে উঁহার অনেক নাম, মহাবিদ্যা, মহাশক্তি ইত্যাদি। বিদ্যা লাভ হইলে এ সংসারে আর কিছুই পাইবার থাকে না। বিদ্যা হইতে আত্ম-বোধ, স্বরূপে নিষ্ঠা ও ইচ্ছা থাকিলে পৃথিবী কৈলাস বৈকুণ্ঠ ইত্যাদির ভোগও হইয়া থাকে। যিনি যে কামনায় সত্য ধর্ম্ম, কর্ম্ম, করেন তিনি তাহাই পান। ধন আকাঙ্ক্ষায় রাজ দর্শনার্থীকে বাহিরে প্রহরীগণ আটকাইয়া রাখে ও বন্ধানী মত যাহা কিছু দিয়া বিদায় করে। কিন্তু রাজার মিলনমাত্র প্রার্থী অযাচকের সহিত রাজা আসিয়া মিলিত হন। বাসনা অনুসারে তাঁহার নিকট যিনি যাহা পাইয়াছেন তিনি জানেন তদতিরিক্ত তাঁহার দিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু তিনি চতুর্ব্বর্গ দিতে

পারেন। তুমি অনিচ্ছা বশতঃ সমস্ত লইতে পার না। যাহা চাও তাহাই পাও, বেশী কম হয় না।

পূর্ণ পরব্রহ্ম রাজা, তৃষ্ণাতুর যাচক, আর মিলন মাত্র প্রার্থী নিষ্কামী। নিষ্কামী সত্য ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন ও করান কিন্তু ফলাফলের ইচ্ছা রাখেন না। তিনি আত্ম পিপাসু পরব্রহ্মের প্রিয়। তাঁহার নিকট পরব্রহ্ম শীঘ্রই ভিতর বাহিরে নিরাকার সাকার প্রকাশমান প্রত্যক্ষ হন তাহাতে তাঁহার কৃপায় সে জীব অজ্ঞান স্বপ্ন হইতে জাগিয়া জীবন্মুক্তি স্বরূপ নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

কাগজে কালির অক্ষর পাঠ বিদ্যা নহে। ব্রহ্মের নাম বিদ্যা। নিষ্কাম সকাম যে ভাবেই হউক সত্য ধর্ম্ম কর্ম্ম কর। কোন চিন্তা নাই; উভয়ই শুভ। সুপাত্র পুত্র কন্যা প্রীতিতে মাতাপিতার সেবা করেন ও আজ্ঞানুসারে চলেন। নিজের লাভের জন্য সেবা বা আজ্ঞাপালন করেন না। ভাবেন যে, আমার মাতা পিতার কর্ম্ম আমারই কর্ত্তব্য। আপনা হইতেই মাতা পিতা পুত্র কন্যার সুখের বিধান করেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই পরব্রহ্ম মাতা পিতা প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ দেন। সকলে বিচার উপাসনা যজ্ঞাহুতি প্রভৃতি অঙ্গযুক্ত সত্য ধর্ম্ম করুনও করান। ক্ষুধার্ত্তকে ভোজন, পিপাসার্ত্তকে জল দিন, দুঃখীর দুঃখমোচন করুন। কেহ কোন বিষয়ে দুঃখ না পায় তাহার যত্ন করুন। সকল কার্য্যে দোষ ত্যাগ করিয়া গুণ গ্রহণ করুন। ইহাই সুপাত্র জ্ঞানবান পুত্র কন্যার লক্ষণ। সদা চিত্তের বৃত্তি পূর্ণ পরব্রহ্মে সংযুক্ত রাখুন। রাজ্য ভোগে তাঁহাকে ভুলিবেন না। ইহাই তাঁহার আজ্ঞা। যাহাতে আপনারা সর্ব্ব বিষয়ে সুখী থাকেন, তাহাই তিনি করিবেন।

বেদের চারি বিভাগ।

ব্যবহার কার্য্যে উত্তম মধ্যম অধম এবং অধমাধম এই চারি প্রকার অধিকারী। বালককে প্রথমে ক, খ শিক্ষা দিতে হয়। তাহার পর ক্রমশঃ যুক্ত অক্ষর, বর্ণশুদ্ধি। পরে ব্যাকরণ শিখাইয়া বহুবিধ উত্তম উত্তম গ্রন্থ পড়াইতে হয়। তাহাতে বিদ্যা পক্ষে ব্যুৎপত্তি লাভ হেতু বালকের উত্তর উত্তর অধিকার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ বেদ পক্ষে যে ব্যক্তি যেমন অধিকারী তাহার পক্ষে সেইরূপ উপদেশ আছে। সামবেদে উপাসনা বিশেষ রূপে বর্ণিত, ঋক্‌বেদে জ্ঞানকাণ্ড

এবং যজুর্বেদে কর্ম্মকাণ্ড। অথর্ব্ববেদে মারণ উচ্চাটন বশীকরণ ইত্যাদি ইন্দ্রজাল বিদ্যা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত। অবোধ নিকৃষ্ট চরিত্র ব্যক্তি ইন্দ্রজালে প্রবৃত্তি বশতঃ অথর্ব্ব বেদের মতাবলম্বী হয়। পরে তাহাতে কষ্ট ভোগ সত্ত্বেও যথার্থ পরমার্থ পক্ষে কোন ফল না পাইয়া স্বর্গাদি ভোগের লোভে যজুর্বেদোক্ত নানাবিধ সকাম কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়। পুনশ্চ তাহাতেও পরমার্থ পক্ষে কোন ফল না পাইয়া সে পূর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্তি বশতঃ সামবেদ গ্রহণ করে। তাহাতে তীক্ষ্ণ হইয়া সৎ অসৎ, দ্বৈত অদ্বৈত বিচারে সক্ষম হয়। তখন সে ঋক্‌বেদের অধিকারী। পরে আপন স্বরূপ ও পরব্রহ্মের স্বরূপের অভেদ বোধ হইলে চারি বেদই তাহার অন্তরে লয় হয়। তখন আর তাহার বেদের প্রয়োজন থাকে না।

ন্যায় ও বেদান্তের মত।

শাস্ত্র সকল প্রধানতঃ ন্যায় ও বেদান্ত এই দুই মতে বিভক্ত। ন্যায়মতে ঈশ্বর ও জীব পৃথক নিত্য পদার্থ, পরিদৃশ্যমান পঞ্চতত্ত্ব স্থূল, পরমাণু সূক্ষ্মাদ্বিরাদি সংখ্যক সূক্ষ্ম পরমাণু সংযোগে এই বাহ্য স্থূল তত্ত্ব সকল উৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব সূক্ষ্ম পরমাণুতে লয় হইতেছে, কদাচ এক বা একাকার হইতেছে না। বেদান্তমতে, সত্য শুদ্ধ কারণ স্বরূপ বটে, কিন্তু পরব্রহ্ম হইতে এই স্থূল বিস্তার রূপ জগৎ ভাসিতেছে। তথাপি কারণ স্বরূপই আছে এবং মহাপ্রলয়ে কারণ পরব্রহ্মে মিশাইয়া কারণরূপই থাকিবে; যেমন অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া বায়ুতে অভেদে মিশাইয়া যান। পুনশ্চ সৃষ্টিকালে জগৎরূপ বিস্তার হইয়া কারণ ও কার্য্য ভাবে ভাসিতে থাকেন। অপক্ষপাতে গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া উভয়মতই বুঝিবেন। যদি জীব ও ঈশ্বর অনাদি দুই পদার্থ হন এবং পাঁচতত্ত্বের পাঁচ প্রকার নিত্য স্বয়ং সিদ্ধ পরমাণু থাকে তাহা হইলে উপাসনা দ্বারা জীবের মুক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরে অভেদে স্থিতি হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট ভিন্ন নিত্য পদার্থ কখনও অভিন্ন হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এরূপ হইলে জ্ঞান উপাসনা বৃথা। যদি জীব ও ঈশ্বর পৃথক্ ভাবেই রহিলেন তবে উপাসনা বা জ্ঞানের প্রয়োজন কি? দুইই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে থাকুন না কেন। বিচার, জ্ঞান, উপাসনার চরম উদ্দেশ্য পরমাত্মাতে জীবাত্মা অভেদে সদানন্দরূপ থাকেন

কোন ভেদ না থাকে। এই স্থূল জগৎ পক্ষে গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিবেন যে, এই জগতের পৃথক্ পৃথক্ রূপে দৃশ্যমান বৃক্ষাবলি মাটীতে পুঁতিয়া দিলে নামরূপ ত্যাগ করিয়া একই মাটীরূপ হইয়া যায়। বৃক্ষাবলি পূর্ব্ব হইতে একই কারণ মাটী যদি না থাকিত তবে পরিশেষে কখনই একই মাটীরূপ হইত না। সূক্ষ্ম পরমাণু পক্ষেও এইরূপ বুঝিবেন। কঠিন মিছরির চাগ জলে দিলে গলিয়া জল হইয়া যায়। অগ্নিতে দিলে জ্বলিয়া অভেদে অগ্নি হইয়া যায়। অগ্নি বায়ুতে মিশাইয়া অভেদে বায়ু হইয়া যায়। বায়ু আকাশে মিশাইয়া অভেদে আকাশ হইয়া যায়। যে সূক্ষ্ম কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে স্থূল সেই কারণে লয়, অর্থাৎ অভেদে মিশাইয়া যায়। এবং পুনশ্চ কারণ, সূক্ষ্ম স্থূলভাবে বিস্তার ঘটে। স্থূলভাবে বিস্তার হইলে নানারূপ ভেদ হেতু নানা প্রকার ভ্রম জন্মে। যে স্থান হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় এবং সেই শব্দ যেখানে লয় হয় তাহাকেই আকাশ বলে। তোমা হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হইল পুনশ্চ তাহা তোমাতেই লয় পাইল। তুমিই আকাশ।

ব্যাকরণে তত্ত্ববিচার।

মৌলবী পাদরী পণ্ডিত বিদ্যাভিমানিগণ আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, মিথ্যা কল্পিত সামাজিক স্বার্থপরিত্যাগ করিয়া সারভাব গ্রহণ কর, তাহাতে তোমরা জগৎবাসী পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারিবে। বর্ণশুদ্ধি অশুদ্ধি লইয়া পরস্পর তর্ক বিতর্ক হিংসা দ্বেষ বশতঃ কষ্টভোগ করিতেছ ও জগৎবাসীর কষ্টের কারণ হইতেছ। প্রথমে তোমাদের বুঝা উচিত যে, বর্ণ কাহাকে বলে ও শুদ্ধাশুদ্ধির প্রয়োজন কি ? প্রত্যক্ষ দেখ, এক কালি হইতে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ লিখিত হইয়াছে। পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ প্রভৃতি কেবল কল্পনা মাত্র। কালীর মধ্যে স্বর ও ব্যঞ্জন বা পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ, হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি কোন কালে হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। উহা কালী মাত্রই আছে ; কেবল ব্যবহার/কার্য্যের জন্য একটা চিহ্ন কাটিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা করা যে, এইটা স্বরবর্ণ ও এইটা ব্যঞ্জন বর্ণ বা এইটা স্ত্রীলিঙ্গ ক্লীব লিঙ্গ হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি। এস্থলে বুঝা উচিত, এক কালি হইতে নানা প্রকারের বর্ণ নিজেই কল্পনা করিলে ও নিজে উহার মধ্যে

শুদ্ধাশুদ্ধি ও শব্দার্থ কল্পনা করিয়া না বুঝিয়া পরস্পর অশান্তি স্থাপনা করিলে। বিচার করিয়া দেখ, এক কালি হইতে আমি কল্পনা করিয়া নানা বর্ণ রচনা করিলাম ও আমিই শুদ্ধাশুদ্ধি লইয়া অশান্তি ভোগ করিতেছি—ইহার কারণ কি? ব্যবহার বা পরমার্থ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে যে বর্ণ যে যে বর্ণে যোগ করিলে ব্যবহার বা পরমার্থিক বিষয়ের ভাব সুস্পষ্ট বুঝা যায়, সেইজন্য সেই সেই বর্ণ সেই সেই স্থলে যোগ করিতে হয়। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাব প্রকাশ করা। যদি স্বরবর্ণের স্থলে ব্যঞ্জন বর্ণ দেওয়া হয় বা হ্রস্বের স্থলে দীর্ঘ দেওয়া হয় বা "ক" স্থানে "খ" দেওয়া হয় বা "খ" স্থানে "প" দেওয়া হয় তাহা হইলে সুস্পষ্ট ভাব প্রকাশ না হওয়ায় ব্যবহার কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলিবে না। যে বর্ণ যে নামে কল্পিত আছে সেই বর্ণ যথা স্থানে প্রয়োগ করিলে প্রয়োজন মত কল্পিত শব্দের প্রকাশ হয়। আবশ্যক শব্দের প্রকাশই শুদ্ধ বর্ণ বিন্যাস। যদি অনেক অক্ষর যোগ করিলে সেই কল্পিত শব্দের ভাব সুস্পষ্ট রূপ প্রকাশ না পায় তাহাকে অশুদ্ধ ভাষা ও অশুদ্ধ বর্ণ বিন্যাস জানিবে। কিন্তু কালির মধ্যে বা যিনি শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন তাঁহার মধ্যে শুদ্ধাশুদ্ধি বা স্বরব্যঞ্জন প্রভৃতি নাই। কালি বা তিনি যাহা তাহাই আছেন। যে প্রকারে হউক ভাব প্রকাশ করা মূল উদ্দেশ্য। যাহাতে উত্তমরূপে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তাহাই প্রয়োজন। এ স্থলে কালি বা বর্ণ কাহাকে বলে? কালিরূপী কারণ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সাকার নিরাকার চরাচরকে লইয়া অখণ্ডাকারে সর্ব্বকালে বিরাজমান। চরাচর স্ত্রীপুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীরকে বর্ণরূপী জানিবে। স্বরবর্ণ সূক্ষ্ম শরীর, ব্যঞ্জন বর্ণ স্থূল শরীর। কাহারও মতে পঞ্চ স্বর ও কাহার মতে ষোল স্বর; কাহারও মতে ব্যঞ্জনবর্ণ পঁয়ত্রিশটি ও কাহার মতে ছাব্বিশটি ইত্যাদি। পঞ্চ স্বরবর্ণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বা পঞ্চ প্রাণকে জানিবে। তের স্বরবর্ণ দুইটী নেত্র দ্বারে, দুইটী কর্ণদ্বারে, দুইটী নাসিকাদ্বারে যাহাতে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে; একটী বাক্যদ্বারে, দুইটী হস্তে, দুইটী পদে যাহাতে হস্ত পদ চলিতেছে। এবং গুহ্য ও উপস্থে এক এক এই তের স্বর ও রজঃ তমঃ সত্ত্ব এই তিন গুণকে লইয়া ষোল কলা জ্যোতিঃস্বরূপ জীবাত্মার সূক্ষ্ম শরীর। স্থূল শরীরের যত গ্রন্থি তাহাকে ব্যঞ্জনবর্ণ জানিবে। য, র, ল, ব বর্ণ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই চারি অন্তঃকরণকে জানিবে। শ, ষ, স, হ, উষ্মবর্ণ অর্থাৎ

জ্যোতিকে জানিবে—নেত্র দ্বারে জ্যোতীরূপ, কর্ণদ্বারে আকাশরূপ, নাসিকা দ্বারে প্রাণরূপ, মুখদ্বারে অগ্নিরূপ। "শ"র রূপ অগ্নি মুখস্বরূপ। "ষ"র রূপ নাসিকা দ্বারে প্রাণ বায়ু, চন্দ্রমা জ্যোতিঃ। "স"র রূপ নেত্র দ্বারে সূর্য্য-নারায়ণ। "হ" সমষ্টি বিরাট মঙ্গলকারী চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ। এই চারি বর্ণ মঙ্গলকারিণী স্বতঃ প্রকাশ কালী দুর্গা সাবিত্রী দেবী মাতা প্রভৃতি চরাচরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে থাকিয়া মস্তকে সহস্র দলে অব্যয়রূপে বিরাজ করেন। এই জন্য বর্ণাদিকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম বলে। স্বরবর্ণ প্রভৃতির রূপ বিরাট্ পুরুষ চন্দ্রমা জ্যোতিকে জানিবে।, ব্যঞ্জন বর্ণের রূপ বিরাট পুরুষের স্থূল অঙ্গ পৃথিবী ও জল। বিসর্গ বিরাট্ পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিবে। অনুস্বার ঈশ্বর বিরাটপুরুষ সূর্য্যনারায়ণকে জানিবে। চন্দ্রবিন্দুর অর্দ্ধচন্দ্র চন্দ্রমাজ্যোতিঃ, বিন্দু সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর বিরাটপুরুষ। এই বিরাট্ পুরুষের নেত্র সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ। বিসর্গ হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রীপুরুষের নেত্র। বিসর্গ এই বিরাটপুরুষের প্রকৃতি পুরুষভাব বা যুগলরূপ। এই বিরাট ঈশ্বর হইতে চরাচর স্ত্রীপুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীররূপী, স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। স্বরবর্ণের বিনা সাহায্যে ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয় না। ইহার অর্থ এই যে জীবাত্মা স্বরবর্ণ। ষোল কলা জ্যোতিঃ সুষুপ্তির অবস্থায় যখন কারণে নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকেন তখন স্থূল শরীর ব্যঞ্জন পড়িয়া থাকে, কোন কার্য্যের সামর্থ্য থাকে না। সূক্ষ্ম শরীর স্বরবর্ণ ও স্থূল শরীর ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিত হইলে জীবাত্মা কার্য্য করিতে সমর্থ হন। স্থূল সূক্ষ্ম শরীর স্বর ব্যঞ্জনের যোগ হইলে অর্থাৎ চেতন ভাবে জীবাত্মা বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি পাঠ করিতে থাকেন। শাস্ত্রে যে কাগজ কালি যোগ হইয়া বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহা নহে। তোমরা স্বর ব্যঞ্জন স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের যোগে শব্দ প্রভৃতি উচ্চারণ বা সৃষ্টি কর। এইরূপে, স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের ভাব গ্রহণ করিবে।

বিশেষণ বিশেষ্যে লয় প্রাপ্তির যে অবস্থা তাহার নাম হ্রস্ব। বিশেষণ বিস্তারমান হইয়া যে অবস্থায় বিশেষ্যকে প্রকাশ করে তাহার নাম দীর্ঘ। বিশেষণকে বিশেষ্য হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হইবার নাম ব্যঞ্জন বা নামরূপ মাত্র। হ্রস্ব বর্ণের রূপ বিরাট পরব্রহ্মের জ্ঞাননেত্র সূর্য্যনারায়ণ। দীর্ঘ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ দুইভাবে প্রকাশমান জ্যোতিঃ। প্রকৃতি পুরুষভাব বা যুগলরূপ

অর্থাৎ নামরূপ-স্ত্রীপুরুষ চরাচরাত্মক জগদ্ভাব দীর্ঘ। হ্রস্ব দীর্ঘের অতীত তেজোময় জ্যোতিঃ বিরাট পরম পুরুষ ভগবান। জীবের এক নেত্র থাকিলে হ্রস্ব, দুই নেত্র থাকিলে দীর্ঘ। এক কর্ণ থাকিলে হ্রস্ব, দুই কর্ণ থাকিলে দীর্ঘ। এক নাসিকায় বহমান প্রাণ হ্রস্ব, দুই নাসায় বহমান প্রাণ দীর্ঘ ইত্যাদি। স্বপ্নাবস্থা দীর্ঘ, জাগরণ হ্রস্ব, সুষুপ্তি উভয়ের অতীত। অজ্ঞানাবস্থা দীর্ঘ, জ্ঞানাবস্থা হ্রস্ব, জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ ভাব অর্থাৎ স্বরূপাবস্থা হ্রস্ব দীর্ঘের অতীত।

হ্রস্ব ব্যঞ্জন বর্ণ মাত্রেই পরব্রহ্ম হইতে উদয় হইয়া পরব্রহ্মের রূপই আছে। পরব্রহ্ম হইতে জগৎ নামরূপ বিস্তারমান বোধ হওয়া স্বর ব্যঞ্জন, হ্রস্ব দীর্ঘ জানিবে। এই নানা নামরূপাত্মক জগৎ থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মময় ভাসমান হইলে তাহার নাম নিত্য স্বতঃপ্রকাশ বর্ণাতীত ভাব। এই ঈশ্বর বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা হইতে বিমুখ হইয়া বেদ বেদান্ত, বাইবেল কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি দিবা রাত্রি পাঠ করিলেও এই স্বর ব্যঞ্জন বর্ণশুদ্ধাশুদ্ধির ভাব কখনই বুঝিতে পারিবে না। ইহার শরণাগত হইলেই বেদ বেদান্ত পাঠ কর আর না কর সহজেই ইহাঁর কৃপায় স্বর ব্যঞ্জন মুক্তি প্রভৃতি বুঝিতে পারিবে ও জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে এবং নিত্য নির্ভয়ে বিচরণ করিবে। জ্ঞান হইয়া সত্যকে বোধ বা ধারণ করার নাম শুদ্ধ ভাষা জানিবে। তাঁহাতে বিমুখ হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহার ভাব আর তাঁহাকে না জানার নাম অশুদ্ধ ভাষা জানিবে। সে অবস্থায় নানা প্রকারের ভয় থাকে। পরমাত্মা জীবাত্মা স্বরূপে কোনও কালেও শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হন নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তিনি যাহা তাহাই পরিপূর্ণরূপে কারণ সূক্ষ্ম স্থূল নানা নামরূপে বিস্তারমান আছেন। অভিমান ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হও, তাহাতে তিনি সকল বিষয়ে তোমাদের অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিবেন ও তোমরা চরাচর স্ত্রী-পুরুষে মিলিত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিবে।

সারভাব গ্রহণে পরাঙ্মুখ পণ্ডিতগণ পরস্পর শব্দ প্রয়োগ লইয়া বাদ বিষম্বাদে অশান্তি ভোগ করিতেছেন। এ বিষয়ে কোন প্রকারে পরাজয় হইলে কেহ কেহ বিষ খাইয়া প্রাণ ত্যাগ পর্য্যন্ত করেন।

এস্থলে সকলের আরও বুঝা উচিত যে, এই যে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ, স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ, শুদ্ধাশুদ্ধি, বর্ণ প্রভৃতি কাহাকে বলে—মিথ্যাকে অথবা

সত্যকে ? মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। মিথ্যা হইতে কোন প্রকার বর্ণ বা শুদ্ধাশুদ্ধি হইতেই পারে না, হওয়া অসম্ভব। সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। সত্য যদি বর্ণ হন তাহা হইলে সত্য সত্যই থাকিবেন, সত্য কখন মিথ্যা হইবেন না। সত্য স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ প্রভৃতি হইতে পারেন না। তাঁহাতে শুদ্ধাশুদ্ধি নাই। এক কালীর চিহ্ন লইয়া আমরা নিজে নিজে সমস্ত বর্ণই ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা করিলাম। কিন্তু সমস্ত বর্ণই এক কালী মাত্র। ইহার মধ্যে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ বা পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ, শুদ্ধাশুদ্ধি কোন কালে হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। সমস্ত বর্ণই কালী মাত্র, কালী ছাড়া আর কোন বস্তু তাহাতে নাই। তবে আমরা কি জন্য অজ্ঞান বশতঃ শুদ্ধাশুদ্ধি লইয়া কষ্ট ভোগ করি ? কালীর ত শুদ্ধি বা অশুদ্ধি হয় না, কালী যাহা তাহাই থাকে। তবে কি আমাদের কথায় শুদ্ধি বা অশুদ্ধি হয় ? বাক্য ত আমার হইবে ? তবে অশান্তি কেন ? ব্যবহার কার্য্যের সুশৃঙ্খল নির্ব্বাহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ কল্পনা করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও কল্পনা অনুসারে সংযুক্ত বা সন্নিকটস্থ হইয়া এক এক নাম উৎপন্ন করে। প্রয়োগের প্রথামত এক এক নামে এক এক পদার্থ ক্রিয়া বা ভাব বুঝায়। প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিলে বুঝিবার অসুবিধা ঘটে। এজন্য শুদ্ধি অশুদ্ধির বিচার। ইহা না বুঝিয়া অর্থবোধের ব্যতিক্রম ঘটুক আর না ঘটুক শুদ্ধি অশুদ্ধি লইয়া আমাদের অশান্তির সীমা থাকে না। কিন্তু এস্থলে গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার করিয়া দেখ যে, তোমরা চেতন হইয়া কণ্ঠ তালু প্রভৃতি অঙ্গ হইতে বর্ণ বা শব্দ উচ্চারণ করিয়া পদার্থ বোধ করিতেছ ও করাইতেছ। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও শব্দ উচ্চারিত হইতেছে তাহা কি ? কালী হইতে যে বর্ণ কল্পনা করিয়াছ সেই বর্ণই কি তোমাদের জিহ্বাদি সংযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হইতেছে, না, তোমরা চেতন, তোমাদের ভিতর চেতন বর্ণ বা পৃথিব্যাদি তত্ত্বের যোগ হইয়া বহির্মুখে শব্দ উচ্চারণ হইতেছে ? বিচার করিয়া দেখ, যে বর্ণ তোমরা কালী হইতে কল্পনা করিয়াছ সেই বর্ণই কি উচ্চারণ করিতেছ। সে বর্ণ ত জড়, তাহাতে জ্ঞান নাই। তবে কিরূপে সম্মিলিত হইয়া উচ্চারিত হইতে পারে ? তুমি চেতন, বর্ণাদি যদি তোমার অংশ হয় তবেই

তোমা হইতে উচ্চারিত হইতে পারে। তুমি চেতন বর্ণ যখন গাঢ় নিদ্রায় থাক তখন তোমার স্থূল শরীর থাকা সত্ত্বেও কথা কহিতে পার না। যখন তুমি জাগ তখন বর্ণ যোগ হইয়া তোমা হইতে শব্দের উচ্চারণ হয়। সেই বর্ণ কি পদার্থ—চেতন কি অচেতন? আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সেই মঙ্গলকারী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণই কালী ও চরাচর স্ত্রী-পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর বর্ণ। স্থূল শরীর ব্যঞ্জন বর্ণ, সূক্ষ্ম শরীর স্বর বর্ণ। স্থূল শরীর বর্ণের রূপ পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ। ক বর্ণ বায়ুরূপ, খ বর্ণ অগ্নিরূপ, গ পৃথিবীরূপ, ঘ জলরূপ, ঙ আকাশরূপ ইত্যাদি। পৃথিবী বর্ণ অস্থি, মাস, ত্বক, লোম ইত্যাদি ৩৪ বা ৩৫ রূপ। এ প্রকার সর্ব্বত্র বুঝিয়া লইবে। স্বরবর্ণের রূপ সূর্য্যনারায়ণ বা চন্দ্রমাজ্যোতিঃ। কথিত আছে যে বিনা স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয় না। যখন তুমি স্বরবর্ণ সূর্য্যনারায়ণ বা চন্দ্রমা জ্যোতির অংশ নেত্রদ্বারে শুইয়া থাক তখন তোমার স্থূল শরীর ব্যঞ্জনবর্ণ পড়িয়া থাকে, প্রাণবায়ু চলিতে থাকে। কিন্তু তখন কি ব্যবহারিক কি পরমার্থিক কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। যখন তুমি স্বরবর্ণ জাগ বা চেতন হও তখন তুমি তোমার স্থূল শরীর ব্যঞ্জন সংযোগে ব্যবহারিক ও পরমার্থিক উভয় কার্য্য সম্পাধা কর। পরব্রহ্ম ব্যতীত বর্ণ কোন পৃথক পদার্থ নহে। পরব্রহ্ম এক এক বর্ণ বা শক্তির দ্বারা এক এক কার্য্য করেন। এইরূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অসীম কার্য্য সাধিত হইতেছে। যে বর্ণের যে কার্য্য তাহার দ্বারা সেই সেই কার্য্য হয়। ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, নেত্রের দ্বারা দর্শন ইত্যাদি। জ্ঞান বিজ্ঞান, আশা তৃষ্ণা প্রভৃতি যে বর্ণের দ্বারা যে কার্য্য তাহার দ্বারা সেই কার্য্য সহজে সম্পন্ন হয়। কেহই ইহার বিপরীত ঘটাইতে পারে না। ঘটাইবার চেষ্টা করিলে জীবের কষ্টভোগ হয় মাত্র।

যে যে বর্ণ যোগ করিলে শব্দ উচ্চারণ হইয়া ঠিক সহজে বস্তু বোধ হয়, কোন প্রকার কষ্ট না হয়—সেই বর্ণ বা শব্দ শুদ্ধ জানিবে। যে যে বর্ণ যোগ হইয়া শব্দ উচ্চারণ না হয় বা ঠিক পদার্থ বোধ না হয় বা তাহাতে কষ্ট হয় সেই বর্ণ শব্দ বা শব্দ বিন্যাস অশুদ্ধ অপবিত্র দুঃখ ও কষ্টদায়ক জানিবে। স্বরূপ পক্ষে স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ আদৌ নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। উপাধি ভেদে কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য শুদ্ধ অশুদ্ধ স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া জানিতে হয়। ইহাতে অন্য কোন প্রয়োজন নাই। সমস্ত বর্ণকে লইয়া পরব্রহ্ম

বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ স্বতঃ প্রকাশ যাহা তাহাই বিরাজমান। এইরূপ সকল বিষয়ে সার ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্ব জগতের মঙ্গল সাধন করিয়া পরম সুখে থাক।

বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও স্বরূপ।

অ আ হ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ। ইহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলে। উহারা অগ্নি, চন্দ্রমা এবং সূর্য্যনারায়ণের প্রতিবিম্ব ও স্বরূপ। কখগঘঙ। ইহাদের উচ্চারণ স্থান জিহ্বা মূল। এজন্য ইহাদিগকে জিহ্বা মূলীয় বর্ণ বলে। ক বায়ুর অংশ, খ অগ্নির অংশ, গ পৃথিবীর অংশ, ঘ জলের অংশ, ঙ আকাশের অংশ। এইরূপ সকল বর্ণেই পরব্রহ্মের অংশ কল্পনা হইয়াছে। ই ঈ চছজঝঞ-যশ ইহাদের উচ্চারণ স্থান তালু। এজন্য ইহাদিগকে তালব্য বর্ণ বলে। ইহারা সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা উভয়ের প্রতিবিম্ব। ঋৠ টঠডঢণরষ ইহাদের উচ্চারণ স্থান মূর্দ্ধা। এজন্য ইহাদিগকে মূর্দ্ধণ্য বর্ণ বলে। ইহারা সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। ৯ তথদধনলস ইহাঁদের উচ্চারণ স্থান দন্ত। এজন্য ইহাদিগকে দন্ত্য বর্ণ বলে। ইহারা পাঁচ তত্ত্ব চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। উ ঊ পফবভম ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ। এজন্য ইহাদিগকে ওষ্ঠ্য বর্ণ বলে। ইহারা পাঁচ তত্ত্ব চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব শক্তি রূপ বিরাজমান। এ ঐ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু এজন্য ইহাদিগকে কণ্ঠ তালব্য বর্ণ বলে। ইহারা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। ও ঔ ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ এজন্য ইহাদিগকে কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ বলে। ইহারা জল চন্দ্রমা ও ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ও স্বরূপ। অন্তস্থ য এর উচ্চারণ স্থান দন্ত ও ওষ্ঠ। এজন্য ইহাকে দন্তোষ্ঠ্য বর্ণ বলে। ইহা প্রাণবায়ু চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। অনুস্বারের উচ্চারণ স্থান নাসিকা এজন্য ইহাকে অনুনাসিক বর্ণ বলে। ইহা সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, যাহাকে লোকের মস্তকে তিল মাত্র জ্যোতিঃ বলা হয় তিনিই। বিসর্গ অযোগবাহ; স্বরবর্ণের শেষে থাকে অর্থাৎ স্বরবর্ণের শেষে শুদ্ধ চৈতন্য জ্ঞানরূপে বিরাজমান চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। আর ঙ ঞ ণ ন ম ইহাদের উচ্চারণ নাসিকা হইতে হয় বলিয়া ইহাদিগকে অনুনাসিক বর্ণ বলে। ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সংজ্ঞক, আর পাঁচতত্ত্ব ও চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ চরাচরের সূক্ষ্ম স্থূল শরীর, কণ্ঠাদিতে যুক্ত হইয়া সমস্ত শরীরে প্রবিষ্ট।

এই যে এই দৃষ্টিগোচর কোটী মণ বারুদ ও অগ্নিব্রহ্ম ইহাই যেন বর্গীয় জ আর প্রাণ যেন অন্তঃস্থ য। অগ্নি ও বারুদ একত্র হইবা মাত্র বারুদ অগ্নি হইয়া যাইবে, অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া প্রাণবায়ু ব্রহ্মে যাইবেন। যিনি বর্গীয় জ তিনিই অন্তস্থ য। ভেদ কেবল ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত নাম। দন্ত্য ন চরাচরের স্থূল শরীর আর মূর্দ্ধণ্য ণ তোমরা জ্যোতীরূপ। অন্তস্থ ব এবং য ব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপকে জানিবেন। বর্গীয় ব ও জ স্থূল শরীর। জগৎ বারুদ শব্দ, অগ্নি শব্দ জ্ঞান। ব্রহ্ম প্রকাশ হইলেই জগৎরূপী দ্বৈতভাব ভস্ম হইয়া এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম পূর্ণরূপে প্রকাশ থাকেন। নিরাকার ও সাকার, এই দ্বৈতভাব লয় হয়।

সন্ধি।

স্বর সন্ধি সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, সূক্ষ্ম প্রাণ বায়ু বা জ্যোতীরূপে শরীরে বিরাজমান। ইহা দ্বারা আপনারা কথা কহিতেছেন এবং অন্য সকল কার্য্যও করিতেছেন। ব্যঞ্জন সন্ধি পৃথিবী, জল, অগ্নি ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, সর্ব্ব স্থূল শরীর। অগ্নি ব্রহ্ম এই শরীরে অন্ন পরিপাক করিতেছেন।

শাস্ত্রে আছে যে, উঠিবার শক্তিহীন ইন্দ্রিয়যুক্ত শরীর চৈতন্য ব্রহ্ম শক্তির যোগে উঠিতে সক্ষম। নিদ্রাবস্থায় আপনাদের সমষ্টি শরীর ইন্দ্রিয়াদি পড়িয়া থাকে, শুধু প্রাণ প্রতিবিম্ব চলিতে থাকেন। পূর্ণ চৈতন্য পরব্রহ্ম প্রেরণা করিলে বিরাট মূর্ত্তি অর্থাৎ আপনাদের শরীর কার্য্যক্ষম হয় অর্থাৎ চৈতন্য পরব্রহ্ম সূর্য্য-নারায়ণশক্তিরূপে অন্তরে বাহিরে শক্তি দিলে তবে কার্য্য হয়। বিরাট পরব্রহ্মেও এইরূপ বুঝিবেন। পরব্রহ্ম শব্দ ও বিরাট শব্দ পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। যেমন তুমি ও তোমার শরীর কোন ভিন্ন পদার্থ নহ। রূপ গুণ ক্রিয়া ভেদে তুমি ও তোমার শরীরের ভেদ, বস্তু দৃষ্টিতে একই।

কারক।

বৃক্ষাৎ পত্রং পততি। বৃক্ষ হইতে পাতা পড়িতেছে আর নবীন পাতা হইতেছে। বৃক্ষ কারণ এই অর্থে কর্ত্তা আর পড়া শব্দ ক্রিয়া। বৃক্ষরূপী পূর্ণ পরব্রহ্ম হইতে পাতারূপী আপনারা চরাচর জন্মিতেছেন আবার লয় হইতেছেন— এই ক্রিয়া। ব্যাঘ্রাৎ বিভেতি। ব্যাঘ্র হইতে ভীত হইতেছে কি না মায়ারূপী

ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আপনারা জীবগণ ভীত হইতেছেন। এইরূপে ব্যবহার কার্য্যে ও পরমার্থে ঘটাইয়া লইবেন।

বিভক্তি।

বিভক্তি সাতটি। উহাদের আকৃতি এইরূপ বিসর্গ (ঃ৺) অম্ আঃ, এ অঃ অঃ ই। ইহার অর্থ এই যে, এক হইতেই সাত বোধ হইতেছে। পুনশ্চ সাতটীই এক হইয়া যাইতেছে। এক অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম নিরাকার হইতে প্রকাশ মান সাকার জগৎরূপ বিস্তার হইয়াছেন ও ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে। এজন্য সাত বিভক্তিকে আকৃতি বলা যায়। এই সাতটী প্রত্যক্ষ বিরাট পরব্রহ্মের শরীর, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ। প্রথমা বিভক্তি (ঃ) চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ, জ্ঞানরূপ বিরাট পরব্রহ্মের চক্ষুর স্বরূপ। এইরূপ সকল বিভক্তিতে বুঝিয়া লইবেন। এই শরীরে আপনারা চক্ষু দ্বারা দেখিতেছেন, কর্ণে শুনিতেছেন, মুখে বলিতেছেন ইত্যাদি। এই সকলকে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে, কিন্তু সমষ্টি শরীরের অন্তরে আপনিই একমাত্র আছেন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পক্ষেও এইরূপ বুঝিবেন।

প্রথমা বিসর্গ (ঃ) অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ কারণ রূপ। দ্বিতীয়া চন্দ্রমা জ্যোতির্ব্রহ্ম। তৃতীয়া শব্দে অগ্নি ইত্যাদি চরাচর ব্রহ্মকে বুঝিবেন। পর-ব্রহ্মের নাম সূর্য্যনারায়ণ।

আকাশ বাণী।

যে আকাশবাণী হইতে শাস্ত্রের উৎপত্তি বলিয়া লোকের বিশ্বাস তাহা কি? অন্তর্য্যামিগুরু পরব্রহ্ম আমাদের ভিতর কিরূপে আছেন? আমরা তাঁহার ভিতর কি প্রকারে আছি? তিনি আমাদিগের অন্তরু হইতে কিরূপে প্রেরণা দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছেন? গম্ভীর ভাবে বুঝিয়া দেখুন। পূর্ণপরব্রহ্ম গুরুর উপাসনা বা তাঁহার ভাবনাকালে তোমার মনে কোন ভ্রম নাই। হঠাৎ একটা ভ্রম আসিল। তুমি চঞ্চলচিত্তে ব্যাকুল হইয়া উঠিলে যে, ইহার ভাব কি। তখন অন্তর্য্যামি গুরু জ্ঞান দ্বারা তোমাকে বুঝাইয়া তোমার ভ্রম লয় করিলেন, সেই ভাবের প্রকৃত অর্থ তুমি অন্তর হইতে বুঝিলে। তোমার চিত্ত প্রসন্ন

হইল। ইহাকেই আকাশবাণী ও বেদবাক্য বলে। আকাশ হইতে কোন শব্দ হইলে তাহাকে আকাশবাণী বলা যায় না। আকাশে কত মেঘ ডাকিতেছে, কত বজ্রাঘাত হইতেছে তাহাও কি আকাশবাণী? গম্ভীরভাবে মনে মনে বুঝিও যে, আমার মধ্যে এই যে নূতন ভ্রম উঠিয়া পরে লয় হইল, আমিত কিছুই নিবারণ করি নাই। আমার মধ্যে অন্তর্য্যামি গুরু পরব্রহ্ম না থাকিলে কে মনের এই সকল ভ্রমের নিবারণ করিত? তাঁহার মধ্যেও আমি আছি, আমার মধ্যেও তিনি আছেন তবেইত ভ্রম নিবারণ করিতেছেন। এইরূপে স্থূল ভাব বুঝিতে বুঝিতে ক্রমে সূক্ষ্মভাবে পরব্রহ্ম গুরুর ভাব নিজের অন্তরে বুঝিতে পারিবে। যতক্ষণ আপনার অন্তরে অন্তর্য্যামিগুরুর কথার ভাবার্থ না বুঝিতে পারিতেছ ততক্ষণ জ্ঞানবান ব্যক্তি জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সৎশাস্ত্রের সহিত সঙ্গ করিবে। যখন আপনার অন্তরে অন্তর্য্যামি গুরুর প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিবে তখন আর বাহিরের আলোচনায় প্রয়োজন থাকিবে না।

শাস্ত্র উপদেশের পার।

শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য এই যে, লোকে সৎ অসতের বিচার করিয়া সৎকে সৎ এবং অসৎকে অসৎ বোধ করিতে পারে। সৎশব্দ যে পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর আত্মা গুরু তাঁহাকে শাস্ত্র প্রমাণে রাজা প্রজা পণ্ডিতের বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যে কার্য্য করিলে পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য্য উত্তমরূপে সিদ্ধ হয় তাহাই মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। রাজা প্রজা সকলে একমতি হইয়া পরস্পর সমদৃষ্টি রাখিবেন অর্থাৎ সকলেই আপন আত্মা, ইহা জানিয়া কার্য্য করিবেন। ইহাতে সকলেরই সুখ। কাহার সহিত কাহার ভাবে বা কার্য্যে বিরোধ না জন্মে, শাস্ত্র গম্ভীরভাবে সকল কার্য্যের সমাধা হয়। ইহাই সকল শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা না হইয়া তদ্বিপরীতে শাস্ত্র এখন কেবল মাত্র বিবাদের জন্য হইয়াছে। পাঠকগণ, যাহাতে এ বিষম বিবাদের ভঞ্জন হয় বিশেষ যত্নের সহিত সারভাব গ্রহণ করিয়া সেইরূপ কার্য্য করুন।

দেব ভাষা।

ভাষার পবিত্রতা অপবিত্রতা লইয়া মানুষে মানুষে ঘোর বিবাদ। অতএব মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, কল্পিত সামাজিক

স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্ব্বক বুঝ যে, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষা, ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা কি বস্তু—সত্য বা মিথ্যা, সাকার বা নিরাকার। যাহাতে অমঙ্গল দূর হইয়া জগতে মঙ্গল ও শান্তি স্থাপনা হয় তাহাই সকলের কর্ত্তব্য। প্রথমে মনুষ্য মাত্রেরই বুঝিয়া দেখা উচিত, "যখন আমাদিগের জন্ম হয় নাই তখন কি আমরা এরূপ সৃষ্টি দেখিয়াছিলাম বা দেব আসুরিক প্রভৃতি ভাষা শুনিয়াছিলাম। সকলে মূর্খ জন্মিয়া পরে ক-খ-হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় পণ্ডিত হইয়া মৌলবি পাদ্‌রি পদ লাভ করিয়াছি।" যাহার যে ভাষায় সংস্কার পড়িয়াছে তিনি সেই ভাষায় পণ্ডিত, অপর ভাষা না জানায় তিনি সেই ভাষায় মূর্খ। সাধারণতঃ যিনি যে বিষয়ে দক্ষ বা সংস্কারসম্পন্ন তিনি সেই বিষয়ে পণ্ডিত। যে বিষয়ে যাহার সংস্কার বা জ্ঞান নাই তিনি সেই বিষয়ে মূর্খ। যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণের কার্য্যে জ্ঞানী ও লৌহের কার্য্যে মূর্খ। চাষা রাজকার্য্যে মূর্খ এবং রাজাও কৃষি কার্য্যে মূর্খ। স্বরূপ পক্ষে পণ্ডিত মূর্খ, জীব মাত্রেই সমান। সুষুপ্তির গাঢ় নিদ্রায় কি মূর্খ কি পণ্ডিত, কি অন্ধ কি চক্ষুষ্মাণ, কি অল্পবুদ্ধি কি বুদ্ধিমান্ কাহারও এ জ্ঞান থাকে না যে, আমি পণ্ডিত বা মূর্খ; আমি কখন শুইয়াছি বা কখন জাগিব। আমি জীবাত্মা আছি বা তিনি পরমাত্মা আছেন। পণ্ডিত মূর্খ মনুষ্য মাত্রেরই জাগ্রত অবস্থা হইলে তবে নানা প্রকারের জ্ঞান হয়। যাহারা যে ভাষায় সংস্কার তিনি তদনুসারে বোধ করেন যে, আমি মূর্খ বা পণ্ডিত। ব্রহ্মাণ্ডস্থ যাবৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যতক্ষণ পরমাত্মার কৃপায় তাঁহাতে নিষ্ঠা হইয়া অজ্ঞান দূর ও সমদৃষ্টি জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা না হইতেছে ততক্ষণ পরস্পরের সম্বন্ধে মূর্খ ও পণ্ডিত অবশ্যই বোধ হইবে। যে দেশে যে ভাষা ব্যবহার করিলে সকলে সহজে বুঝিতে পারে তাহাই সেখানে দেবভাষা। যাহাতে সমগ্র মনুষ্য মণ্ডলীর মধ্যে একই ভাষা প্রচলিত হয় সে বিষয়ে রাজা প্রজা পণ্ডিতগণের যত্ন করা উচিত। সহজ দেবনাগরী ভাষা বা অন্য কোন সহজ ভাষা বিচার পূর্ব্বক প্রচার করা যাহাতে সহজে সকলের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। মনুষ্যের মধ্যে একই ভাষা প্রচলিত থাকা সুবিধাজনক। পরমাত্মা সকলেরই ভাষা জানেন ও সকলেরই ভাষা বুঝিয়া জ্ঞান মুক্তি দেন। মনুষ্য সকল ভাষায় ভাব বুঝিতে পারে না। এজন্য অজ্ঞান অবস্থায় তাহাদের পক্ষে দেবভাষাও আসুরিক ভাষা কল্পিত হয় সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যে

দেশে যে ভাষা সহজে বুঝিতে পারে সেই ভাষার দ্বারা বা ইঙ্গিতে ভাব• বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কোনমতে কার্য্য উদ্ধার হইলেই হইল। জ্ঞানহীন ইহার বিপরীত আচরণে নানা প্রকার অশান্তি ও কষ্ট ভোগ করেন।

দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহার ভাব বুঝিতে পারিবে। একজন অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আপন দাসী প্রভৃতিকে সংস্কৃত দেবভাষা বলিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং নিজে সর্ব্বদা ঐ ভাষা ব্যবহার করিতেন। অন্য ভাষা কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিতেন না। করিলে ঘৃণা করিতেন। ভগবানের লীলা। একদিন ঐ পণ্ডিত মাঠের মধ্যে জল তুলিতে গিয়া কূপে পতিত হন। তাঁহার ভৃত্য নিকটবর্ত্তী চাষা-দিগকে প্রভুর সাহার্য্যার্থে আহ্বান করিয়া কহিল, "ভো হলগ্রাহিণঃ পণ্ডিতো কূপে পতিতঃ।" চাষাগণ সংস্কৃত শিক্ষার অভাবে তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত রহিল। এদিকে পণ্ডিতের প্রাণ যায়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভৃত্যকে ধমকাইয়া বলিলেন "বেটা, ভাষায় ডাক নতুবা আমার প্রাণ যাইবে।" ভৃত্য অশুদ্ধ বাক্য প্রয়োগের আশঙ্কায় ডাকিতে অস্বীকার করিল। পণ্ডিত আরও ধমকাইতে লাগিলেন। পরিশেষে ভৃত্য চাষীদিগকে ভাষায় ডাকিলে তাহারা আসিয়া পণ্ডিতকে উদ্ধার করিল। তখন ভৃত্য পণ্ডিতকে বলিল, "মহাশয়, আপনি সংস্কৃত দেবভাষা ও চলিত ভাষাকে আসুরিক বলিয়াছেন। কিন্তু আমি আসুরিক ভাষা ব্যবহার না করিলে আজ আপনার প্রাণ নষ্ট হইত।" পণ্ডিত, "সকলই পরমাত্মার লীলা" এই বলিয়া নীরব হইলেন।

একজন সংস্কৃতজ্ঞ সন্ন্যাসী রায়বেরিলীর অন্তর্গত কোন গ্রামে ভিক্ষার্থে এক গৃহস্থের বাটীতে আসেন। তিনিও কেবল সংস্কৃতে কথা কহিতেন। আসুর বলিয়া অন্য ভাষা ব্যবহার করিতেন না। সংস্কৃত ভাষা না জানায় অনেক সময় তাঁহার সেবাকরণে গৃহস্থের বিশেষ কষ্ট হইত। এবারকার গৃহস্থ বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে অজ্ঞান অবস্থায় সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া অহংকারে মগ্ন ছিলেন; পরে মস্তক মুণ্ডন ও সন্ন্যাসী পদ গ্রহণ করিয়া• অধিকতর অজ্ঞানে ডুবিয়াছেন। সংস্কৃত দেবভাষা এই অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে বুঝুক আর নাই বুঝুক সংস্কৃতে ভিন্ন কথা কহিতে চাহেন না। আমি কি আগে সংস্কৃত শিখিয়া আসিব ও তাহার পর ইহাঁর ভাব বুঝিয়া তবে ইহাঁর সেবা করিব? যাহার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধির

ব্যাঘাত ঘটে এরূপ বিদ্যা শিক্ষা নিতান্ত নিষ্ফল। এইরূপ বিচার করিয়া গৃহস্থ নানা প্রকারে সন্ন্যাসী মহাত্মাকে প্রচলিত ভাষায় কথা কহাইবার যত্ন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি আসুরিক ভাষা ব্যবহারে সম্মত হইলেন না। তাঁহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য গৃহস্থ ভাষায় বলিল, "হে সন্ন্যাসী তোমার মাথায় পঁচিশ ঘা পুরাতন জুতা লাগাইব।" ক্রোধান্ধ হইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "বেটা তুই আমায় গালি দিলি? তোর গৃহে জলস্পর্শ করিব না।" গৃহস্থ হাত জুড়িয়া বলিল, "মহাশয় যখন প্রচলিত ভাষাকে আসুরিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন তখন কিরূপে সেই ভাষার গালি আপনাকে লাগিল?" সন্ন্যাসী লজ্জায় নীরব হইলেন। তাঁহাকে শিখাইবার ইচ্ছায় গৃহস্থ বলিলেন, "কেন জগৎকে মিথ্যা ভ্রমে ফেলিতেছেন। বিচার পূর্ব্বক আপনি অসত্যকে ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ করুন। আপনারা জগৎকে সৎশিক্ষা না দিলে কিরূপে ভ্রান্তি ও অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল স্থাপনা হইবে?" সন্ন্যাসী গৃহস্থকে নমস্কারান্তে উত্তর করিলেন, "ভাই, তুমি আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিলে। তুমি আমার গুরু।"

সকলেরই বুঝা উচিত যে মিথ্যা সত্য দুইটি শব্দ কল্পিত। তাহার মধ্যে মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা দৃশ্যেও নাই অদৃশ্যেও নাই। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা, কখনও সত্য হয় না। আর সত্য এক। তদ্‌ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য স্বতঃ প্রকাশ, সত্য কখন মিথ্যা হন না। সত্য নিরাকার সাকার সূক্ষ্ম স্থূল চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। এই দুইয়ের মধ্যে দুইটি শব্দ প্রচলিত। এক, নিরাকার নির্গুণ ও আর এক, সাকার সগুণ। নিরাকার জ্ঞানাতীত অপ্রকাশ। সাকার প্রকাশমান ইন্দ্রিয়-গোচর। এই এক মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ-স্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা। বেদাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, ইহাঁরই জ্ঞাননেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমাজ্যোতিঃ মন, আকাশ মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ। এই সপ্তাঙ্গের সহিত অহংকার গণনা করিয়া শিবের অষ্টমূর্ত্তি ও সমগ্র দেবতাদেবী বলে। এই এক ধর্ম্ম বা ইষ্ট দেবতা বা মন্ত্র বা ভাষা স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। মনুষ্যগণ ইহাঁকে চিনিয়া ইহাঁর নিকট ক্ষমা ও শরণ প্রার্থনা কর। ব্রহ্মাণ্ডের নির্ম্মলতা সম্পাদন, জীবের অভাব মোচন

ও অগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ ইহাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে ইনি প্রসন্ন হইয়া সকল প্রকারে অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিবেন যাহাতে জীবমাত্র পরমানন্দে অবস্থিতি করিবে। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

তৃতীয় অধ্যায়—সাধনতত্ত্ব।

বিচার, জ্ঞান, উপাসনা ও কর্ম্ম।

কাহারও মতে বিচার বা জ্ঞান প্রধান, কাহারও মতে উপাসনা কর্ম্ম। এখানে সকলেই বুঝিয়া দেখুন্ যে, পাখীর দুইটী পাখা থাকিলে অনায়াসে উড়িতে পারে, একটীর অভাবে পারে না। জীব যে পক্ষী তাহার এক পাখা বিচার আর এক, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে নিষ্ঠা ভক্তি উপাসনা। উভয়ের সাহায্যে পরমাত্মার কৃপায় জীব পরমসুখে যেখানে ইচ্ছা উড়িয়া বেড়ায় অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মে অভেদে মিলিয়া সদা নির্ভয় জীবন্মুক্ত ভাবে বিচরণ করে। শাস্ত্র পুরাণ বেদ বেদান্তের বিচার করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, সত্যকে সত্য বোধে অঙ্গীকার আর অসত্যকে অসত্য বোধে উহাতে নিষ্প্রবৃত্তি লাভ। স্বপ্ন তুল্য সত্য, নানা রমণীয় ইন্দ্রিয়ভোগ্যে পূর্ণ এই জগতের নাম অসত্য। যে ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ তাহা উপভোগ করিবে, কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় সত্য বা মিথ্যা জানিয়া তাহাতে আসক্তিযুক্ত হইবে না। আর সত্য শব্দের লক্ষিত শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে সর্ব্বদা নিষ্ঠা ভক্তি রাখিবে। বিচারের দ্বারা জ্ঞান জন্মে এই যে, কেবল এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম আছেন, তিনি নানা-রূপে পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছেন তথাপি তিনি অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ। অন্ধকার, বারুদ, অগ্নি ও সূর্য্যনারায়ণ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু অগ্নি স্পর্শে বারুদ অগ্নি হইয়া যায়, অগ্নি ক্রমশঃ আকাশে লয় হয়। এ দিকে অন্ধকার রাত্রি প্রভাতে সূর্য্যনারায়ণে লয় হয়। সূর্য্যনারায়ণ, অগ্নি বারুদ আর অন্ধকার রাত্রি একেরই রূপ। এক না হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লয় হইত না। এজন্য উহাঁরই রূপ ছিল, আর এখনও সেই উনিই। বারুদ শব্দে বুঝিবে নানা নাম-রূপাত্মক ইন্দ্রিয়ভোগ্য জগৎ, অগ্নি শব্দে জ্ঞান; অন্ধকার রাত্রি অজ্ঞান অবিদ্যা দ্বৈতভাব আর সূর্য্যনারায়ণ শব্দে আত্ম প্রকাশ অদ্বৈত পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা গুরু যিনি আপনিই আত্মারূপ হইয়া আছেন। শাস্ত্র বিচারের এই সমাপ্তি। এই পর্য্যন্ত বিচারের দৌড়। বিচারের ইহার অতিরিক্ত অন্য কিছুই ক্ষমতা নাই।

চারি বেদের চারি মহাবাক্য। ঋক্‌বেদের "প্রজ্ঞানানন্দ ব্রহ্ম"। যজুর্ব্বেদের, "তত্ত্বমসি।" সামবেদের "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। অথর্ব্ববেদের "অহং ব্রহ্মাস্মি।" যে বিচার হইল তাহাই এ চারি মহাবাক্যের সারভাব। কিন্তু যে বিচার হইল পূর্ণ পরব্রহ্ম এক হউন আর নাই হউন ইহাতে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইল? বেদ বেদান্তের বিচার মুখে করা হইয়াছে কিন্তু বিচার করিবার আবশ্যকতা কি প্রতিপন্ন হইল? সূর্য্যনারায়ণ সূর্য্যনারায়ণই রহিয়া গেলেন, রাত্রি রাত্রিই, বারুদ বারুদই, অগ্নি অগ্নিই রহিলেন, কিছুই লয় হইল না। তমো রাত্রি সূর্য্যনারায়ণের প্রকাশে লয় হইবে, অগ্নি বারুদের স্বভাব লয় করিয়া নিজে আকাশে লয় হইবে—এ কথা মুখে বলাতে কিছুই লয় হয় না। কার্য্য করিলে তবে হয়। অথচ যাহাকে লইয়া কার্য্য তৎসম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে কোনও কার্য্যই সফল হয় না। উপদেশ বাক্য এই প্রকারে বুঝা উচিত। বিচার ব্যতীত কিরূপে বুঝিবেন, পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু আত্মা কি? আমি কি? জগতে ব্যবহার কল্পে আমার কি করা উচিত, কি অনুচিত, কি কার্য্যে সুখ, কিসে দুঃখ, আত্মবোধ অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুর প্রাপ্তি কি প্রকারে হয়? আত্মবোধ বা ব্রহ্ম-প্রাপ্তির জন্য প্রথমে শাস্ত্রের বিচার আবশ্যক। আন্তরিক প্রীতির সহিত শাস্ত্র বেদ বেদান্তের বিচারে পরিশ্রম করিলে তবে তত্ত্ব প্রকাশ হয়। জন্মগ্রহণ কালে সকলেই অবোধ। পরে বিদ্যাভ্যাসে ক্রমশঃ পণ্ডিত হয়। বিদ্যাভ্যাসের জন্য যে পরিশ্রম তাহার নাম কর্ম্ম। বিচারে বিদ্যালাভ এজন্য বিচারও কর্ম্ম। এইরূপে সকল কর্ম্ম বুঝিয়া লইবেন। কর্ম্ম বা ব্যবহার কার্য্য ব্যতীত শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। শুভ সত্য কর্ম্ম, শাস্ত্র পাঠ, জ্ঞান অগ্নি, আত্ম অগ্নিতে হোম অথবা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা, প্রশ্ন উত্তর, তপঃ, যোগ, দেখা শুনা, পান আহার, চলা ফেরা, ছোঁয়া লওয়া, এই সমস্ত বিষয়ে সত্য অসত্যের বিচারকে কর্ম্ম বলা যায়। ইহা বিনা ব্যবহার কিরূপে চলিবে? যদি হঠ করিয়া কোন অবোধ ব্যক্তি বলেন যে, "আমি সত্য কর্ম্ম করিব না, আমি ত্যাগী";—তবে সেও কর্ম্ম। এইরূপ অভিমানযুক্ত যে চিন্তা তাহা কর্ম্ম ভিন্ন কি? কর্ম্মের শুভাশুভ ফল ত্যাগকে কর্ম্ম ত্যাগ বলে। শুভ কর্ম্ম ত্যাগ কর্ম্ম ত্যাগ নহে। কর্ম্মত্যাগী বলিয়া যাঁহারা অভিমান করেন তাঁহাদেরও কৈলাস বৈকুণ্ঠ ভোগের অভিলাষ থাকে। সত্য কর্ম্ম কখনও ত্যাগ

করা উচিত নহে। নদী পার না হওয়া পর্য্যন্ত নৌকার প্রয়োজন। স্বরূপ বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত শুভ কর্ম্ম বিচারাদি নিজের জন্য এবং পরে পরব্রহ্মের জগতে সৎদৃষ্টান্ত রক্ষার জন্য আবশ্যক। বিচার, সত্যাসত্য বোধ, যজ্ঞাহুতি প্রভৃতি সৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ শুদ্ধি ও বিঘ্ন নাশ হয়, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু কেবলমাত্র কর্ম্ম দ্বারা মুক্তি হয় না। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনায় তৎপ্রসাদে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে অবিদ্যারূপী তমোময় রাত্রি বারুদ স্থানীয় জগৎ প্রত্যয়-রূপী যে অজ্ঞান, তাহা ভস্ম বা লয় হয়। স্বতঃপ্রকাশ সূর্য্যনারায়ণ যাঁহার এক কল্পিত নাম সেই পূর্ণ পরমাত্মা ভিতরে বাহিরে বিরাজ করেন, মুক্ত জীব অভয়ানন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। পরব্রহ্মে অথবা আত্ম স্বরূপে যে জ্ঞানীর যেরূপ নিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাকেই সত্য সত্য জানিবেন। নিষ্ঠা যেরূপই হউক না কেন স্বরূপে কোন বিষয়ে হানি নাই। রাজা প্রজা পাঠকগণ, আপনাদিগকে আমার এই বলা যে, সত্য ধর্ম্ম ত্যাগ করা কখনই উচিত নহে ; ত্যাগে নানা দুঃখ বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে রাজা প্রজার পশুত্ব ঘটে !

নির্গুণ সগুণ।

নির্গুণ সগুণ কাহাকে বলে ? 'নির্গুণ' শব্দে নির্বিকার, গুণরহিত যাহাতে কোনও গুণ নাই, সর্ব্বগুণই আছে। "সগুণ" শব্দে যাহাতে গুণ প্রকাশ, অর্থাৎ তেজঃ শক্তি বল বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, উৎপত্তি প্রলয় এবং স্থিতি করিবার ক্ষমতা আছে। অন্য পক্ষে যাহাতে ভয়, নানা দুঃখ, অজ্ঞান ভ্রম দ্বৈত অদ্বৈত, সত্য ও অসত্যের বিচারাদি গুণ আছে। তিনি সর্ব্বসংহারক, সকল ভ্রমনাশক। তিনি এক অদ্বৈত, পূর্ণ পরব্রহ্মকে দেখান অর্থাৎ আত্মবোধ দেন। স্বপ্নের নানা ভ্রম ও দুঃখ জাগ্রতে লয় হয়। এই স্বপ্নরূপ জগতের দ্বৈত অদ্বৈত অজ্ঞান অবিদ্যা ভ্রম ভয় দুঃখ জাগ্রতরূপ অদ্বৈতজ্ঞানে জ্যোতিঃস্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম নিঃশেষে বিনাশ করিয়া এক আনন্দ রূপ আপনিই থাকিয়া যাইবেন। তখন পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু আত্মার প্রকাশে দ্বৈতভাব থাকিবে না, জীব আনন্দরূপ হইয়া সুখী থাকিবে। সগুণ ব্যতীত নির্গুণ হইতে কার্য্য প্রকাশ হইতে পারে না। কার্য্য হইলেই নির্গুণের নাম হয় সগুণ। ঘর, বাড়ী, বন, শরীরাদি নানারূপ পদার্থ পুড়াইয়া অগ্নি নিজের রূপ করিয়া লয়েন। কিন্তু অগ্নি নির্ব্বাণে বায়ুরূপ হইয়া একটী

ঘাসকেও ভস্ম করিতে পারেন না। বায়ু নিগুর্ণ ব্রহ্মস্থানীয়। তিনি কি করিয়া ভস্ম করিবেন? যাঁহা হইতে যে কার্য্য তাঁহা হইতেই সেই কার্য্য হয়। অগ্নি শব্দে সাকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু, মাতা পিতা আত্মা, অদ্বৈত জ্ঞান প্রকাশক। ঘাস শব্দে বাচ্য জগৎরূপ ভ্রম দুঃখ ভয় নানা প্রকারের দ্বৈত। এই ঘাস ভস্ম করিয়া এক অদ্বৈত পূর্ণ পরব্রহ্মময় প্রকাশ হন অর্থাৎ আপনিই মুক্তি ও আনন্দরূপ থাকেন, দ্বৈত ভ্রমের লেশ মাত্রও থাকে না। সাকার সগুণ পরব্রহ্ম অথবা নিরাকার নিগুর্ণ পরব্রহ্ম কেবল নাম মাত্র। আপনাদিগকে লইয়া সাকার বিরাট পরব্রহ্ম অথবা বিষ্ণু ভগবানাদি নাম কল্পিত। বিরাট পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ নেত্র স্বরূপ। এজন্য পরব্রহ্ম বলা হয়। ইনিই এই সমস্ত চরাচর, রাজা প্রজার গুরু, মাতা, পিতা, আত্মা, পৃথিবীর সর্ব্ব দুঃখ ভয়াদির ভার মোচনকারী। ইহা সত্য বলিয়া জানা উচিত। তিনি এতদ্ভিন্ন অন্য কিছু নহেন। শ্রুতি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।" যথার্থই অপর আর কেহই নাই যে, দুঃখ মোচন করেন। শক্তির সহিত অভিন্ন বস্তু নিগুর্ণ নিরাকার পরব্রহ্মে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য নাই। সৃষ্টির সমস্ত কার্য্য সগুণ কারণ ব্রহ্ম হইতে হইতেছে, তাঁহারই শক্তি। যিনি নিরাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম তিনিই সাকার রূপ প্রত্যক্ষ। চরাচর সকলই নিগুর্ণ পরব্রহ্ম বটেন ও উপাধি ভেদে সগুণও বটেন। যিনি নিগুর্ণ পরব্রহ্ম তিনিই সাকার ভাবে বিস্তারমান সগুণ ব্রহ্ম। উনি যখন সাকার হন তখনও নিগুর্ন পরব্রহ্মই থাকেন এবং যখন গুণ বোধ হইতেছে তখনও উঁহাতে গুণ, নাম রূপ নাই। যথার্থতঃ নিগুর্ণ নিরাকার, সগুণ সাকার শব্দ উঁহাতে প্রযোজ্য নহে। উনি যাহা উনি তাহাই। এই নিগুর্ণ সগুণাত্মক ভ্রম, অজ্ঞান হেতু, আপনাদের মনেই উদয় হয় মাত্র। বস্তুতঃ "আমি সগুণ" বা "আমি নিগুর্ণ," এরূপ ভাব পরব্রহ্মে নাই। তিনি যাহা তিনি তাহাই। যখন আপনারা স্বপ্নাবস্থায় থাকেন তখন রূপ গুণ আশা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, লোভাদি নানা প্রকার বোধ হয় বলিয়া আপনাদিগকে সগুণ বলা হয়। আর স্বপ্নাবস্থায় নানা প্রকার গুণ ক্রিয়া লয় হইলে আপনাদিগকে জাগ্রত অবস্থায় কেবল নিগুর্ণ বলা যাইতে পারে। জাগ্রত ও স্বপ্ন সুষুপ্তিতে লয় হইলে বা স্বপ্নাবস্থা সগুণ ভাব এবং জাগ্রত নিগুর্ণ ভাব, উভয়ই লয় বা একাকার হইলে, কোন গুণ বিশেষের কার্য্য থাকে না। জ্ঞান

প্রকাশ বা স্বরূপ বোধ হইলে তখন নির্গুণ আর সগুণ পরব্রহ্মে ভেদ থাকিবে না। আপনাদের ভ্রম জন্যই নির্গুণ আর সগুণ ব্রহ্মে প্রভেদ জ্ঞান হইতেছে। এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্মই নিরাকার স্বতঃপ্রকাশ এবং সাকার বিস্তার রূপে বিরাজমান। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর যাঁহার এক কল্পিত নাম সূর্য্যনারায়ণ ইনি অচ্ছেদ্য, কূটস্থ অবিনাশী। ইহাঁর আদি নাই, অন্ত নাই। ইনি আদি পুরুষ। শাস্ত্র পুরাণে ইহাঁর ব্যষ্টি ভাবে নানা দেব দেবী নাম কল্পনা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব অজ্ঞান অবোধ থাকেন, স্বরূপ বোধ হয় না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্বরূপ বোধ হীন জীবে ইহাঁর ব্যষ্টি সমষ্টি পৃথক্ ভাবে থাকে। স্বরূপ ভাব হইলে ব্যষ্টি সমষ্টি ভাবের লয় হইয়া ভিতরে বাহিরে পূর্ণ পরব্রহ্মই প্রকাশ হইয়া থাকেন।।

পূর্ণতা।

যে কলসী জলে পরিপূর্ণ, কিছুই খালি নাই, অনুমাত্র পদার্থ রাখিবারও স্থান নাই সেই পূর্ণ কলসী। একটুকু খালি থাকিলেও কেহ তাঁহাকে পূর্ণ কলসী বলে না। এইরূপ কলসী শব্দে আকাশ আর জলপূর্ণ শব্দে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ। পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপকরূপে পূর্ণ। আকাশের বিন্দুমাত্র স্থান খালি অর্থাৎ পরব্রহ্মে অপূর্ণ থাকিলে পরব্রহ্মের পূর্ণতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং উপাসনাও পূর্ণ হয় না। তিনি সাকার নিরাকার রূপে পরিপূর্ণ। যদি কেহ বলেন যে, পূর্ণ নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর গড্, আল্লাহ খুদা অর্থাৎ পরব্রহ্ম আত্মা পিতা মাতাকে নমস্কার প্রণাম ও ভক্তি উপাসনা করিব, সাকার ব্রহ্মকে করিব না, তাহা হইলে পূর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা না হইয়া এক দেশীয় উপাসনা হইবে। সাকার উপাসক যদি বলেন যে, নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্মকে মানিব না তবে তিনিও বালকের মত অবোধ। মূল, শাখা, পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি লইয়া বৃক্ষ পূর্ণ। একটীকে ছাড়িলেও পূর্ণ বলা যায় না। এখানে বৃক্ষই পূর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ। নিরাকার নির্গুণ সাকার সগুণ বিস্তার শব্দের যাহা অর্থ হয় তাঁহাকেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাজমান বলে। ঈশ্বর গড্ খুদা' ইত্যাদি কল্পিত নাম মাত্র। যিনি এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার নির্গুণ গুরু আত্মা তিনিই সাকার বিস্তার প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপ জগৎরূপে প্রকাশমান। এই জ্যোতিঃস্বরূপই রাজা প্রজার আত্মা, গুরু, মাতা পিতা। কিন্তু বিষয় মদে অন্ধ

হইয়া রাজা প্রজা মাথা তুলিয়াও দেখেন না যে, ইনি কে আর আমি কে? মরীচিকায় জল ভ্রমে দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে কাতর হইয়া ঘুরিতেছেন। আপন ইষ্টকে ত্যাগ করিয়া বলিতেছেন যে, এই চন্দ্র, এই সূর্য্য। বন্ধুকে মান্য পূর্ব্বক বলেন যে, "তিনি আসিতেছেন," আর চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের প্রতি উক্তি করেন যে, "চন্দ্র সূর্য্য উঠিতেছে, অস্ত যাইতেছে।" নিজ সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়গণ নিঃক্ষত্রিয়, আর ব্রাহ্মণ শূদ্র তুল্য পশু হইয়াছেন। নিজ সনাতন ধর্ম্ম পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা না করিয়া, নির্গুণ সগুণ পরব্রহ্মকে না চিনিয়া, না জানিয়া কেবল পরস্পর বিবাদ বিতণ্ডা করিয়া মরিতেছেন। অগ্নিহোত্রী নিজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অসৎ পদার্থে নিষ্ঠা বশতঃ বিষয়ে আসক্ত সত্যভ্রষ্ট হইতেছেন। বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। সত্যকে অসত্য ও মিত্রকে শত্রু বোধ হইতেছে, জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা দীনবন্ধু দয়াময়কে কেহ চিনিতেছেন না, অগ্রাহ্য করিতেছেন।

বিচার ও আচার।

সৎ অসতের ভেদ বুঝিয়া সৎ গ্রহণ ও মন হইতে অসৎ ত্যাগ, যাহাতে আত্মপর সকলের পরমার্থিক ও ব্যবহারিক অনুষ্ঠান সর্ব্ব প্রকার বিঘ্ন শূন্য হয়, ইহাই বিচারের যথার্থ উদ্দেশ্য। বিচার আচারের একটী দৃষ্টান্ত। অন্ধকার ঘরে কিছুই দেখা যায় না। সেই অন্ধকার নাশের জন্য অগ্নির প্রয়োজন। অন্ধকার নিবারণার্থ অগ্নির প্রয়োজনীয়তা বুঝিবার নাম বিচার আর অন্ধকার নাশক অগ্নি উৎপাদক কর্ম্ম আচার। অন্ধকার স্থানীয় মায়া মোহ, অহংকার, আশা তৃষ্ণা, মান অপমান, ভেদাভেদ পরনিন্দা প্রভৃতি আন্তরিক ক্লেদকে গম্ভীর ভাবে বিচার পূর্ব্বক নাশ করিয়া সকলের প্রতি সমদর্শী ব্যবহারের নাম আচার। নতুবা এই শব সদৃশ শরীরের প্রতি অহংকার দৃষ্টিতে বিনা বিচারে দিবা রাত্রি ইহাকে ধৌত করাকে আচার বলা যায় না; বরং ইহাকে অনাচার বলা উচিত। কোন প্রকার অস্পৃশ্য দ্রব্য সংস্রবে শরীরের স্পৃষ্ট স্থানমাত্র ধৌত করাই আবশ্যক। নচেৎ এক বিন্দু অস্পৃশ্য জল সংস্রব নাশ জন্য একেবারে স্নান করিয়া কফাচ্ছন্ন হওয়া ব্যবস্থা নহে। শাস্ত্রের সারমর্ম্ম এই যে, শরীরের ভিতর বাহির সর্ব্ব প্রকারে বিশুদ্ধরূপে পরিষ্কার থাকে, যাহাতে শরীর মন সুখ স্বচ্ছন্দে নিজ নিজ

কার্য্য করিতে পারে। ব্যাধি উৎপন্ন করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। শরীরকে নির্ব্ব্যাধি করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

সৎ সঙ্গ।

সত্য অসত্যের বিচার করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা যিনি সদাই সত্য তাঁহাতে সঙ্গত হওয়া উচিত। উনি ভিন্ন অপর কি পদার্থ সত্য ও প্রিয় আছে যে তাহার সঙ্গ করিবে? যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মুক্তা, শাল দোশালা, ঘর বাড়ী কাঠ পাথর প্রভৃতি অগ্নি ব্রহ্মে দিলে সকলই বারুদের মত ভস্ম হয় তেমনই জাগ্রতের জ্ঞান প্রকাশ হইলে স্বপ্নের তাবৎ রমণীয় পদার্থ লয় হয়। তবে আর কিসের সঙ্গ করিবে? যে শাস্ত্রে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে সার অসারের বিচার আছে তাহার চিন্তা, অধ্যয়ন অধ্যাপন ও সৎসঙ্গ। জ্ঞানী সাধু স্বার্থশূন্য নিষ্কাম মহাত্মা পুরুষ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মার প্রিয় ভক্তের সহিত যে সংসর্গ তাহাও সৎসঙ্গ। কোমল চিত্ত দয়ালু শান্তমূর্ত্তি সত্য উপদেষ্টার সহিত সঙ্গ করা উচিত উহাঁদের উপদেশে আত্ম বোধ বা পরব্রহ্ম দর্শন হয়। শুদ্ধ চৈতন্য, পূর্ণ, পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু, আত্মা মাতা পিতার সঙ্গই যথার্থ সৎসঙ্গ। ইহা হইতে আর কোন সঙ্গ উৎকৃষ্ট নহে। ইহা ভিন্ন অপর সকল সঙ্গই অসার অর্থাৎ মিথ্যা।

নিরাকার সাকার ব্রহ্মের ধ্যান।

রাজা আপন রাজসিংহাসন ও রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রজার দুঃখ অন্বেষণ জন্য অজ্ঞাতভাবে অপরিচিত প্রজার বাটিতে উপস্থিত হইলে সে প্রজা কখনই রাজাকে সম্মান করে না। কিন্তু যে প্রজা তাঁহাকে চিনে সে বহুতর সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করেন। এইরূপে যে ব্যক্তি যথার্থতঃ নিরাকার পরব্রহ্মকে চিনেন তিনিই বহুতর ভক্তিপূর্ব্বক সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে শ্রদ্ধা করেন এবং চিনিতে পারেন। নচেৎ কোন প্রকারেই চিনিতে পারিবার উপায় নাই।

নিরাকারের ধ্যান হয় না, হওয়া অসম্ভব। যে ব্যক্তি যাহা কখন দেখেন নাই তিনি তাহাতে মন রাখিয়া কিরূপে ধ্যান করিবেন? একটি পাতা বায়ুতে উড়িলে সে কোথায় যে পড়িবে তাহা ঠিক থাকে না। যেখানে বাধা পায়

সেই খানেই পাতা থাকিয়া যায়। জীবরূপী পাতা অজ্ঞান অবিদ্যারূপী বায়ুর তাড়নায় তীর্থে তীর্থে, দেশে দেশে, দশ দিকে ঘুরিতেছেন, কোথাও স্থির হইতে পারিতেছেন না। পরব্রহ্ম সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ তেজোরূপ বাধা। সেই চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির্ব্রহ্ম গুরুর আশ্রয় লইয়া স্থির হও; সমস্ত ফল পাইবে, সমস্ত দুঃখ দূর হইবে, শান্তিরূপে থাকিবে। জ্যোতিঃস্বরূপ শব্দ সাকার ব্রহ্মের নাম। নিরাকার ব্রহ্মে জ্যোতিঃস্বরূপ শব্দ নাই। কথিত আছে যে, জ্যোতিঃ দুই প্রকার—পরম জ্যোতি ও হৃদি জ্যোতিঃ। পরম জ্যোতিঃ সূর্য্যনারায়ণ এবং হৃদিজ্যোতিঃ চন্দ্রমা। ইহার গূঢ়ভাব এই যে পরম জ্যোতিঃ পরিশুদ্ধ এবং হৃদি জ্যোতিঃ বিষয় বসনা সংযুক্ত। ইঁহারই সাবিত্রী ও গায়ত্রী কল্পিত নাম। বস্তুতঃ সেই পরম পদার্থ একই। অজ্ঞান হেতু গুণ উপাধি ভেদে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় মাত্র।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে,—

"অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি দৃশ্যমানো বিনশ্যতি।
অবর্ণ্যমীশ্বরং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উত্তর দিলেন যে,—

"অন্তঃপূর্ণং বহিঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণংতু সংস্থিতম্।
এবং পূর্ণময়ং পশ্যেৎ সমাধিস্থস্য লক্ষণং॥"

অর্জ্জুনের প্রশ্ন এই যে, যাহা নিরাকার অদৃশ্য তাহার ত ধ্যান হইতে পারে না; আর দৃশ্যমান অর্থাৎ যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষগোচর সে সকলই নাশবন্ত, লয় লইয়া যাইবে তবে আপনি যে অচ্ছেদ্য স্বরূপ ঈশ্বর, যোগী সাধু ভক্তজন কেমন করিয়া ঐ স্বরূপের ধ্যান করিতেছেন ও করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উত্তর এই যে, শরীরের ভিতর বাহিরে পরব্রহ্ম আছেন। যিনি ভিতরে নিরাকাররূপে অদৃশ্য আছেন তিনিই বাহিরেই দৃশ্যমান আছেন। মধ্যে জ্যোতিঃ-মূর্ত্তি তিনকাল স্থিররূপে অচল। যিনি এমৎ দেখিতেছেন তিনিই আমাকে জানেন। আর সেই ব্যক্তিই আমার আত্মা। নিরাকার, সাকার, বিস্তার, দৃশ্য অদৃশ্য এই সমস্ত পূর্ণরূপ এক পরব্রহ্মকে দেখাই সমাধি ও সমাধির লক্ষণ। সাকার দৃশ্য এক, অবিনাশী শব্দে আর এক। ভিন্ন ভিন্ন

নামরূপ গুণক্রিয়া হেতু বৈচিত্র্যকে পৃথিবী, জল, পর্ব্বত, কাষ্ঠ ইত্যাদি নাশবস্তু বলা যায়। প্রলয়কালে সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মা বারকলারূপে প্রকাশ হন এবং নামরূপ গুণক্রিয়া ভস্মান্তে আপন স্বরূপ করিয়া কারণে স্থিত হন। চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি অবিনাশী অব্যয় অচ্ছেদ্য, তিনকালে বিরাজমান। এই পরম জ্যোতি একই ভাবে সদা জ্ঞানস্বরূপ, আপনি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া সাকার হইতেছেন ও নিরাকার হইতেছেন। ইনি ত্রিকালদর্শী অন্তর্যামী। ইহাঁকেই বিরাট বিষ্ণু ভগবানের অর্থাৎ পরব্রহ্মের নেত্র ও মন বলা যায়। যে পদার্থে ছায়া হয় তাহা নাশবস্তু লয়শীল। তাঁহার জ্যোতির্ম্মূর্ত্তিতে ছায়া হয় না। উনিই অবিনাশী, উহাঁর অংশ হয় না, উহাঁকে দেব দেবীমাতা বলা হয়। প্রচলিত কথা যে, দেবতার শরীরের ছায়া নাই, চক্ষে নিমেষ নাই ও ভূমিতে পাদস্পর্শ হয় না। এক্ষণে সত্য সত্য দেখুন যে, জ্যোতির্ম্মূর্ত্তির কোনও ছায়া হয় না, জ্যোতির নিমেষ অর্থাৎ ছেদও নাই। জ্যোতি আপনি আপন আধারে আছেন এজন্য ভূমিতে পাদস্পর্শ বোধ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যোগের নিমিত্ত বলিয়াছেন যে, "হে অর্জ্জুন, সৃষ্টির আদিতে পুরাতন যোগ সূর্য্যনারায়ণকে দিয়াছি। সূর্য্যনারায়ণ মনুকে দিয়াছেন আর উনি ইক্ষাকুকে দিয়াছেন। এইরূপে পরম্পরায় রাজর্ষিরা যোগ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। সেই পুরাতন যোগ কাল ক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" তখন অর্জ্জুন বলিলেন যে "আপনার জন্ম আজ যদুবংশে হইয়াছে, আপনি সৃষ্টির আদিতে যোগ দিয়াছেন তাহা কি প্রকারে বিশ্বাস হয়?" শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলিলেন— "আমার ও তোমার অনেকবার জন্ম হইয়াছে আমার সমস্ত বোধ আছে, তোমার বোধ নাই।" জ্ঞানবান বুঝেন যে, সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন অপর কে আর অবতার হইবেন? সূর্য্যনারায়ণত জন্মেন না। উনি আদি হইতে স্বতঃপ্রকাশ। যোগ নষ্টের অর্থ এই যে, এক হইতে দুই হইয়াছে অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা হইতে জীব বিমুখ হইয়াছে। ইহারই নাম যোগ নষ্ট। নিরাকার পরব্রহ্ম ত বাক্য মনের অতীত, উহার প্রতি সাধারণ জীবের নিষ্ঠা হইবার অল্প সম্ভাবনা। কিন্তু তিনি যে প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর গুরু সকলের আত্মা, তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়া অসৎ পদার্থে যে নিষ্ঠা প্রীতি তাহাকেই যোগ নষ্ট বলে। দুইকে পুনশ্চ এক করণের নাম যোগ। ঈশ্বর

পরব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ হওয়ার নাম যোগ। এক পরব্রহ্ম হইতে বহুজীব। বৈচিত্র্যে ভুলিয়া জীব আশা, তৃষ্ণা, মান অপমান, অহংকারে মগ্ন রহিয়াছেন। পুনশ্চ সেই জীব ব্রহ্মের অভেদ বা এক বোধ হওয়ার নাম যোগ। রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ আপনারা রাজর্ষি। যিনি ইন্দ্রিয়ের ভোগ ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মেই মগ্ন তিনি যে জাতিই হউন না কেন তিনিই ব্রহ্মষি। মনুকে যে যোগ দিয়াছেন ইহার অর্থ এই যে, অন্তর্যামী সূর্য্যনারায়ণ অন্তর হইতে প্রেরণা করিতেছেন। মনু মনের নাম। মন তাঁহার প্রকৃত ভাব বুঝিয়া ইক্ষাকু শব্দ বাচ্য জীবকে বুঝাইয়া দিতেছেন। জীব ব্রহ্মের প্রকৃত ভাব বুঝিয়া যিনি রাজা প্রজাকে সত্য উপদেশ দেন তিনিই মনু। জ্ঞানী পুরুষ ইহার সার ভাব বুঝিয়া লইবেন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন দ্বিতীয় কে আছে যে অবতার হইবেন? জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর কারণ পরব্রহ্মে ও জীবে অভেদ অর্থাৎ এক করিয়া আপন স্বরূপে বিরাজমান থাকেন। এজন্য ভগবান বলিয়াছেন যে, সূর্য্যনারায়ণকে যোগ দিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এক স্থানে বলিয়াছেন যে, আমাকে সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা মন বাক্য কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। ইহার অর্থ এই যে, স্বরূপ পক্ষে আমি যাহা আছি তাহাই আছি। আমার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ হইলে তবেই আমাকে প্রকাশ করিবে কিন্তু সর্ব্বরূপে আমিই আছি। ইহার প্রমাণ। অগ্নিকে অগ্নি কিরূপে প্রকাশ করিবে? যজুর্ব্বেদের উপনিষদেও কথিত আছে "বিজ্ঞাতারং আর কেন বিজানীয়াৎ।" যিনি স্বয়ং বিজ্ঞাতা অর্থাৎ চৈতন্য তাঁহাকে আবার কিসের দ্বারা জানা যাইবে। স্বরূপে যাহা আছেন তাহাই আছেন কিন্তু তথাপি গুরু শিষ্যাদিভাব কিরূপে হয়? অবস্থা ও রূপান্তরে হয়। যেমন রূপ ভেদে অগ্নি ও বায়ুতে ভিন্ন ভিন্ন গুণ। স্বরূপে দুই একই পদার্থ। স্বরূপে কেহ কাহাকেও প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু স্থূল পক্ষে অগ্নি বায়ুকে নিজের সহিত অভেদে প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু বায়ু সূক্ষ্ম বলিয়া অগ্নিকে নির্ব্বাণান্তে আপনাতে মিশাইয়া অভেদ করিয়া লয়েন। পণ্ডিত ও মূর্খ স্বরূপতঃ এক হইলেও মূর্খ পণ্ডিতের কাছে উপদেশ লইবেন, পণ্ডিত মূর্খের নিকট লইবেন না। জীব শব্দ অগ্নি স্থলীয়, ঈশ্বর সূর্য্যনারায়ণ স্থলীয়। জীব স্থূলভাবে সূর্য্যনারায়ণকে আপনাতে লয় করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন না। কিন্তু

সূর্য্যনারায়ণ জীবকে নিজেতে লয় করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন। স্বরূপতঃ প্রকাশ অপ্রকাশ নাই এবং সে কথা বলা হইতেছে না। আরও দেখিতে হইবে, যেমন বায়ু ও অগ্নি উভয়ই আকাশে লয় হন সেইরূপ সূর্য্যনারায়ণ ও জীব উভয়েই কারণে স্থিত হন।

ঈশ্বর যে মন ও বাক্যের অতীত তাহার অর্থ কি? অগ্নির যে প্রকাশ তাহা বাক্য ও অগ্নির যে উষ্ণতা তাহা মন। কিন্তু অগ্নি হইতে প্রকাশ ও উষ্ণতা যখন পৃথক বস্তু নহেন তখন অগ্নি কি বলিবেন যে "আমি উষ্ণতা বা প্রকাশ কিম্বা উভয়?" সেইরূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে বুঝিয়া লইতে হইবে। যখন পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নাই তখন কি প্রকারে তাঁহা হইতে ভিন্ন মন ও বাক্য হইবে যে তাহার উপর প্রকাশরূপ কার্য্য করিতে পারে? স্বরূপ দৃষ্টিতে মন ও বাক্যের অস্তিত্বই নাই।

রাজা প্রজা পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখ। তোমরা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে উন্মত্ত হইয়া ভুলিয়া থাক। ইহা কদাচ মনে করিও না যে, তিনি আমার আত্মা গুরু মাতা পিতা নহেন। উনি তোমাদিগের আত্মা গুরু মাতা পিতা না হইলে কি পরের জন্য তিনি এই সকল ও নানা প্রকার ভোগ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া তোমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য এত যত্ন করিতেন? তোমরা একটুকু বিচার করিয়া দেখ যে, তোমাদের যখন ক্ষুধা হয় তাহার জন্য এই জগতে কত প্রকার খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তোমাদের পিপাসা রোগ নিবারণের জন্য কত প্রকার পানীয় বিস্তার করিয়াছেন। তোমাদের শীত রোগ নিবারণের জন্য শাল বনাত প্রভৃতি উপকরণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তোমাদের ঘ্রাণ সুখের জন্য আতর, গোলাপ ও নানা প্রকার পুষ্পের সুগন্ধ সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমাদের শরীরে রোগ ব্যাধি নিবারণার্থ কত প্রকার ঔষধের সৃষ্টি করিয়াছেন ও ডাক্তার কবিরাজ দ্বারা তোমাদিগকে রোগমুক্ত করিতেছেন। পায়ে কাঁটা ফুটিয়া কষ্ট না হয় সে জন্য নানা প্রকার পাদুকার সৃষ্টি করাইতেছেন। যাহাতে তোমরা সকল প্রকারে সুখে থাক তাহাই উনি করিতেছেন। তোমরা একটুকু ভাবিয়া দেখ না যে, ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা কে, তাঁহার স্বরূপ কি, আমি কে, আমার স্বরূপ কি ও তাঁহার আজ্ঞা কি আছে যাহা আমাদের পালন করা কর্ত্তব্য। ইহা না বুঝিয়া অনর্থক বিবাদ বিষবাদ ও তর্ক বিতর্ক করিয়া থাক যে,

আমি সাকার ব্রহ্মকে মানি, নিরাকার নিগুর্ণ ব্রহ্মকে মানি না অথবা নিরাকার নিগুর্ণ ব্রহ্মকে মানি, সাকার ব্রহ্মকে মানি না। এই পর্য্যন্ত তোমাদের বিচার। ভাবিয়া দেখ না যে ইহার সার ভাবার্থ কি—তাহার বিচার নাই।

জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান।

জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান কাহাকে বলে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়া লইবে। তুমি জ্ঞাতা, আকাশ জ্ঞেয় আর আকাশ হইতে উৎপন্ন শব্দের যে বোধ তাহা জ্ঞান। সেই জ্ঞান দ্বারা তুমি জানিলে যে, আমি জ্ঞাতা। এখানে গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া দেখ, জ্ঞেয় যে আকাশ তাহা হইতে উৎপন্ন যে শব্দ তাহা তুমি যে জ্ঞাতা তোমা হইতে যথার্থতঃ কোন পৃথক্ বস্তু হইলে তোমার কর্ণে ঐ শব্দের প্রবেশে কখনই শব্দ বোধ রূপ তোমার জ্ঞান হইত না। জ্ঞেয় যে আকাশ তাহা তোমারই স্বরূপ বলিয়া তোমারই কর্ণে তদুৎপন্ন শব্দ প্রবেশে তোমার শব্দ বোধরূপ জ্ঞান হইল। তোমার স্বরূপ না হইলে শব্দ কখনই তোমাতে প্রবেশ করিতে পারিত না। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় পৃথক্ পৃথক্ বস্তু এই জ্ঞানই অজ্ঞান, ইহা নিশ্চয় জানিবে। যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণ জ্ঞানময় তেজঃপদার্থের সঙ্গ বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ কোন মতে অজ্ঞান নাশ হয় না। অন্ধকার নাশ জন্য দীপ জ্বালিতে হয় নচেৎ অন্ধকার নাশের দ্বিতীয় উপায় নাই। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, জ্ঞাতা জ্ঞেয় এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য বেদান্ত সিদ্ধান্তের ভাবার্থ অন্তরে প্রবেশ করিতেই পারে না। জ্ঞান জ্ঞেয় দ্বারাই বোধ জন্মে। স্বরূপে নিষ্ঠা হইলে জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান এই তিনকে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না, তিন শব্দই লয় হইয়া পরিপূর্ণরূপে পরব্রহ্মই প্রকাশ হন। কেহ কেহ জ্ঞাতা শব্দেকে স্বরূপ পক্ষে ঈশ্বর বলিয়া উক্তি করেন। তাহা হইলে জ্ঞেয় ও জ্ঞানকেও ঈশ্বরই জানিবেন।

উপাসনা।

শাস্ত্রে বলে, সূর্য্যনারায়ণ মণ্ডলে ধ্যেয় ঈশ্বর আছেন। তাঁহাকে ধ্যান ধারণা ভক্তি করিলে সকল ভ্রম দুঃখ মোচন হয়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে সূর্য্যনারায়ণ যে জ্যোতির্মূর্ত্তি তাঁহাকে ধ্যান করিলে কি সেই ধ্যেয় ঈশ্বরকে পাইব, না, তাঁহাকে ছাড়িয়া ধ্যান করিলে ধ্যেয় ঈশ্বরকে পাইব? এখানে

এইরূপে বুঝিয়া লইবেন। যেমন, অগ্নি মধ্যে উষ্ণতারূপী ধ্যেয় ঈশ্বর আছেন কিন্তু ধ্যেয় ঈশ্বরকে ধারণ মানসে অগ্নিত্যাগ করিয়া ঐ উষ্ণতারূপী ধ্যেয় ঈশ্বরকে ধারণ করিবার আকিঞ্চনে কার্য্যসিদ্ধি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, সমষ্টি অগ্নিকে ধারণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়, অন্য উপায় নাই। তদ্রূপ সূর্য্যনারায়ণ মণ্ডলে যে ধ্যেয় ঈশ্বর আছেন তাঁহাকে ধারণ করিতে হইলে সমষ্টি দৃশ্যমান জ্যোতির্মূর্ত্তি সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বরকে ধারণ করিলে সেই ধ্যেয় ঈশ্বর পাইবেন অর্থাৎ তিনি সকলই।

পূর্ণ পরব্রহ্মের নমস্কার বিধি।

রাজা প্রজা, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে নমস্কার করিবে। মাতা পিতা প্রভৃতির চক্ষের সম্মুখে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতির সহিত নম্রভাবে জোড় হাতে শির নত করিয়া নমস্কার করিলেই ভিতর বাহির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত সমষ্টি নমস্তের নমস্কার করা হয়, ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের উল্লেখ করিয়া নমস্কারের প্রয়োজন থাকে না। পিতার হাতকে নমস্কার, পিতার পাকে নমস্কার, পিতার দাড়ীকে নমস্কার, পিতার গোঁফকে নমস্কার, এ রীতিতে ভক্তিহীন নমস্কার বিড়ম্বনা মাত্র। ইহা বুঝিয়া আন্তরিক ভাবের সহিত পূর্ণপরব্রহ্মকে নমস্কার কর। মন্দির মসজিদ গিরিজার ভিতরে বাহিরে, শরীরের ভিতরে কিম্বা পৃথিবীর উপর নমস্কার কর। যে দিকে ইচ্ছা মুখ করিয়া নমস্কার কর, তিনি দশদিকেই পরিপূর্ণ আছেন। দেব দেবী মাতা জীব কীট পতঙ্গাদি লইয়া সমস্ত চরাচর বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ বলিয়া জানিবেন। উঁহার সম্মুখে নমস্কার করিলে সকল দেবদেবী চরাচর ইত্যাদিকে নমস্কার করা হয়। জ্যোতিঃস্বরূপ, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ উহাঁর চক্ষু। সন্ধ্যায় সাকার নিরাকার পরিবর্ত্তনের সময় জ্যোতির সম্মুখে রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ জাতি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে জোড় হাতে শ্রদ্ধাভক্তি বিনয় পূর্ব্বক নমস্কার কর। সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ বা বসিয়া কিম্বা দাঁড়াইয়া যেরূপে হউক কর ও করাও। আপন আত্মা জানিয়া পূর্ণরূপে করা চাই। এই প্রকারে পূর্ণ নির্গুণ সগুণ ব্রহ্মের নমস্কার হইয়া যাইবে। তখন আর কোন কল্পিত স্থানে মাথা নোয়াইতে হইবে না এবং সে বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন শঙ্কাও থাকিবে না। জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে নমস্কার করায় তিনি দ্বৈতভাব, অবিদ্যা,

অহঙ্কার, মৃত্যু ভয় আদি মনের দুঃখ নাশ করিয়া জ্ঞানস্বরূপ নির্ভর মুক্তিস্বরূপ করিবেন, আপনারাও সদা আনন্দরূপ থাকিবেন। এই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু সত্য ধর্ম্ম হইতে আপনারা রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ সকলেই বিমুখ হইয়া যে কত প্রকার দুঃখ ভ্রমে কাতর তাহার অন্ত নাই। যে এই গুরু পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে না চিনে সে পশুতুল্য। আপন অনাদি ইষ্টদেব ঈশ্বরকে না চিনিয়া উঁহার মান মর্য্যাদা রাখিতেছ না। নিজে যেমন জড় হইয়া আছ, জ্যোতিঃস্বরূপকেও সেইরূপ জড় মনে কর। অন্ধ সকলকেই নিজের মত অন্ধ বলিয়া জানে। রাজ্য বিদ্যার অহংকারে ভুলিয়া মাথা তুলিয়া দেখিতেছেন না যে, এই জ্যোতিঃস্বরূপ কে? জহরীই হীরা চিনে, শূকর চিনিবে কেন?

গুরুমন্ত্র।

শাস্ত্র পাঠে সংস্কার জন্মিয়াছে যে, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ কেবল দেবতা বিশেষ মাত্র। কিন্তু বিচার করিয়া দেখুন এ আকাশে দ্বিতীয় আর কে আছেন যে পৃথিবীর ভার ও রাজা প্রজার দুঃখ মোচন করিবেন? দ্বিতীয় রক্ষাকর্ত্তা কে? বনে যেমন একই সিংহ থাকে, তেমনই এই আকাশ বনে একই সিংহ ঈশ্বর আছেন। সাকার ও নিরাকার ব্রহ্মে প্রভেদ কল্পনা করিয়া আপনারা বৃথা স্ব স্ব মতের পক্ষপাত করিতেছেন। যিনি নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্ম তিনিই সগুণ সাকার পরব্রহ্ম। বিচার পূর্ব্বক সকলে মিলিয়া এক হৃদয় হও, তোমরা সকল প্রকারে সুখে থাকিবে। সকলই আপনারই আত্মা পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুর স্বরূপ মাত্র। সকলকে সত্য উপদেশ দিবে। মন্ত্র জপিলে পূর্ণভাবেই জপ কর্ত্তব্য। আর সে মন্ত্র "ওঁ ক্লীঁ সত্যগুরু পূর্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার জ্যোতিঃস্বরূপায় নমঃ স্বাহা"। অথবা কেবল ওঁকারকে পূর্ণরূপ জানিয়া "ওঁ সৎ গুরু" কিম্বা কেবল মাত্র "ওঁ অঃ ওঁ" অথবা অবস্থা ভেদে "সোহহং" এইরূপ জপ কর। এই মন্ত্র রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি সকল জাতিই জপ করিবে। এই মন্ত্র দশবার অথবা এক শত আটবার প্রাতে কিম্বা যে সময়ে যত ইচ্ছা এবং যে অবস্থাই হউক চলিতে বেড়াইতে শুইতে বসিতে যখনই মনে আসিবে তখনই জপ করিতে থাকিবেন আর জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাভাব রাখিবেন। তাহাতে সমস্ত ভ্রম ও ভয় দূর হইয়া যাইবে, সদা আনন্দ জীবন্মুক্ত রূপ থাকিবে। পুরুষ এই মন্ত্র শিখিলে

আপন স্ত্রী পুত্র কন্যাকে শিখাইবেন। স্ত্রী এই মন্ত্র শিখিলে, পতি, পুত্র কন্যাকে শিখাইবেন। ইহাতে কোন দোষ বা সংশয় নাই; ইহা সত্য সত্য বুঝিবেন। এই মন্ত্র আর জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর নমস্কার ও ধ্যান শিখিলে কাণফোঁকা গুরু মন্ত্র, দীক্ষার প্রয়োজন থাকে না। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নাম ওঁকার প্রণব। ঐ ওঁকার ব্রহ্মের নানা নাম কল্পনা করিয়া নানা মন্ত্র রচিত হইয়াছে মাত্র। পূর্ণ পরব্রহ্মকে ভজনা করিয়া ওঁকার জপিলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয়। ইহাতেই জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু অন্তর হইতে প্রেরণ দ্বারা সত্য প্রকাশ করিবেন। কোন সংশয় করিও না। আজ হইতে রাজা প্রজা আপনাদের গুরু ইষ্ট পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ। ইনি আপনিই কাণফুঁকিবেন অর্থাৎ কৃপা দৃষ্টি করিয়া জ্ঞান উপদেশ দিবেন। আর গুরুমুখ বা দীক্ষিত হইতে হইবে না। কাণ ফুঁকাইলে গুরুমুখ হয় না, পরব্রহ্ম গুরুতে নিষ্ঠাই প্রকৃত গুরুমুখ। এরূপ ধারণা হইলে বিনা দীক্ষায় পরব্রহ্ম প্রকাশিত হইবেন।

বীজমন্ত্র।

বীজমন্ত্র বিষয়ে নানামত প্রচলিত। কেহ প্রণবকে, কেহ ব্রহ্মগায়ত্রীকে, কেহ রামতারক মন্ত্রকে, কেহ ক্লীঁ শব্দকে, কেহ হ্রীঁ শব্দকে বীজ মন্ত্র বলিয়া থাকেন। এইরূপ বীজমন্ত্রের সংখ্যা নাই। বীজের অর্থ এই যে, পরব্রহ্মকে বীজ আর জগৎ বিস্তারকে বৃক্ষরূপ বুঝিবে। মন্ত্র শব্দের অর্থ এই যে, যাহা দ্বারা মনের দ্বৈত ভ্রম ইত্যাদি লয় হইয়া শুদ্ধ চৈতন্য অথবা আপন স্বরূপে নিষ্ঠা হয়। কেহ শক্তি বীজকে আর কেহ বা বিষ্ণু বীজকে প্রধান বলেন। কিন্তু স্বরূপে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকেই বীজ ও বীজমন্ত্র জানিবে। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুর নাম লইলে সকল বীজমন্ত্র উহাতে পাওয়া যাইবে। ব্যবহার কার্য্যে রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষের কেবল ওঁকার প্রণব জপ দ্বারা সকল দেবতার জপ নিষ্পন্ন হইবে। কেননা সকল মন্ত্রই ওঁকারে আছে। ইহাতে কোন কথার প্রভেদ বা সংশয় নাই।

গুরুকরণ।

স্বার্থপর অবোধ ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষার জন্য বলেন যে, শ্রেষ্ঠকুলসম্ভূত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে কদাচ মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। কিন্তু বুঝিয়া

দেখ, শ্রেষ্ঠকুলসম্ভূত বা অশ্রেষ্ঠকুলসম্ভূত যে কোন ব্যক্তির নিকট জল লইয়া পান করিলেই পিপাসাতুরের পিপাসা শান্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষ। প্রকৃতপক্ষে শীতল জল মাত্র প্রয়োজন। বিনা জলে শান্তির উপায় নাই। শীতল জলরূপী পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের মন্ত্র যে কোন ব্যক্তির নিকট গ্রহণ করিয়া ভক্তি সহকারে উপাসনা করিলে সত্য সত্যই সিদ্ধি লাভ হইবে। তৎপক্ষে কোনও সন্দেহ নাই। পত্নী পতিকে, সন্তান পিতা মাতাকে, ভৃত্য প্রভুকে সেই মন্ত্র দিতে পারিবেন। দানে বা গ্রহণে কোন সংশয় করিও না।

শব্দ ব্রহ্ম।

তুমি একটী শব্দ উচ্চারণ করিলে। এখানে তুমি হইলে শব্দের কারণ এবং শব্দ হইল তোমার গুণ। তোমাকে পাইলেই সেই শব্দ পাওয়া যাইবে। কিন্তু কারণরূপী তোমাকে ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র তোমার শব্দরূপী গুণকে ধরিয়া থাকিলে কি কার্য্যসিদ্ধি হইবে। তোমার শব্দরূপ যে গুণ তাহা তোমা হইতে পৃথক্ নহে, তোমারই রূপ, তোমা হইতেই জন্মে এবং তোমাতেই লয় হয়। তেমনই কারণ পরব্রহ্ম হইতে অনাহত শব্দ ইত্যাদি নানা গুণ প্রকাশমান। সেই কারণ পরব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার গুণমাত্র অনাহত শব্দ ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। সত্যরূপ কারণ পরব্রহ্মকে ধারণ করিতে হইবে। পরব্রহ্ম হইতে তাঁহার গুণ পৃথক্ নহে, তাঁহাকে পাইলেই তাঁহার সকল গুণ পাওয়া যায়।

গুরু উপদেশ।

গুরু উপদেশ ভিন্ন জীবের মুক্তি হয় না। কথা সত্য। কিন্তু গুরু কে? একমাত্র গুরু ঈশ্বর। জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের কৃপাদৃষ্টি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন উপায়ই নাই যাহাতে এ ঘোর মায়া হইতে জীব নিস্তার পাইতে পারে। স্ত্রী হউন পুরুষ হউন যাঁহার অন্তরে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতা, পিতা, আত্মাতে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি আছে অথচ গুরু উপদেশ হয় নাই, তিনি অবশ্যই মুক্ত হইয়া সদা আনন্দরূপ নির্ভয় থাকিবেন। আর যে ব্যক্তি গুরু উপদেশ পাইয়াও পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা ভক্তি হীন তিনি সদাই মায়া বন্ধনে থাকিবেন। জ্ঞানবান ব্যক্তির চক্ষে স্বরূপে সকলেই মুক্ত। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিচার

করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, মুক্তি অমুক্তি উপদেশের উপর নির্ভর করে না, বিনা উপদেশও মুক্তি হইতে পারে, যেমন প্রহ্লাদ ইত্যাদির হইয়াছিল।

গুরু কাহাকে বলে।

যিনি বাহিরের ও ভিতরের সকল অজ্ঞান, দুঃখ ও তাপ নাশ করিয়া শুদ্ধ পরব্রহ্ম প্রকাশে নির্ভয় মুক্তরূপ করেন, যিনি সদা আনন্দস্বরূপ থাকেন তিনি গুরু। তিনিই গুরু যিনি ভিতর বাহির প্রকাশ করিয়া অজ্ঞান নাশ করেন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিনা ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় কেহই নাই যে অন্তরের সকল ভ্রম দূর করিয়া জ্ঞান প্রকাশ দ্বারা স্বরূপ বোধ করান। মনুষ্যের কি সাধ্য যে, সকল ভ্রম নাশ করিয়া জ্ঞান প্রকাশ করেন? অগ্নি ভিন্ন দ্বিতীয় কাহারও ক্ষমতা নাই যে, স্থূল পদার্থকে ভস্ম করিয়া এক করে। অন্ধ ব্যক্তি অপর এক অন্ধ ব্যক্তিকে হাত ধরিয়া পথ দেখাইতে পারে না। যাহার চক্ষু আছে সেই পারে। এইরূপ মহাত্মা জ্ঞানবান্ পুরুষ, যাহার পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ আত্মা গুরুর সৎপথ দেখাইতে পারেন, অর্থাৎ তিনিই গুরুর তুল্য। নচেৎ যিনি কেবল মাত্র শিষ্যকে দীক্ষা দিয়া শিষ্যের ধন হরণ করেন তাহাকে সৎগুরু বলা যায় না। যখন তিনি নিজেই ভ্রমে ডুবিয়া আছেন, সত্য পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপে নিষ্ঠা নাই, তখন তিনি কিরূপে অপরকে সৎপথে লইয়া যাইবেন? মহাদেব ভগবতীকে গুরুতত্ত্ব প্রসঙ্গে কহিয়াছেন যে,—

বহবো গুরবঃসন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ সৎগুরু দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

হে দেবি, এই সংসারে শিষ্যের ধন হরণ করিয়া থাকেন এমন গুরুই অধিক, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ বা মনের ক্লেশ হরণ করেন এমত গুরু অতি দুর্লভ। যিনি কাণফুঁকেন কিম্বা সৎ উপদেশ দেন তিনি উপদেশ গুরু। যিনি ভিতর বাহির হইতে সত্য প্রকাশ করিয়া দেন তিনি পরম গুরু পরমাত্মা। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু পরমাত্মাই ভিতর বাহির প্রকাশ করিয়া দেন। রাজা প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদির কেবল মাত্র উঁহারই প্রতি নিষ্ঠা ভক্তি রাখা কর্তব্য। এক উপদেশ গুরু, যিনি পরব্রহ্মের পথ দেখাইয়া দেন, কিম্বা আত্মবোধ

করাইয়া দেন। আর এক বিদ্যাগুরু, যিনি বিদ্যা পড়ান। আর এক অন্নদাতা গুরু। আর জন্মদাতা গুরু, মাতাপিতাকে বলা হয়। উঁহাদিগকে উপদেশ গুরু ও বিদ্যা গুরু অপেক্ষা অধিক মান্য করা উচিত। আর সকল দুঃখ মোচন ও মুক্তিদাতা গুরু পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি গুরু, আত্মা, মাতা পিতা। তিনিই বিদ্যাদাতা, তিনিই উপদেশদাতা, তিনিই অন্নদাতা, আর তিনিই সংসারের জন্মদাতা গুরু মাতা পিতা।

গুরু ত্যাগ।

অনেকের সংস্কার যে, একবার কোন ব্যক্তি বিশেষকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিলে তাঁহাকে আর কখন ত্যাগ করা যায় না। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধ চৈতন্য আত্মা মাতাপিতাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা এই জগতে যাহার দ্বারা অজ্ঞান নাশ হয় তাঁহাতেই পরব্রহ্মের গুরুরূপে আবির্ভাব অঙ্গীকার করেন। তাঁহাদের পক্ষে সেই পরব্রহ্ম গুরুর কখনই ত্যাগ সম্ভাবনা হয় না বটে, কিন্তু মনুষ্য গুরু তাঁহাদের কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইতেও পারেন।

মধুলব্ধ্বা যথা ভৃঙ্গী পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা তথা শিষ্যো গুরো গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥

জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তি এক গুরুর নিকট জ্ঞান উপদেশ গ্রহণ করিয়া জ্ঞান পরিপক করিবার আবশ্যকতা হেতু অন্য গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে কোন হানি নাই।

জ্ঞানদাতা গুরু কে ?

এ বিষয়ে সকলেরই বিচারপূর্ব্বক বুঝা উচিত যে, মনুষ্য মাত্রেই মূর্খ হইয়া জন্ম লয়েন। পরে কেহ বা সাধু ঋষি মুনির রচিত শাস্ত্রের কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, কেহ বা স্বাভাবিক অন্তরের প্রেমের সহিত মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা অর্থাৎ নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতার ভক্তিপূর্ণ উপাসনা প্রার্থনা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করায় জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা নিজগুণে প্রসন্ন হইয়া ক্রমশঃ সেই সকল জীবের অন্তঃকরণ পরিষ্কারপূর্ব্বক জ্ঞান বা মুক্তি দেন এবং সকল প্রকার অমঙ্গল দূর

করিয়া মঙ্গল বিধান করেন; জীবও শান্তি পায়। পরমাত্মা সর্ব্বকালে জীবের অন্তরে বাহিরে নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে প্রকাশমান, তাঁহার কোন কালে ছেদ নাই। মনুষ্য মাত্রেরই তাঁহারই উপর ভক্তিপূর্ণ নিষ্ঠা করা উচিত। পরমাত্মা বা ভগবানে ভক্তি ও তাঁহার উপাসনার দ্বারা কোটী কোটী ঋষি মুনি জ্ঞান বা মুক্তি লাভ করিয়া জগতের হিতার্থে সেই পথ মনুষ্যকে দেখাইয়া দিয়া যান যে, "এই পরমাত্মা বা ভগবান প্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপকে প্রেম ভক্তি কর ও ইহাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ইহাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন কর। ইনি মঙ্গলময় তোমাদের সকল প্রকারে মঙ্গল করিবেন।" যদি ঋষি মুনি প্রভৃতির জ্ঞান বা মুক্তি দিবার সামর্থ্য থাকিত তাহা হইলে আপনার মৃত্যুর আগেই জীব সমূহকে বা মনুষ্য মাত্রকে জ্ঞান মুক্তি দিয়া যাইতেন। কাণ ফুঁকিয়া মন্ত্র দিবার ও সদুপদেশ দিবার এবং জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার শরণাগত হইতে বলিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না, এবং জীবও সর্ব্ব প্রকারে অভাব মুক্ত হইত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমদৃষ্টি সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী স্ত্রী বা পুরুষ জীবিত থাকেন ততক্ষণ তাঁহার নিকট জ্ঞান মুক্তির জন্য সদুপদেশ লওয়া উচিত এবং সম্মান ও ভক্তি পুরঃসর তাঁহার সেবা করা উচিত, যাহাতে তাঁহার কোন প্রকারে কষ্ট না হয়। অবতার ঋষি মুনিগণ স্থূল শরীর ত্যাগ করুন বা গ্রহণ করুন, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি সর্ব্বকালে বিরাজমান আছেন তাঁহাকেই সর্ব্ব অবস্থাতে ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিবে। পরমাত্মা অর্থাৎ এক ওঁকার বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ, মঙ্গলকারী গুরু মাতা পিতা আত্মা নিরাকার সাকার সর্ব্বকালে বর্ত্তমান বা প্রকাশমান আছেন। ইহাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক জ্ঞানী অজ্ঞানী পণ্ডিত মূর্খ যে কেহ উপাসনা ভক্তি করিবে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই জ্ঞান মুক্তি লাভ করিয়া সর্ব্ব প্রকারে শান্তি পাইবে। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে। ইনি মঙ্গলময় সর্ব্বকালে মঙ্গল করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। ইহাঁ হইতে বিমুখ হইলে জীবের দুঃখের সীমা থাকে না ও সকল প্রকারে জীবের অভাব ঘটিয়া থাকে। আর তোমরাও বিচার করিয়া দেখ যে, তোমরাও শরীর ত্যাগ কর, চিরকাল থাক না, ঋষি মুনি অবতারগণও চিরকাল থাকেন না। প্রভেদ কেবল এই মাত্র যে, তাঁহারা পরমাত্মার উপাসনার দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া আনন্দে প্রাণ ত্যাগ করেন, তোমরা অজ্ঞানতাবশতঃ সংশয় লইয়া কষ্টের সহিত প্রাণ ত্যাগ

কর। জ্ঞানিগণের এই বোধ থাকে যে "পরমাত্মা হইতে প্রকাশ পাইয়াছি। কখনও তাঁহা হইতে পৃথক হইবার সম্ভাবনা নাই।" অজ্ঞানপন্ন ব্যক্তিগণ বোধ করেন যে, "আদিতে পরমাত্মা হইতে আমরা পৃথক ছিলাম, এখনও আছি এবং অন্তেও পৃথক থাকিব।" সেই জন্যই তাহারা ঋষি মুনি অবতারগণকে পরমাত্মা হইতে পৃথক বোধ করিয়া পৃথক পৃথক নানা নাম রূপ ধরিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন এবং এই অজ্ঞান ভ্রান্তিবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার ফলে পরস্পর হিংসা দ্বেষ করিয়া কষ্ট ভোগ করেন।

এই স্থলে বিচারপূর্ব্বক বুঝ যে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী আপনাকে ও পরমাত্মাকে কি ভাবে দেখিয়া ভেদাভেদ করিয়া প্রেম ভক্তি উপাসনা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। যেরূপ সুপাত্র পুত্রকন্যা আপনার মাতা পিতাকে আপনার জানে যে, "এই মাতা পিতা হইতে আমাই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন বা গঠিত হইয়াছে, স্বরূপ পক্ষে মাতা পিতা ও আমি একই বস্তু, পৃথক্ নহি।" উপাধি ও রূপ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পৃথক পৃথক বোধ হওয়া সত্ত্বেও স্বরূপে এক জানিয়া সর্ব্ব প্রকার অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই পুত্র-কন্যা বিশেষরূপে সরল ভাবে মাতা পিতাকে অধিকতর শ্রদ্ধা ভক্তি করেন এবং আলস্য ত্যাগ করিয়া মাতা পিতার প্রিয়কার্য্য সাধন করেন ও করান। মাতা পিতাও জানেন যে, আমারই পুত্রকন্যা, আমারই রূপ মাত্র এবং এই জানিয়া পুত্রকন্যাকে স্নেহ ও প্রীতি করিয়া থাকেন ও যাহাতে তাহারা সুখে থাকে সকল প্রকারে তাহার চেষ্টা করেন। কিন্তু অজ্ঞান দুষ্ট স্বভাবাপন্ন পুত্রকন্যা আপনার মাতাপিতাকে আপনার জানিয়া প্রেম ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদের আজ্ঞাপালন করে না। যদি দেখে মাতাপিতা বলবান, আজ্ঞালঙ্ঘন করিলে দণ্ড বিধানে সক্ষম তবে ভয়ে আজ্ঞাপালন করে। কিম্বা মাতাপিতার কাছে রাজ্য ধন থাকিলে তাহার লালসে মাতা পিতাকে পর জানিয়া যে ভক্তি দেখায় সেও ভয়ে এবং লোভে। ইহাকে প্রেম ভক্তি বলে না। কিন্তু মাতা পিতা সবল হউন দুর্ব্বল হউন, ধনী হউন দরিদ্র হউন, সকল অবস্থাতেই যে পুত্রকন্যা আপনার জানিয়া শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক মাতা পিতার আজ্ঞা পালন করেন সেই যথার্থ ভক্তি ও সেই পুত্রকন্যাই যথার্থ জ্ঞানী ও সুপাত্র এবং সেই পুত্রকন্যাই ইহলোকে পরলোকে পরমানন্দে আনন্দরূপে থাকেন।

মাতা পিতা রূপী পরমাত্মা নিরাকার সাকার বা কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ প্রকাশমান। ইহাঁ হইতেই অবতার ঋষি মুনি চরাচর স্ত্রী পুরুষের উৎপত্তি পালন, লয় ও স্থিতি হইতেছে। ইনি অনাদি স্বতঃপ্রকাশ যেমন তেমনি পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। ইহাঁকেই সকল অবস্থাতে মনুষ্য মাত্রেরই পূর্ণরূপে ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার উপাসনা ও ইহাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন করা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন অবতার ঋষি মুনিগণের ভিন্ন ভিন্ন নাম ধরিয়া পরমাত্মা বা ভগবান হইতে পৃথক্ উপাসনায় কোন সুফল নাই, বরঞ্চ ইহাই জগতের অশান্তি অমঙ্গলের হেতু। যিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বকালে প্রকাশমান পূর্ণ পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ ইহাতে তাঁহার অপমান করা হয়। প্রত্যক্ষ দেখ ইহাঁ হইতে ঋষি মুনি অবতার-গণের ও তোমাদের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়া ইহাঁতেই লয় পাইতেছে, কিন্তু ইনি সর্ব্বকালে বর্ত্তমান আছেন। ইহাঁর পৃথিবী শক্তি হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রেরই হাড় মাংস, জল শক্তি হইতে রক্ত রস নাড়ী, অগ্নি শক্তি হইতে ক্ষুধা পিপাসা বাক্য উচ্চারণ ও বাহিরে রন্ধন আলোক রেল জাহাজ কামান ইত্যাদির কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, বায়ু শক্তি দ্বারা নাসিকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, আকাশ শক্তি দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হইয়া কর্ণদ্বারে শুনিতেছে ও বেদ বেদান্ত বাইবেল কোরান প্রভৃতির শব্দ গ্রহণ করিতেছে ও শরীরের ভিতরে খোলা স্থান রহিয়াছে। চন্দ্রমা শক্তি দ্বারা মনের সমস্ত কার্য্য সমাধা হইতেছে যথা ইহা আমার, উহা উঁহার ইত্যাদি ও নানা প্রকার সঙ্কল্প বিকল্প উঠিতেছে। মন একটুকু অন্তমনস্ক হইলে কোন ভাবই বুঝা যায় না। জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থায় তুমি বা মন কারণে লীন থাকিলে কোন বোধই থাকে না যে, "আমি আছি বা তিনি আছেন"। জাগ্রতে তুমি বা তোমার মন প্রকাশ পাইলে তোমার বোধ হয় যে আমি আছি বা আমার মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা আছেন। এই মন জয় হইলেই সমস্ত জয় হয় অর্থাৎ প্রকাশ অপ্রকাশ, জীব ব্রহ্ম এক বোধ হইলে সমস্তই জয় ও জীবের আনন্দ হয়। বিরাট ব্রহ্মের জ্ঞান শক্তি সূর্য্যনারায়ণ জীব সমূহের মস্তকে বিরাজমান আছেন। ইঁহারই দ্বারা জীব চেতন হইয়া নেত্র দ্বারে রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিতেছেন। নেত্রের জ্যোতিঃ সঙ্কুচিত হইলে সুষুপ্তির অবস্থায় জীবের জ্ঞান থাকে না। এই মঙ্গলকারী

জ্যোতির তিনটী ভাব—এক, প্রকাশ, দ্বিতীয়, অপ্রকাশ অর্থাৎ অন্ধকার এবং অপ্রকাশ প্রকাশ অতীত যাহা তাহাই। এই সমষ্টি শক্তিকে লইয়া এক ওঙ্কার বিরাট ব্রহ্ম। ইহাঁর যে যে শক্তির দ্বারা জীবের যে যে সূক্ষ্ম অঙ্গ উৎপন্ন বা গঠিত হয় মৃত্যুর পরে সেই সেই অঙ্গ বা ক্ষুদ্র শক্তি সেই সেই বৃহৎ শক্তিতে যাইয়া বিলীন হয়। যথা, হাড় মাংস পৃথিবীর অংশ পৃথিবীতে যাইয়া মিশে, জলের অংশ জলেতে, অগ্নির অংশ অগ্নিতে, বায়ুর অংশ বায়ুতে, আকাশের অংশ আকাশে, চন্দ্রমা জ্যোতির অংশ চন্দ্রমা জ্যোতিতে, চেতনা বা জ্ঞানের অংশ সূর্য্যনারায়ণ জ্ঞান জ্যোতিতে লয় পায়। ইনি এক ওঁকার বিরাট পুরুষ সকলকে লইয়া অনাদি কাল হইতে যেমন তেমনি বর্ত্তমান আছেন। কি দুঃখ ও লজ্জার বিষয় যে যিনি মঙ্গলকারী সর্ব্বকালে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ বা প্রকাশ অপ্রকাশ ভাবে বর্ত্তমান, তাঁহাকে তাঁহার সম্মুখে শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম নমস্কার উপাসনা না করিয়া মনুষ্যগণ মিথ্যা এক একটা ভিন্ন ভিন্ন নাম ও প্রতিমা কল্পনা করিয়া তাহাকে প্রণাম নমস্কার ও কত প্রকারে প্রেম ভক্তি করিতেছে। অজ্ঞানবশতঃ কাহার যে নাম তাহা না ভাবিয়া বস্তু ত্যাগ করিয়া কেবল নামের মান্য করিতেছে। মাতা পিতার নামকে মান্য করিয়া মাতাপিতাকে অপমানের একশেষ করিতেছে। মনুষ্যের এ জ্ঞান নাই যে, আমি নিজে কে হইয়া কাহাকে উপাসনা ভক্তি করিতেছি। তিনি কি বস্তু? মিথ্যা বা সত্য, প্রকাশ বা অপ্রকাশ। এ কথা একবার ভাবিয়াও দেখে না। আর ইহাও তলাইয়া ভাবিয়া দেখে না যে, এই যে প্রকাশ ইনি কে বা কি বস্তু? এক সত্য ব্যতীত যখন দ্বিতীয় সত্য নাই তখন আকাশে এই প্রকাশ রূপী দ্বিতীয় সত্য কোথা হইতে আসিল? লোকে যদি ইহাও একবার ভাবিয়া দেখিত তবুও যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান হইত। ইনি অনাদি কাল হইতে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ বিরাজিমান আছেন। জীব জন্মাবধি ইহাঁকে প্রকাশমান দেখিতেছে বলিয়া অজ্ঞানবশতঃ ইহাঁকে অশ্রদ্ধা ও তুচ্ছ জ্ঞান করে, ইহাঁর মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিয়া বলে, ইনি ত সর্ব্বকালেই আছেন, ইহাঁকে সর্ব্বদাই দেখিতেছি। ইহাঁর মধ্যে নূতন কি আর আছে যাহা পাইব বা দেখিব? এইরূপ আস্ফালন করিয়া যথার্থ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেছেন। যখন কেহ কোন কুহক ভেল্কী দেখায় তবে তাহাকে আশ্চর্য্য মানিয়া ভক্তি

করে। কিন্তু ইনি যে এত নানা রূপ সৃষ্টি প্রকাশ করিয়া প্রকাশমান আছেন, তবু ইঁহাকে লোকে বিশ্বাস করিতেছে না। আরও নূতন নূতন শক্তি দেখাইলে তবে লোকে বিশ্বাস করিবে। এখন হইতে তবে ভাল করিয়া শক্তি দেখ।

এইরূপ ভাব বুঝিও যে, কাহারও সম্মুখে সর্ব্বদা একজন সর্ব্বপ্রকারে পরপো-কারী বা হিতৈষী ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে লোকে সর্ব্বদা দেখে বলিয়া তাঁহার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে না, কিন্তু যে-সে নূতন কেহ আসিলে তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে। ইহা মনুষ্যের স্বভাব। এইরূপ পরমাত্মার সম্বন্ধে ঘটিয়াছে।

ওঁকার বিষয়।

পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু বা তাঁহার নাম ওঁকারমন্ত্র ব্যতিরেকে কল্পিত অপর অপর মন্ত্রের দ্বারা শীঘ্র কার্য্যসিদ্ধি হয় না, তাহাতে অনেক বিলম্ব হয় এবং কষ্টও হইয়া থাকে। কিন্তু ওঁকার জপিলে এবং জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর গুরুর প্রতি নিষ্ঠা রাখিলে সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। রন্ধনের নিমিত্ত কাষ্ঠ জল এবং আহারীয় সামগ্রী সমস্তই আয়োজন হইল বটে কিন্তু তাহাতে অগ্নি সংযোগ না হইলে কখনও রন্ধন কার্য্যসিদ্ধ হইবে না। ওঁকার মন্ত্রার্থ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর অগ্নিস্বরূপ, কাষ্ঠ শব্দে ভ্রম, রন্ধন শব্দে আত্মবোধ অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মার অভেদ হওয়া কি না জীব ঈশ্বর এক হওয়া বুঝিবে। ওঁকার মন্ত্র আদি বীজ, সর্ব্ব বীজের মাতা গুরু। ওঁকারই ব্রহ্মগায়ত্রী। ইহা জপ করিলে ব্রহ্মগায়ত্রী ইত্যাদি সকল মন্ত্রই জপ হইল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাজা প্রজা স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ সকলেই ওঁকার জপ করিবে এবং সকলেরই ওঁকার জপ করিবার অধিকার আছে। চরাচর সকলেই ওঁকার রূপ। যাঁহারা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে নিষ্ঠা ভক্তি আছে তাঁহার ওঁকার জপিবার আবশ্যকতা নাই, তাঁহাতেই তাহার কার্য্যসিদ্ধি।

যিনি সমস্ত বিশ্ব জগতের ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ আছেন, দ্বিতীয় কেহই নাই তাঁহারই কল্পিত নাম বিষ্ণু, বিশ্বনাথ এবং ওঁকার হইয়াছে। পরব্রহ্মের সাকার বিস্তার রূপকে ওঁকার বলে।

অজপা মন্ত্র।

কেহ ওঁকারকে, কেহ সোঽহংকে আর কেহ অন্যবিধ মন্ত্রকে অজপা মন্ত্র বলেন। যাহার যে মন্ত্রে নিষ্ঠা হইয়াছে তাহার পক্ষে সেই মন্ত্রই অজপা। কিন্তু অজপা শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, যে কোন মন্ত্রই হউক না কেন, তাহা জপ করিতে করিতে যখন স্বরূপে নিষ্ঠা হইল অর্থাৎ মন তাহাতে লয় হইয়া ভাবে মাত্র মগ্ন থাকিল তাহাকেই অজপা বলে অর্থাৎ জপের শেষ অজপা। ইহা অবস্থামাত্র, কোনও মন্ত্র বিশেষের নাম অজপা নহে।

গায়ত্রীর আবাহনাদি ব্যাখা।

সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মাকে নমস্কার ধ্যান জল তর্পন করিবার এই মন্ত্র—

"ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণে ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে নমঃ। সবিত্রে শুচয়ে সাবিত্রে কর্ম্মদায়িনে এষোঽর্ঘঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নারায়ণায় নমঃ।"

নমঃ শব্দে প্রণাম অর্থাৎ উহাঁর নামে সমস্ত অর্পণ কর এবং করাও। কেহ কেহ বলেন যে বিষ্ণু ভগবানের প্রকাশ হইতে সূর্য্যনারারণ প্রকাশিত, যেমন অগ্নি ব্রহ্মের প্রকাশ হইতে উষ্ণতা আর আলোক অথচ অগ্নি, উষ্ণতা, আলোক এক অগ্নিই হন সেইরূপ পরব্রহ্মই বিষ্ণু ভগবান সূর্য্যনারায়ণ হন।

গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র যথা।—

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রী ছন্দসাংমাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোস্ততে॥"

ব্রহ্মগায়ত্রীকে অর্থাৎ জগৎজননী দেবীমাতা জগৎস্বরূপ পরব্রহ্মকে আবাহন ও নমস্কার।

ব্রহ্মগায়ত্রী যথা।—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

ওঁ আপোজোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম।

গায়ত্রী বিসর্জ্জনের মন্ত্র,—

ওঁ উত্তরে শিখরে জাতা ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি। ব্রহ্মণস্তনু-জাতা চ গচ্ছ দেবি যথা সুখং ॥

ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া সংক্ষেপে বুঝিয়া লইবেন। ওঁভূঃ হইতে ওঁ সত্যং পর্য্যন্ত ওঁকার সাতবার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, একই ওঁকার অর্থাৎ পরব্রহ্ম সাত ভাগে বোধ হইতেছেন। পরব্রহ্ম নিরাকার হইতে সাকার সগুণ জগৎ বিস্তার রূপে বিরাজমান। উঁহার নাম ওঁকার। মেঘরূপ হইলে জলের নাম হয় মেঘ, কিন্তু মেঘের কারণ সেই জল। সাত ঋষি, সাত ভূমিকা, সাত দেবীমাতা, ব্যাকরণোক্ত সাত বিভক্তি সেই পরমাত্মার প্রত্যক্ষ সাত তত্ত্ব বা রূপ। বশিষ্ঠ বিশ্বমিত্রাদি সাত ঋষি। তাহার নামান্তর পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ। এই সাত ভাগ হইয়া ওঁকার প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছেন। এই প্রকারে সাত বিভক্তি, সাত ভূমিকা, সাত তত্ত্ব পরব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। সাত ঋষি শরীরে বর্ত্তমান। যথা—চক্ষুতে তেজোরূপ দৃষ্টি শক্তি, কর্ণদ্বারে আকাশ রূপ শ্রবণ শক্তি, নাশিকাদ্বারে প্রাণবায়ু রূপ ঘ্রাণ শক্তি, কণ্ঠভাগে বিশুদ্ধ চক্রে অকারাদি ষোড়শ দলে অর্থাৎ ষোড়শ কলায় চন্দ্রমারূপে শাস্ত্র বিচার শক্তি, অগ্নিরূপে নাভিদেশে অন্ন পরিপাক শক্তি, জলরূপে সমস্ত শরীরে রক্তরূপ হইয়া লিঙ্গভাগস্থ জলস্রাব শক্তি, পৃথিবীরূপে সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত হাড় মাংস হইয়া গুহ্যদেশে মূলাধারে রেচন শক্তি। এই সাতের ভিতরে তিন লোক, চৌদ্দ ভুবন। জল ও শীতল স্বভাব এক জলেরই এই দুই নাম। এইরূপে সাত ভূমিকাতে দুই দুই নামে লোক বুঝিবেন। কিন্তু পরব্রহ্মে তিনটী মাত্র লোক, আর সাতটী মাত্র ভূমিকা এবং চৌদ্দটী মাত্রই ভুবন আছে এরূপ নহে। তাঁহাতে কত কোটী কোটী ভূমিকা আর লোক আছে তাহার অন্ত নাই। ইহা কেবল মাত্র সচরাচর জিজ্ঞাসু লোকদিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে যথাশক্তি যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করা হইয়াছে। নচেৎ অনন্ত অনাদি অগম্য অপার গুণের সীমা কে কোন্‌কালে বুঝিতে পারিয়াছেন যে তিনি বাক্য দ্বারা বর্ণনা করিয়া শেষ করিবেন? চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রীর অর্থ এই যে, পাঁচ তত্ত্ব, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু আর সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ। এই চব্বিশ

আর জীব লইয়া পঁচিশ তত্ত্ব পরব্রহ্ম বিরাট ভগবানের অর্থাৎ সকলের শরীর। ব্রহ্মগায়ত্রীর নাম ত্রি পাদ, তিন লোক, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ এই তিন গুণ। পরব্রহ্মেরই নাম ব্রহ্মগায়ত্রী। ওঁ ভূঃ পৃথিবী, ভূর্লোক শরীরের ভিতরে বাহিরে পঞ্চভূত ব্রহ্ম। ওঁ ভুবঃ অন্তরীক্ষ লোক কণ্ঠভাগে আর ভুবঃ শব্দে জগৎ বিস্তার। আর অন্ত্যস্থ য বায়ু, বর্গীয় ব আর জ জল ব্রহ্ম। ওঁ স্বঃ স্বর্লোক, বিরাটরূপ পরমাত্মার ও জীব মাত্রেরই মস্তক আর সাকার সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্ম। ওঁ মহঃ মন, মহাবীর, মহাকাশ, মহাদেবী, মহালক্ষ্মী স্বরূপ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ ব্রহ্ম প্রাণরূপ; ওঁ জনঃ চরাচর স্বরূপ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ ব্রহ্ম; ওঁ তপঃ শব্দে প্রাণস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ; ওঁ সত্যং শব্দে আকাশ ব্রহ্ম স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্ম। ভূর্ভুবঃ স্বঃ। ভূর্লোক, অন্তরীক্ষ লোক স্বর্লোক; নাভি চক্র, কণ্ঠভাগ, মস্তক স্বরূপ অগ্নি ব্রহ্ম, চন্দ্রমা ব্রহ্ম, সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্ম। তৎসবিতুর্বরেণ্যং। তৎশব্দে শুদ্ধ ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ জগৎরূপ বিস্তার। বরেণ্যম্ শব্দে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ স্বয়ং স্বতঃ প্রকাশ পূজার যোগ্য সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর। অন্যথা বরেণ্যং শব্দে সত্য অসত্যের বিচারান্তে সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম ধারণ বা অঙ্গীকার। ভর্গোদেবস্য। ভর্গ কেহ সূর্য্যনারায়ণকে বলেন। আর দেবও উহাঁকেই বলেন। ভ শব্দে জগৎ, র শব্দে অগ্নি, গ শব্দে পৃথিবী ইন্দ্রিয়াদিকে বলা হয়। ধীমহি। ধী শব্দে বুদ্ধি ব্রহ্ম, মহি শব্দে পৃথিবী ব্রহ্ম। ধীয়োয়োনঃ। ধীয়ঃ জ্ঞান সূর্য্যনারায়ণ যোনঃ ইন্দ্রিয় জগৎ বিস্তার। 'প্রচোদয়াৎ' প্রণব পরব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ। 'চো' চক্ষু, তেজোরূপ, জ্ঞানরূপ। 'দয়াৎ' শব্দে দেব জগৎরূপ বিস্তার, যিনি অন্তরে শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করেন; ক্রিয়াকেও দয়াৎ বলা যায়। ওঁ আপো শব্দে বিস্তার জগৎরূপ; জ্যোতিঃ শব্দ আপনে আপনিই স্বয়ং জ্যোতির্ব্রহ্ম, জগৎরূপ। রসোঽমৃতং ব্রহ্ম। 'রস' শব্দ জল স্থূল ভোগ, অমৃত শব্দে শুদ্ধ ব্রহ্ম, যাঁহাকে পান করিলে জীবগণ অমর হয়। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ এই যে, অদৃশ্য নিরাকার ও সাকার বিস্তার যাহা দৃষ্টিগোচর সেই পূর্ণ পরব্রহ্মই গুরু আত্মা। ওঁ একাক্ষর ব্রহ্ম, 'অ' সৃষ্ট্যুৎপাদক প্রজাপতি, 'উ' সৃষ্টিপালকঃ বিষ্ণু, 'ম' সৃষ্টি লয়কারী। ভূঃ প্রাণ জীব-রক্ষক, ভুবঃ অপান, সুখদায়ক, স্বঃ সুখালয়। গায়ত্রীর নিকৃষ্ট অর্থ এই,—

বয়ং দীনজনাঃ, তৎসবিতুঃ সৃষ্টি কর্ত্তুঃ জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মণঃ

বরেণ্যং-শ্রেষ্ঠং, স্বয়ংসিদ্ধং। ভর্গোবর্চ্চসং বেদোক্তং যৎ জ্ঞানমস্তি তদেব তেজসং ধীমহি যো দেবো নঃস্মাকম্ ধিয়ঃ. . শুভ কর্ম্মাণি প্রচোদয়াৎ প্রেরণং কুর্য্যাৎ।

এই সকল অর্থই জ্যোতিঃস্বরূপকে বুঝায়।

ত্রিকাল ন্যাস ও সন্ধ্যা বিবরণ।

রাজা প্রজা সকলেরই উপর ত্রিকাল ন্যাস সন্ধ্যা ও সাকার জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, দেব দেবীমাতা সাবিত্রী ব্রহ্ম নামে যে ধ্যান ও নমস্কার করিবার উপদেশ আছে তাহার সার মর্ম্ম এই যে, জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে ত্রিকাল ধ্যান ও নমস্কারপূর্ব্বক উপাসনা করিবে। প্রাতঃকালে তেজোরূপ ব্রহ্মার ধ্যান :—

"প্রাতে রক্তবর্ণং চতুর্মুখং দ্বিভুজং সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসাসনসমারূঢ়ং ব্রহ্মাণং নাভি দেশে ধ্যায়েৎ।"

ইহার অর্থ এই যে, যখন প্রাতঃকালে রক্তবর্ণ জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ হন, সেই জ্যোতির্ম্মূর্ত্তিকে রাজা প্রজাগণ আত্মাগুরু বা মাতা পিতা জানিয়া ভক্তি শ্রদ্ধাপুর্ব্বক ধ্যান ও নমস্কার করিবেন। চতুর্মুখং শব্দে কেহ বলেন ব্রহ্মার চারি মুখ। অর্থাৎ বিরাটরূপ চরাচরের চক্ষু দ্বার এক মুখ যাহার দ্বারা দেখিতেছেন, দ্বিতীয় মুখ কর্ণ দ্বারে শুনিতেছেন, তৃতীয় মুখ নাসিকা দ্বারে ঘ্রাণ লইতেছেন, এবং শেষ যে যথার্থ মুখ তাহার দ্বারা বেদপাঠ ও বিচার করিতেছেন। চতুর্মুখ শব্দে যাহার চারিদিকেই অর্থাৎ দশদিকেই মুখ আছে। যেমন জ্যোতি অগ্নিতে উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম, উপর নীচে যে দিক হইতে হাত দিন হাত পুড়িবে বলিয়া অগ্নির চারি দিকেই মুখ আছে। এজন্য চতুর্মুখ নাম। চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণেরও দশ দিকেই মুখ আছে, যেদিক হইতে চাহিবেন, সেই দিকেই সম্মুখে দেখিবেন। এইরূপে পরব্রহ্মের দশ দিকেই মুখ। অক্ষ শব্দে ইন্দ্রিয় কিন্তু উহাঁর ইন্দ্রিয় আছে এবং নাইও। জ্যোতিরূপ পরব্রহ্ম দেখা শুনা ইত্যাদি কার্য্য করেন ও করান অথচ সুষুপ্তির অবস্থার ন্যায় নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত, নিরাকার, কেবল আনন্দ স্বরূপ। বিদ্যা অবিদ্যাকে ব্রহ্মের দুই হাত জানিবেন। "সূত্র কমণ্ডলু" শব্দে কেহ কেহ জল পাত্র বুঝেন, কিন্তু ইহার

যথার্থ তাৎপর্য্য চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের শরীর; সূত্র জ্যোতিঃ। একই জ্যোতিঃ সূত্রে সমস্ত চরাচরকে মালার ন্যায় গাঁথিয়া রাখিয়াছেন এমন যে চেতন জ্যোতিঃ। একই জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে সকলের দিবস রূপ চক্ষু হয় আর অস্ত হইলে সকলেই অন্ধ হইয়া যায়। "হংসাসন সমারূঢ়ং" অর্থে কেহ বুঝেন যে হংস নামক পক্ষীর উপর আরূঢ়। কিন্তু যে ব্রহ্ম এই সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন তাঁহার কি একটী পক্ষীর উপর আরোহণ করা ভিন্ন নিজের চলৎশক্তি নাই? ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, হংস কি না হরিভক্ত জন যিনি আত্মতত্ত্বের পিপাসু ও শুদ্ধ চৈতন্যে লিপ্ত অর্থাৎ নিষ্ঠাবান পুরুষ। লোকে বলে রাজহংস মুক্তা আহার করে। যিনি মুক্তা অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মকে আহার করেন তিনিই যথার্থ রাজহংস। এইরূপ হংসের উপর পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ আরূঢ় বা বিরাজমান। ইনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত আছেন বটে, কিন্তু সাধুভক্ত জনের প্রতি প্রত্যক্ষ বিরাজ-মান। নাভি দেশে ধ্যায়েৎ। বিরাট মূর্ত্তির নাভিদেশ যে আকাশ, তাহাতে পরব্রহ্মকে অর্থাৎ তেজোরূপ জ্যোতির্ব্রহ্মমূর্ত্তি যিনি দিন রাত্রি প্রকাশমান সেই সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্মমূর্ত্তিকে ধ্যান করা আবশ্যক।

যাহার চারি মুখ, হাত, পা ইন্দ্রিয়াদি আছে উহাকে নশ্বর স্থূল শরীর জানিবে, উহার অবশ্যই নাশ হইবে; কিন্তু স্বরূপের নাশ নাই। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে লয় হইয়া যাইতেছে মাত্র। আপনাদের যে মুখ সে পরব্রহ্ম জোতিঃস্বরূপেরই মুখ।

মধ্যাহ্ন কালে বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ পরব্রহ্মকে ধ্যান করা আবশ্যক,—

"হৃদি নীলোৎপল দল প্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তং গরুড়ারূঢ়ং হৃদি কেশবং ধ্যায়েৎ।"

ইহার অর্থ এই যে, আপনাদের হৃদয়ে অর্থাৎ পরব্রহ্মের আকাশরূপী হৃদয়ে নীলবর্ণ দেখা যায়। ঐ আকাশ রূপ হৃদয়ে পরম জ্যোতিঃ বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ ঈশ্বর প্রত্যক্ষ জ্যোতির্মূর্ত্তি। "নীলোৎপল দল প্রভং" অর্থাৎ নীল পদ্মের ন্যায় প্রকাশমান চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির্ব্রহ্মমূর্ত্তিকে ধ্যান ও নমস্কার করা আবশ্যক। শঙ্খের অর্থ কেহ এইরূপ বুঝেন যে, বিষ্ণু ভগবান হাতে শঙ্খ লইয়া রহিয়াছেন। বিষ্ণু ভগবানের কোনও ঠাকুর পূজার আবশ্যক নাই যে শঙ্খ হাতে লইয়া থাকিবেন। শঙ্খ শব্দের গূঢ় অর্থ জীবের মস্তক। যখন চৈতন্য

বাজান তখন মস্তক রূপ শঙ্খ বাজিতে থাকে, যখন শঙ্খ রাখিয়া দেন তখন মস্তকরূপ শঙ্খ আর বাজে না। তিনি যখন সকল শক্তি সঙ্কোচ করিয়া স্বয়ং আপনাতে স্থিতি করেন তখন আপনাদের সুষুপ্তি ঘটে, শঙ্খ পড়িয়া থাকে। পুনশ্চ চৈতন্য প্রয়োগ করিয়া আপনাদিগকে বাজাইলে আপনারা বাজিতেছেন ও সকল কার্য্য করিতেছেন। "চক্র" শব্দে জ্ঞান, যে জ্ঞান চক্র দ্বারা দুষ্টমতি অজ্ঞানরূপী রাক্ষস বধ হয়। "গদা" অবিদ্যার নাম, যাহা দ্বারা সৃষ্টি রচনা, যাহা দ্বারা অহংকারীর চিত্ত বিষয়ে আসক্ত থাকে, পরব্রহ্মে নিষ্ঠা হয় না। "পদ্ম" ফুল বিশেষকে কিম্বা এক প্রকার বৃক্ষকে বলে। বস্তুতঃ মনের নাম পদ্ম। সেই মন দ্বারা সকল ইন্দ্রিয় ধৃত। এই চারি পদার্থ বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ পরব্রহ্মের হাতে। "চতুর্ভুজং" শব্দে চারিদিক কিম্বা চারি অন্তঃকরণ। "গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়েৎ" ইহার অর্থে কেহ বলেন যে বিষ্ণু গরুড় পক্ষীর উপর আরূঢ়। বিষ্ণু একটী পক্ষীর উপর মাত্র আরূঢ় হইলে জীব হৃদয়ে কে আরূঢ় প্রয়োগ কর্ত্তা? বস্তুতঃ "গরুড়ারূঢ়ং" শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে, গ ও গো শব্দের অর্থে পৃথিবী এবং চরাচর বিরাট পরব্রহ্মের ইন্দ্রিয়গণ সেই গো বা ইন্দ্রিয়গণের ভিতর বাহির আরূঢ় কি না অচলরূপে বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ চৈতন্য প্রয়োগ দ্বারা কার্য্য চেষ্টা করিতেছেন বা করাইতেছেন। সেই বিষ্ণু ব্রহ্মকে ধ্যান ও নমস্কার করা আবশ্যক।

সায়ংকালে বিশ্বনাথ মহাদেবের ধ্যান করিবে,—

"শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূল ডমরুকরমর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং ললাটে শম্ভুং ধ্যায়েৎ।"

"শ্বেতং" কিনা শুক্লবর্ণ চন্দ্রমা জ্যোতির্ব্রহ্মমূর্ত্তিকে ধ্যান ও নমস্কার করিবে। "দ্বিভুজং" শব্দে বিদ্যা, অবিদ্যা বুঝিবেন। "ত্রিশূল" শব্দের তাৎপর্য্য সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ। "ডমরু" বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ডমরুর ড অর্থে স্থূল শরীর, ম অর্থে মন, রু শব্দে প্রকাশ, উপলব্ধি। ডমরু শব্দে সকলের শরীর যাহা হইতে স্বর বাহির হয়। "অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিতং" চন্দ্রমা জ্যোতির্মূর্ত্তিকে দ্বিভুজ শিবের ভূষণ সংযুক্তমূর্ত্তি অর্থাৎ চরাচরের মূর্ত্তি আছে। "পঞ্চবক্ত্রং" শিবের পাঁচ মুখ। প্রকৃত পক্ষে পাঁচ তত্ত্ব যাহা বিরাট ভগবানের শরীর।

বিরাটরূপী মহাদেব ও বিষ্ণু ভগবান পঞ্চবক্ত্র। "ত্রিনেত্রং" অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান এই তিন নেত্র। অজ্ঞান নেত্র দ্বারা আপনারা ব্যবহার কার্য্য করিতেছেন ও অসৎ পদার্থে আসক্ত রহিয়াছেন। জ্ঞাননেত্র দ্বারা সত্যাসত্যের বিচার। বিজ্ঞান নেত্র দ্বারা পরব্রহ্ম বা স্বরূপে নিষ্ঠা হয়। ভ্রম লয় হইলে স্বয়ং আপনা আপনিই পরিব্রহ্ম বিরাজমান থাকেন আর এখনও তাহাই আছেন।

শাস্ত্রের উপদেশ যে, ত্রিসন্ধ্যায় অর্থাৎ প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে বেদমাতা শক্তি দেবীকে সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিতে ধ্যান করিবে। "প্রাতে রবিমণ্ডলমধ্যস্থাং রক্তবর্ণাং কুমারীং গায়ত্রীং ব্রহ্ম দৈবত্যাং ঋগবেদধারিণীং।" মধ্যাহ্নে "রবিমণ্ডলমধ্যস্থাং যুবতীং সাবিত্রীং বিষ্ণু দৈবত্যাং যজুর্ব্বেদধারিণীং।" "সায়ং রবিমণ্ডলমধ্যস্থাং বৃদ্ধাং সরস্বতীং রুদ্রদৈবত্যাং সামবেদধারিণীং।" ত্রিসন্ধ্যায় সূর্য্যনারায়ণ মণ্ডলে বেদমাতা মহালক্ষ্মী মহামায়া মহাসরস্বতী মাতাকে অর্থাৎ তেজোরূপ জ্যোতির্ব্রহ্মমূর্ত্তিকে ধ্যান করিবে। রবিমণ্ডল অর্থে অগ্নিজ্যোতিঃ, অগ্নিতে যে প্রকাশ আছে সেই মণ্ডল, বা অগ্নিতে যে পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ, শুক্লবর্ণ আছে, সেই তিনটী বেদমাতা শব্দবাচ্য জানিবেন। অগ্নিতে যে উষ্ণতা আছে সেই ধ্যেয় ঈশ্বর সমষ্টি জ্যোতিঃমণ্ডলের সহিত বিরাজমান রহিয়াছেন। এইরূপে সূর্য্যনারায়ণে বুঝিয়া লইবেন। এই তেজোময় জ্যোতীরূপ ব্রহ্মমূর্ত্তি প্রতিমাকে ধ্যান নমস্কার পূজা করিবার জন্য শাস্ত্রে ঋষি মুনি উপদেশ দিয়াছেন। এই জ্যোতিমূর্ত্তি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলদাতা ও সকল শরীরের দুঃখমোচনকারী। ইনি আশা, তৃষ্ণা, অজ্ঞান, দ্বৈত, দুঃখের মোচন করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈত আত্মা প্রকাশ করিয়া দেন। এই ত্রিগুণাত্মক সাকার জ্যোতিমূর্ত্তি পরব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া রাজা প্রজা সকল বিষয়ে বলহীন, সর্ব্বপ্রকারে পরাধীন হইয়া নানা ভ্রমে, নানা দুঃখে ডুবিয়াছেন।

করাঙ্গন্যাস।

"ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" অর্থাৎ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিকে নমস্কার। "ইতি তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ" বৃদ্ধাঙ্গুলির পরের অঙ্গুলিকে নমস্কার। "ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ" মধ্য অঙ্গুলিকে নমস্কার। "ইত্যনামিকাভ্যাং নমঃ" মধ্যমার পরের অঙ্গুলিকে নমস্কার। "ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ" কনিষ্ঠাকে নমস্কার। "ইতি করতল কর পৃষ্ঠভ্যাং নমঃ"

অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমার দ্বারা বামহস্তে যোগাস্তে নমস্কার। ইহাকে করাঙ্গন্যাস বলে। ইহার সার মর্ম্ম এই যে, ব্যবহারিক পারমার্থিক শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় গুরু উপাসনা অথবা প্রাণায়াম করিয়া প্রথমে পঞ্চ তত্ত্ব ব্রহ্ম ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর আত্মাকে নমস্কার আরাধনা করিবে। তাহা হইলে সেই কার্য্য উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইবে, কোন বিঘ্ন ঘটিবে না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। "অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" বলিয়া আকাশ ব্রহ্মকে নমস্কার করিবে, "তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ" বলিয়া প্রাণবায়ুকে নমস্কার করিবে, "মধ্যমাভ্যাং নমঃ" বলিয়া অগ্নি ব্রহ্মকে নমস্কার করিবে, "অনামিকাভ্যাং নমঃ" বলিয়া জল ব্রহ্মকে নমস্কার করিবে, "কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ" বলিয়া পৃথিবী ব্রহ্মকে নমস্কার করিবে, "করতল করপৃষ্ঠভ্যাং নমঃ" বলিয়া মহামায়া ও আপনাকে এক জানিয়া পূর্ণরূপে নমস্কার করিবে। অঙ্গুলিকে নমস্কার নিষ্প্রয়োজন, দোষাবহ।

হৃদয়াদিন্যাস।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক ইতি হৃদয়ায় নমঃ।

সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বরকে আপন হৃদয়ে ও আকাশ হৃদয়ে ভাবিয়া নমস্কার করিবে। আকাশ হৃদয়ে ও তোমার হৃদয়ে জ্যোতির্মূর্ত্তি বাস করিতেছেন। "মারুত ইতি শিরষে স্বাহা" অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপকে নমস্কার করিও। পূর্ণ রূপ ভাবিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে নমস্কার করিলে সকলকে নমস্কার করা হয় জানিও। "কবচায় হুং" অর্থে ঐ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ শক্তিকে জগৎ জননী স্বরূপ জানিও। এই জ্যোতির্মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া যোগে অথবা যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া যায় সেই কার্য্য শুদ্ধরূপে নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে কোন বিঘ্ন হয় না। লোকে আপন আপন নানা মতে নানা প্রকার যোগ করিয়া কেবল কষ্ট পান, কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় না। এ গ্রন্থে যে যোগের বিবরণ রহিল তাহাতে অতি সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

হঠযোগ ও জ্ঞানযোগ।

জ্ঞানযোগকেই রাজযোগ বলে। জ্ঞানযোগের অর্থ এই যে, বিচার করিয়া যে ধাতু দ্বারা যে কার্য্য হয় তাহার দ্বারা সেই কার্য্য করা, হঠ না করা। অন্ধকার

ঘর অগ্নি দ্বারা প্রকাশিত হয় বলিয়া ঐ অগ্নি দ্বারা ঘরে আলো প্রকাশ করা জ্ঞান যোগের লক্ষণ। জ্ঞান-যোগী হঠ করিয়া জল দ্বারা অন্ধকার ঘরে আলোক প্রকাশ করিতে যত্ন করেন না। হঠযোগের অর্থ এই যে, অন্ধকার ঘর আলোর দ্বারা সহজে প্রকাশিত হয় তাহা না করিয়া হঠ করিয়া বলা যে, আমি পাথর হইতে অগ্নি বাহির করিয়া তাহাতে আলোক প্রকাশ করিব। এইরূপে অনেক কষ্ট করাই হঠযোগ।

জ্ঞানযোগাঙ্গ।

শাস্ত্রে জ্ঞানযোগের অঙ্গ বলিয়া যে শমদমাদি বর্ণিত আছে তাহার অর্থ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, বিবেক, বৈরাগ্য, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এই এগার প্রকার জ্ঞান যোগাঙ্গ। শম শব্দে সকলের উপর সমদৃষ্টি। দম শব্দে বাহিরের ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়া শুদ্ধ আত্মা পরব্রহ্মে চিত্তকে লাগান। উপরতি শব্দে এই অসত্য পদার্থ হইতে বিরক্ত থাকা কিনা উহাতে আসক্ত না হওয়া আর পরব্রহ্মে বিচার ও নিষ্ঠা রাখা। তিতিক্ষা শব্দে সুখে দুঃখে সমানভাবে থাকিয়া ধৈর্য্যপূর্ব্বক বোধ করা যে শরীরের এই ধর্ম্ম। সমাধান শব্দে চিত্তের যে সকল বৃত্তি বাহির মুখে বাসনাতে যায়, তাহাকে রোধ করিয়া পরব্রহ্মের বিচারে লাগান অর্থাৎ ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্যে সমাহিত হইয়া বিচার করা। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ এই যে, যাহা কিছু করিবে সকলেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কর, ভক্তি প্রীতি পূর্ব্বক পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুর উপাসনা, যজ্ঞ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দান, গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস, আত্ম বোধ গ্রহণ, মাতা পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি বুঝা উচিত। বিবেক শব্দে শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম গুরুতে বিচার ও অনুরাগ সদা বর্ত্তমান থাকা, অসত্যে প্রীতি না থাকা। বৈরাগ্য কি? এক দিকে রাগ শব্দে ক্রোধ অন্য দিকে বাসনা, যাহাতে মনুষ্য মোহ মুগ্ধ হয়। আশা তৃষ্ণা, মান অপমান, হার জিত, আত্ম পর ইত্যাদি হইতে রাগ রহিত হইয়া কৈবল এক পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আনন্দে থাকা। কাহারও সহিত বিরুদ্ধভাব না রাখা, সমদৃষ্টিতে হিত ও অহিতকে আপন আত্মা বোধ করা—এই অবস্থার নাম বৈরাগ্য। শ্রবণ শব্দে প্রীতি ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বেদ বেদান্তের সিদ্ধান্তবাক্য শ্রবণ করা। পরব্রহ্ম

সম্বন্ধে যে কিছু কথা তাহা প্রীতিপূর্ব্বক শুনা ও ধারণা করার নাম শ্রবণ। গুরু বা জ্ঞানবান পুরুষের বাক্য বিশ্বাস মান্য ও প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণই শ্রবণ। মনন শব্দে মনে নিশ্চয় ধারণ করা, সত্য অসত্যের বিচার করিয়া শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুতে নিষ্ঠা রাখা। নিদিধ্যাসন শব্দে সদা অভ্যাস, অদ্বৈত শুদ্ধ আত্মাতে নিষ্ঠা, অসঙ্গ অর্থাৎ বিকার রহিত অচল থাকা, আনন্দরূপ নির্ভয় থাকা. বিবেকের ধনুক প্রস্তুত করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্যকে শিকার করা। আকাশ ভাণ্ড স্বরূপ, জগৎ অর্থাৎ মায়া দধি স্বরূপ, প্রাণ মন্থনী, শাস্ত্র রজ্জু, জীব মন্থনকারী। সত্য অসত্যের বিচার করিয়া সত্যামৃত শব্দ বাচ্য পূর্ণ সত্য পরব্রহ্ম গুরু আত্মাকে বাহির করিয়া লওয়া। আপনি স্বয়ং পূর্ণ পরব্রহ্মই আছেন এইরূপ বুঝিয়া বিচারপূর্ব্বক বিস্তাররূপে সকলের উপর সমদর্শী হওয়ারই নাম যথার্থ বিবেক।

যোগাঙ্গ।

মতভেদে যোগাঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কোন মতে যোগের চারি অঙ্গ। যথা, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন মতে ছয়। যথা, আসন, প্রাসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারনা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন মতে আট। যথা, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন মতে নয়। যথা, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন মতে পনর। যথা, যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, কাল, আসন, মূলবন্ধ, দেহ সাম্য, দৃক্‌স্থিতি, প্রাণসংযম, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মধ্যান ও সমাধি। যোগাঙ্গ বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশের সার ভাব কহিতেছি। অহিংসা, সত্য, অদত্ত পরদ্রব্যের অগ্রহণ, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ কার্য্যতঃ অভিলাষতঃ মৈথুন পরিত্যাগ এবং অসৎপরিগ্রহ বর্জ্জন, এই পাঁচ প্রকার কার্য্যের নাম যম। শুচি, সন্তোষ, তপস্যা, শাস্ত্রাধ্যায়ন, এবং ঈশ্বরে ভক্তি, এই পাঁচ প্রকারকে নিয়ম বলে। রেচক পূরক ও কুম্ভক নামক ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা প্রাণায়াম সাধিত হইয়া থাকে। শরীর ও মনের স্থিরতাকারক উপবেশন বিশেষকে আসন বলে। ইহার স্বস্তিক, পদ্ম, বীর প্রভৃতি ৮৪ প্রকার ভেদ আছে। মুদ্রা—খেচরী ইত্যাদি পচিশ প্রকার মুদ্রা। কোন কোন মতে জিহ্বাকে বাড়াইয়া তালুমূল

ভেদপূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করাইলে খেচরী মুদ্রা সিদ্ধ হয়। কেহ বলেন জ্যোতিঃ পদার্থে দৃষ্টি স্থির করিলে শাম্ভবী মুদ্রা সিদ্ধ হয়। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে শব্দ স্পর্শাদি বাহ্য বিষয় হইতে অন্তঃকরণে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুর অভিমুখী মনোবৃত্তির উৎপাদনই ধ্যান। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অন্তঃকরণ স্থাপনে তীব্র একাগ্রতা সমাধি। ইহা দুই প্রকার--সবিকল্প নির্ব্বিকল্প। সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয়ের লয় হওয়ার অপেক্ষা নাই। ঐ তিন জ্ঞান সত্ত্বেও ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তি বিরাজ করিতে থাকে। নির্বিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্প ত্রয়ের লয় হওয়ার অপেক্ষা থাকে। উক্ত বিকল্প ত্রয়ের লয়হেতু জ্ঞান অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে লীন হইয়া একটী মাত্র অখণ্ডাকার মনোবৃত্তি অবশিষ্ট থাকে।

যোগাঙ্গ সকলের সার মর্ম্ম কি? একই বস্তু কারণ কার্য্য ভাবে দুই হইবার পরে পুনরায় এক হওনের নাম যোগ। কারণ কার্য্য ভেদে ঐ যোগ কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপের নাম যোগাঙ্গ। যেমন তুমি একই কারণ। তোমার ইন্দ্রিয়ের যে পৃথক্ পৃথক্ গুণ এবং ক্রিয়া তাহাকে অঙ্গ বলে। তুমি একই পুরুষ। তোমা হইতে উহারা পৃথক হইতে পারে না, তোমার সহিত যুক্ত। শুদ্ধ চেতন কারণ পরব্রহ্মে কারণ কার্য্যভাবে নাম রূপ গুণ ক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যে বহু বিস্তার ইহার নাম অষ্টাঙ্গ যোগ। একই পুরুষ রূপভেদে পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছেন কিম্বা পৃথক্ পৃথক্ গুণ ক্রিয়া ঘটিতেছে কিন্তু তিনি পুরুষ সর্ব্বদা একই পূর্ণ যোগরূপ আছেন, কদাচ পৃথক্ নহেন। ঐ পূর্ণ পুরুষের অষ্টাঙ্গ স্বরূপ পৃথক্ পৃথক্ যে যোগাঙ্গ তাহা কারণ কার্য্য ভাবে প্রত্যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন যোগ হইতেছে। যথা,—পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, আর অহংকার স্বরূপ অর্থাৎ "আমি আছি" ইতি বোধ। ব্রহ্মের এই অষ্টাঙ্গ যদিও ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে এবং গুণ ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঘটিতেছে তথাপি ঐ পুরুষ পরিপূর্ণ ভাবে একই বিরাজমান। বিচার জ্ঞান দ্বারা এই অঙ্গের উপাধি ত্যাগ করিয়া একই পুরুষকে জানা অর্থাৎ পরব্রহ্ম একই পুরুষ বিরাজমান—এইরূপ জানার নাম যোগ। যাহাতে এই জ্ঞান আছে তিনি পূর্ণ সিদ্ধপুরুষ। তোমাদিগের পরব্রহ্মে অনাদি গুরু মাতা পিতা আত্মা প্রত্যক্ষ, তোমাদের একমাত্র দুঃখ সন্তাপহারক। তিনি সদা জ্যোতিঃস্বরূপ সাকার ও

নিরাকার ভাবে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ বিরাজমান। তোমাদের চিন্তা কি? ভাবনা কি? তোমাদিগের অভাব কি? তাঁহার প্রতি বিমুখ বলিয়া তোমরা বৃথা নানা প্রকার কল্পনায় ভ্রমান্ধ। ইহাতেই কষ্ট। এক্ষণে তোমরা শ্রান্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ধীরভাবে তোমাদিগের প্রত্যক্ষ মাতা পিতা আত্মা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা কর, সৎগুরু ভাবে ওঁকার জপ কর, তাহাতে নিষ্ঠা রাখ। তিনি স্বয়ং তোমাদিগের সকল অভাব পূর্ণ করিবেন এবং আপনাতে লয় করিয়া তোমাদিগের প্রতি সদা অখণ্ডরূপে পূর্ণভাবে প্রকাশমান থাকিবেন। তোমাদিগের আর কোন বিষয়েরই চিন্তা করিতে হইবে না। মাতৃ ক্রোড়স্থ শিশুর নিজ সুখ স্বচ্ছন্দে কোন চেষ্টা নাই। স্নেহময়ী মাতা তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য সদা ব্যাকুল হইয়া চেষ্টা করিতেছেন। শিশু শব্দে তোমরা রাজা প্রজা এবং মাতা শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে জানিও। যোগ সম্বন্ধে তোমাদের যে নানা প্রকার ভ্রম আছে তাহা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ লয় করিবেন। স্বপ্নাবস্থায় নানা ব্যক্তি নানা প্রকারের স্বপ্ন দেখে। জাগ্রত হইলে সকল স্বপ্ন লয় হইয়া আপনিই থাকে। তেমনই যোগাদি নানা কল্পিত চিন্তাকে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা অদ্বৈত জ্ঞান দ্বারা ভস্ম করিয়া তোমাদিগকে আপনাতে সর্ব্বদা অদ্বৈত আনন্দ ভাবে রাখিবেন। ভ্রমে পড়িও না। যে পদার্থ দ্বারা যে ব্যবহারকার্য্যসিদ্ধ হয় সেই ধাতু দ্বারা সেই কার্য্য নিষ্পন্ন কর। আর পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুতে নিষ্ঠা রাখ। কোন ভয় ভাবনা চিন্তা করিও না।

যোগাঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষ কথা।

আসন—মুনি ঋষি সিদ্ধ মহাত্মাগণ চৌরাশি প্রকার আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কেহ ব্রহ্ম আসন, কেহ সিদ্ধাসন, কেহ পদ্মাসন, কেহ গরুড়াসন, ইত্যাদিকে শ্রেষ্ঠ বলেন। কোন্ আসন যে ভাল বা মন্দ তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। যিনি যে আসনে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন তিনি সেই আসনকে ভাল বলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যাহাতে মন লয় হয় তাহাই আসন অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মাই একমাত্র আসন। তাঁহাকে না পাইলে কখনই আসন ঠিক থাকে না অর্থাৎ মন স্থির হয় না। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে অন্তরমুখে সর্ব্বদা যাহার মন মগ্ন থাকে তাঁহার

সর্ব্বদাই আসন দৃঢ় থাকে। তাঁহার আসনের আদি, অন্ত, ও মধ্য নাই। কিন্তু ইহাকে আসন বলে না যে, আমি পদ্মাসনাদি কোন আসন বদ্ধ হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া আছি কিন্তু আমার মন নানা প্রকার ভোগ্য বিষয়ে ধাবমান হইতেছে, বাহিরে কেহই তাহা জানিতে পারিতেছে না। স্থূল শরীরকে কোন প্রকার প্রণালীতে বদ্ধ করিয়া বসাইয়া রাখিলে তাহাকে আসন বলা যায় না; মনের স্থিরতাই আসন। রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ তোমরা যে প্রণালীতে বসিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য করিতে পার তাহাই করিবে। ইহাতে ঈশ্বরের কোন বিধি নিষেধ নাই। কোন মতে ভ্রমে বদ্ধ হইয়া কষ্ট স্বীকার করিও না। যে আসনে অর্থাৎ যে প্রণালীতে বসিলে মনুষ্য সুখে থাকে তাহাতেই মনুষ্যের বসা কর্ত্তব্য। পশু যে প্রণালীতে বসিলে সুখে থাকে তাহাই পশুর আসন। চৌরাশি আসন বলিবার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করাই জীবের পৃথক্ পৃথক্ আসন। যে জীবের যেমন গঠন সেইরূপে বসিলেই জীব সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবে।

রেচকাদি প্রাণায়ামাঙ্গ—প্রাণবায়ুকে বাহির মুখে ত্যাগ করাকে রেচক, আকর্ষণ করিয়া অন্তর মুখে আনাকে পূরক এবং উহাকে প্রাণস্থিত করিলে লোকে কুম্ভক বলে। কিন্তু জ্ঞানবান পুরুষ, রেচক, পূরক ও কুম্ভকের অর্থ এইরূপ বুঝিবেন যে, আপনার মনের বৃত্তি বাসনাযুক্ত হইয়া যখন বাহির মুখে যায় তখন তাহাকে রেচক বলা হয়, ঐ মনের বৃত্তি বিচার দ্বারা বাহির হইতে অন্তর্মুখে আসিয়া পরব্রহ্মে যে নিষ্ঠা তাহাকেই পূরক বলা হয়। স্বরূপে যে নিষ্ঠা হইবে অর্থাৎ পরব্রহ্মে অভেদ হইবেন তাহাই কুম্ভক। স্বপ্নাবস্থা রেচক, জাগ্রত অবস্থা পূরক এবং সুষুপ্ত অবস্থা কুম্ভক। অথবা অজ্ঞান অবস্থা রেচক, জ্ঞান অবস্থা পূরক, বিজ্ঞান অবস্থা কুম্ভক। যেমন আকাশ হইতে সূর্য্যনারায়ণ রেচক অর্থাৎ প্রকাশ হইতেছেন; চন্দ্রমা পূরক হইতেছেন, সূর্য্যনারায়ণে চন্দ্রমা লয় হইয়া একরূপ হইলে কুম্ভক। যখন কৃষ্ণপক্ষ রাত্রে চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ অদৃশ্য আকাশময় হইয়া যান তখন কুম্ভক জানিবেন, এই প্রকারে আপনার অন্তরেও বুঝিয়া লইবেন। যখন দিন তখন কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি নাই; যখন কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি তখন চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ নাই। যখন সূর্য্যনারায়ণ হন তখন কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ উভয়ই থাকেন না, এক সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মায় লয় হইয়া থাকেন। পরব্রহ্ম

জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে নিষ্ঠা না রাখিয়া প্রাণায়াম করা কর্ম্মকারের জাঁতা তাওয়ার ন্যায় জানিবে। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা ও প্রণব উচ্চারণের দ্বারাও প্রাণায়ামের কার্য্য হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভক্তি নমস্কার প্রণামপূর্ব্বক পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা কর, বিদ্যা দান ও গ্রহণ কর। প্রত্যাহার—সৎ অসতের বিচার করিয়া অসৎ কে অসৎ বোধ করা ও সৎ শুদ্ধ চেতন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে নিত্য আহার করা অর্থাৎ তাঁহার উপর নিষ্ঠা ভক্তি রাখা। ধ্যান—পরব্রহ্ম যিনি সৎ তাঁহাকে সর্ব্বদা অন্তরে ধ্যান করা। ধারণা—তিনি যে সৎ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা তাঁহাকে সর্ব্বদা মনে ধারণা করা, তাঁহা হইতে ভিন্ন বোধে কোন নশ্বর পদার্থে প্রীতি না করা অর্থাৎ চিত্তের আসক্তি না থাকা। সমাধি—পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাতে মন লয় হয়, দ্বিতীয় কিছু আছে বলিয়া ভ্রম থাকে না। জীব ও পরব্রহ্ম এক হইয়া যে আনন্দরূপ থাকেন তাহাকে সমাধি বলে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে নানা প্রকার কর্ম্মের বর্ণনা আছে। যিনি যতদুর বুঝিয়াছেন তিনি ততদুর বলিয়াছেন। যিনি যে স্বপ্ন দেখেন তাহাকেই সত্য বলিয়া জানেন। একের স্বপ্ন অন্যে জানিতে পারে না। কিন্তু যে পুরুষ স্বপ্ন দেখান তিনি সকলেরই স্বপ্নের সংবাদ জানিতেছেন। জাগ্রত হইলে স্বপ্নের সুখ দুঃখ মিথ্যা হইয়া যায়। অজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান তুরীয় স্বপ্নে যিনি যাহা দেখিয়াছেন তিনি তাহাই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ঐ চারি অবস্থা হইতে যিনি অতীত তিনিই এই চারি অবস্থার ভাব জানেন। তিনি কাহাকে সত্য আর কাহাকে অসত্য বলিবেন? শ্রুতি স্মৃতি সমুদ্র বিশেষ। উহাতে কিছুই ঠিকানা পাইবেন না। যাহা বলিতেছি তাহাই হৃদয়ে ধারণ করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর শরণাগত হউন, সদা মুক্তিরূপ নির্ভয়ে থাকিবেন।

ধ্যান সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছেন যে, নাসার অগ্রভাগে আমাকে ধ্যান করিবে। কেননা আপনারা কণ্ঠভাগে আছেন, আপনাদের নাসিকা দ্বারে প্রাণ জ্যোতিব্রহ্ম চলিতেছেন। নির্গুণ সগুণ পরব্রহ্ম একই ধারায় চলিতেছেন। উহার মধ্যে

আপনি আছেন, আপনার মধ্যে উনিই আছেন। নাসিকা দ্বারে প্রাণ ব্রহ্ম ধারণা করিবে আর আপন মনে ভাব রাখিবে যে নাসিকার অগ্রভাগ দেখিবার কথা তাহা এই শরীরের অঙ্গ জড় নাসিকা নহে। নাসিকার অগ্রভাগে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ শব্দ বাচ্য জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম গুরুর ধ্যান করিবে। তাবৎ দৃশ্য পদার্থই নাসিকার, অগ্রভাগে দৃষ্টিগোচর হয়। উহাঁকে দর্শন করিয়া নমস্কার করিবে। উঁহা দ্বারাই মন এবং চিত্ত একাগ্র হইবে, তাহাতেই সেই পরব্রহ্ম জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি ভিতরে বাহিরে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হইবেন। তিনি সদা আপনাদিগের ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ বিরাজমান। যিনি ভিতরে আছেন তিনিই বাহিরে আছেন এবং যিনি বাহিরে আছেন তিনিই ভিতরে আছেন। আপনাদিগের আর চরাচরের একই ঈশ্বর। নাসিকা ত অসত্য পদার্থ, অগ্নি সংযোগে ভস্ম হইয়া যায়। উহাকে দেখিলে মন ও চিত্ত কিরূপে স্থির হইবে? নাসিকা স্থূল পদার্থকে সূক্ষ্ম পদার্থ জীব ধ্যান করিয়া কি গতি পাইবে? চিত্তের একাগ্রতাই বা কিরূপে জন্মিবে? অগ্নি সূক্ষ্ম পদার্থ, কাষ্ঠাদি স্থূল পদার্থ। অগ্নি কেন কাষ্ঠের ধ্যান করিবেন? বরং উনিই কাষ্ঠকে ভস্ম করিয়া সূক্ষ্ম করিবেন! একাগ্রভাব পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু ভিন্ন হইতে পারে না। বাসনা রহিত হইলেই চিত্তের একাগ্রতা হয়। বাসনার জন্য কোন শঙ্কা করিবে না। স্বপ্নের বাসনা জাগ্রতে লয় হইয়া যায়। এই গ্রন্থ আদ্যন্ত গম্ভীর ভাবে বিশ্বাস পূর্ব্বক পাঠ করিলে সকল প্রকারের ভ্রম আপনিই লয় হইয়া যাইবে।

ঈশ্বর দর্শনের উপায়।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা বা আপন স্বরূপে নিষ্ঠাহীন ব্যক্তি বলেন যে, "পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নাই, যদি থাকেন দেখাইয়া দাও"। উত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনি কোন্ চক্ষে পরব্রহ্মকে দেখিতে চাহেন? চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে চাহিলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না। অন্ধকার রাত্রে ঘরে একটী হাতী থাকিলেও তাহা এই চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে পান না, তবে অতি সূক্ষ্ম পরব্রহ্মকে এই ঘোর মায়ারূপ অন্ধকারে কিরূপে দেখিতে পাইবেন? অন্ধকার দূর করিয়া অগ্নি বা সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ হইলে স্থূল পদার্থ আপনাকে দেখিতে পান। যখন জ্ঞান চক্ষু প্রকাশ হইবে তখন পরমেশ্বরকে দেখিবেন। যঁাহাঁন

আত্মবোধ হইবে তখন সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণ ব্রহ্মই ভিতরে বাহিরে প্রকাশ হইবেন, দ্বৈতভাব থাকিবে না। কাহাকেও নিন্দা করিবেন না, চরাচর সকলেই আপনার আত্মা ও পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া দয়া করিবেন। স্বরূপ বোধ হইলে চর্ম্ম চক্ষে বা জ্ঞান চক্ষে পরব্রহ্মকে দেখিতে থাকিবেন, অপর কিছু দৃষ্টিগোচর হইবে না।

ঈশ্বর দর্শনের সর্ব্বসার সাধন।

রাজা প্রজারা সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিবেন, আমি কে ? আমার স্বরূপ কি ? পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু মাতা পিতার কি স্বরূপ ? আমি কি স্বরূপ হইয়া কোন স্বরূপের উপাসনা বা ধ্যান করিব ? আমি যে পূজক আমারই বা কি স্বরূপ আর পূজ্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মারই বা কি স্বরূপ ? আমি এত দিন কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব ? আমার কি করা কর্ত্তব্য ? কি করিলে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা করিতে পারা যায়, যাহাতে আমরা সর্ব্বদা সুখ স্বচ্ছন্দে আনন্দরূপে থাকিতে পারি ? রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ সকলেরই সর্ব্বদা নম্রভাবে প্রার্থনা করা আবশ্যক যে, "হে পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা, যদ্যপি আমরা ব্যবহার কার্য্যে ব্যাকুল হইয়া আপনাকে বিস্মৃত হই তথাপি আপনি নিজ গুণে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে বিস্মৃত হইবেন না। হে অন্তর্যামি গুরো, আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা সর্ব্বদা আপনাতে মগ্ন থাকিতে পারি।"

সাধন সম্বন্ধে ভ্রম ও শঙ্কা নিবৃত্তি।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে ভ্রম ও শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য যথাক্রমে কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। সোঽহং ও ওঁকার মন্ত্র—এ বিষয়ে শাস্ত্রে যাহাই থাকুক না কেন লোকে বুঝেন এই যে, সোঽহং অর্থে যিনি ব্রহ্ম তিনিই আমি এরূপ অহঙ্কার ভাব। তুমি যাহা আছ তাহা আছই। কিন্তু গম্ভীর ভাবে বুঝিয়া দেখ, যদি অজ্ঞান লয় করিবার জন্য তুমি কোন জ্ঞানীর নিকট উপস্থিত হইয়া বল যে, "আমি যাহা তুমিও তাহাই" তবে জ্ঞানী কি বলিয়া অজ্ঞান লয়ান্তে তোমাকে সৎপথ দেখাইবেন ? জ্ঞানী ত বলিতে পারেন যে, "আমিও যে, তুমিও সেই ; তবে যাহা আছ তাহাই থাক, অজ্ঞান নাশের প্রয়োজন কি ?" জ্ঞানী অজ্ঞ স্বরূপে

একই। কিন্তু জ্ঞানার্থীর জ্ঞানীর নিকট ভক্তি নম্রভাবে গুরু ভাবনা করিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বলিতে হয় যে, "হে গুরু, আমাতে অজ্ঞান দুঃখ কিরূপে লয় হইবে? আপনি কৃপা করিয়া আমার অজ্ঞান দুঃখ মোচন করুন, যাহাতে আমি সত্য আনন্দরূপ থাকি।" জ্ঞানবান গুরু দয়া করিয়া তাহার অজ্ঞান দুঃখকে জ্ঞান দ্বারা লয় করিয়া তাহাকে সৎপথে লইয়া যাইবেন। কিন্তু অহংকার পূর্ব্বক সোঽহং বলিয়া বসিয়া থাকিলে কার্য্য হইবে না, অজ্ঞান থাকিয়া যাইবে। জ্ঞানী গুরু অর্থে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকে জানিবেন; জীব অজ্ঞান। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে ভক্তি নম্র-ভাবে উপাসনা করুন, তিনি অজ্ঞানাদি সর্ব্ব দুঃখ লয় করিয়া আপন স্বরূপে এক করিয়া সদাই আনন্দস্বরূপ রাখিবেন। ওঁকার অর্থাৎ "ওঁ সৎ গুরু" ওঁ সৎ গুরু" জপিলে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উক্তরূপ উপাসনা প্রার্থনা হয় জানিবেন। অহংকার করিতে হয় না যে, নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মকে মানি, সাকার সগুণ ব্রহ্ম ব্যষ্টিকে মানি না।" ব্যষ্টি সমষ্টি ভ্রম মাত্র, তিনিই পরিপূর্ণ। যাহাতে যে শক্তি রাখিয়াছেন তাহার দ্বারা তদুপযুক্ত কার্য্য হয়। পায়ে কাঁটা ফুটিলে ক্ষুদ্র সূচির দ্বারা কাঁটা বাহির করিতে হয়, বৃহৎ লোহার দ্বারা কাঁটা বাহির হয় না। এইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে বুঝিয়া লইবেন।

জিজ্ঞাসু জ্ঞানীর নিকট শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক আপন অজ্ঞাননাশক উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন। নিষ্প্রয়োজনে তর্ক করিবেন না। চিকিৎসকের নিকট রোগের পরিচয় দিয়া রোগ নাশের ঔষধ লওয়াই বিধেয়; চিকিৎসকের সমস্ত ঔষধের পরিচয় লওয়া অনাবশ্যক।

১। অহংকার নিবৃত্তি।

কেহ কেহ বলেন, যুদ্ধ করিয়া অহংকার বশীভূত করিব। ইহাই প্রবল অহংকার। এইরূপ ইচ্ছায় কেমন করিয়া অহংকার বশীভূত হইবে? বরঞ্চ ইহাতে অহংকারের বৃদ্ধিই হইবে। অহংকার নাশের যথার্থ তাৎপর্য্য এই যে, বিচার দ্বারা সর্ব্বচরাচরে সমদৃষ্টি অর্থাৎ সকলকে আপন আত্মা পরব্রহ্ম স্বরূপবোধ; কাহারও দ্বেষ হিংসা নিন্দা না করা। অনর্থক কটু বাক্য দ্বারা অপরের মনঃপীড়া দেওয়ার তুল্য জীবহিংসা আর দ্বিতীয় নাই। জীবকে প্রাণে মারিলে সে তৎক্ষণাৎ নিষ্কৃতি

পায়, কিন্তু একজনকে কটুবাক্য বলিলে সে যাবজ্জীবন লজ্জা অপমানে দগ্ধ হইতে থাকে। এজন্য জ্ঞানী বিচারপূর্ব্বক মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করেন, কাহাকেও কটূক্তি করেন না এবং অন্যের কটু বাক্য সহাস্যে সহ্য করেন। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি দ্বারা কোন্ কার্য্য হইতে পারে ইহা স্থির করিবার জন্য তাহার দোষগুণ বিচার নিন্দা নহে, ইহাতে দোষ নাই, গুণ আছে। সদ্বাক্য বিষয়ে ভগবান মনুর উপদেশ শিরোধার্য্য করা উচিত।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ নব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

সত্য বাক্য বলিবে ও প্রিয় বাক্য বলিবে, অপ্রিয় সত্য বাক্য বলিবে না ও প্রিয় অসত্য বাক্য বলিবে না—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

২। স্তুতি নিন্দা।

মনুষ্যের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছেন যে তিনি কদাচ কাহারও নিন্দা না করিয়া বিচার পূর্ব্বক সকলেরই গুণ গ্রহণ করেন। নিন্দক অবোধ গুণকে ত্যাগ করিয়া দোষ গ্রহণ পূর্ব্বক নিন্দা করিতে থাকে। ইহা উহার স্বভাবের গুণ। একই মৃত্তিকা হইতে অন্ন এবং বিষ্ঠার উৎপত্তি। স্বরূপে বিষ্ঠা অন্ন একই। কিন্তু মনুষ্য বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া অন্ন গ্রহণ করেন আর শূকর অন্ন ত্যাগ করিয়া বিষ্ঠা গ্রহণ করে, উহার স্বভাবই এইরূপ। জ্ঞানী আদ্যন্ত পড়িয়া বা শুনিয়া সৎ অসতের সম্যক বিচার দ্বারা গম্ভীর ভাবে সার গ্রহণ করেন। তিনি দোষ হইতে বাছিয়া গুণ গ্রহণ করেন এবং সদা আপন স্বরূপে আনন্দরূপ থাকিয়া জগতের হিত চেষ্টা করেন। অজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রের বিচার অভাবে সারমর্ম্ম না বুঝিয়া গুণকে ত্যাগ ও দোষকে গ্রহণ করিয়া নিজে কষ্ট পায় এবং অপরকেও কষ্ট দেয়। কিন্তু জ্ঞানীর সঙ্গলাভ করিলে ঐ অজ্ঞ ব্যক্তির মন্দ স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া সৎবুদ্ধির উদয় হয়। তখন সে সদা আনন্দরূপ থাকিতে পারে।

৩। সমদৃষ্টি।

সমদর্শী জ্ঞানীর নিকট ধনী দরিদ্র, মান্যমান মানহীন, বিদ্বান্ মূর্খ, সাধু অসাধু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোক উপস্থিত হইলে কি প্রকারে সেই

জ্ঞানবান মহাত্মা তাহাদের সকলের উপর সমদৃষ্টি রাখিবেন? সমদর্শী মহাত্মা স্বরূপ পক্ষে সকলেই সমান জানিয়া ব্যবহার কার্য্যে যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, কোন প্রকারে মনঃক্ষোভ, ক্লেশ, অভিমান ভঙ্গ বা দুঃখ অনুভব না করেন সেই প্রকারে তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিবেন। উহাদের যদি সমদৃষ্টি হইয়া থাকে যে সমস্ত আমার আত্মা,

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি"

তাহা হইলে উহাদিগকে একাসনে উপবেশন করাইবেন। নতুবা যাহাতে সকলের মর্য্যাদা রক্ষা হয়, কাহারও ক্লেশ বা অভিমান ভঙ্গ না হয় আসনাদির সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন। তাহাতে মহাত্মার সমদৃষ্টির কোন ব্যত্যয় ঘটিবে না।

৪। আহার পক্ষে।

যে ব্যক্তি যে প্রকার খাদ্যে সুখী থাকে তাহাকে সেই প্রকার দিবে। এ অভিমান করা উচিত নহে যে, উত্তম সামগ্রী ভিন্ন আহার করিব না। জ্ঞানীর এই লক্ষণ যে, তিনি যখন যে খাদ্য উপস্থিত থাকে শরীর রক্ষার নিমিত্ত তখন তাহাই আহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। ব্যবহার কার্য্যে এই প্রকার বিচারপূর্ব্বক নিজে বুঝিয়া অন্যকে উপদেশ দিবেন।

৫। কাম ভস্ম।

পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতাকে বিশ্বাস ভক্তির অভাবে কেবল হঠ্ করিয়া মনো জয়, কামনা ক্ষয় ও কাম ভস্ম করিবার চেষ্টা বৃথা। সেই উদ্দেশে অন্ন ছাড়িয়া ক্ষীণ দেহে নানা কষ্ট সহ্য করিলেও কোন ফল নাই। পূর্ণ পরব্রহ্মে প্রীতি শূন্য হইয়া হঠ্ করিয়া শত যুগ শরীর শোষণ কর না কেন মন, কাম বা কামনা কাহাকেও জয় করিতে পারিবে না। হাড় চামড়া থাকিলেও তাহা হইতে কাম জন্মিয়া চিত্তে চাঞ্চল্য ও আসক্তি ঘটায়, যিনি এরূপ চেষ্টা করিয়াছেন তিনি ইহার সবিশেষ বিবরণ জানেন। কিন্তু যিনি বিচারশীল, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত তিনি সকল বিষয়ে শান্তিরূপ থাকেন। তিনি বিচার করিয়া দেখেন যে, আমি ত শরীর, ইন্দ্রিয় বা কাম নহি; জন্মের পূর্ব্বে আমার শরীর ইন্দ্রিয় ও কাম কোথায় ছিল? শরীর

পতন হইলে শরীর ইন্দ্রিয় কামকে ত্যাগ করিয়া আমি কারণে স্থিত হইব, যেমন অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া আকাশে স্থিতি করেন। এখন আমার শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি বোধ হইতেছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি শরীর ইন্দ্রিয়াদি নহি, কারণ বা সুষুপ্তির অবস্থায় আমার এই শরীর মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। এখন আমার মন নানা কামনায় ব্যাকুল। আমার কাম অর্থাৎ রেতঃ ক্ষয় হইতেছে। যেমন আহার করিলে মল ও জলপান করিলে প্রস্রাব নির্গত হয় ইহাও সেইরূপ। আমি ত ক্ষয় হইতেছি না। আমি যাহা তাহাই আছি। মন যেখানেই যাউক না কেন আমি ত যেখানকার সেইখানেই আছি।" রাজা প্রজা এরূপ বিচার করিয়া চলিলে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবেন। কাম বা-রেতঃ স্বপ্নাবস্থায় অনর্থক নষ্ট হইলে ভয় বা ভাবনা করিও না। জলপূর্ণ কলসীতে আরও জল ঢালিলে কলসী ছাপাইয়া জল পড়ে। তোমাদের শরীর মধ্যে যে রেতঃ পূর্ণ কলসী আছে তাহাতে অতিরিক্ত রেতঃ জন্মিলে কলসী ছাপাইয়া পড়িবে। তাহাতে স্বরূপতঃ তোমার কোন হানি বা চিন্তা নাই—তুমি যাহা আছ তাহাই থাকিবে। কিন্তু চিত্ত বিষয়াসক্ত হইলে কামাগ্নির তেজে অপূর্ণ কলসী হইতেও রেত উথলাইয়া পড়ে; যেমন অগ্নির তেজে অপূর্ণ পাত্র হইতেও দুগ্ধ উথলাইয়া পড়ে। যদি মন, কামনা ও কামকে বশীভূতা করিয়া শান্তিলাভে সদা আনন্দরূপ থাকিতে চাহ ত পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা করিবে। প্রীতি ভক্তিপূর্ব্বক উভয় সন্ধ্যায় প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের সম্মুখে ঈশ্বর আত্মা গুরু মাতা পিতা ভাবিয়া নম্রভাবে নমস্কার ও প্রার্থনা করিবে যে, হে গুরো আত্মা মাতা পিতা আমাকে সকল বিষয়ে সুখী এবং শান্ত রাখুন! আপনি শান্ত হউন এবং জগৎকে শান্ত করুন। আপনি ত সর্ব্বদা শান্তিরূপ, আমাদের শান্তিবিধান করুন।' আপনি যে কে তাহা আমরা চিনিতে পারি না। আমরা শাস্ত্র সংস্কারবশতঃ দেবতা বলিয়া জানি। আপনি কে এবং কিরূপে যে প্রসন্ন হন তাহাও আমরা জানি না। আমরা নিজেকে চিনি না যে, আমরা কে, আমাদের কি স্বরূপ বা কিসে আমরা প্রসন্ন হই? তবে আপনাকে কেমন করিয়া চিনিব এবং প্রসন্ন করিব? হে গুরো আপনি আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া নিজগুণে আমাদিগকে শান্ত করিয়া আপনার পরমানন্দে মগ্ন রাখুন!" মন যেমন দিবারাত্র বিষয় ভোগে মগ্ন আছে তেমনই সদাসর্ব্বদা ঐ জ্যোতির্ম্মূর্ত্তিতে মগ্ন রাখিবে। যতক্ষণ কষ্ট বোধ না হয় ততক্ষণ প্রীতি-

পূর্ব্বক জ্যোতিঃ দর্শন করিবে। তিনি তোমাদের সর্ব্ব ভ্রম দুঃখ মোচন করিয়া পরমানন্দে রাখিবেন, তোমরাও ব্যবহার পরমার্থ উভয় বিষয়ে আনন্দরূপ থাকিবে। এই জ্যোতিঃস্বরূপ তেজকে ধ্যান করিয়া মহাদেব মন, কামনা ও কামকে জয় করিয়াছিলেন। জ্যোতিঃস্বরূপ তেজ ভিন্ন দ্বিতীয় কেহই নাই যে মনের বেগ শান্ত বা কাম ভস্ম করে। যেমন অগ্নি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহই নাই যে স্থূল পদার্থ ভস্ম করে। যথার্থ যোগী মহাত্মাই ইহাঁকে জানেন, সকলে ইহাঁকে জানিতে পারে না। যে জীব ইন্দ্রিয় জয় করিয়া প্রাপ্তানন্দ, যাঁহার পক্ষে আত্মা পরমাত্মা এক, সেই জীবকে মহাদেব বলা হয়। সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরে অধিকক্ষণ দৃষ্টি করিলে সেই তেজে চর্ম্ম চক্ষের তেজোক্ষয়বশতঃ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভক্তি, প্রীতি, তেজ থাকিলে তাহাতে তেজ কমিলেও চক্ষু শীঘ্রই পূর্ব্ববৎ হইয়া সুস্পষ্ট দেখিতে পায়। জীব এবং সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর যখন একস্বরূপ হন তখন সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে দর্শন করিলেও নেত্রের কোন বিঘ্ন জন্মে না, সর্ব্বদা জলের ন্যায় শীতল দেখিয়া সাধক নিজেও শান্তিতে আনন্দরূপ থাকেন। নিজের তেজ না হইলে তত তেজ দর্শন করিবার সামর্থ্য হয় না। বলবানই বলবানের সহিত যুদ্ধ করে। জ্যোতিব্র্রহ্মকে দর্শন করিবার পূর্ব্বে অগ্নি ব্রহ্মে আহুতি দিবে এবং দর্শন কালে ওঁ সৎগুরু মন্ত্রজপ করিবে। শুদ্ধ ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দর্শন করিলেও ফল লাভ হয়।

জ্যোতির ধারণা।

জ্যোতিকে ধারণ করিয়া সাকার নিরাকার অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণের যে উপাসনা কথিত হইয়াছে সে বিষয়ে, শাস্ত্রার্থের বিপরীত ধারণা, লৌকিক সংস্কার ও অজ্ঞান অভিমান বশতঃ, লোকে নানা সন্দেহে জড়িত হইয়া নিজে সত্য ভ্রষ্ট হইতেছে ও অপরকে সত্য ভ্রষ্ট করিতেছে। তাহার ফলে স্বতঃ পরতঃ নানা দুঃখে জীবন কাটিতেছে।

এস্থলে কয়েকটী সন্দেহের নিরাকরণ হইতেছে। মনুষ্য মাত্রেই জয় পরাজয়, মান অপমান, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বিচারপূর্ব্বক শান্ত ও গম্ভীর চিত্তে ইহার সারভাব গ্রহণ কর, তাহাতে জগতের সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল বিধান হইবে।

১। সৃষ্ট বস্তুকে পরমাত্মা জ্ঞানে উপাসনা।

সৃষ্ট বস্তুকে পরমাত্মা ব্রহ্ম ভগবান বা ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা অতীব নিন্দনীয় অধর্ম্ম এই বলিয়া অনেকে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে নিজে বিমুখ হন ও অপরকে বিমুখ করিবার চেষ্টা করেন। এই শ্রেণীর লোকের সর্ব্বাগ্রে বুঝা উচিত যে, মুখে যাহা তাহা একটা যে বলিয়া দিলেই হইয়া গেল তাহা নহে। যাঁহাকে জগদ্বাসীরা মস্তকে ধারণ করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারে তাঁহাকে চিনিয়া জগতের নিকটে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। যদি বুঝিয়া থাক তবে বল যে, সৃষ্টি কে করিয়াছে। মিথ্যা যিনি তিনি কি সত্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, না, সত্য মিথ্যাকে সৃষ্টি করিয়াছেন? মিথ্যা যিনি সত্যকে সৃষ্টি করিরাছেন তিনি কোথায়? আর সত্য যিনি মিথ্যাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই বা কোথায়? তাঁহার অস্তিত্ব বা শক্তি কোথায়? তিনি প্রকাশ সাকার, না, তিনি অপ্রকাশ নিরাকার—ব্যষ্টি, না সমষ্টি? উভয়ে কোথায় আছেন? যদি উভয়রূপে বোধগম্য হইয়া থাকে তাহা হইলে জগতের মঙ্গলার্থে সত্য প্রকাশ কর যে, ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহাঁকে মান্য বা পূজা কর, ইনি তোমাদের মঙ্গলকারী, অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তিনি যদি সত্য ও জগৎ চরাচর সৃষ্টি হইতে ভিন্ন হন তাহা হইলে জগৎ চরাচর সৃষ্টি মিথ্যা—সৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা হইতে হইয়াছে, ইহারা সমস্তই মিথ্যা। কিন্তু এ স্থানে ভাবিয়া বিচারপূর্ব্বক দেখিবে যে, এই প্রকাশমান জগৎ যে সৃষ্টি বোধ করিতেছ তাহা মিথ্যা হইলে তাহার অন্তর্গত তুমিও মিথ্যা। যাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জগৎকে গ্রহণ করাইতেছ তিনি ত আগেই মিথ্যা। কেননা, মিথ্যা দ্বারা সত্যের উপলব্ধি হইতেই পারে না, অসম্ভব। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা মিথ্যা হইতে প্রকাশমান জগৎ চরাচর স্ত্রী পুরুষ ঋষি মুনি প্রভৃতিকে উৎপন্ন করিয়াছেন। সেই মিথ্যা সৃষ্টি পদার্থ ঋষি মুনি মিথ্যা বেদ বেদান্ত উপনিষৎ বাইবেল কোরাণ শাস্ত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই মিথ্যা শাস্ত্র তোমরা মিথ্যা আচার্য্যগণ পড়িয়া ও অপরাপর মিথ্যাকে পাঠ করাইয়া সৃষ্টি মিথ্যাকে মান্য করিতেছ। তোমরা আচার্য্যগণ শ্রেষ্ঠ হইয়াও যখন মিথ্যা নশ্বর বা অনিত্য পদার্থ তখন তোমাদের কথায় নির্ভর করিয়া লোকে কিরূপে জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাসপূর্ব্বক তাঁহাকে মান্য

করিবে? কেননা মিথ্যা দ্বারা ত সত্যের উপলব্ধি হয় না। সত্য দ্বারাই সত্যের উপলব্ধি হয়। যদি বোধ কর যে, "সত্য হইতে প্রকাশমান জগৎ ও আমরা হইয়াছি অতএব আমরাও সত্য, আমাদের বিশ্বাস সত্য, যাঁহাকে আমাদের মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি তিনি নিরাকার সাকার সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাঁহা হইতে জগৎ ও জগতের অন্তর্গত আমরা হইয়াছি এবং তাঁহারই রূপ মাত্র, তিনি আমাদের পূজনীয় উপাস্য দেবতা, তিনি মাতা পিতা গুরু আত্মা হন, তাঁহাকে তোমরা পূজা বা মান্য কর" লোকে তাহা হইলে তোমাদের উপদেশ মত যিনি সত্য প্রকাশমান বুঝিয়া তাঁহাকে মান্য বা পূজা করিবে।

এখানে বিচার পূর্ব্বক আরও বুঝিও যে মিথ্যা কোন পদার্থই নহে, তাহার ত উৎপত্তি পালন মঙ্গলামঙ্গল কিছুই হইতে পারে না—অসম্ভব। সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য স্বতঃপ্রকাশ। সত্যের কোন কালে উৎপত্তি হইতেই পারে না—অসম্ভব। সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটিয়া থাকে বা আপন ইচ্ছায় নিরাকার হইতে সাকার, সাকার হইতে নিরাকার বা কারণ হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নাম রূপকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণরূপে বিরাজমান। এই পূর্ণ মধ্যে দুইটী শব্দ শাস্ত্রে কথিত আছে:—অপ্রকাশ নিরাকার নির্গুণ, প্রকাশ সাকার সগুণ। এইস্থানে বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখুন যে, কাহাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? মিথ্যা সত্যকে সৃষ্টি করিতে পারে, না, সত্য মিথ্যাকে সৃষ্টি করিবেন, না, যাহা কিছু করিবেন তাহা স্বয়ং আপনারই জগৎরূপ প্রকাশ। যদি বল তিনি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান, তিনি আপনি স্বয়ং সত্য হইতে সৃষ্টি না করিয়া তাঁহার এমন শক্তি আছে যে তিনি মিথ্যা হইতে সৃষ্টি করিয়া সত্য বোধ করাইতে পারেন তাহা হইলে বিচার পূর্ব্বক বুঝ এই প্রকাশ দৃশ্যমান জগৎ ও জগতের অন্তর্গত জীব সমূহ স্ত্রী পুরুষ ঋষি মুনি আচার্য্যগণ প্রভৃতি মিথ্যা হইতে উৎপন্ন ও মিথ্যা। ঋষি মুনি হইতে শাস্ত্র বেদবেদান্ত বাইবেল কোরাণ ইত্যাদি উৎপন্ন অতএব সমস্তই মিথ্যা। কাহাকে কে বিশ্বাস করিয়া কাহাকে কে পূজা করিবে? এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া আপন মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা পূর্ণ পরব্রহ্ম

জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা গুরু আত্মাতে নিষ্ঠা ভক্তি রাখিয়া ক্ষমা ভিক্ষা পূর্ব্বক ইহাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন কর, যাহাতে ইনি প্রসন্ন হইয়া তোমাদের সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করেন।

২। নিরাকারে জ্যোতির্ম্ময় রূপ।

যিনি নিরাকার নির্গুণ তিনিই সাকার সগুণ জগৎ প্রকাশমান জ্যোতিঃ, এ কথা সত্য। কিন্তু যাঁহারা নিরাকারকে পৃথক বস্তু বলিয়া ধরেন তাঁহাদের পক্ষে যাহার রূপ নাই তাহার জ্যোতির্ম্ময় রূপ কল্পনা অসঙ্গত। তত্রাচ তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মের রূপ নাই অথচ জ্যোতিরূপ প্রকাশ। বলেন যে, এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় ব্রহ্ম নাই। যদি এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় ব্রহ্ম এ আকাশে নাই তবে এই যে নামরূপ জগৎ প্রকাশমান চরাচর স্ত্রীপুরুষকে লইয়া মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ইনি কে? ইনি মিথ্যা না সত্য? মিথ্যা হইতে প্রকাশমান, না, সত্য হইতে প্রকাশমান? যদি মিথ্যা হইতে প্রকাশমান বোধ কর তাহা হইলে প্রকাশ জ্যোতির অন্তর্গত জীব সমূহ সমস্তই মিথ্যা। তোমাদের বিশ্বাস, ধর্ম্ম, মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা সমস্তই মিথ্যা। মিথ্যা দ্বারা ত সত্যের উপলব্ধি হয় না। সত্য দ্বারা সত্যের উপলব্ধি হয়। যদি সত্য হইতে জগৎ প্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ এরূপ বোধ কর তাহা হইলে এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্যই নিরাকার সাকার নামরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ স্বতঃ প্রকাশমান। সত্যের উৎপত্তি হয় না। তবে তাঁহাকে কে উৎপত্তি করিল? সত্য প্রকাশ হইলে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ভাসেন, অপ্রকাশ নিরাকার হইলে কারণে স্থিত হন। এখনও কারণ রূপ।

৩। কোঽয়ং পুরুষঃ।

সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা যখন অপ্রকাশ হন ও অগ্নি নির্ব্বাণ হন তখন কে পুরুষ থাকেন? এই বিষয়ে মনুষ্য মাত্রেরই আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার পূর্ব্বক সার ভাব গ্রহণ করা উচিত, যাহাতে জগতের অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল বিধান হয়।

প্রথমে বিচার পূর্ব্বক দেখ মিথ্যা মিথ্যাই, মিথ্যায় প্রকাশ অপ্রকাশ নামরূপ ভাসা অসম্ভব। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। আর সত্য এক

ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই, সত্য সকলের নিকট সত্য, সেই একই সত্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম অপ্রকাশরূপে এবং প্রকাশ নানা নামরূপে ভাসিতেছেন ও ভিন্ন ভিন্ন স্থূল সূক্ষ্ম শক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতেছেন। অজ্ঞান উপাধি বশতঃ জীবের নিকট সেই এক সত্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম এক না ভাসিয়া ভিন্ন ভিন্ন নানা ভাসিতেছেন, এই কারণে সমদর্শী জ্ঞানবান শাস্ত্রকার অজ্ঞান ব্যক্তিকে এই বোধ করাইবার জন্য এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, বহির্ম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য বশতঃ তোমরা ইহাঁকে ভিন্ন ভিন্ন বোধ করিতেছ অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা জ্যোতিঃ ও অগ্নি জ্যোতিঃ ভিন্ন ভিন্ন দেখিতেছে, কিন্তু বস্তুত ইহাঁরা ভিন্ন নহেন একই বস্তু—ইহাই বুঝান শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ অগ্নি যখন অপ্রকাশ অর্থাৎ নিরাকার গুণাতীত জ্ঞানাতীত হন তখন যাহা তাহাই অর্থাৎ এক পরব্রহ্মই থাকেন এবং এখনও সর্ব্বকালে যাহা তাহাই আছেন। ইহাঁরা যে লোপ পাইয়া যান তাহা নহে, কেবল গুণ ক্রিয়া বা শক্তির প্রকাশ না থাকায় কোন ব্যবহার হয় না। পুনরায় যখন নিরাকার হইতে সাকার গুণময় জ্ঞানময় শক্তিমান হইয়া প্রকাশ হন তখন ইনিই নানা শক্তি বা গুণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার সম্পন্ন করেন ও ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে ভাসেন। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ শক্তি ভাসা সত্ত্বেও বস্তু বা স্বরূপ পক্ষে সর্ব্বকালে যাহা তাহাই প্রকাশমান বা বিরাজমান আছেন।

একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা ভাব গ্রহণ করিবে;—তুমি যখন জাগ্রত অবস্থায় থাক তখন গুণময় বা জ্ঞানময় থাকিয়া সমস্ত ব্যবহার কার্য্য কর আর যখন তুমি জ্ঞানাতীত বা গুণাতীত সুষুপ্তির অবস্থায় থাক তখন তোমার জ্ঞানাদি শক্তি কারণে থাকায় তোমার বোধ থাকে না যে "আমি আছি বা তিনি আছেন, আমরা এক কি দুই", তুমি যাহা তাহাই থাকিয়া যাও। তুমি যে বস্তু বা সত্তা তাহা লোপ পাইয়া বা মিথ্যা হইয়া যায় না। যদি তুমি সেই অবস্থায় একেবারে লোপ পাইয়া যাইতে তবে পুনরায় জ্ঞান শক্তিময় জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশ হইতে পারিতে না। তোমার সুষুপ্ত ও জাগ্রত অবস্থায় গুণ ক্রিয়ার প্রকাশ অপ্রকাশ ঘটিলেও, উভয় অবস্থায় তুমি একই বস্তু বা সত্তা বা ব্যক্তি সর্ব্বকালে যাহা তাহাই থাক। গুণ ক্রিয়া উপাধি পরিবর্ত্তনের জন্য বস্তু বা স্বরূপ পক্ষে তোমার কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

সেইরূপ এক সত্য পরব্রহ্ম যিনি অপ্রকাশ নিরাকার গুণাতীত জ্ঞানাতীত, তিনিই স্বয়ং স্বতঃ প্রকাশ গুণময় বা জ্ঞানময় বা সর্ব্বশক্তিমান সাকার চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ও অগ্নি জ্যোতিরূপে প্রকাশ হইয়া উৎপত্তি পালন সংহার ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। যদি এই জ্যোতি অপ্রকাশ নিরাকার হইলে লোপ পাইয়া যাইতেন, তবে পুনরায় সাকার প্রকাশ হইতে পারিতেন না। ইনি নানা নাম রূপ সঙ্কোচ করিয়া নিরাকার নির্গুণ কারণে স্থিত হন, পুনরায় আপন স্বাভাবিক ইচ্ছায় জগৎ রূপ প্রকাশমান হয়েন। এই প্রকাশ জ্যোতি অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ও অগ্নি যখন অপ্রকাশ নিরাকার হন তখন ইনিই প্রকাশ গুণের সঙ্কোচ বশতঃ অন্ধকারময় ভাসেন এবং যখন ইনি প্রকাশ হন তখন আলোক জ্যোতিরূপে ভাসেন তখন আর ইহাঁর অন্ধকার ভাব থাকে না। যদি অন্ধকার ও আলোক জ্যোতিঃ বস্তু পক্ষে দুইটী পৃথক পৃথক হইতেন তাহা হইলে যখন সূর্য্যনারায়ণের প্রকাশ তখন অন্ধকারও থাকিত। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখ যে, যখন সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশমান থাকেন তখন অন্ধকার রাত্রি থাকে না আর যখন পরমাত্মা বা সূর্য্যনারায়ণ তোমার কাছে প্রকাশ গুণের সঙ্কোচ করিয়া অন্ধকারময় ভাসেন তখন প্রকাশ জ্যোতিঃ থাকে না। যদি সেই সময় আর কোন জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর আকাশে প্রকাশরূপে থাকিতেন তবে অন্ধকার থাকিতে পারিত না; যেমন তোমার অন্ধকারময় সুষুপ্তির অবস্থায় প্রকাশরূপ জাগ্রত অবস্থা থাকিতে পারে না। একই বস্তু বা সত্তা বা ব্রহ্মের এই প্রকাশ অপ্রকাশ দুইটী ভাব জীবের বোধ হইতেছে। কিন্তু স্বরূপ পক্ষে ইনি প্রকাশ অপ্রকাশ হইতে অতীত বস্তু ভাবে যাহা তাহাই আছেন।

যাহাকে জ্যোতিঃ বলে তাহাকেই প্রকাশ বলে, যাহাকে প্রকাশ বলে তাহাকেই শক্তি বলে, যাহাকে শক্তি বলে তাহাকেই জ্ঞান বলে, যাহাকে জ্ঞান বলে তাহাকেই বস্তু বা জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম বলে। জ্ঞান বা শক্তি পরব্রহ্ম হইতে পৃথক কোন বস্তু নহেন। যেমন অগ্নি ও অগ্নির প্রকাশ অগ্নি রূপই তেমনই পরব্রহ্ম বা পরব্রহ্মের শক্তি তেজ জ্যোতিঃ বা প্রকাশ অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্ম হইতে পৃথক নহেন, পরব্রহ্ম স্বরূপই।

মনুষ্য মাত্রেই বিচার পূর্ব্বক বুঝ যে, যদি এই শাস্ত্রকে লইয়া অভিমান

অহঙ্কার পূর্ব্বক মনে কর যে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ যখন অস্তগত তখন আমি পুরুষ, শ্রেষ্ঠ, জাগিয়া থাকি তবে দেখ আজ তোমার জন্ম হইল কাল তোমার মৃত্যু ঘটে, ইনি সর্ব্বকালে প্রকাশ থাকেন। আরও দেখ, দিবা বা রাত্রে যখন তুমি সুষুপ্তির অবস্থায় শুইয়া থাক কিম্বা তোমার মৃত্যু হয় এবং চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ণ ও অগ্নি প্রকাশ থাকেন তখন পুরুষ কে থাকেন। ইহার সারভাব এই যে, এক পরিপুর্ণ সত্য পরমাত্মা নিরাকার ভাবে একই আছেন, জগৎরূপ প্রকাশ হইলে নানা শক্তি নানা রূপে প্রকাশ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাসেন ও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সমাধা করেন। ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ভাসা সত্ত্বেও ইনি পূর্ণরূপে বিরাজমান। যতক্ষণ জীবের অজ্ঞান অবস্থা ততক্ষণ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের মঙ্গলকারিণী শক্তিকে পরমাত্মা ও পরস্পর হইতে ভিন্ন ভিন্ন বোধ করেন। জীবের জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা হইলে, নামরূপ শক্তি জ্যোতিঃস্বরূপকে পরব্রহ্ম হইতে পৃথক দেখেন না, পরব্রহ্মই দেখেন। এইরূপে ইহার ভাব বুঝিবে।

যদি মনুষ্যগণ আপনার কল্যাণ চাহ তাহা হইলে মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশমান পরমাত্মা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ গুরু মাতাপিতার শরণাগত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা ও তাঁহার যে প্রিয় কার্য্য জীব মাত্রের পালন, প্রীতি পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ও সকল প্রকারে ব্রহ্মাণ্ড পরিষ্কার রাখা তাহাই কর এবং জীব মাত্রকে আপনার আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল চেষ্টা কর, যাহাতে জগতের সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গলময় শান্তি বিধান হয়।

ইহা ভিন্ন জীবের মঙ্গল বা শান্তির দ্বিতীয় উপায় নাই। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

৪। ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।

ব্রহ্মের ভয়ে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ অগ্নি সৃষ্টির কার্য্য করিতেছেন, শাস্ত্রে এইরূপ আছে। ইহার সার ভাব না বুঝিয়া অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকে পরস্পরের মধ্যে আমোদ কৌতুক করেন। এদিকে মুখে বলেন যে, এক ধর্ম্ম বা এক মঙ্গলকারী পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ প্রকাশমান একমেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ব্যতীত এ আকাশে কেহ নাই, বা সৃষ্টির আদিতে এক ব্রহ্মই

ছিলেন। কিন্তু ভাবেন না যে, যখন এক ব্রহ্ম পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান তাহার মধ্যে ইনি দ্বিতীয় চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ অগ্নি কোথা হইতে ভয়ে কাঁপিতে আসিলেন?

যে ব্যক্তিকে তোমরা জড় বোধ কর সে ব্যক্তি ভয়ে কাঁপিবে বা কার্য্য করিবে কিরূপে? বিচার পূর্ব্বক দেখ, মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখন সত্য হয় না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যার উৎপত্তি পালন সংহার ভয়াভয় মঙ্গলামঙ্গল কিছুই হইতেই পারে না, হওয়া অসম্ভব।

সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সত্য সকলের নিকট সর্ব্বকালে সত্য। সত্য কখনও মিথ্যা হন না। সত্য স্বয়ং আপন ইচ্ছায় নিরাকার সাকার বা কারণ সূক্ষ্ম স্থূল নামরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া চেতনভাবে সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণরূপে স্বতঃ প্রকাশ, যেরূপ তুমি সচেতন তোমার হাড় মাংস যে জড় তাহাকে লইয়া পূর্ণ। সত্য নিরাকারে অদৃশ্য ভাবে থাকেন, সাকার মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ চরাচরকে লইয়া প্রত্যক্ষ প্রকাশমান। নিরাকার ভাবে স্ফুরণ বা সৃষ্টির কোন কার্য্য হয় না, যেমন সুষুপ্তির অবস্থায় জীবের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। সাকার প্রকাশমান জ্যোতিঃ স্বরূপের দ্বারা জীব সমূহের উৎপত্তি পালন সংহার ও স্থিতি হইয়া থাকে। ইনিই একমাত্র জীব সমূহের মাতা পিতা গুরু আত্মা মঙ্গলকারী। ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ এ আকাশে নাই যে, জীবের সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গলবিধান করে। ইনি জগৎরূপে বা অন্তরে বাহিরে প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও জ্যোতিঃস্বরূপ অব্যয় অবিনাশী নির্লিপ্ত জগতের মঙ্গলকারী।

জীব অনন্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন বা রচনা করুন না কেন যতক্ষণ জীব ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান না হইতেছে যে, স্বয়ং পরমাত্মাই প্রকাশমান আছেন, পরমাত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ এ আকাশে নাই ততক্ষণ জীব জন্ম মৃত্যুর ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকে, আপনাকে জীব ভাবে দেখে বা বোধ করে ও ব্রহ্মকে আপনা হইতে পৃথক বোধ করে এবং ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ মঙ্গলকারীকে চিনিতে পারে না; ততক্ষণ বোধ করে যে, আমরা যেরূপ ভয়ে কাঁপিতেছি সেইরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ অগ্নিও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। এরূপ অবস্থাপন্ন লোকে শাস্ত্র রচনা করিলে "ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ" ইত্যাদি শাস্ত্র রচনা করিয়া থাকেন।

যখন মঙ্গলকারী ওঁঙ্কার বিরাটব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জীবকে অন্তরে প্রেরনা করিয়া জ্ঞান দিয়া মুক্ত করেন তখন জীব আপনাকে ও পরমাত্মাকে অভিন্ন দর্শন করিয়া নির্ভয় অবিনাশী হয়। সেই অবস্থায় জীব চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ অগ্নি জ্যোতিঃস্বরূপকে নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার অব্যয় অবিনাশীরূপে দর্শন করেন বা চিনিতে পারেন যে, ইনিই এক মাত্র জগতের কারণ, মঙ্গল স্বরূপ। তখন সর্ব্বদাই সম্মুখে অন্তরে বাহিরে হাত জোড় করিয়া পরমানন্দে কালযাপন করেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব অগ্নি চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে না চিনিতে পারে যে, ইনি বা আমি বা ব্রহ্ম কি বস্তু ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব অন্তরে মৃত্যুভয়ে সর্ব্বদা কাঁপিতে থাকে ও ইনিই কাঁপিতেছেন এইরূপ বোধ করেন। এ জ্ঞান নাই যে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ অগ্নি নাম কিন্তু ইনি বস্তুটী কি? ইনি বহুরূপী বহুরূপ ধারণ করেন। এজন্য ব্রহ্ম হইতে ইহাঁকে পৃথক দেখে বা বোধ করে।

অজ্ঞান বশতঃ এই মঙ্গলকারী সাকার প্রকাশমান বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ গুরু আত্মা মাতা পিতার অনন্ত নাম কল্পিত আছে এজন্য লোকে ইহাকে চিনিতে বা জানিতে পারে না যে, এই সমস্ত নাম ইহাঁরই। লোকে নামের মান্য করে এবং যিনি বস্তু তাঁহাকে বিচার পূর্ব্বক না চিনিয়া বা ইহাঁকে মান্য না করিয়া নানা নাম লইয়া পরস্পর বাকবিতণ্ডা করিয়া অশান্তি ভোগ করে। এ জ্ঞান নাই যে, শাস্ত্রেত এত নাম কল্পিত রহিয়াছে কিন্তু যাঁহার নাম এই সমস্ত তিনি বা সে বস্তু কোথায়, তাঁহার অস্তিত্ব কোথায়, এই সমস্ত নাম একজনের বা বহুজনের? যদি একজনেরই এই সমস্ত নাম হয় তবে তিনি কোথায়? যদি বহু নাম বহু জনেরই হয় তবে সেই বহু জনেরাই কোথায়?

অবোধ লোক বিচার করিয়া দেখিতেছে না যে এ সমস্ত একজনই হউক আর বহুজনই হউক, আকাশে বা আমাদিগের শরীরের মধ্যেত থাকিবেন। হয় নিরাকার অপ্রকাশ ভাবে থাকিবেন না হয় সাকার প্রকাশমান প্রত্যক্ষ থাকিবেন। নিরাকার অদৃশ্যভাবে থাকিলে দেখা যাইবে না যে এক বা বহু ও তাঁহার নামরূপ কল্পনা করিবার প্রয়োজন থাকিবে না। যে ব্যক্তিকে কোন লোক দেখে নাই সে ব্যক্তির কিরূপ বর্ণনা করিয়া নাম কল্পনা করিবে? যদি সাকার প্রকাশমান হন তবে তাঁহার নানা রূপ গুণ ক্রিয়া বা শক্তি দেখিয়া শুনিয়া

মহিমা বর্ণনা বা নানা নাম কল্পনা করিতে পার। সাকার প্রকাশমান এক মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে বিদ্যমান বা প্রকাশমান। ইহাঁ হইতে জীব বিমুখ হইলে নানা প্রকারে যন্ত্রণা ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ইহাঁর শরণাগত হইয়া জীব ভক্তিপূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা প্রণাম নমস্কার করিয়া ইহাঁর প্রিয় কার্য্যসাধন করিবে। জীব মাত্রকে প্রীতিপূর্ব্বক আপন আত্মা জানিয়া পালন করা ও অগ্নি ব্রহ্মে আহুতি দেওয়া ও সর্ব্বপ্রকারে নিজে নিজে অন্তরে বাহিরে পরিষ্কার থাকা বা সর্ব্বপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ড পরিষ্কার রাখা এই ইহাঁর প্রিয় কার্য্য। এইরূপ করিয়া জীব নির্ভয়ে মুক্ত স্বরূপ পরমানন্দে কালযাপন করে।

মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন জয় পরাজয় ও সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্তচিত্তে জগতের মঙ্গল চেষ্টা কর। ইনি মঙ্গলময় সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

৫। সূর্য্যের অন্তরাত্মা ও আমার অন্তরাত্মা একই পরব্রহ্ম।

অনেকে মুখে বলেন যে, সূর্য্যনারায়ণের অন্তরাত্মা ও আমার অর্থাৎ জীবের অন্তরাত্মা একই কিন্তু কার্য্যে ইহার বিপরীত। অজ্ঞান অবস্থায় জীব বোধ করেন যে, আমি পৃথক ও আমার অন্তর্গত একটী আত্মা পৃথক আছেন। কিন্তু যখন জ্ঞান হয় তখন বোধ করেন যে, আমারই নাম জীব বা আত্মা। আপনারও সূর্য্যনারায়ণের অন্তর্গত আত্মা একই দেখেন। যিনি বাহিরে প্রকাশমান তিনিই জীবরূপে হৃদয়ে প্রকাশমান, যিনি হৃদয় আকাশে জীবরূপে প্রকাশমান তিনিই বহিরাকাশে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ রূপে প্রকাশমান। অজ্ঞানবশতঃ ভিতর বাহির ও জীব বা আত্মা ও পরমাত্মা এবং পরব্রহ্ম পৃথক বা ভিন্ন ভিন্ন ভাসেন। যখন জীবের জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা প্রাপ্তি হয় তখন আপনাকে বা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মঙ্গলকারীকে নিরাকার সাকার পূর্ণ অখণ্ডাকার অভেদে পরব্রহ্মই দেখেন। তখন আর জীব বা সূর্য্যনারায়ণ বা ব্রহ্ম পৃথক ভাসেন না।

৬। সূর্য্যনারায়ণ মণ্ডলে ধ্যেয় ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আছেন।

ধ্যেয় ঈশ্বর সূর্য্যনারায়ণ মণ্ডলে আছেন এই বলিয়া অজ্ঞানাবস্থাপন্ন লোকে সূর্য্যনারায়ণ ও সূর্য্যনারায়ণের প্রকাশ যে মণ্ডল ও সূর্য্যনারায়ণের মধ্যে ধ্যেয়

যে ঈশ্বর এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বোধ করে। কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তি এই দৃষ্টান্তের দ্বারা একই ভাব গ্রহণ করেন ও করিবেন। যদি কেহ বলে যে, অগ্নির যে প্রকাশ মণ্ডল উষ্ণতা তাহাতে ধ্যেয় ঈশ্বর থাকেন তবে জ্ঞানী বুঝিবেন যে, অগ্নি ও অগ্নির যে প্রকাশ, মণ্ডলস্থিত উষ্ণতা, ধ্যেয় ঈশ্বর, অগ্নির ধূম ও শ্বেত লোহিত পীতবর্ণ এবং অগ্নি যে চেতন গুণ দ্বারা তৈল বাতি ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেছেন তাহা সমস্তই অগ্নি মাত্র, অগ্নি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই। অগ্নির নির্ব্বাণ হইলে তাঁহার নাম রূপ গুণ ক্রিয়া জড় চেতন ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে নিরাকার কারণরূপে অভেদে স্থিত হয়। পুনশ্চ অগ্নির প্রকাশ হইলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নামরূপ গুণ ক্রিয়া জড় চেতন ভাব ইত্যাদি প্রকাশ পায়। যেরূপ জীবের সুষুপ্ত অবস্থায় গুণ ক্রিয়া নামরূপ জড়চেতন ইত্যাদি ভাব জ্ঞানাতীত কারণে স্থিত থাকে এবং পুনশ্চ প্রকাশ বা জাগরিত হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান চেতনা ইত্যাদি গুণ প্রকাশ পায় সেইরূপ স্বতঃপ্রকাশ কারণ পরব্রহ্ম আপন ইচ্ছা অনুসারে নিরাকার অপ্রকাশ হইতে সাকার জগৎরূপ প্রকাশ হইলে অনন্ত শক্তি নামরূপ ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়। ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ প্রকাশ বা বোধ হওয়া সত্বেও সকল সময়ে, সকল অবস্থায় ইনি যাহা তাহাই পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান বিদ্যমান। যখন ইনি নানা নামরূপ শক্তি সঙ্কোচ করিয়া অপ্রকাশ নিরাকার কারণ ভাবে স্থিত হন তখনও সকল সময়ে, সকল অবস্থায় যাহা তাহাই প্রকাশমান আছেন। অজ্ঞান অবস্থায় জীব ইহাঁকে ও ইহাঁর প্রকাশ যে মণ্ডল ও ইনি যে অন্তরে বাহিরে চেতনা ধ্যেয় ঈশ্বর এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বোধ করে। জীবের জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা হইলে জীব আপনাকে, সূর্য্যনারায়ণের যে প্রকাশ মণ্ডল তাহাকে এবং সূর্য্যনারায়ণ যে চেতন ধ্যেয় ঈশ্বর তাঁহাকেও সমভাবে অভেদে নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ হইতে জীব বিমুখ হইয়া সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করুক না কেন কিছুতেই ব্রহ্ম লাভ করিতে পারিবে না। সর্ব্বত্র এইরূপ বুঝিয়া লইবে। (১) সর্ব্বপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ড পরিষ্কার রাখ। (২) জীব মাত্রের অভাব মোচনে যত্নশীল হও। (৩) অগ্নিতে ভক্তিপূর্ব্বক সুস্বাদু সুগন্ধ পদার্থের আহুতি দাও ও দেওয়াও। (৪) ওঁকার মন্ত্র বা নাম জপ করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে ডাক। (৫) নেত্রে ও মস্তকে ভক্তিভাবে জ্যোতিঃ ধারণ কর। (৬) যিনি পূর্ণ তাঁহাতে নিষ্ঠাবান হও।

স্বরূপে সত্য মিথ্যা নাই।

কেহ বলেন প্রত্যক্ষ পৃথিবী নাই, পৃথিবী মিথ্যা। অপর কেহ বলেন, পৃথিবী সত্য, মিথ্যা নহে। এস্থলে পরস্পরের কথার সার মর্ম্ম গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া উভয়েরই বুঝা উচিত। অনর্থক তর্ক অনিষ্টকর। পৃথিবী মিথ্যা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যেমন কোটি মন বারুদ পর্ব্বত আকার দেখা যাইতেছে কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ আগুণ দিলে সেই বারুদ আকাশে লয় হইয়া যে কারণ হইতে বারুদ উৎপন্ন সেই কারণেই স্থিত হয়। যিনি বলেন পৃথিবী সত্য তাঁহার বারুদের উপর দৃষ্টি আছে; কারণের উপর দৃষ্টি নাই। তাঁহার আদি ও অন্তের খবর নাই যে, বারুদ কোথা হইতে হইয়াছে এবং কোথায় মিশাইবে। যাহার যেরূপ বোধ তিনি সেই প্রকার বলেন। কারণ শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম এবং বারুদ শব্দে জগৎ ও তোমাদের স্থূল শরীর।

———o———
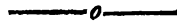
চতুর্থ অধ্যায়—পূজাদি তত্ত্ব।

পূজা-বিধি।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সকল পরমার্থ সাধনের প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে ঘোর তমসাচ্ছন্ন জীবের সহসা ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি দুর্ঘট। এ নিমিত্ত বিচার করিয়া শুদ্ধ চৈতন্য অন্তর্য্যামি পুরুষ যে প্রত্যক্ষ জগৎরূপে সাকার ভাবে প্রকাশমান শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করা উচিত। তাহাতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইয়া পূর্ণ পরব্রহ্মে অচলা নিষ্ঠা জন্মিবে। পরব্রহ্মে নিষ্ঠা হইলেই জীব অভয় মুক্তি পদ লাভ করিয়া সদা আনন্দরূপে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবে অবস্থিতি করে।

সাধকের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।

"উত্তমোব্রহ্ম সদ্‌ভাবো ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবঃ বাহ্যপূজাধমাধমা॥"

যিনি সর্ব্ব পদার্থে পূর্ণ পরব্রহ্ম ভাবনা করিতে পারেন তিনি সর্ব্বোত্তম সাধক বা সিদ্ধকল্প। যে সাধক আপনাকে জীব জ্ঞান করিয়া শিব কিনা পরব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য পরব্রহ্মের ধ্যানে রত থাকেন তাঁহার অবস্থা মধ্যম। যে সাধক আপনাকে ও পরব্রহ্মকে পৃথক্ জানিয়া পরব্রহ্মের উদ্দেশে স্তুতি জপ করিতে থাকেন তাঁহার অবস্থা অধম। আর যে সাধক বাহ্যরূপকে কি না জড় পদার্থকে পরব্রহ্ম জানিয়া পূজা করেন তাহার অবস্থা অধমাধম। যেমন অবস্থা ভেদে তুরীয়, সুষুপ্তি, জাগ্রত, স্বপ্ন জীবের এই চারি উপাধি কল্পনা তেমনই আনন্দ উত্তম, বিজ্ঞান মধ্যম, তদপেক্ষা জ্ঞান অধম, আর অজ্ঞান অধমাধম। কিন্তু স্বরূপে উত্তম অধম পদ নাই, কেবল অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ মাত্র। স্বরূপে যাহা তাহাই। এই চারি অবস্থা লয় হইলে সকল ভাব বুঝা যায়।

পূজ্য-পূজক ভাব।

পূজ্য শব্দে পিতা এবং পূজক শব্দে পুত্র। পিতা বীজস্বরূপ কারণ, পুত্রও তাহার স্বরূপ। উত্তম জ্ঞানবান শ্রদ্ধাভক্তিমান পুত্র আপনার স্বরূপ এবং পিতার স্বরূপ একই জানিয়া কখনও ভাবেন না যে, "আমি উহাঁর পুত্র বা স্বরূপ নহি, এবং উনি আমার পিতা বা স্বরূপ নহেন। তিনি আপনার এবং পিতার স্বরূপ। পৃথক্ পৃথক্ ভাবেন না, একই স্বরূপ ভাবিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। ইহাকেই পরমাভক্তি কহে। "পূজ্য পিতা" শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ। 'পূজক পুত্র' শব্দে রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ। আপন পিতার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি হয় অপরের পিতার প্রতি তাহা হয় না। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যদ্যপি আপন পিতা না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার উপর আমাদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মাইত না এবং তিনিও আমাদিগের উপর পুত্র জানিয়া দয়া করিতেন না।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সাকার চন্দ্রমা সুর্য্যনারায়ণ পূজ্য জানিবেন, রাজা প্রজা আদি জীব মাত্রেই পূজক। যে আশ্রমেরই হউন জ্ঞানবান পুরুষই পূজ্য এবং অবোধ পুরুষ পূজক। কিন্তু স্বরূপে পূজ্য-পূজক ভাব নাই। সকলেই পূর্ণ পরব্রহ্মকে পূজা, নমস্কার প্রণাম করিবে। তাহাতে চিত্তশুদ্ধিবশতঃ পরব্রহ্মে লয় হইয়া সদা নির্ভয় আনন্দরূপ থাকিবে। নানা কষ্ট, অন্ধকার, অজ্ঞানে ব্যাপৃত থাকিবে না। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন দ্বিতীয় পূজ্য নাই, হইবে না, হইতে পারে না। ব্রহ্মবিৎ জ্ঞানবান পুরুষ উঁহারই স্বরূপ বলিয়া পূজ্য। অজ্ঞানবশতঃ নানা কল্পিত নাম লইয়া যাহাকে ইচ্ছা পূজা করিয়া বলহীন, তেজোহীন হইয়াছ, আরও হইবে। পরব্রহ্ম ত্যাগের এই ফল। রাজা প্রজা ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন।

জন ও জনক।

জনক শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, জন শব্দে রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ জীব। জনক শব্দে পিতা, জন শব্দে পুত্র কন্যা। স্বরূপে উভয়ই এক। কিন্তু ব্যবহার কার্য্যে ভেদ। এজন্য ভেদ মনে করা আবশ্যক। জন শব্দে প্রজা, জনক শব্দে রাজা জ্ঞানী, পণ্ডিত। স্বরূপে উভয়ই এক।

রামচন্দ্র প্রভুর ও রাবণের দল।

সংসার প্রবাহের জন্য পূর্ণ পরব্রহ্মের দুই দল—তাহার এক রামচন্দ্রের, অন্য রাবণের। অজ্ঞান, অবিদ্যা, অহংকার, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, আশা, তৃষ্ণা, মান, অপমান, রাগ, দ্বেষ, আলস্য, অসত্য, প্রপঞ্চে নিষ্ঠা, সত্য শুদ্ধ চৈতন্য, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু হইতে বিমুখতা, পর নিন্দা, স্বতঃপরতঃ অসত্য মিথ্যা পাষণ্ডতার প্রচার, অশুভ পথের অবলম্বন, নানা দণ্ডভয় দেখান এই সকল অবিদ্যা রাবণ ব্রহ্মের দল। আর সত্য অসত্যের বিচার, সত্য, শুদ্ধ, চৈতন্য, পূর্ণ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা, প্রীতি, শীল, সন্তোষ, ধৈর্য্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ক্ষমা, সকলে সমদৃষ্টি, জ্ঞানচর্চ্চা, ব্রহ্মবিচার, সত্য ধর্ম্ম, নিত্য কর্ম্ম যজ্ঞাহুতি করা ও করান, পরোপকারে সদা চিত্ত স্থাপন, নির্ভয়, সংশয় রহিত অদ্বৈতভাব, আর দেবদেব জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা গুরুকে প্রসন্ন করিবার উপায় চিন্তা ইত্যাদি যে সত্য ধর্ম্মের পথ তাহাই রামচন্দ্র বিদ্যা ব্রহ্মের দল। পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য্যে এই দুই দল।

শ্রেয়ঃ প্রেয়।

রামচন্দ্র প্রভুর দলের অন্য নাম শ্রেয়ঃ, রাবণের দল প্রেয়। শ্রেয়ে সর্ব্বদা প্রীতি রাখিবে, প্রেয়ে চিত্তের আসক্তি নিবারণ করিবে। পূর্ণ পরব্রহ্ম সং-স্বরূপের নাম শ্রেয়ঃ, জগৎরূপ বিস্তার, কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ইন্দ্রিয় ভোগ এবং তোমাদের স্থূল শরীর ও যাবৎ জড় পদার্থ প্রেয়। সাকার মধ্যে শ্রেয়ঃস্বরূপ ঈশ্বর সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ এবং প্রেয় স্বরূপ মহাশক্তি জগৎ জননী চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ। যে ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ তাহা তোমরা ভোগ কর, স্বরূপে তোমাদের কোন চিন্তা নাই। কিন্তু অসৎ পদার্থে যেন তোমাদের চিত্তের আসক্তি না থাকে। শ্রেয়ে সর্ব্বদা শ্রদ্ধা ভক্তি রাখ। পূর্ণ যে পরব্রহ্ম সাকার চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ এক ঈশ্বর তাঁহাতে সমভাবে আত্মা গুরু মাতা পিতা ভাবিয়া প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিলে তোমাদের সকল বিপদ দুঃখ উনি মোচন করিবেন, ইহা সত্য সত্য জানিও। ইনি চন্দ্রমারূপে তোমাদের মন জয় করিয়া কৈলাস বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি পৃথিবীর ভোগ সকল প্রদান করেন ও তোমাদিগকে সকল বিষয়ে সুখী করেন। সূর্য্যনারায়ণ রূপে অদ্বৈত

জ্ঞান প্রকাশ করেন অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভেদ এক স্বরূপ দেখাইয়া কারণরূপে স্থিতি করেন। পৃথিবীর সকল ভোগও ইনিই প্রদান করেন। এই দুই জ্যোতির আত্মা দ্বারা পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য্য উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইয়া আসিয়াছে, হইতেছে ও হইবে। এতদ্ ভিন্ন আকাশে আর দ্বিতীয় কেহই নাই যে তোমাদের কষ্ট নিবারণ করেন। ইহা সর্ত্য সত্য মানিয়া নিজ নিজ জ্ঞান দ্বারা বুঝিয়া লইবেন।

চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পক্ষে সন্দেহ।

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের সম্বন্ধে নানা প্রকার সন্দেহ আছে। কেহ বলেন, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ একই ঈশ্বর, কেহ বলেন, দুই ভিন্ন ভিন্ন। অবোধ বালকের বুদ্ধি যে, রাত্রি এক ভিন্ন পদার্থ আর দিন এক ভিন্ন পদার্থ। রাত্রি ভিন্ন পদার্থ হইলে উহার ঘর কোথায়, যেথানে প্রত্যহ প্রাতে চলিয়া যায় আবার সন্ধ্যায় যেখান হইতে ফিরিয়া আইসে? যখন রাত্রি হয় তখনও দিন, যখন দিন হয় তখনও রাত্রি। জ্ঞানীর বুদ্ধি যে, স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রতাবস্থা থাকে না আর জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্নাবস্থা থাকে না। কিন্তু উভয় অবস্থায় একই পুরুষ বিরাজমান। যখন দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু চলে তখন বাম নাসায় চলে না, যখন বামে চলে তখন দক্ষিণে চলে না, যখন সূর্য্যনারায়ণ থাকেন তখন চন্দ্রমা থাকেন না, যখন চন্দ্রমা থাকেন তখন সূর্য্যনারায়ণ থাকেন না। ব্যাগ হাতে চলিবার সময় একই পুরুষ যেমন কখন এক হাতে কখন অপর হাতে ব্যাগ লয়েন। কিন্তু পুরুষ একই; কেবল মাত্র হাত বদলাইয়া লয়েন। সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা একই ঈশ্বর। পুরুষ শব্দে পরব্রহ্ম, হাত শব্দে জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি ব্রহ্ম, ব্যাগ শব্দে ব্রহ্মাণ্ডের ভার বুঝিয়া লইবেন।

কেবলমাত্র অন্ধকার রাত্রি রাখিলে জগতের কার্য্য বন্ধ হয় বলিয়া দিবস প্রকাশ করেন। রাত্রি না হইলে জীব অবিরাম কার্য্য করিতে করিতে মরিয়া যাইবে, বিশ্রামের নিশ্চয়তা থাকিবে না, মাস বর্ষ ও যুগ ইত্যাদির লোপ হইবে। সমস্ত দিন কাজ কর্ম্ম করিয়াও রাত্রে কেহ আপন আপন স্ত্রী পুত্র লইয়া আনন্দে থাকিতে পারিবে না। যে পদার্থ রাত্রের অন্ধকার তাহাই দিবসের প্রকাশ, যাহা প্রকাশ তাহাই অন্ধকার। যেমন দীপ শিখা নির্ব্বাণ হইলে সেই অগ্নিই অন্ধকার হইয়া যায়।

কেহ বলেন, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জড়। জড় শব্দের অর্থ দুই প্রকার। এক, যেমন কাষ্ঠ ইত্যাদি, আর অজ্ঞানকেও জড় কহে। অপর অচল শুদ্ধ চৈতন্ত পরব্রহ্ম জ্ঞানরূপ যিনি চলায়মান নহেন। সূর্য্যনারায়ণ ত্রিকালদর্শী অন্তর্যামী সদা জ্ঞানস্বরূপ বিরাজমান।

চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ শুক্ল বর্ণ আর সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। মনে কর, নানা রঙ্গের কাচনির্ম্মিত লণ্ঠনে একটী অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত। যে দিকের কাচ লাল সেই দিকে লাল আলো, যে দিকের কাচ মিশ্র বর্ণের সেই দিকে মিশ্র বর্ণের আলো আর যে দিকের কাচ সাদা সেই দিকে সাদা আলো দেখা যায়। কিন্তু ঐ অগ্নি জ্যোতিতে নানা প্রকারের বর্ণ নাই, উহা অতি নির্ম্মল শুদ্ধ। ঐ লণ্ঠনের বর্ণের উপাধি বশতঃ অগ্নি জ্যোতিতে নানা প্রকার বর্ণ প্রকাশমান। তেমনই একই জ্যোতিঃস্বরূপ নির্ম্মল চন্দ্রমায় অর্থাৎ আত্মাতে নানা বর্ণ বোধ হয়। লণ্ঠন শব্দে আকাশ কিম্বা আপন শরীর, অগ্নি জ্যোতিঃ শব্দে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, বর্ণ শব্দে নানা বাসনা, অহংকার, অজ্ঞান ভাব ইত্যাদি বুঝিবেন। উপাধি ভেদে নির্ম্মল আত্মাতে নানা ভ্রম প্রকাশমান।

আর এক সন্দেহ যে, সূর্য্যনারায়ণে তেজঃশক্তি অর্থাৎ উষ্ণতা ও চন্দ্রমা ব্রহ্মে শীতলতা বোধ হইয়া থাকে তবে কি করিয়া এক? দিবসে তেজঃশক্তি রূপ প্রকাশ না হইলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে না। তেজঃশক্তি বিনা কোনও তীক্ষ্ণ কার্য্য কখনই সিদ্ধ হয় না। আপনাদের নাড়ী অর্থাৎ অগ্নি শক্তি মন্দ হইলে হায় হায় করিতে থাকেন যে, "আর বাঁচিব না, ঠাণ্ডা হইয়াছে"। রাত্রে শীতল শক্তি রূপ প্রকাশ হইয়া দিবসের তাপ হরণ করেন, সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিজ্জে শীতল অমৃতরস দিয়া অন্ন উৎপাদন ও সকলে চৈতন্ত ভাব বৃদ্ধি করেন, তাহাতে রাজা প্রজা পশু পক্ষ্যাদি আহার পাইয়া তৃপ্ত হয়। অন্ন কষ্ট থাকে না।

চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ উদয়ের দিক নির্ণয়।

সূর্য্যনারায়ণের পূর্ব্ব দিকে প্রকাশ। দ্বিতীয়াতিথি হইতে চন্দ্রমা পশ্চিম দিকে উদয় হন। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা একাগ্রচিত্তে বিচার পূর্ব্বক ইহার মর্ম্মগ্রহণ করুন। পুকুরের জল পানায় ঢাকা। উহাতে গোল বাঁকা অসংখ্য বেতের চাকি

একটী বেতের চাকি পূর্ব্বদিক হইতে পানা ঠেলিতে ঠেলিতে পশ্চিমদিকে লইবার সময় যেমনই সম্মুখের পানা সরিয়া যায় তেমনই পশ্চাতে পানা আসিয়া ঢাকে, মধ্যে জল গোলাকার দেখায়। মনে হয়, গোলাকার জল পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে চলিতেছে। চাকির আকৃতি বাঁকা হইলে বা পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে চাকি ঠেলিলে জলও সেইরূপ আকৃতি বা গতিবিশিষ্ট দেখাইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জল চলে না অথবা গোল বা বাঁকা নহে। জল একই ভাবে, এক স্থানে পরিপূর্ণ আছে। সমস্ত পানা উঠাইয়া ফেলিলে প্রত্যক্ষ হইবে। এইরূপ একই অখণ্ড জ্যোতিতে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ও অসংখ্য তারা চঞ্চল বা স্থির দেখা যায়। দৃষ্টান্তে বুঝিবেন যে, পুকুর শব্দে শূন্য আকাশ, জল শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, বেতের চাকি বিবেক, যে ব্যক্তি পানা ঠেলে সে অভেদ অদ্বৈত জ্ঞান, পানা অজ্ঞান, অবিদ্যা, দ্বৈত, অহংকার, মোহ। পূর্ব্ব পশ্চিম ঠেলিবার অর্থ, আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সত্য অসত্যের বিচার। সমস্ত পানা উঠাইবার অর্থ যে, সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্ম স্বয়ং পরিপূর্ণ আছেন, অপর কেহই এ আকাশে হয় নাই, হইবে না, এবং হইতে পারিবেও না। শুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মা নিত্য স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। পূর্ব্ব পশ্চিম গতির ভাব এই যে, ব্যষ্টি সমষ্টি ভাবে প্রকাশমান বোধ। পূর্ব্ব দিকে উদয়ের অর্থ এই যে, নিরাকার হইতে স্বতঃপ্রকাশ সাকার রূপ প্রত্যক্ষ গোলাকার জ্যোতিমূর্ত্তি প্রকাশ কালে পূর্ব্ব দিকে ক্রমে ক্রমে জ্যোতিঃ সাকার হইতে নিরাকার ও পশ্চিমদিকে নিরাকার হইতে সাকার হইতেছেন। এইরূপে উদয় অস্ত গতি বোধ হইতেছে। কেহ কেহ বোধ করেন, সূর্য্য পশ্চিম দিক হইতে পৃথিবীর নীচে দিয়া পুনশ্চ পূর্ব্ব দিকে আসিয়া উদয় হন। তিনি কেন আসিবেন এবং যাইবেন ? তিনি ত দশ দিকেই সদা পরিপূর্ণ আছেন, দশ দিকে অথবা যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে প্রকাশ হইতে পারেন, একরূপে হউক অথবা কোটী রূপেই হউক। চন্দ্রমা জ্যোতির ক্ষয় বৃদ্ধি, উদয় অস্ত সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্তরূপে বুঝিয়া লইবেন। ইহাতেই ব্যষ্টি সমষ্টিভাবে আকাশে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে। কিন্তু ইনি দশ দিকেই পরিপূর্ণ। চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বে বা চন্দ্রাস্তের পরে দিবালোকে যাহাকে আপনারা চন্দ্রমা বলিয়া বোধ করেন উহা চন্দ্রমা নহে। এই আকাশে কোটী কোটী সূর্য্যনারায়ণ অথবা চন্দ্রমা জ্যোতিরূপে প্রকাশ হইলেও আশ্চর্য্য মনে করিবেন না।

উত্তরে উদয় হইয়া দক্ষিণে অস্ত বা দক্ষিণে উদয় হইয়া উত্তরে অস্ত হউক তথাপিও আশ্চর্য্য মানিবেন না। যে দ্বীপে যেরূপে প্রকাশ হইয়া যাহাকে যেরূপ দেখান সে তাহাই দেখে। আকাশে দশ দিকেই ইনি পূর্ণ। আকাশের দশ দিক মেঘে ঢাকা। একদিকে বিদ্যুৎ চমকাইল। ইহাতে অবোধ ব্যক্তি বুঝিবে যে একই স্থানে বিদ্যুৎ শক্তি রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানী জানেন যে, দশ দিকেই বিদ্যুৎ শক্তিতে ভরা। চক্ষে না দেখিলে অবোধের বিশ্বাস হয় না। এই প্রকারে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম আত্মাতে দেব, দেবী মাতা, এবং ব্যষ্টি পৃথক্ পৃথক নানা কল্পনা হইয়া থাকে। কিন্তু পরব্রহ্ম দশ দিকেই পরিপূর্ণ। পুরানে নানা রূপে আবরণ দেওয়া রহিয়াছে। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চৈতন্য, সমষ্টি নিরাকার, বা ব্যষ্টি সাকার, যেরূপেই বিরাজমান থাকুন, তাহাতে হানি লাভ কি?

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণের গ্রহণ।

গ্রহণ কেন লাগে? কেহ বলেন, রাহু কেতু গ্রাস করে, কাহারও মতে পৃথিবীর উচ্চ পর্ব্বতের ছায়া পড়িয়া গ্রহণ লাগে। পূর্ণিমা হইতে অমাবস্যা আর অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা তিথি অনুসারে ক্ষয় বৃদ্ধিবশতঃ চন্দ্রমা জ্যোতির্ব্রহ্মে নিয়মিত গ্রহণ বোধ হইতেছে। ইহাতেও কি পর্ব্বতের বা পৃথিবীর ছায়া কিম্বা রাহু কেতু দ্বারা হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে? স্থূল বস্তুর ছায়া জ্যোতির উপর পড়ে না, জ্যোতি দ্বারাই ছায়ার বিনাশ হয়। প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার চারি দিকে বসিলে আপনাদের শরীরের ছায়া শরীরের পশ্চাতে পড়িবে, জ্যোতির উপর পড়িবে না। পর্ব্বত বা পৃথিবীর ছায়া এইরূপে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের উপর পড়িবে না। যদি অপর কোন পদার্থের আচ্ছাদন দ্বারা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের গ্রহণ লাগিত তাহা হইলে সে আচ্ছাদক পদার্থ অবশ্যই দেখা যাইত; যেমন চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের সম্মুখে সামান্য মেঘ আসিলেও তাহা স্পষ্টরূপে দেখা যায়। রাহু কেতু পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। আমি তুমি অহংকার অজ্ঞানের নামই রাহু কেতু, যাহা আপনা-দিগের সহিত সদা সংযুক্ত রহিয়াছে। যে ভাবে নৈসর্গিক ঘটনা চিন্তা করিলে অন্তঃকরণ সর্ব্বময় সর্ব্বকর্ত্তার অভিমুখী হইতে পারে তাহাই শ্রেয়ঃ। এই উদ্দেশ্যে এবিষয়টী কি ভাবে চিন্তনীয়? হিন্দুর বিশ্বাস যে, জ্যোতিষশাস্ত্র, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ

জ্যোতির্ব্রহ্ম অবতার রূপে বা প্রেরণার দ্বারা রচনা করিয়াছেন। যে শাস্ত্রীয় গণনা অনুসারে যে সময়ে গ্রহণ লাগিবার কথা, ঠিক সেই সময়ে গ্রহণ না লাগিলে শাস্ত্রে বা ঈশ্বরে কি প্রকারে নিষ্টা হইবে? দ্বিতীয় কেহই নাই যে এক তিল অগ্র পশ্চাৎ করে। অগ্র পশ্চাৎ করেন ত সেই জ্যোতিঃস্বরূপই করিবেন। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। ঐ গণনা মত গ্রহণ লাগিলে বিশ্বাস হয় যে শাস্ত্র সত্য। শাস্ত্র সত্য দাঁড়াইলে উহার সার যে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তাঁহাতে রাজা প্রজা নিষ্ঠাবান হইয়া সুখে থাকেন। শাস্ত্রের কথা সত্য হইতেছে, দেখিয়া রাজা প্রজার বিশ্বাস হয় যে, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সত্যই আছেন। রাজা প্রজার পূর্ণপরব্রহ্মে নিষ্ঠা বা আত্মবোধ হইলে বেদশাস্ত্রে আর কিছুই প্রয়োজন থাকে না। বেদ, বাইবেল, কোরান প্রভৃতি কেবল পরব্রহ্মে বা আপনস্বরূপে নিষ্ঠা জন্মাইবার জন্যই হইয়াছে। সেই নিষ্ঠা হইলে আর তাহার কিছুই প্রয়োজন থাকে না। পৌর্ণমাসীতে পূর্ণকলা হইতে সাকার নিরাকার হইবার সময় চন্দ্রমা জ্যোতির্ব্রহ্মের সর্ব্বগ্রাস হয়। সমষ্টি জ্যোতিঃ যেখান হইতে সাকার হন সেখানেই নিরাকার হইয়া যান, আবার সেখান হইতেই স্বতঃপ্রকাশ হইয়া গ্রহণ মুক্তি ঘটে। ইহাতে উনি স্বয়ং দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া দেখাইতেছেন যে নানা বৈচিত্র্যময় দৃশ্যমান সৃষ্টি এইরূপে নিরাকার হইতে সাকার ও সাকার হইতে নিরাকার হইতেছে, জ্যোতিঃস্বরূপ স্বয়ং নিরাকার সাকার, প্রকাশ অপ্রকাশ। পাদ গ্রাস দ্বারা বুঝিবেন নিত্য প্রলয় অর্থাৎ স্বপ্ন জাগরণের সৃষ্টির, ভ্রম অজ্ঞানের, লয়, মৃত্যু বা পরিবর্ত্তন। সর্ব্বগ্রাসের ভাব মহাপ্রলয় যাহাতে সূর্য্যনারায়ণ বারকলা তেজোরূপে পৃথিবী আদি সকলের রূপ, নাম, গুণ, ক্রিয়াকে লয় করিয়া নিরাকাররূপে স্থিত হন। তিনি এখনও সেইরূপই আছেন।

রামধনুর একদিকে কিঞ্চিৎ নিরাকার হইলে আংশিক গ্রহণ, অর্দ্ধেক নিরাকার হইলে অর্দ্ধগ্রাস, সমস্ত নিরাকার হইলে সর্ব্বগ্রাস জানিবে। রামধনু পুনশ্চ পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হইলে গ্রহণ মুক্তি। এইরূপ জ্যোতিঃস্বরূপে গ্রহণের ভাব বুঝিয়া লইবে। যে পরিমাণে জ্যোতিঃ নিরাকার হন, সেই পরিমাণে গ্রহণ লাগা বোধ হয়।

ভূমিকম্প।

কেহ বলেন, অনন্ত নাগের মস্তক পরিবর্ত্তনে ভূমিকম্প হয় আর কেহ বলেন, পাপের ভারে কাতর হইয়া পৃথিবী কাঁপেন, তাহাতেই ভূমিকম্প। আবার কেহ

বলেন, পৃথিবী গর্ভস্থ স্ফোটক পদার্থে অগ্নি লাগিয়া ভূমিকম্প হয়। নানা লোকের নানা মত। যাঁহার যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার কথা। কিন্তু পূর্ব্বযুগে এত ভূমিকম্প হইত না কেন? জেদ ছাড়িয়া সকলে সত্যধর্ম্মের পথে চল ও চালাও, সকল বিপদ দূর হইবে।

পৃথিবীর এক এক দিক কেন দুলে? ক্রোধাদিতে বায়ুর প্রবলতায় মানুষের এক অঙ্গ বা সর্ব্বদেহ কাঁপে। সূক্ষ্মদর্শী ঋষি মুনিগণ বলেন, পৃথিবীর উপর অত্যধিক উপদ্রবে যখন রাজা প্রজার দুঃখভার গুরুতর হয় তখন পৃথিবীর অত্যন্ত কষ্ট হয় বলিয়া পৃথিবীর এক অঙ্গ বা সর্ব্বদেহ কাঁপে। ইহাই ভূমিকম্প। কেহ বলেন যে, পৃথিবী অনন্ত নাগের মাথায় অবস্থিত। অনন্ত কি না জ্যোতিঃ স্বরূপ, তাঁহাকেই আধার করিয়া পৃথিবী আছে। যেমন প্রত্যক্ষ আকাশ মেঘের আধার তেমনই জ্যোতিঃস্বরূপ পৃথিবীর আধার। যেমন মেঘের নীচে কোন থাম বা খুঁটী নাই, কিন্তু মেঘ, জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন অন্য অবলম্বন বিনা, শূন্য আকাশে আছে তেমনই পৃথিবী জ্যোতিঃস্বরূপ অবলম্বনে আছে। জ্যোতিঃস্বরূপ ইচ্ছা করিলে বৃষ্টিবর্ষণ হয়। যতক্ষণ তিনি বৃষ্টি হইতে না দেন ততক্ষণ মেঘ আকাশে স্থির থাকে, এক বিন্দু বৃষ্টিও পড়ে না। তিনিও যখন মেঘকে জমাইয়া দেন তখন মেঘ পর্ব্বতের মত দেখায়। মেঘকে বিদ্যুতাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিলে বা পৃথিবীকে উপর বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করিলে মেঘের চিহ্নমাত্রও থাকে না। তিনি পৃথিবীরে জমাইয়া রাখিয়াছেন। যখন খণ্ড খণ্ড করিয়া পাতালে মিলাইয়া দিবেন অথবা জলময় করিয়া দিবেন তখন এই সকল নগর রাজ্য কোথায় চলিয়া যাইব, ইহার কোন চিহ্নও থাকিবে না।

জ্যোতিষ শাস্ত্র।

কৌশলে নির্ম্মিত ঘড়ী যথাকালে বাজে। সে কৌশল যিনি জানেন তিনি অপরকেও শিখাইতে পারেন। ঘড়ী দেখিতে শিখিলে ঠিক সময় জানা যায়। কেহ জানে আর না জানে, বলে আর না বলে, ঘড়ী যথাকালে বাজিবেই। যে ঘড়ীর কৌশল না জানে সে বলিতে পারিবে না। শিখিয়া যাহাকে শিখাইবে সেও বলিয়া দিবে। জ্যোতিষশাস্ত্র জানিলে যে যুগে, যে বৎসরে, যে দণ্ডে, যে মুহূর্ত্তে যে সময়ে শুভ অশুভ যাহা হইবার আছে তাহা যথার্থ বলা যায়।

বলিলেও যাহা হইবার তাহা হইবে, না বলিলেও তাহাই হইবে ? তিলমাত্র নড় চড় হইবে না। ইহাতে জ্যোতিষীর কোন মহত্ব নাই। শিখিলেই বলিতে পারিবে। জ্যোতিষী পণ্ডিতেরও ক্ষতি মঙ্গল দুই হইতেছে। এইরূপ বুঝিয়া কার্য্য করিবে ও করাইবে। যাহা বলা হইল সেই মত চলিবে আর চালাইবে, পরব্রহ্মের ভরসা করিয়া সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত বিঘ্ন বিগ্রহ শান্তি হইবে। যাহা কিছু ব্যবহার কার্য্য করিবে তাহার পূর্ব্বে সত্য পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপের নাম লইয়া করিবে ও করাইবে।

জ্যোতির্বিন্দু পরিমাণ।

সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব চরাচরের ভিতরে বাহিরে বিরাজিত। উঁহাকেই ঋষি মুনি মস্তকস্থ তিলমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ বলেন। যাঁহার নিকট যেরূপ প্রকাশ তিনি সেইরূপ দেখেন ও ব্যাখ্যা করেন। অবোধ ব্যক্তি জানে যে, দশ হাত প্রমাণ ঘরে আকাশের পরিমাণ দশ হাত। কিন্তু ঐ ঘরের আকাশ দশ হাত নহে, যেহেতু ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র আকাশ পরিপূর্ণ। এইরূপে অবোধ মনুষ্য শরীরে তিলমাত্র অথবা অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পরব্রহ্মের কল্পনা করে। কিন্তু তিনি অঙ্গুষ্ঠমাত্র বা তিলমাত্র নহেন। তিনি ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ। রাজা প্রজা সকলে তাঁহাকে পরিপূর্ণ রূপে উপাসনা করিও এবং সাকার জ্যোতির্মূর্ত্তি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে ধারণা করিও। গম্ভীর জ্ঞানী পুরুষ শরীরের ভিতরে বাহিরে জ্যোতির্ব্রহ্মকে পরিপূর্ণ রূপেই দেখেন। যে মহাত্মা ভক্তজন, রেচক, পূরক ও কুম্ভকের গতি জানেন, অর্থাৎ যিনি পরমব্রহ্মে ভক্তি ও নিষ্ঠাবান তিনি পরমব্রহ্মকে জানেন। পরমব্রহ্মকে জানিলেই আপনাকে জানা হয়; আপনাকে জানিলেই পরমব্রহ্মকে জানা হয়।

চন্দ্রমা জ্যোতিতে দৃশ্য পদার্থ।

লোকে বলে, চন্দ্রমা জ্যোতির্ব্রহ্মেঅশ্বত্থ বৃক্ষ, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব আর এক মনুষ্য আছে। শাস্ত্রে বলে, ঐ বৃক্ষ "উর্দ্ধমূলমধঃ শাখং" উহার মূল উর্দ্ধে মাথা নীচে। উহা চরাচরের নমুনা বা ছাঁচস্বরূপ। ঐ বৃক্ষ আপনাদের শরীর ও পৃথিবীর বৃক্ষাদি। প্রচলিত গীতে আছে 'তার লতায় পাতা, পাতায় লতা,

আসমানে তার মূল'। উহার কল্পবৃক্ষ কামধেনু অক্ষয় বটাদি নাম। উহার সেবায় ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। উহার আর একটী নাম জ্যোতির্ব্রহ্ম, জগৎরূপে বিস্তৃত। বৃক্ষটী অমর, উহার বিনাশ নাই। চন্দ্রমা জ্যোতির্ব্রহ্মের সহিত উহাঁরও অমাবস্যা পৌর্ণমাসী তিথি অনুসারে হ্রাস বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ নিরাকার সাকার হইয়া থাকেন, বলিয়া বোধ হয়। শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে সূর্য্যোদয়ের অনতিপূর্ব্বে চন্দ্রমার ভিতর বৃক্ষ দেখা যায়। কোন দিন ঐরাবত কোন দিন উচ্চশ্রবা এক পা ঐ বৃক্ষের মূলে ও তিন পা আকাশে এবং দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া আছে দেখা যায়। জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে ঢাকা পড়ে, স্পষ্ট আর দেখা যায় না, ছায়ারূপ বোধ হয়। দুই এক ঘণ্টা বেলা থাকিতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বৃক্ষ উল্টা থাকে। তাহার পর এক প্রহর বেলা পর্য্যন্ত বৃক্ষ সোজা হয়। বৃক্ষের নীচে শূন্যের উপর একজন মানুষ ও তাহার মাথার উপর মুকুটের ন্যায় বৃক্ষ দেখায়। জ্যোতিঃস্বরূপ দেখাইলে প্রত্যক্ষ স্পষ্ট দেখা যায়।

বৃক্ষের যে তিনটী শাখা তাহা ত্রিগুণ, জগৎরূপ বিস্তার, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ, কারণ বিন্দু। উল্টা সোজা পরব্রহ্মের লীলা মাত্র। জলে নিকটস্থ বৃক্ষের ছায়া পড়িয়া দুইটি দেখায়—একটী উল্টা, একটী সোজা। কিন্তু বৃক্ষ একই। আদিতে জ্যোতিঃ জল হইতে জমাইয়া পৃথিবী গড়েন, যেমন দুধ হইতে দধি জন্মে। উপর হইতে বৃষ্টি পড়িয়া পৃথিবীর আধারে থাকিয়া যায়। পৃথিবীর নীচে কেবল শূন্য আকাশ, যেমন উপরে তেমনই নীচে। তাহার পরে বৃক্ষাদি তৃণ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয়। তাহার পর পক্ষী ইত্যাদি। তাহার পর পশু। তাহার পর মনুষ্য। চরাচর, রাজা প্রজা জ্যোতির্ব্রহ্মের ফল ফুল। সকলেই উহাঁর রূপ।

অমৃতরূপী চন্দ্রমা।

চন্দ্রমা জ্যোতির্ব্রহ্মেরই নাম অমৃত। সেই অমৃত পানে জীব অমর হয়। অমৃত শব্দে লক্ষিত শুদ্ধ, চেতন, কারণ পরব্রহ্মকে যিনি পান করেন তিনি অমর অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হন। রাজা প্রজা, রবি শশী এই দুই জ্যোতির্মূর্ত্তিকে একভাবে উপাসনা করিবে, কোন মতে ভিন্ন ভাবিবে না। "অমৃতোঽপিধানমসি স্বাহা" ও "অমৃতত্তোপস্তরণমসি স্বাহা" আহারের শেষে ও আরম্ভে এই দুই মন্ত্র উচ্চারিত হয়। এখানে স্বাহা শুদ্ধ, পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাই অমৃত শব্দে বর্ণিত।

যিনি ইহাঁকে প্রীতিপূর্ব্বক পান করেন তিনি অমর, পৃথ্বীশ্বর হন, তাঁহার কোন অন্য কামনা থাকিলেও পূর্ণ হয়।

সূর্য্যনারায়ণের নাম দেব ঈশ্বর। উনি কবিদিগের ঈশ্বর, আত্মবোধ প্রার্থী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের ঈশ্বর। ইনি কণ্ঠ জিহ্বার উপর সদাই সরস্বতী রূপে অধিষ্ঠিত। ইনি সকল ভ্রম, দ্বৈত ভাবকে নাশ করিয়া পূর্ণরূপে আপনিই বিরাজমান থাকেন। এই অবস্থা যাঁহাতে ঘটিয়াছে সেই জ্ঞানী পণ্ডিতের নাম ঈশ্বর। তিনি সকল জীবকে আপনার আত্মা তুল্য জানিয়া সকলেরই উপর সমান দৃষ্টিতে দয়া করেন। নিরালম্ব আকাশে, দশদিকে চরাচর, স্ত্রী পুরুষ জীবের ভিতরে বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজমান জ্যোতির্ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী। যেমন আকাশের প্রতিবিম্ব ঘরের ভিতর ও বাহিরে ব্যাপ্ত আছে তেমনই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, আত্মা, চরাচরের ভিতরে ও বাহিরে পরিপূর্ণ।

বারের মাহাত্ম্য।

কেহ বা রবিবারকে সূর্য্যনারায়ণের দিন আর কেহ বা সোমবারকে চন্দ্রমার বলিয়া মান্য করেন। বিচার করিয়া দেখুন যুগ, বৎসর, পক্ষে তথা সাতটী বারে এক সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্মই থাকেন, দিনে সূর্য্যনারায়ণরূপ আর রাত্রে চন্দ্রমারূপ। সকল দিনই এক পরব্রহ্মেরই জানিবেন। অবোধ লোক পৃথক্ পৃথক্ মনে করেন, ইহা ভ্রম মাত্র।

জ্যোতির্ব্রহ্মে নানা নাম কল্পনা।

অজ্ঞানবশতঃ জীবের বিচার নাই যে, আমি কে? আমার স্বরূপ কি? আর পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের কি রূপ? তিনি কে? তিনি কোথায়? বিচার অভাবে আপনারা পরম জ্যোতির্ব্রহ্মের নানা নাম কল্পনা করিয়াছেন। যথা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, অগ্নি, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা। একই জ্যোতিঃ নেত্র দ্বারে তেজোরূপে, কর্ণদ্বারে আকাশরূপে নাশিকা দ্বারে বায়ুরূপে সকলকে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন।

জগন্নাথ।

জ্যোতিঃস্বরূপেরই এক কল্পিত নাম জগন্নাথ। ইনি চরাচরকে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন; সমস্ত শরীরের ভিতর বাহিরে পরিপূর্ণ আছেন। চক্ষু হইতে ইনি

আপন শক্তি গুটাইয়া লইলে সকল চক্ষুই অন্ধ হইয়া যাইবে। শ্রবণশক্তি সঙ্কোচ করিলে, সকলেই বধির হইয়া যাইবে, প্রাণশক্তি সঙ্কোচ করিলে সকল শরীর মরিয়া পড়িয়া থাকিবে। তৃণ বৃক্ষ পর্য্যন্ত শুকাইয়া যাইবে। এই জ্যোতিঃস্বরূপ জগন্নাথ, সদা অবিনাশী, সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ রূপে বিরাজমান। পুরীর কাঠের প্রতিমা জগন্নাথ নহে। উহাকে অগ্নিতে দিলে ভস্ম হইয়া যাইবে। আপন অনাদি সনাতন ইষ্ট গুরু জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া রাজা প্রজা পশু সমান হইয়াছে, বল বুদ্ধি হীন হইয়া কল্পনার তাড়নে স্থানে স্থানে কাতর ভাবে ভ্রমণ করিতেছে। বুদ্ধি মন্দ হইলে মিত্রকে শত্রু, শত্রুকে মিত্র, সত্যকে অসত্য, অসত্যকে সত্য বোধ হয়। "আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি।" পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই সত্য মিত্র এবং মঙ্গল। অসত্য পদার্থে নিষ্ঠা সর্ব্বত্র অমঙ্গল জানিবে।

জগন্নাথ প্রভুর হাত পা কাটা কেন? পূর্ব্বে পূর্ব্বে অধার্ম্মিক দৈত্য কর্ত্তৃক সাধু পীড়ন নিবারণার্থে জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম লীলাছলে অবতার রূপ ধরিয়া দৈত্য নাশান্তে কারণে স্থিত হইতেন। এই সমস্ত লীলা সমাপ্ত করিয়া এখন ইনি মৌনরূপে বিরাজমান। ইহারই নাম হাত পা কাটাইয়া বসা। জ্যোতিঃস্বরূপ ত মানুষ নহেন যে হাত পা কাটাইবেন? বিচার করিয়া দেখুন। কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে, শুনিয়াই কাকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইবেন না, কাণে হাত দিয়া দেখুন যে বাস্তবিক কাকে কাণ লইয়া গিয়াছে কি না।

অবতার হইবার কারণ।

গীতা বলেন,——

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুরাচারদিগের বিনাশ ও ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি জন্মগ্রহণ করি, অর্থাৎ ঈশ্বর করেন। বহুরূপী যেমন একজন হইয়াও নানা রূপ ধারণ করে, কখন কখন পুরুষ কখন বা স্ত্রী, কখন বা বৃদ্ধ, কখন বা যুবা ইত্যাদি। কিন্তু যে বহুরূপী সে সেই একই ব্যক্তি। নানা রূপ ধারণ

করায় নানা নাম। এইরূপে যে যুগে যে কার্য্য করিতে হইয়াছে সেই যুগে সেই মত রূপধারণ করিয়া দুঃখ মোচন করিয়াছেন। কার্য্যশেষে আবার অবতার পুরুষ পূর্ণরূপে লয় পাইয়াছেন। এই প্রকারে পরব্রহ্মের নানা নাম কল্পনা সত্ত্বেও আদ্যন্তে পরব্রহ্ম পরব্রহ্মই আছেন।

নষ্টচন্দ্র ও মৃগাঙ্ক।

অনেকের বিশ্বাস যে, চন্দ্রমাকে গৌতম মুনি মৃগচর্ম্ম দ্বারা মারিয়াছিলেন বলিয়া উঁহাতে মৃগাঙ্ক দাগ হইয়া গিয়াছে। আবার কাহারও বিশ্বাস যে,ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা চতুর্থীতে নষ্টচন্দ্র ও শুক্ল চতুর্থীতে হরিতালিকায় চন্দ্র দেখিলে কলঙ্ক হয়। একথা সত্য যে, যিনি ইহা বলেন বা শুনেন তাঁহার কলঙ্ক, তাহার মুখে চুণকালি। বিচার করিয়া দেখুন যে, এই আকাশে কেবল জ্যোতির্ম্ময়ই বিরাজমান। উঁহার ইন্দ্রিয় কোথা? উনিত সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের ভিতর বাহির পরিপূর্ণ, উঁনিই সমস্ত জগৎ। গৌতম মুনি পৃথিবী হইতে উড়িয়া মৃগচর্ম্ম মারিয়াছিলেন। ইহা কি আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন? এরূপ বিচারকে ধিক্কার। একথা যে বলে ও শুনে তাহাদিগকেও ধিক্কার। উঁনি স্বয়ং পরম জ্যোতিঃ ঈশ্বর জগৎ জননী জগৎ পিতা মাতা।

ভবিষ্যোত্তর পুরাণান্তর্গত আদিত্য হৃদয় হইতে শ্রীভগবানোক্ত কয়েকটী শ্লোক সংগৃহীত হইল।—

আদিত্যং পশ্যতি ভক্ত্যা মাং পশ্যতি ধ্রুবন্নর।
নাদিত্যং পশ্যতি ভক্ত্যা ন স পশ্যতি মাং নরঃ॥
আদিত্যং চ শিবং বিন্দ্যাচ্ছিব মাদিত্যরূপিণম্।
উভয়োরন্তরং নাস্তি আদিত্যস্য শিবস্য চ॥ ১৬॥

নমঃ সবিত্রে জগদেক চক্ষুষে জগৎপ্রসূতিঃ স্থিতিনাশ হেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরঞ্চি নারায়ণ শঙ্করাত্মনে॥ ৩৯॥

এবং ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং বিভুং॥ ৫৭॥

ত্বং জ্যোতিস্ত্বং দ্যুতি ব্র্হ্মা ত্বং বিষ্ণু স্ত্বং প্রজাপতিঃ।
ত্বমেব রুদ্রোরুদ্রাত্মা বায়ুরগ্নিস্ত্বমেবচ।
এষোভূতাত্মকো দেবঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃসনাতনঃ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং পরমেষ্ঠি প্রজাপতিঃ ॥ ৬৬ ॥
কালাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা বেদাত্মা বিশ্বতোমুখঃ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি সংসারভয়নাশনঃ ॥ ৬৭ ॥

এই সকল শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, এই জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর, উৎপত্তি, পালন ও সংহার কর্ত্তা, সমস্ত চরাচরের পিতা মাতা গুরু আত্মা ও সমস্ত ফল দাতা, সর্ব্ব দুঃখ মোচন কর্ত্তা।

অবতার ঋষি মুনির নাম।

ভিন্ন ভিন্ন যুগে অবতারের নাম ভগবতী, দেবী, মহাশক্তি, দুর্গা, মহামায়া, সীতা, মহাবীর, কালীমাতা, কচ্ছপ, মৎস্য, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, বুদ্ধ, জগন্নাথ, শিব, মহাদেব, গণেশ, পার্ব্বতী ইত্যাদি হইয়াছে বুঝিবেন। ঋষি মুনিরও নানা নাম। যথা, উদ্দালক, যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ব্যাস, শুক, কপিল, নারদ, পরাশর, অঙ্গিরা, ঋষ্যশৃঙ্গ, গোতম, দত্তাত্রেয়, রামানন্দ স্বামী, শঙ্করাচার্য্য, দাদূ, গোরক্ষনাথ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অর্জ্জুন, নানকদাস, তুলসীদাস, সুরদাস, কাক্‌ভুসণ্ডী, কবীরদাস, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, বামদেব, মহম্মদ, ঔলিয়া, পয়গম্বর, রবিদাস, সদনাকসাই, সুপনভক্ত, মীরাবাই ইত্যাদি নামের অন্ত নাই। সমুদ্রে নানাপ্রকার ফেণ বুদ্‌বুদ্ ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উৎপন্ন হইয়া পুনশ্চ সমুদ্রেই লয় হইয়া যায়। কিন্তু সমুদ্র একই ভাবে সদা পরিপূর্ণ। সমুদ্র শব্দে পূর্ণপরব্রহ্ম, ফেণ বুদ্‌বুদ্ শব্দে অবতার, ঋষি, মুনি, ভক্তজন ইত্যাদি বুঝিবেন। বৃহৎ বৃহৎ ফেণ বুদ্‌বুদ্ অবতার। উহা হইতে মধ্যম, ঋষি মুনি ইত্যাদি ভক্তজন। উহা হইতে আরও ক্ষুদ্র সাধারণ লোকে। ইহাঁরা, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনশ্চ উহাতেই লয় পাইতেছেন। সমস্তই উহার রূপ। পূর্ণ পরব্রহ্ম একই ভাবে পরিপূর্ণ।

নিরাকার সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ একই ভাবে প্রকাশমান। কিন্তু প্রয়োজন হইলে আরো কত হইবেন তাহার অন্ত নাই। সমুদ্ররূপী জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মার সভক্তি উপাসনায় ঋষি, মহাত্মা, সাধু, ওলিয়া, পীর, পয়গম্বর, ইত্যাদি হইয়াছেন; রাজা প্রজা, আপনারা তাঁহাকেই চিনিয়া উপাসনা করুন আপনারাও সেইরূপ মহাত্মা হইতে পারিবেন। নচেৎ ফেণ বুদ্‌বুদ্‌কে ফেণ বুদ্‌বুদ্‌ উপাসনা করিলে কি হইবে? কেহ বলেন, অমুক অবতার বা ঋষির উপাসনা কর, তোমার মুক্তি হইবেক। কিন্তু উনি ভিন্ন অন্য কেহ মুক্তি দিতে পারেন না। বিচার করিয়া দেখ, যখন উহাদের জন্ম হয় নাই তখন কিরূপে মুক্তি হইত? কেন ভ্রমে পড়িতেছ পূর্ণ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা রাখ। বিরাটরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে, তোমরা রাজা, প্রজা, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, নমস্কার এবং প্রণাম কর; তোমাদিগের সকল অনিষ্ট এই জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরু মোচন করিবেন। ইহা সত্য সত্য জানিবে।

বিষ্ণু ও মহেশের বাসস্থান।

কেহ বলেন, ক্ষীর সমুদ্রে, বৈকুণ্ঠে আর গোলকধামে বিষ্ণু ভগবান অবস্থিতি করেন। তুলসী দল উহাঁর প্রিয়, কৃষ্ণরূপে উনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। মহাদেব কাশীতে, উত্তরাখণ্ডে, আর কৈলাসে বাস করেন। বিল্বপত্র উহাঁর অতি প্রিয়, হলাহল বিষ পান করিয়াও উহাঁর কাল বা মৃত্যুর ভয় নাই, উহাঁর গলায় সাপ, উনি বৃষবাহন। বিচার করিয়া দেখুন, যাঁহার নাম বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ পরব্রহ্ম তাঁহার হৃদয়ে কত পৃথিবী, কত ব্রহ্মাণ্ড, কত সমুদ্র। এক পৃথিবীর উপরই কত পাহাড় পর্ব্বত তাহার সংখ্যা নাই। ইহাদের কত ভার, ইহা কোন আধারে আছে, ইহাকে কে ধরিয়া রাখিয়াছে? তুচ্ছ তুচ্ছ কথায় বদ্ধদৃষ্টি হইয়া ভ্রমে পড়িও না। যাঁহার নাম বিষ্ণু ভগবান ও বিশ্বনাথ উহাঁকে জান, যে উনি কে, উহাঁর কি রূপ, কোথায় আছেন। যদি বিষ্ণু ভগবান ক্ষীর সমুদ্রে, বৈকুণ্ঠে ও গোলকে আর বিশ্বনাথ কাশী, উত্তরাখণ্ড ও কৈলাসে আপন আপন ঘরে পৃথক পৃথক থাকেন তবে এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের

কার্য্য কিরূপে চলিতেছে, রাত্রদিন কিরূপে হইতেছে, সকলের অন্তরে কাহার প্রেরণা দ্বারা জ্ঞান ও মুক্তি হইতেছে, লোকে বিদ্যা অর্জ্জন করিতেছে, নারীদেহে সন্তান জন্মিতেছে। জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিরূপে গঠিত হইতেছে, হাতের স্থানে হাত, পায়ের স্থানে পা, কাণের স্থানে কাণ, মুখের স্থানে মুখ, ইত্যাদি। বিনা চৈতন্য ব্রহ্মবুদ্ধি ইহা কিরূপে হইতে পারে? বিনা হাতের সাহায্যে ঘটী, বাটী ইত্যাদি কিরূপে গঠিত হইতে পারে? বিনা চৈতন্য চরাচরের কার্য্য কিরূপে চলিতেছে? পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চরাচরের ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ। উহাঁর সকল পদার্থই প্রিয়, কোন বিশেষ পদার্থ উহাঁর প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। বিশেষ করিয়া উনি কোন স্থানেই নাই। অথচ সকল স্থানেই আছেন। উনি সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ। যতক্ষণ পৃথক্ ভাব বোধ হয় ততক্ষণ বিশেষ স্থানে স্থিতি বা বিশেষ পদার্থ প্রিয় বা অপ্রিয় বোধ হয়। উটের নিমপাতা প্রিয়, হাতীর বটপাতা প্রিয়। নট বা বেদিয়া পেটের দায়ে কতই সাপ গলায় জড়াইয়া বেড়াইতেছে। এজন্য উহারা সে সর্পরূপী কালকে জয় করিয়াছে ইহা ভাবিও না। আর ঐ বিষ অমৃত সর্পাদি অগ্নি ব্রহ্ম সমভাবে ভস্মান্তে আপন রূপ করিয়া নির্ব্বাণ অর্থাৎ নাম রূপ রহিত নিরাকার হইয়া যান। বৃষ আপনাদিগের শরীরের নাম। শরীর কৈলাসে শিব আর আপনারা বাস করিতেছেন অথবা আকাশ কৈলাসে একই জ্যোতিঃমূর্ত্তি দিন রাত্রি প্রকাশমান। তিনিই বা আপনারা শরীর বৃষের উপর আরোহণ করিয়া বেড়াইতেছেন। জ্ঞানের নাম উত্তরাখণ্ড, কণ্ঠ হইতে মস্তক ত্রিকূটী পর্য্যন্ত। আর কণ্ঠের নীচে হইতে পা পর্য্যন্ত দক্ষিণ, ইহা অজ্ঞানের নাম। সকল পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ, উহা চন্দ্রমা জ্যোতির্ব্রহ্মের নাম। প্রাণ অগ্নি ব্রহ্মকে সুমেরু পর্ব্বত জানিবেন। মায়া জগতের নাম ক্ষীর সমুদ্র। জ্ঞানস্বরূপের নাম বৈকুণ্ঠ। মস্তকে বা হৃদয়ে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ জ্ঞানরূপে বিরাজ করিতেছেন, সূর্য্যনারায়ণ উহাঁর স্বরূপ। ইন্দ্রিয়ের নাম গোলোক, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত। শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ বিষ্ণু ভগবান্ চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রেরণায় সকল ইন্দ্রিয় চেতন হইতেছে এবং সকল চেষ্টা ও ব্যবহার কার্য্য চলিতেছে। কারণে স্থিতি হইলে চৈতন্য ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্কোচ করেন। তখন দেখা শুনা বলা বন্ধ হইয়া যায়, হস্ত পদাদি স্থূল ইন্দ্রিয় সকল পড়িয়া থাকে। আপনাদের যে গাঢ় নিদ্রা সুষুপ্তি তাহারই নাম সঙ্কোচ।

শ্রীকৃষ্ণ লীলার গূঢ় তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের বংশী স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বজীবের শরীর। বংশীর ছিদ্র ইন্দ্রিয়। বাদ্যকর কৃষ্ণ শুদ্ধ চেতন ব্রহ্ম শরীর রূপী বংশী বাজাইলে নানা সুর বা ভাব বাহির হইয়া মনুষ্যকে মোহিত করে এবং আপনারা বেদ, বাইবেল, কোরাণ পড়িতে থাকেন। চেতন শক্তির সঙ্কোচে আপনাদের সুষুপ্তি ঘটে, কোন জ্ঞান থাকে না ও শরীর বংশী আর বাজে না। যখন চৈতন্য প্রেরণা দ্বারা সুষুপ্তি ভাঙ্গাইয়া জাগ্রত করেন তখন বংশী আবার নানা সুরে বাজিতে থাকে। বংশীর ছিদ্ররূপী শরীরের ইন্দ্রিয়গণ চৈতন্যের ইচ্ছা ভিন্ন আপনি স্বয়ং কোন মতেই বাজে না। শরীর ও ইন্দ্রিয় না থাকিলে চৈতন্য আপনি স্বয়ং কখনই কথা কহেন না। কেবল চৈতন্য মাত্র হইতে শব্দ বাহির হয় না। শূন্য আকাশেও ত চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণ বিরাজমান তবে শূন্য আকাশে শব্দ হয় না কেন? চেতন জীব বাঁশের বাঁশী লইয়া ছিদ্রে ফুঁ দিলে তবেত বাঁশী বাজে। ছিদ্র না থাকিলে ফুঁ দিলে বাজিবে না। বাঁশের বাঁশীকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহা আর বাজে না। আকাশে চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণ কিন্তু শরীর ইন্দ্রিয় রূপ বংশী না থাকায় শব্দ হয় না। আপনাদের শরীর ইন্দ্রিয় বংশী থাকিলে তবে চৈতন্যরূপী কৃষ্ণ বাজাইয়া সুর বাহির করেন।

রাজা প্রজা আপনাদের ইন্দ্রিয়ের নাম গো। অন্তর্য্যামিচৈতন্য প্রেরণার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টা ঘটাইতেছেন তাহাতে কার্য্য বিচার ও জ্ঞান হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্থাৎ পরব্রহ্ম এইরূপে গোচারণ করিয়াছিলেন ও করিতেছেন এবং করিবেন। এই কৃষ্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার নিগুর্ণ কিম্বা উনিই স্বতঃপ্রকাশ সাকার জগৎরূপ বিস্তার জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি বিরাজমান। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিয়া লইবেন।

নীলকণ্ঠ পক্ষীর বিবরণ।

লোকে বলে, বিজয়া দশমীর পর একাদশীতে নীলকণ্ঠ পক্ষী দেখিলে অখণ্ড পুণ্য হয়। অবোধ লোক ইহার প্রকৃত ভাব না বুঝিয়া বনে বনে নীলকণ্ঠ পক্ষীর উদ্দেশে ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়। কেহ বা ব্যাধকে অর্থ দিয়া বন্দী নীলকণ্ঠ পক্ষী দর্শন করেন। রাজা প্রজা পণ্ডিতের এ বিচার নাই যে, যে পক্ষীকে ব্যাধ ধরিয়া আনে ও যাহা বন্দুকের একটা ছিটায় মরিয়া যায়, সে অপরকে কিরূপে মুক্ত

করিবে। ইহার প্রকৃত ভাব এই যে, দশহারা অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে। যখন দশ ইন্দ্রিয়জয়ে মনের শান্তি হয় তখন নীলকণ্ঠ ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ অন্তর বাহিরে প্রকাশ হন, অর্থাৎ নীল আকাশে এক জ্যোতিঃ দিন রাত্রি প্রকাশমান। চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির্মূর্ত্তি, উহাঁর কণ্ঠে নীলবর্ণ আকাশ। ইনি ব্রহ্মাণ্ডরূপ মায়া বিষ পান করিয়া বিরাজমান। এই নীলকণ্ঠ ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দর্শনে জীব সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া সদা আনন্দরূপ থাকেন। ইহা সত্য সত্য জানিবে।

পঞ্চ মকারের গূঢ় তাৎপর্য্য।

অনেক তান্ত্রিকের মত যে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুনের সহিত পূজা করা আবশ্যক। তাঁহারা প্রমাণ দেন যে,—

"মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুন মেবচ।
মকার পঞ্চকং কৃত্বা পুনর্জন্ম নবিদ্যতে॥"

ইহার যথার্থ আধ্যাত্মিক অর্থ না বুঝিয়া বাসনা বদ্ধ জীব মিথ্যা ভ্রমে ঘুরিয়া বেড়ায়। শুঁড়ির দোকানের মদিরা যাহার পানে ক্ষণিক নিশা ও পরে অনুতাপ হয়, তাহা তন্ত্রোক্ত মদ্য নহে। তন্ত্রে আছে,—

"যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং নিরঞ্জনম্।
তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, পূর্ণ পরব্রহ্মে যোগবলে যে প্রমদ জ্ঞান হয়, তাহাকেই মদ্য জানিবে। নিশাতে উন্মত্ত সুরাপায়ীর যেমন শরীরেরও ঠিক থাকে না তেমনই সংসারের মায়াপ্রপঞ্চ ভুলিয়া পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে নিষ্ঠায় যাহাঁর উন্মত মহদানন্দ সেই যথার্থ মদ্য পান করিতেছে। বারুণী বা মদিরা সাকার জ্যোতির্মূর্ত্তি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের নাম উহাঁকে পান কর সমস্ত ভ্রম ও দুঃখ দূর হইবে।

ভেড়া ছাগল ইত্যাদির মাংসকে মাংস বলা যায় না।

"মাং সনোতিহি যৎকর্ম্ম তান্মাংসং পরিকীর্ত্তিতম্।
নচ কায় প্রতীকস্তু যোগিভি র্মাংস মুচ্যতে॥"

ভগবান কহিতেছেন যে, সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্থাৎ পরব্রহ্মে অর্পণ করাই মাংস, নচেৎ জীবের শরীর কাটিয়া মাংস আহার করাকে যোগিগণ মাংস বলেন না। গীতাতেও আছে যে,—

"যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং॥"

যে কর্ম্ম করিবে, যাহা ভোজন করিবে, হোম করিবে, দান করিবে, তপস্যা করিবে, সমস্ত পরব্রহ্মে অর্পণ করা আবশ্যক। সমস্ত শুভ কর্ম্ম পরব্রহ্মে অর্পণ করিলে পাপ পুণ্যের ভাগী হইতে হইবে না।

"মৎসমান্ সর্ব্বভূতেষু সুখ দুঃখাদি মৎপ্রিয়ে।
ইতি যৎসাত্ত্বিকং জ্ঞানং তন্মৎস্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

সমস্ত জীবের সুখ দুঃখ আপন সুখ দুঃখ সমান বোধ এই সাত্ত্বিক জ্ঞানকে মৎস্য বলে। শ্বাস প্রশ্বাস অর্থাৎ প্রাণ অপাণ যাহা চলিতেছে তাহাকেও মৎস্য বলে।

"সৎ সঙ্গেন ভবেন্মুক্তি রসৎসঙ্গেন বন্ধনম্।
অসৎসঙ্গ মুদ্রণং যৎ তন্মুদ্রা পরিকীর্ত্তিতম॥"

সৎসঙ্গ হইতে মুক্তি হয় কি না সৎগুরু চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুর সহিত সঙ্গ করিলে জীবের মুক্তি। অসৎ ইন্দ্রিয় ভোগ্য পদার্থে আসক্ত হইলে জীবের বন্ধন। এই অসৎ সঙ্গকে ত্যাগ করিয়া সত্যে নিষ্ঠা করিবার নাম মুদ্রা।

"কুলকুণ্ডলিনী শক্তি দেহিনাং দেহ ধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ অপাণকে রোধ পূর্ব্বক কুলকুণ্ডলিনী চিৎশক্তিকে জাগাইয়া শিবের কিনা প্রকৃতি পুরুষের সহিত অর্থাৎ জীবকে পরব্রহ্মের সহিত সংযোগ করন অভ্যাসকে মৈথুন বলে। প্রাণ অপাণকে রোধ অর্থাৎ মুখবন্ধ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক "ওঁ সৎগুরু" "ওঁ সৎগুরু" অথবা "ওঁ অঃ ওঁ" জপ করিলে

নিশ্চয়ই সহজে প্রাণায়ামের কার্য্য হয়। তাহাতে অন্তর্যামী অজ্ঞান লয় করিয়া জীবকে আপনার সহিত অভেদে রাখেন। জীব জীবন্মুক্ত হয়।

পঞ্চমকারের যথার্থ ভাব না বুঝিয়া অবোধ ব্যক্তিগণ ব্যভিচার সুরাপানাদি দোষে ডুবিয়া সত্য ভ্রষ্ট হইতেছে। পঞ্চমকারকে পাঁচ তত্ত্ব কি না পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ জানিবে। এই পঞ্চমকার বা পাঁচ তত্ত্ব বিরাট পরব্রহ্মের শরীর। এই পঞ্চমকারকে ব্রহ্মরূপ জানিয়া ইন্দ্রিয় ভোগে অনাসক্ত হওয়া উচিত, সমস্ত চরাচরকে সমদৃষ্টিতে আপন আত্মা বুঝিয়া ব্যবহার করা আবশ্যক।

দেখুন যে, পৃথিবী মকার হইতে অন্ন আদি উৎপন্ন হওয়াতে আপনারা আহার করিতেছেন। জল মকার হইতে চরাচরের তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতেছে। অগ্নি মকার হইতে ক্ষুধা ও অন্ন পরিপাক হইতেছে। বায়ু মকার হইতে নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপী প্রাণ বায়ু চলিতেছে। আকাশ মকার হইতে সত্য অসত্য শব্দ শুনা যাইতেছে।

যাহার যে রুচি হয় তাহাই সে প্রিয় জ্ঞানে পান আহার করে। সেজন্য কাহারও নিন্দা করা উচিত নহে, সকলেই আপনার আত্মা পরব্রহ্মের স্বরূপ। জ্ঞান হইলে আপনিই মন্দ ছাড়িয়া উত্তম গ্রহণ করিবে।

ষট্‌চক্র ভেদ।

শাস্ত্রে বর্ণিত ষট্‌চক্র চরাচর বিরাট পরব্রহ্মের পিণ্ডাকার শরীর। "মূলাধার" "স্বাধিষ্ঠান" "মণিপুর" "অনাহত" "বিশুদ্ধ" ও "আজ্ঞাচক্র"। এই ছয় চক্রের নানা প্রকার অর্থ করা হয়। কিন্তু তোমরা জানিও মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এই যে চারি অন্তঃকরণ মূলাধারের তাহাই চারি দল। স্বাধিষ্ঠানের ছয় দল, কামাদি ছয় রিপু। মণিপুরের দশ দল, দশ ইন্দ্রিয়। অনাহতের বার দল, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও অহংকার। বিশুদ্ধ চক্রের ষোল দল, দশ ইন্দ্রিয়, চারি অন্তঃকরণ, বিদ্যা ও অবিদ্যা। আজ্ঞা চক্রের দ্বিদল, বিদ্যা ও অবিদ্যা। এই ষট্‌চক্রের অতীত যে সহস্র দল সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণ তাহা আত্মাতে নিষ্ঠা কি না সর্ব্বরূপে আমিই আছি এ জ্ঞান।

অন্তর্দৃষ্টিতে বা বহির্দৃষ্টিতে ষট্‌চক্র নামে বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ হইতে কোনও পৃথক্ পদার্থ নাই। যে ষট্‌চক্র তোমার শরীরে তাহাই আকাশে। জন্মের

পূর্ব্বে ষট্‌চক্র কোথায় ছিল এবং মৃত্যুর পর কোথায় থাকিবে? সকল ষট্‌চক্রই পরব্রহ্ম।

নিরাকার ব্রহ্মে ষট্‌চক্র নাই। যখন নিরাকার হইতে ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম সাকার জগৎরূপ বিস্তার হন তখন উঁহার অঙ্গকে ষট্‌চক্র কল্পনা করা যায়। পাঁচ তত্ত্ব, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি, এই ষট্‌চক্র, যে ব্যক্তি এই ষট্‌চক্রকে ভেদ করেন অর্থাৎ এ সকল হইতে অতীত হন তিনি পরব্রহ্মের স্বরূপ হন।

কোন পদার্থ ভেদ বা ছেদ করিতে হয় না। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি রাখিলে আপনা-আপনিই ষট্‌চক্র ভেদ হইয়া যায়। ষট্‌চক্র লইয়া ভ্রমে পড়িবেন না। প্রাণাত্মার নির্ব্বাণে মৃত শরীর ভস্ম হইলে ষট্‌চক্র আপনা হইতে ভেদ হইয়া যাইবে।

এক মুখে অগ্নি আছে অন্য মুখে নাই।

অবোধ বিষমদর্শি লোক বলে, আমার মুখে অগ্নি আছে, আমাকে ভোজন করাইলে অগ্নি প্রসন্ন হইয়া সকল মঙ্গল করিবেন। প্রকৃত পক্ষে এরূপ হইলে যাহার মুখে অগ্নি আছে তিনিই যাহা ভোজন করিবেন তাহা ভস্ম হইয়া অঙ্গাররূপ মল বাহির হইবে। আর যাহার মুখে অগ্নি নাই তাহার ক্ষুধা লাগিবে না, এবং অন্ন খাইলেও পরিপাক হইবে না। অথচ প্রত্যক্ষ দেখুন, পিপীড়া হইতে হাতী পর্য্যন্ত আর রাজা প্রজা স্ত্রী পুরুষ সকলেরই ক্ষুধা পিপাসা, দুঃখ ভয় সমান। জীব মাত্রেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের স্বরূপ। সকলেই পান ভোজন করিতেছে এবং সমভাবে সুখ দুঃখ ভুগিতেছে। সকলের মুখে, সর্ব্ব শরীরে, ভিতরে বাহিরে অগ্নিব্রহ্ম পূর্ণরূপে বিরাজমান। যে কুলেই তাহার জন্ম হউক, ক্ষুধার্ত্ত উপস্থিত হইলেই তাহাকে খাওয়াইবেন। পিপাসার্ত্তকে জল, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, বিবস্ত্রকে বস্ত্র দান ইহাই মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম। যিনি যথার্থ ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগতকে জাতি কুল না জানিয়া অন্ন দিতে অনিচ্ছুক, যিনি ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগত চেতনকে পরিত্যাগ করিয়া জাতি, কুল সম্প্রদায় আর কল্পিত বিশেষ মর্য্যাদা করেন, আত্মদৃষ্টি শূন্য সেরূপ লোককে সমাজে পশুতুল্য জানা উচিত। যে যথার্থকে কষ্ট দিয়া ভেখ সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা রাখে তাহার রাজ্য ধন নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতেই রাজা প্রজার সর্ব্বনাশ হইয়া

গেল। বিচার পূর্ব্বক ব্যবহার কার্য্য কর, সকলকে সমভাবে আত্ম তুল্য দেখ, কাহার সহিত বৈরভাব রাখিও না। তোমাদের এই সনাতন ধর্ম্ম।

রুদ্রাক্ষ ধারণ।

রুদ্রাক্ষ ধারণের প্রকৃত ফল কি? রু শব্দে "জ্ঞান স্বরূপ," "দ্র" শব্দে চন্দ্রমা জ্যোতির্ব্রহ্ম জগৎ বিস্তার স্বরূপ, "অক্ষ" শব্দে নেত্র তেজোরূপ সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্ম। এই জ্যোতির্ব্রহ্মের তপস্যা করিয়া মহাদেব কামনা ও কামকে ভস্ম করিয়াছিলেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ রুদ্রাক্ষকে রাজা প্রজা স্ত্রী পুরুষ সাধু সন্ন্যাসী যে কেহ ধারণ করিলেই সমস্ত পাপ, দুঃখ, অজ্ঞান, মোচন হইয়া সদানন্দ প্রাপ্তি হয়। সাধারণ লোক যাহা ধারন করেন তাহা প্রকৃত পক্ষে রুদ্রাক্ষ বা তুলসী নহে; তাহা অগ্নিতে ভস্ম হইয়া যায়। এ রুদ্রাক্ষ বা তুলসী জীবকে কিরূপে শুদ্ধ করিবে? তাহাত অসৎ পদার্থ এবং জীবত আপনিই শুদ্ধ। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু বিনা দ্বিতীয় কে শুদ্ধ করিতে পারে? অজ্ঞানাবস্থা অশুদ্ধ, জ্ঞান অবস্থা শুদ্ধ। রাজা প্রজা সাধু, সন্ন্যাসী যাহারা এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন তাঁহাদিগকে অবোধ বালক তুল্য জানিবে। জ্যোতিঃস্বরূপই প্রকৃত রুদ্রাক্ষ।

তুলসীর মালা।

তুলসীর বৃক্ষ ও মালা ত্রিগুণময়ী জগৎরূপ বিস্তার মহামায়া, মহালক্ষ্মী, দেবী মাতা সকল ফলদাত্রী। তুলসী বৃক্ষ, চন্দ্রমা জ্যোতির্ব্রহ্ম স্বরূপ। মালা চরাচর শরীর, একই জ্যোতিঃ সূত্রে গাঁথা। রাজা প্রজা সকলেই জ্যোতিঃস্বরূপ তুলসী ও রুদ্রাক্ষের মালা হৃদয় ও মনে ধারণ করিয়া মগ্ন থাক। ইনিই ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ। ইনিই সমস্ত দুঃখ ও ভ্রম মোচন করিবেন।

এই স্থূল শরীরে হাড়ের রুদ্রাক্ষ ও তুলসীর মালা আছে। প্রতি হাতে ও পায়ে একুশ একুশ হাড় মোটে ৮৪, গুহ্যদেশ হইতে মস্তকের নীচে পর্য্যন্ত চব্বিশ হাড়। সর্ব্বসমেত ৮৪+২৪=১০৮, ইহাই এক শত আট দানা, মস্তক সুমেরু। এই পূর্ণ মালা।

রুদ্রাক্ষ ও তুলসী মালায় অবশ্য দ্রব্য গুণ আছে; দ্রব্যগুণ ভাবিয়া সংসার ধর্ম্মে এমন মালা ধারণ করায় কোন দোষ নাই। যাহার ইচ্ছা ধারণ করিবেন। কিন্তু মনে ইহা নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে, জ্যোতির্ব্রহ্মের মালা সর্ব্বদা দিনরাত্রি

হৃদয়ে বিরাজমান রহিয়াছে। "করকে মালা ছোড় দে মম মন্‌কো মালা লে!" এই যথার্থ তুলসী ও রুদ্রাক্ষের মালা।

ত্রিপুণ্ড বিভূতি।

ত্রিপুণ্ড্র বিভূতির অর্থ ত্রিগুণময়ী মায়া জগৎরূপ বিস্তার। ত্রিপুণ্ড্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, অর্থাৎ অগ্নি, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ। কর্ণ দ্বারে আকাশ রূপে, নেত্রদ্বারে তেজোরূপে ও নাসিকা দ্বারে প্রাণরূপে বিরাজমান। এই তিন জ্যোতিকে ধারণ কর তাহাতেই ত্রিপুণ্ড্র ধারণ হইবে ও জ্যোতিঃস্বরূপ সমস্ত দুঃখ মোচন করিবেন। এই ত্রিপুণ্ড্র জ্যোতিঃ সকলের মস্তকে বাস করিতেছেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন যে অন্য প্রকার ত্রিপুণ্ড্র বিভূতিধারণ তাহা বালকের খেলা।

বহির্লিঙ্গের সমন্বয়।

কেহ বলেন যে, রুদ্রাক্ষের মালা ও ত্রিপুণ্ড্র বিভূতি ধারণ জন্য আমার সম্প্রদায়ই পবিত্র। অপরে বলেন যে, তুলসীর মালা ও শ্রীতিলক ধারণ জন্য আমার সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়েই জ্ঞান ও অজ্ঞান সমান, সকলেই পরব্রহ্মের রূপ। শ্রীতিলক সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্মকে ধারণ আর ত্রিপুণ্ড্র বিভূতি বক্ররূপে চন্দ্রমা জ্যোতির ধারণ একই। কিন্তু ইহা লৌকিক বিভূতি নহে। যদি বিভূতি মাখিলে শুদ্ধ হইত তবে হাতী, গাধা, শূকর সদা ধূলার বিভূতি মাখিয়া রহিয়াছে বলিয়া শুদ্ধ। সকলেই বিচারপূর্ব্বক আপন আপন সম্প্রদায়ের মান অপমান জয় পরাজয় ত্যাগ করিয়া যাহাতে সকলে সুখী থাকেন তাহাই করুন। পক্ষপাত করিবেন না।

তীর্থ মাহাত্ম্য।

এক্ষণে কাশী, বদ্রীনারায়ণ দ্বারকা জগন্নাথ আদি কল্পিত তীর্থ দর্শন নিষ্ফল। তীর্থ সকল শেষ হইয়াছে। তীর্থে যাইয়া কিছুই ফল পাইবে না। অর্থ ব্যয়, কষ্ট এবং প্রবঞ্চনা ভিন্ন কোনও তীর্থে ফল নাই। আজকাল তীর্থস্থানে যত পাপ প্রবঞ্চনা পৃথিবীর অন্য কোথাও তত নাই, ইহা অতীব সত্য জানিবে। যাহার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠাভক্তি আছে তাঁহার কল্পিত তীর্থে যাইবার কিছুই প্রয়োজন নাই। তিনি আপন পরিবার ও তীর্থ ইত্যাদিকে শুদ্ধ করিবেন। যাহার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা নাই তিনিই কেবল মিথ্যা ভ্রমরূপ তীর্থ

পর্য্যটনে ব্যস্ত। বাঙ্গালী, মহাত্মা পুরুষেরও এইরূপ উপদেশ। রাম প্রসাদ বলেন, "কাজ কি আমার কাশী ; আমার কেলে মায়ের চরণ কাশী, কালোবরণ ভালবাসি। কাশীতে মৈলে মুক্তি, বটে সে শিবের উক্তি, সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী॥" কমলাকান্তের উক্তি, "তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন হয়োনা রে! তুমি'আনন্দ ত্রিবেণী স্নানে শীতল হও গে মূলাধারে॥" সমস্ত তীর্থ, প্রতিমা আদির মাহাত্ম্য সমাপ্ত হইয়াছে। ইহা সত্য সত্য জানিবেন। রাজা প্রজা আপনারা নানা প্রকার কল্পনায় জড়িত হইয়া ভ্রমজন্য যে কষ্ট পাইয়াছেন ও পাইতেছেন সে সমস্ত পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ক্ষমা করিয়াছেন। এক্ষণে আর তীর্থে যাইতে হইবে না। ঘরে বসিয়া সমস্ত ফল লাভ হইবে, ঘরে বসিয়াই শিবত্ব পাইবেন। জীবেরই নাম শিব। অজ্ঞান থাকিলে জীব, আর জ্ঞান হইলেই শিব।

ভ্রান্তি বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ ভ্রান্তিমুক্তঃ সদাশিবঃ।

বিজ্ঞান হইলে বিষ্ণু ভগবান্ বলে। শব্দের লয় হইলে পরব্রহ্ম আখ্যা হয়। শাস্ত্রে বলে,—

তীর্থানি তোয়োরূপাণি দেবাঃ পাষাণ মৃন্ময়াঃ।

তীর্থে কি বস্তু আছে আর কাহাকে তীর্থ বলে? তীর্থ অর্থে জল। সেই জল জমিয়া বরফ হয়। বরফ হইতে পাথর। ঐ পাথর কাটিয়া প্রতিমা বা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হয়, কল্পনায় তাহারই নাম তীর্থস্থ অমুক দেবতা, অমুকী দেবী। ইট পাথরের মন্দির। কোথাও মন্দির বড় আর কোথাও ছোট। মন্দিরের ভিতর প্রতিমা। যে প্রতিমা তীর্থে সেই প্রতিমাই গ্রামে গ্রামে।

যে ব্যক্তির বিষ্ণু ভগবানে অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মে জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা ভক্তি আছে তাহার তীর্থ প্রতিমা আদি কল্পিত পদার্থে নিষ্ঠায় কি প্রয়োজন? তীর্থে কল্পিত প্রতিমা পদার্থে কোনও প্রত্যক্ষ ঠাকুর থাকে না যে, আপনারা সেখানে গিয়া কষ্ট পাইবেন। সেখানে যে মনুষ্য, যে পশু, যে মৃত্তিকা, যে জল, যে কাষ্ঠ, যে পাথর, যে অন্ন আছে, সেই সমস্ত এখানে ও আপনাদের প্রতি ঘরে ঘরে আছে? ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। সেখানে এমন কিছুই নাই যাহা এখানে নাই। যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সেখানে সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ এখানে আপনাদের শরীরের ভিতর বাহিরে পরিপূর্ণরূপে বিরাজ-

মান। যে ব্যক্তি পূর্ণ পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপকে বা আপনাকে একদেশী অর্থাৎ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থিত বলিয়া বিশ্বাস করে তাহার কোন স্থানে, কোন কালে কোন মতে গতি নাই। তিনি সর্ব্বস্থানে সমভাবে পূর্ণরূপে বিরাজমান। এই চরাচর সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ডে কোন স্থান বিশেষে এবং কোন বস্তু বিশেষে তাঁহার কম বেশী নাই, তিনি সর্ব্বত্রই সমভাবে পূর্ণরূপ বিরাজমান। নাক, কাণ, চক্ষু প্রভৃতি সমস্ত শরীরে তিনি প্রবিষ্ট, সদা সত্য। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, তীর্থসমূহের প্রতিমা সকল একই অগ্নি ভস্ম করিয়া আপন রূপ করিয়া লইবেন। কিন্তু পরব্রহ্ম ভস্ম হন না, তিনি স্বতঃপ্রকাশ। মনকে বিশুদ্ধ করার নামই তীর্থ। "তীর্থাপঃ কিমৎ স্বমনো বিশুদ্ধিঃ।"

বদ্রীনারায়ণ, দ্বারকা, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, জগন্নাথ এই চারি ধাম। ইহাই মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার চারি অন্তঃকরণ, আর চারি বেদ মাতা। নাসা দ্বারে জগন্নাথ, নেত্র দ্বারে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, কর্ণ দ্বারে দ্বারিকাজী, মুখ দ্বারে বদ্রীনারায়ণ। চারিধামের রূপ হইতেছেন, সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা, অগ্নি, আর বায়ুব্রহ্ম। পুষ্করবাজ সমস্ত তীর্থের গুরু। গুরুশব্দ চন্দ্রমা পরব্রহ্ম, কণ্ঠস্থানে ওঁ তপঃ। সর্ব্বতীর্থের রাজা প্রয়াগ ওঁ প্রণব ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ মস্তক ত্রিকূটের পরম জ্যোতির ধারা তিন দিকে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নাসা, নেত্র কর্ণে ত্রিধারা চলিতেছে। অক্ষয়-বটই চন্দ্রমা জ্যোতিঃ। উহাঁতেই ধাম, তীর্থাদি সমুদয়। সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে যে কেহ ধারণ করিবেন তিনিই চরাচর ধাম, তীর্থ ইত্যাদি আপন শরীরে মনের ভিতর পাইয়া নির্ভয়, মুক্তি, জ্ঞান, আনন্দস্বরূপে বিরাজমান থাকিবেন, সমস্ত পাপ ও পুনর্জন্মের সংশয় নষ্ট হইবে। "যায় বদ্রীক্ষে না আবে উদ্রী, কভি না ভৈ দরিদ্রী।" জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণকে পাইয়া কেহ কদাচ দরিদ্র হয় না। উঁহার মুখে চৌদ্দরত্ন।

কাশীধাম শব্দে আকাশ ও এই কায়া, শরীর ক্ষেত্র। গঙ্গা জগৎ-জননী চন্দ্রমা জ্যোতির্ব্রহ্ম আকাশরূপ মন্দিরে একমেব নিরঞ্জন বিরাজমান। কথিত আছে কাশীক্ষেত্রের পঞ্চ ক্রোশের ভিতর মরিলে জীব শিব হয়। শরীর কাশীক্ষেত্রে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়, এই পাঁচ কোষ। স্বরূপ জ্ঞান হইলে দেহস্থ জীব মৃত্যুর সময় নির্ভয় শিব শব্দ বাচ্য হন অর্থাৎ জীবন্মৃত্যুর ভয় ছাড়িয়া আপনিই পূর্ণ পরব্রহ্মের রূপ হইয়া যান।

"কার্য্যং হিকাশ্যতে কাশী, কাশী সর্ব্বং প্রকাশতে।
সা কাশী বিদিতা যেন, তেন প্রাপ্তাহি কাশিকা।"
"কাশী ক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবন জননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা
ভক্তি শ্রদ্ধা গয়েয়ং, নিজগুরু চরণ ধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ঃ সকল জন মন সাক্ষী ভূতান্তরাত্মা
দেহে সর্ব্বং মদীয়ং যদি বসতি পুনস্তীর্থ মন্যৎ কিমস্তি॥"

নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে জীবের কাশী কি না জ্ঞান প্রকাশ হইয়া চরাচরকে প্রকাশ করে। যে মনুষ্যের বস্তু বোধ হইয়াছে তাহারই কাশী প্রাপ্তি হইয়াছে। এই পাঞ্চভৌতিক শরীর কাশী। একমাত্র ত্রিভুবনব্যাপিনী ত্রিলোকতারিণী জ্ঞানই গঙ্গা। শ্রদ্ধা ভক্তি গয়া তীর্থ। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ী সঙ্গম রূপ ব্রহ্মস্থানে ধ্যানরূপ যে মনের গতি তাহাই ত্রিবেণী প্রয়াগ তীর্থ। সর্ব্বজীবের শরীরে যে কূটস্থ চৈতন্য বিরাজমান তিনি বিশ্বেশ্বর অর্থাৎ পরব্রহ্ম। যখন সকল তীর্থই দেহে তখন অপর কল্পিত তীর্থের প্রয়োজন কি? মগহতে অর্থাৎ গয়াতে মরিলে লোকে বলে যে গাধা হয়। "ম" শব্দে মন "গ" শব্দে ইন্দ্রিয়, আর "হ" শব্দে ব্রহ্ম। অজ্ঞান অবোধ অবস্থাকে মগহ জানিবে। যদি পঞ্চ কোষের বোধ বা জ্ঞান না হয়, অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা না হয় তবে মগহতে অথবা কাশী-ক্ষেত্রে যেখানেই মৃত্যু হউক না কেন, যে মরে তাহার জন্ম হইলে অজ্ঞান গাধা স্বরূপ বুদ্ধি হয়, সকলের উপর সমদৃষ্টি থাকে না, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের অথবা আপন স্বরূপের জ্ঞান থাকে না। পরব্রহ্ম স্বরূপ মনো জয়কে সুমেরু ঘাট জানিবে। জগৎরূপ দ্বৈতভাব অজ্ঞান হইতে উত্তীর্ণ হওয়াই সুমেরু ঘাটে স্নান। মনের বহির্বৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া পরব্রহ্মে নিষ্ঠা জন্য শান্তিরূপে বিরাজনই মণিকর্ণিকা। "মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ বা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা বৈ।"

জীব ব্রহ্মের অভেদ বা এক স্বরূপ হওয়া বিশ্রাম ঘাট। পূর্ণরূপে আপনাতে আপনি স্থির হইলেই প্রকৃত বিশ্রাম। তীর্থ বা তিরথ কি না তিনগুণ যুক্ত রথ অর্থাৎ মায়াব্রহ্ম এই শরীর। চক্র বা চাকা ইন্দ্রিয়। ধুর কি না লোহার দাণ্ডা যাহাতে চাকা লাগিয়া থাকে তাহাকে প্রাণবায়ু জানিবে। জ্ঞান চাবুক, শ্রুতি স্মৃতির বিচার লাগাম। মনোরূপ ঘোড়াকে থামাইয়া মান অপমান বাসনা ত্যাগে

শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মে রথসহিত সকলকে লয় করিবে অর্থাৎ জয়পরাজয় ত্যাগ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণ পরব্রহ্মকে সর্ব্ব ব্যাপক দেখিবে। ঘোড়া থামাইলে সমস্ত দ্বৈত ভ্রমের শান্তি হয়, আপনি স্বয়ং যাহা আছেন তাহাই থাকেন। এখন হইতে সমস্ত স্থানই কাশী জানিবে। যেখানে মৃত্যু হইবে সেখানেই শিব হইবে ও সমস্ত ফল পাইবে। বাসনা তাড়িত ভ্রমান্ধ জীব পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপকে হারাইয়া ঘরের সত্যধর্ম্ম সত্যতীর্থকে ফেলিয়া মরীচিকার উদ্দেশে দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া মরিতেছে।

"মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুত।
ইদং তীর্থ মিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসাঃ জনাঃ॥
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষং বরাননে।"

এ বিষয়ে বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান রাজসভাসদ ৺ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যও গাহিয়াছেন যে,—

"আপনারে আপনি দেখ যেওনা মন কার ঘরে,
যা চাবে এইখানে পাবে খুঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥"

কর্ম্মনাশা নদী।

লোকে বলে, কর্ম্মনাশা নদীর জল ছুঁইলে সর্ব্ব শুভকর্ম্ম ধ্বংশ হয়। কর্ম্মনাশা নদী অবিদ্যা অজ্ঞানকে জানিবেন। অজ্ঞানরূপী কর্ম্মনাশায় মগ্ন হইলে সর্ব্ব শুভকর্ম্ম নষ্ট হয় কিনা পরব্রহ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি রহিত হয়। কোন নদীর জলেই শুভকর্ম্ম ক্ষয় বা অশুভকর্ম্ম সঞ্চয় হয় না। সকল নদীতে একই জলরূপ পরব্রহ্ম বিরাজমান। অন্যদিকে, ইহার সার ভাব বিদ্যা, যাহা দ্বারা জীবের সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম নষ্ট হইয়া অদ্বৈত জ্ঞানোদয়ে জীবন্মুক্তি লাভ হয়। শুভাশুভ কর্ম্মক্ষয় না হইলে জীবন্মুক্তি হয় না। একই অগ্নিতে ভাল মন্দ পদার্থ ভস্ম হয়; কর্ম্মনাশা সেইরূপ। মহাদেবী মহাবিদ্যার নাম কর্ম্মনাশা নদী।

গঙ্গাতীর্থ।

আজ হইতে গঙ্গার মাহাত্ম্য সমাপ্ত হইল। ফলের জন্য গঙ্গা স্নান করিলে তাহা নিষ্ফল হইবে। ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবে। যেখানে নির্ম্মল জল

সেইখানেই জ্ঞান গঙ্গামাতার নাম লইয়া স্নান কর আর করাও। ঘরে বসিয়া দ্বিগুণ ফল লাভ হইবে। মনুষ্য অজ্ঞান অবস্থায় এক নদীর জলকে শুদ্ধ পবিত্র এবং অন্য নদীর জলকে অশুদ্ধ জানে। কিন্তু সমস্ত জল একই পরব্রহ্মের রূপ। যে নদীর জল ঘোলা, ভারী, লোণা বা অন্যরূপে পীড়াদায়ক তাহা মনুষ্যের স্নান পানের অনুপযুক্ত। কিন্তু নিরুপায়ে জীবন ধারণ জন্য তাহাই পান করিবে। নির্ম্মল মিষ্ট অপীড়াদায়ক জলই স্নান পানের জন্য প্রশস্ত। সকল নদীর জলই সমুদ্রে যাইয়া লোণা হয়, আবার সেই জল মেঘ হইয়া পরে আকাশ হইতে বৃষ্টিরূপে পড়িলে মিষ্ট হইয়া যায়। সর্ব্বত্রই এ প্রকার পরিবর্ত্তন।

বৈতরণী নদী।

লোকে বলে, গো-দানের গরুর লেজ ধরিয়া বৈতরণী নদী পার হইতে হয়। বৈতরণী নদীর এপারে জন্ম মৃত্যু ভয় সঙ্কুল যমলোক, পরপারে জন্ম মৃত্যু ভয় বর্জ্জিত স্বর্গ। ত্রিগুণময়ী অবিদ্যা মায়া ব্রহ্ম যিনি রজ তমঃ সত্ত্বগুণে জগৎরূপ বিস্তারমান তিনিই বৈতরণী নদী। ইহার এ পারে থাকিলে যমলোক। জ্ঞান প্রকাশে জীব এই ত্রিগুণময়ী বৈতরণী পার হইয়া পরব্রহ্ম গুরু আত্মাতে অভেদে স্থিতি করেন এবং নির্ভয়, জীবন্মুক্ত জ্ঞানরূপ আনন্দময় হইয়া জগতে সকলকে সমদৃষ্টিতে আপনারই আত্মা দেখেন।

স্ত্রী পুরুষ প্রাণীর ইন্দ্রিয়ের নাম গো। সেই গো পূর্ণ পরব্রহ্মকে দান অর্থাৎ বাসনা অহংকার রহিত হইয়া পরব্রহ্মে ইন্দ্রিয় লয়ই গোদান। সেই ইন্দ্রিয় গরুর লেজ এই জ্যোতিঃস্বরূপ বায়ু প্রাণ ব্রহ্ম। সেই লেজ ধরিয়া রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, এই দ্বৈত জগৎরূপ অজ্ঞান বৈতরণী নদী পার হইয়া শুদ্ধ পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মাতে লীন ও সদা নির্ভয়ানন্দে মুক্ত স্বরূপ হন। গরু নামের পশুর লেজ ধরিয়া কিরূপে পার হইবেন? গরু ত আপনাদেরই সম্মুখে মরিয়া যায়, লেজ পচিয়া মাটি হয়। লেজ কোথায় থাকে যে তাহা ধরিয়া মৃত্যুর পর সংসার পার হইবেন? বিনা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা কাহারও ক্ষমতা নাই যে, অবিদ্যা দ্বৈত, অজ্ঞান বৈতরণী নদী পার করেন। তাঁহারই কৃপায় বিচার দ্বারা সকলে পার বা মুক্ত হয়; যেমন বিনা অগ্নি অপর কেহই নাই যে, স্থূল

পদার্থ ভস্ম করেন। ভস্ম করিবেন ত অগ্নিব্রহ্মই করিবেন। নানা কষ্ট অজ্ঞান, দ্বৈতভ্রম, জন্ম মৃত্যু ভয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই ভস্ম করিয়া দেন। কেন নানা ভ্রমে পড়িতেছ? অহংকার ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে নিষ্ঠাবান হও।

একাদশী ব্রত।

একাদশী প্রভৃতি সকল ব্রতের মহাত্ম্য সমাপ্ত হইয়াছে। একাদশী তিথিতে মনুষ্যের শরীরে রস বাড়ে। মাসে দুইবার একাদশী করিলে তাহা শুকায়। এই বুঝিয়া ব্রত করিলে হানি নাই। ফলের লোভে ব্রত করিলে কষ্ট মাত্র লাভ। দশ ইন্দ্রিয়ের এই মনোরূপে স্থিতি একাদশী। মন নাম্নী একাদশী মহাদেবী বীরের বীর ও বড় বড় মহাবলী দৈত্য, শূর বীরের বিজয়ত্রী। ইহাঁকে কেহই জয় করিতে পারে না। ইহাঁর ইচ্ছাতেই ইহাঁর পরাজয়। দশ অনুগত অনুচর ইন্দ্রিয় লইয়া মন সর্ব্ব প্রধান, সর্ব্বেসর্ব্বা। মনোরূপ একাদশী ব্রহ্ম জয় হইলে ব্রহ্মাণ্ড জয় হয়, জীব সুখে থাকে। অতএব দশ ইন্দ্রিয় লইয়া একাদশী মন ব্রহ্মকে শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে লয় করিয়া বাসনা রহিত হও. অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপকে জান। এইভাবে একাদশী ব্রত কর এবং করাও। একাদশী ব্রত স্বরূপ চন্দ্রমা ব্রহ্ম। ইহাঁকে জয় করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়াছে ও হইবে। কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। ইতিপূর্ব্বে মনুষ্যগণ যে তীর্থ ব্রত করিয়াছে তাহার ফল পাইবে। এক্ষণে যাহা করিবে তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। ইহা জ্ঞানি পুরুষ জানেন। এক্ষণে কেবল পূর্ণ পরব্রহ্মের নামে ফল হইবে। যজ্ঞাহুতি করিলে চারি প্রকার ফলই মিলিবে। বিচার পূর্ব্বক বিদ্যা অর্জ্জন ও দান কর।

ব্রতমালা গ্রন্থ।

কথিত আছে যে, ব্রতমালা গ্রন্থ দৈত্যদিগের জন্যই রচিত। বলদৃপ্ত দৈত্যগণ পরাজিত দেবগণকে নানারূপে নির্য্যাতন করিত। দৈত্য রমণীরা পাতিব্রত্যের তেজে যুদ্ধে হত স্ব স্ব পতিকে বাঁচাইয়া দিত। এজন্য নারদ ঋষি বিষ্ণুভগবানের আজ্ঞা পাইয়া ব্রতমালা রচনা করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, গ্রন্থ বর্ণিত ফলের লোভে ব্রত অনুষ্ঠান হেতু দৈত্য নারীর পাতিব্রত্য ভঙ্গ হইলে

হত দৈত্যগণ আর পুনর্জ্জীবিত হইবে না। শুদ্ধচৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাই পতি। তাঁহাকে ছাড়িয়া ফলের লোভে ব্রত করিলে বুদ্ধি তেজ নষ্ট হইবে। তাহাতে সহজেই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম উঠিয়া যাইবে। ব্রতমালা গ্রন্থের এই উৎপত্তি।

এখন উল্টা হইয়াছে। দেবতা স্থানীয় আপনারাই স্বতঃ পরতঃ ব্রত করিয়া তাহার ফলে বলহীন, পাতিব্রত্য ধর্ম্মহীন হইয়াছেন। সত্য ধর্ম্মে আপনাদের আর নিষ্ঠা নাই, স্ত্রীগণও পাতিব্রত্য হীন। পরব্রহ্ম পতি হইতে বিমুখ হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। জড় বুদ্ধি মনুষ্যই দৈত্য। ইন্দ্রিয়কেও দৈত্য বলে। চিত্তের বৃদ্ধি অসত্যের দিকে যাইতে চাহিলে কোন চিন্তা করিবেন না, কিন্তু আপনি যাইবেন না। পরব্রহ্মে নিষ্ঠা রাখিবেন। তিনি সর্ব্বাধিপতি, সর্ব্বত্র মঙ্গল করিবেন।

পাতিব্রত্য।

কথিত আছে যে, স্ত্রী নিজ স্বামীর সেবা করিলে মুক্তি পায়। পতি বর্ত্তমানে স্ত্রীর উপাসনাদি কোন প্রকার পরমার্থ কার্য্যের প্রয়োজন নাই। ইহা সত্য যে, ব্যবহার কার্য্যে স্ত্রীগণের নিজ পতিসেবা কর্ত্তব্য। কিন্তু গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া প্রত্যক্ষ দেখুন যে, পতির আহারে স্ত্রীর উদর পূর্ণ হয় না, পতির ঔষধ সেবনে স্ত্রীর রোগ উপশম হয় না। এইরূপে পরমার্থ কার্য্যে বা মুক্তি বিষয়ে যে যাহা করিবে সেই তাহার ফল পাইবে। স্ত্রী বা স্বামী পরমার্থ উপাসনা করিলে সেই তাহার ফল পায়। এক জনের উপাসনার ফল অপরে পাইতে পারে না। ইহা পার্থিব সঞ্চিত ধন নহে যে একজন অপরকে যথেচ্ছায় দান করিবে বা উত্তরাধিকার সূত্রে বর্ত্তাইবে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই সমভাবে পরমার্থ কার্য্য করা আবশ্যক, তাহাতে উভয়েই আনন্দরূপে থাকিবেন।

প্রতিমা-পূজা।

কাহার মতে ধাতু, পাষাণ, মৃত্তিকার প্রতিমা-পূজা বিহিত। কাহার মতে নিষিদ্ধ। এখানে শান্তভাবে উভয়েরই বিচার করা উচিত। নিবর্ত্তক বলুন, ইহা করিলে কি হানি, না করিলে কি লাভ। প্রবর্ত্তক বলুন, করিলে কি লাভ, না করিলে কি হানি। উভয়ের কথার বিচারে উভয়েরই সুখ আছে। পরব্রহ্ম

এই সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন। সেই রচনার নিয়মে যে দ্রব্যে যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, রাজা প্রজা বিচার পূর্ব্বক সেই দ্রব্যে সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করিবেন। পৃথিবী এই জন্য রচিত হইয়াছে যে, ইহার উপর তোমরা স্বচ্ছন্দে বাস করিবে, উহাতে অন্ন উৎপন্ন করিয়া আহার করিবে, নানা প্রকার বৃক্ষ লতা ফল মূল জন্মিয়া পশু পক্ষীর পালন হইবে, কাষ্ঠ দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ ও রন্ধনাদি সম্পন্ন হইবে।' ইহাই রচনার উদ্দেশ্য। প্রস্তরাদি সৃষ্টি করিয়াছেন যে, উহা দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ, পথ প্রস্তুত ও তৈজস পত্র গঠিত হইবে। সনাতন ইষ্ট দেবতা ভাবিয়া পূজা করিবার জন্য উহার সৃজন হয় নাই। আহার না করিয়া আহারীয় সামগ্রীকে দিবারাত্র পূজা করিলে কোন মতে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে না, আহার করিলে তবে হইবে। সকল বিষয়ে এইরূপ বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া লইবে। জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম গুরু আত্মাকে কেবল মাত্র দেখিলেই যে তোমার তৃপ্তি হইবে এমন নহে, ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহাতে নিমগ্ন থাকিতে হইবে।

প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা।

ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ আপনাদের শরীর প্রতিমা গড়িয়া নানা প্রকার আহার দিতেছেন। তাঁহার ত্রিগুণাত্মা জ্যোতির্মূর্ত্তি তেজোরূপ রাত্রি দিন প্রকাশমান; তাঁহাকে পূজা না করিয়া আপনারা মৃত্তিকা, ধাতু কাষ্ঠ, পাথরের প্রতিমা গড়িয়া ঈশ্বর বোধে নিজে পূজা করিতেছেন ও অপরকে করাইতেছেন। কিন্তু বুঝিয়া দেখুন, আপনিই প্রতিমার নির্ম্মাতা বলিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রতিমাকে ভোগ দিতেছেন বলিয়া পালনকর্ত্তা, বিসর্জ্জন করিতেছেন বলিয়া সংহারকর্ত্তা। তবে আপনি নিজে তাহা হইতে নিঃসন্দেহ মহৎ।

প্রতিমা পূজক নাস্তিক হইতে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু পরব্রহ্মের নামেই প্রতিমার পূজা। কিন্তু একাগ্র হইয়া শুনুন, যাঁহারা জড় প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন তাঁহারা নিজ পুত্রের মৃতদেহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন না কেন? কেন কাঁদিয়া আকুল হন? প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেই ত বাঁচিয়া উঠিবে। দেহ থাকিতেও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় না অথচ জড় পদার্থে ঈশ্বরকে রুদ্ধ করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতেছেন! তিনি যে সর্ব্বব্যাপী, সকল স্থানে সকল পদার্থে পূর্ণভাবে বিরাজমান; এ কথা কেন ভুলিয়া আছেন? আপনারা বলেন, চিত্ত একাগ্র করিবার জন্য প্রতিমা

পূজা। প্রথমে প্রতিমূ-পূজা করিলে ক্রমশঃ চিত্তের একাগ্রতা হইতে পারে বটে। কিন্তু বুঝিয়া দেখুন, চিত্ত একাগ্রতার অর্থ কি? দ্বেষ হিংসা বিরহিত শত্রুভাব-শূন্য চিত্তের পরব্রহ্মে যে লয় ভাব তাহারই নাম একাগ্রতা। জয় পরাজয়, মান অভিমান, দ্বৈত ভ্রমের লয়, সর্ব্ব জীবে সমদৃষ্টি যে, সকলই পরব্রহ্মের রূপ আত্মা, সকলের প্রতি দয়া, সত্য, শীল, সন্তোষ, ধৈর্য্য, ক্ষমা, ব্রহ্মনিষ্ঠা, শুভ কর্ম্ম করিতে করাইতে উৎসাহপূর্ণ উদ্যোগ; এই সকল একাগ্র চিত্তের লক্ষণ। কিন্তু প্রতিমা-পূজায় কি চিত্তের যথার্থ একাগ্রতা হয়, না, তাহার বিপরীত ঘটে? আপনাদের পরস্পরের বৈঁরভাবই বৃদ্ধি হইতেছে। এক হিন্দুদিগেরই মধ্যে পরস্পর বৈরভাবে সংসার উৎসন্ন প্রায়।

যাহার পিতা মরিয়া ভস্ম হইয়াছেন, শরীর আর দেখা যায় না, সে ব্যক্তি পিতৃস্নেহে পিতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া প্রীতি পায় ইহা সত্য। কিন্তু যাহার পিতা জীবিত তাহার কি প্রয়োজন যে, জীবিত প্রত্যক্ষ পিতাকে ত্যাগ করিয়া পিতার কাগজের ছবি বা কাঠ পাথরের প্রতিমা পূজা দ্বারা পিতৃ ভক্তি দেখায়? পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পিতার প্রত্যক্ষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির্মূর্ত্তি বিরাজমান, তবে পুত্রস্বরূপ রাজা প্রজা, কেন তাঁহার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবেন? যদি ঈশ্বর জ্যোতির্মূর্ত্তি পিতা প্রত্যক্ষ না থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতিমা নির্ম্মাণের কথা হইত। ঐ জগৎ পিতার জ্যোতির্মূর্ত্তিই রাজা প্রজা চরাচরের মূর্ত্তি। ঐ প্রতিমাতেই মনুষ্য চিত্ত রাখিবে। আকাশ রূপ মন্দির, গির্জ্জা, মস্‌জিদ্। উহাতে এক ঈশ্বর, গড্, আল্লাহ, খুদা অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাজমান। অপর মন্দির, মস্‌জিদ্ বা গির্জ্জা নির্ম্মাণের কি প্রয়োজন? ঐ মন্দির, মস্‌জিদ্ বা গির্জ্জায় নমস্কার প্রণাম, প্রার্থনা কর, নমাজ পড়। যে দিকে মুখ করিয়া প্রণাম প্রার্থনা নমস্কার নমাজ্ করিবে সেই দিকেই পরব্রহ্ম। তিনি সকল দিক হইতে দেখিতেছেন। জ্যোতির্মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ থাকিলে উঁহার সম্মুখে নমস্কার প্রণাম কর, নমাজ পড়। সেই ব্রহ্ম মূর্ত্তি জ্যোতিঃ প্রতিমাকে ধ্যান করিয়া হৃদয়ে ধারণ কর তাহাতে সকলের চিত্ত একাগ্র হইবে, সকলেরই পরস্পর প্রীতি বৃদ্ধি হইবে, সদা আনন্দ, জ্ঞান, মুক্ত স্বরূপ নির্ভয়ে থাকিবে, বৈরভাব নিঃশেষ হইয়া সকলকেই আত্মাস্বরূপ দেখিবে। নিরাকার সাকার রূপে এক পূর্ণ পরব্রহ্মই সকলের ইষ্ট আত্মা। অথচ কল্পনার বেগে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিমা

গড়িয়া পূজা, ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ইষ্ট বলিয়া বিশ্বাস, নানা কল্পিত নামের একটীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ, আমি যাহা করি সকলে তাহাই করুক, না করিলে নষ্ট হউক এরূপ ইচ্ছা ও ধারণায় উল্টা ফল। ইহাতে চিত্তের একাগ্রতা কি হইবে ? ইহাতে রাজার সহিত প্রজার, পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিতের, গুরুর সহিত শিষ্যের, পিতার সহিত পুত্রের বৈরভাব অনৈক্য, যাহার ফলে পারিবারিক সুখ বা গৃহলক্ষ্মী অন্তর্ধান হইয়াছেন, তাহারই বৃদ্ধি হইবে। এদেশে হিন্দুর মধ্যে যত দেবদেবীর পূজা এমন আর কোন দেশে, কোন ধর্ম্মে নাই আর এত কষ্ট ও পরাধীনতাও অন্য কোন ধর্ম্মে নাই। হিন্দুগণ চঞ্চল চিত্ত ভয়াকুল বিষয়তৃষ্ণায় কাতর। ইহার কারণ কি ? পরমাত্মা বিমুখতা। বিনা জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম কে দুঃখ নিবারণ করিবেন যে চিত্ত একাগ্র হইবে ?

পৌরাণিক পূজা।

আর্য্য অনার্য্য মনুষ্য মাত্রেই মুখে ধর্ম্ম, ইষ্ট দেবতা, মঙ্গলকারী মাতা পিতা বলিয়া স্বীকার করেন এবং আপনার ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদর ও অপরের নিকৃষ্ট জ্ঞানে হেয় করিয়া থাকেন। ফলে সকলেই পরস্পর হিংসা দ্বেষ বশতঃ কষ্ট ভোগ করিতেছেন। অতএব ধর্ম্মাবলম্বী নেতানীত, গুরু শিষ্য প্রভৃতি সকলেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক কল্পিত স্বার্থ ও ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতার ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত নাম শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার পূর্ব্বক সারভাব গ্রহণ কর। যিনি যথার্থ ধর্ম্ম বা মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা মাতা পিতা গুরু আত্মা তিনিই সারভাব বা সত্য। তাঁহাকে চিনিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর ও শরণার্থী হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন কর, যাহাতে তাঁহার প্রসাদে জগতে অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল স্থাপনা হয় এবং জীব মাত্রেই পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি লাভ করে। বিনা বিচারে বস্তু বোধ হয় না। বস্তু বোধ বিনা জ্ঞান নাই। বিনা জ্ঞানে শান্তি নাই। যাহার বস্তু বোধ আছে তাহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান আছে তাহার শান্তি আছে।

প্রথমতঃ বুঝিয়া দেখ, তোমরা যে ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা, জয়া বিজয়া, দুর্গা, কালী, সরস্বতী, গায়ত্রী সাবিত্রী মাতা, ঈশ্বর গড্ আল্লা খোদা পরমাত্মা ব্রহ্ম ভগবান্ প্রভৃতি অসংখ্য নাম কল্পনা করিয়া পরস্পর দ্বেষ হিংসা বশতঃ অশান্তি

ভোগ করিতেছ সে কি একই ধর্ম্ম বা ইষ্ট দেবতার নাম, না, বহু ইষ্টদেবতার বহু নাম? শাস্ত্রে ও লোকে দুইটী শব্দ সংস্কার প্রচলিত আছে—এক মিথ্যা, এক সত্য। তোমার ধর্ম্ম বা ইষ্ট দেবতা দুর্গামাতা ঈশ্বর আল্লা প্রভৃতি মিথ্যা না সত্য, তাঁহারা কোথায় আছেন, কি বস্তু? যদি বল মিথ্যা, তবে কাহারও ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। যদি সেই মিথ্যা ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা হইতে জগৎ ও জগতের অন্তঃপাতী তোমরা হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরাও মিথ্যা। তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই মিথ্যা এবং সকলেরই ধর্ম্ম একই মিথ্যা হওয়ায় দ্বেষ হিংসা প্রভৃতির স্থল নাই। যদি বল বা বোধ কর যে, তোমাদের ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা সত্য, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। সত্য কখনও মিথ্যা হয় না। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য স্বতঃপ্রকাশ, সত্যের সৃষ্টি স্থিতি নাশ নাই। সত্য সমভাবে দৃশ্যে অদৃশ্যে বিরাজমান। সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটিতেছে। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা সত্য হইতে হইয়াছে, সত্যের রূপমাত্র। সত্য আপন ইচ্ছায় নিরাকার হইতে সাকার হন অর্থাৎ সত্য স্বয়ং কারণ হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নানা নামরূপাত্মক জগৎ ইত্যাকারে প্রকাশমান হইতেছেন। পুনশ্চ স্থূল নামরূপ সূক্ষ্মে লয় করিয়া সেই সূক্ষ্ম আবার কারণে স্থিত হইতেছেন।

যখন সত্য জগৎরূপে প্রকাশমান হন তখন নানা নামরূপ বোধ হয়, তাহাকে সৃষ্টি বলে। যখন নানা নামরূপ সঙ্কুচিত করিয়া তিনি কারণে স্থিত হন তখন তাহাকেই প্রলয় বলে। যেমন জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় তুমি নানা শক্তি, নানা নামরূপে চেতন হইয়া সমস্ত কার্য্যকর—ইহা সৃষ্টি। আর যখন জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থায় থাক তাহাকে প্রলয়, জ্ঞানাতীত, নির্গুণ ভাব বলে। পুনশ্চ জাগ্রত বা প্রকাশাবস্থায় নানা শক্তি সহযোগে নানা কার্য্য করিয়া থাক। জগৎ বা তোমরা সত্য হইতে হইয়াছ, তোমরা সত্য। তোমাদের জ্ঞান বিশ্বাস ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই সত্য ও যাঁহাকে ধর্ম্ম কর্ম্ম বা মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ তিনিও সত্য। এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সেই একই সত্য কারণ সূক্ষ্ম স্ত্রী পুরুষ নামরূপ লইয়া সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান নির্ব্বিশেষ। তিনি অনন্ত শক্তির দ্বারা অনন্ত প্রকারের কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন

এই একই পূর্ণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে ও লোক ব্যবহারে দুইটী শব্দ সংস্কার আছে। এক, অপ্রকাশ, নিরাকার, নির্গুণ, জ্ঞানাতীত। অপর, প্রকাশ, সাকার, সগুণ, দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গোচর, জ্ঞানময়। নিরাকার জ্ঞানাতীত ভাবে ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই, যেমন তোমাদের সুষুপ্তির অবস্থায়। সাকার সগুণ জ্ঞানময় ভাবে তিনি অনন্ত শক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কার্য্য করিতেছেন। নিরাকার ও সাকার ভাবে একই বিরাট ব্রহ্ম পূর্ণরূপে বিরাজমান।

এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম বা বিষ্ণু ভগবানের বেদাদি শাস্ত্রে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-রূপ গ্রহদেবতা বা শক্তির বর্ণনা আছে। বিরাট ব্রহ্মের জ্ঞাননেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা জ্যোতিঃ মন, আকাশ মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল-নাড়ী, পৃথিবী চরণ। এই বিরাট ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই বিরাট ব্রহ্ম বা তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গ্রহ বা শক্তি বা মায়া বা দেবদেবী, প্রকৃতি পুরুষ, যুগলরূপ, ওঁকার, সাকার নিরাকার, ঈশ্বর পরমেশ্বর, গড্ আল্লা খোদা; ধর্ম্ম, ইষ্টদেবতা প্রভৃতি নানা নাম কল্পিত আছে। ইনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা, মঙ্গলকারিণী হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখ, যখন যাহা কিছু আছে বা যিনি আছেন তাঁহারই এক কল্পিত নাম বিরাট ব্রহ্ম তখন তিনি ব্যতীত তোমাদের ধর্ম্ম ইষ্টদেবতা দেব দেবী কোথায় থাকিবেন ও কি হইবেন। যদি থাকেন ত ইহাঁরই অন্তর্গত আছেন। এই মঙ্গলকারী এক অক্ষর ওঁকার বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা গুরু আত্মা হইতে জীব মাত্রেরই স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি, পালন ও লয় হইতেছে। ইহাঁর চরণ বা শক্তি পৃথিবী হইতে জীবের হাড় মাংস গঠন ও অন্নাদি উৎপন্ন হইয়া জীবের পালন হইতেছে। নাড়ীরূপী শক্তি বা দেবতা জল হইতে বৃষ্টি হইয়া অন্নাদি উৎপন্ন হইতেছে ও জীব স্নান পান করিতেছেন এবং এই জলই জীবের রক্ত রস নাড়ী। মুখ শক্তি বা দেবতা অগ্নি হইতে দেহস্থ অগ্নি, ক্ষুধা পিপাসা, আহার পরিপাক ও বাক্য উচ্চারণ হইতেছে। তাঁহার শক্তি বা দেবতা প্রাণ বায়ু হইতে জীবের নাসিকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে। তাঁহার মস্তক আকাশ শক্তি বা দেবতা হইতে জীব কর্ণের ছিদ্রে শব্দ গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার মনোরূপী চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ জীবের মনোরূপে

অবিরত সঙ্কল্প বিকল্প উঠাইতেছেন, "ইহা আমার, ইহা তোমার" ইত্যাদি ও স্বরূপ বোধ জন্মাইতেছে। মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্মের শক্তি বা জ্ঞাননেত্র সূর্য্যনারায়ণ জীবের মস্তকে চেতনা রূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার প্রকাশে জীব মাত্রেই চেতন হইয়া নেত্রদ্বারে রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও সত্যাসত্যের বিচার করিতেছেন। যখন বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ তেজোময় জ্ঞান জ্যোতিঃ মস্তক বা নেত্র হইতে সঙ্কোচ করেন তখন জীবের জ্ঞানাতীত নিদ্রা বা সুষুপ্তির অবস্থা ঘটে। যে জীবকে তিনি শোয়াইয়া রাখেন সে জীব শুইয়া থাকে, যাহাকে জাগাইয়া রাখেন সে জাগিয়া জগতের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করে। এইরূপে বিচার করিলে দেখিবে যে, তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ পতঙ্গের উৎপত্তি, যাহার দ্বারা তোমার জগতের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ। ইহার কোন একটি অঙ্গ বা শক্তির অভাব বা কার্য্যে বিরতি ঘটিলে তোমরা মুহূর্ত্তকাল থাকিতে বা নিজের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে না। পৃথিবীর অভাবে একে ত শরীর উৎপন্নই হইতে পারে না, অধিকন্তু অন্নাভাবে শরীর নষ্ট হয়। সময়মত এক গেলাস জল না পাইলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয়। অগ্নিমান্দ্য হইলে পরিপাক শক্তি নষ্ট ও শরীর শীতল, নিস্তেজ হয়। তখন সেকাদির দ্বারা চিকিৎসক অগ্নির আধিক্য ঘটাইয়া জীবন রক্ষার চেষ্টা করেন। দেহস্থ অগ্নির নির্ব্বাণে জীবের মৃত্যু হয়। বহির্ম্মুখী অগ্নিদ্বারা রন্ধনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জীবের ব্যবহার কার্য্য চলে। বায়ুর অভাবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, আকাশের অভাবে শব্দ শক্তির বিনাশ, চন্দ্রমা বা মনের অভাবে উন্মাদ ও সূর্য্যনারায়ণের তেজঃ সঙ্কুচিত হইলে জীবের জ্ঞান-লোপ হয়। এইরূপ বিচার করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে, তোমাদের উৎপত্তি স্থিতির এক মাত্র নিদান এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম। এই যে মাতা পিতা হইতে তোমরা হইয়াছ, তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি না করিয়া, যে নাই এইরূপ কল্পিত মাতা পিতার উদ্দেশ্যে নিষ্ফল শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি করা কতদূর লজ্জা দুঃখ ও ঘৃণার বিষয়! সমস্ত অসৎ ধারণা ও সংশয় পরিত্যাগ করিয়া চাহিয়া দেখ, এই মঙ্গলকারী এক অক্ষর ওঁকার ব্রহ্ম নিরাকার সাকার চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বব্যাপী, নির্ব্বিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজমান। ইনি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ ধর্ম্ম বা মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা হন নাই,

হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। যদি তোমারা ইহাঁকে বিশ্বাস না করিয়া অপর কাহাকেও বিশ্বাস কর, তবে সে অপর কোথায়, কি বস্তু আমাকে বুঝাইয়া দেখাইয়া দাও, আমি তোমাদের নিকট জানিতে চাই।

আরও বুঝিয়া দেখ, যদি প্রকাশমান মাতা পিতা গুরু আত্মা সাকারকে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রকাশ গুরু মাতাপিতা আত্মা নিরাকারকে বা নিরাকারকে ত্যাগ করিয়া সাকারকে পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান স্বীকার কর তাহা হইলে দুয়ের মধ্যে কেহই পূর্ণ বা সর্ব্ব শক্তিমান হইবেন না, উভয়ই একদেশী ব্যষ্টি অঙ্গহীন হইবেন। কি সাকারবাদী, কি নিরাকারবাদী কাহারও পূর্ণ রূপে মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতার উপাসনা হইতেছে না। অপ্রকাশ নিরাকারকে লইয়া প্রকাশমান সাকার ব্রহ্ম পূর্ণ এবং সাকার প্রকাশমানকে লইয়া অপ্রকাশ নিরাকার ব্রহ্ম পূর্ণ। যেমন মূল, শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফল, ফুল, মূল, তিক্ত মিষ্ট নানা রূপ গুণ প্রভৃতি লইয়া পূর্ণ বৃক্ষ। এই সকল নাম রূপ গুণের মধ্যে একটিকে ত্যাগ করিলে বৃক্ষের পূর্ণত্ব খণ্ডন হইয়া অঙ্গহানি হয়। বৃক্ষরূপী নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া পূর্ণ। এই পূর্ণভাব জানা ও জানিয়া তাঁহাতে স্থিতি লাভ করাকে জয়াবিজয়া বলে অর্থাৎ দুর্গামাতা বা বিরাট ব্রহ্মের এই দুইটি শক্তির নাম জয়া বিজয়া।

পরব্রহ্মের শক্তি বা মায়া বা জয়া বিজয়া, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ মঙ্গলকারী ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বপ্রকারে জয় বিজয় কারিনী। জয়া চন্দ্রমাজ্যোতিঃ জীব বা ব্রহ্ম অর্থাৎ মন জয় হইলে সমস্ত জয় হয়। বিজয়া সূর্য্যনারায়ণ। নিরাকার সাকার জীব ঈশ্বর অভেদে এক বোধ হইবার নামই বিজয়া জানিবে। বিজয়াতে কোলাকুলি করিতে হয়, ইহার অর্থ এই যে, অভেদ জ্ঞান হইলে সমস্ত জীব চরাচরকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ বোধ হয়। তখন সকলে মিলিয়া পরস্পরের উপকার বা হিতসাধনে যত্ন করে।

ষষ্ঠী সপ্তমী হইতে দশমী পর্য্যন্ত দুর্গামাতার পূজা হয়। পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্রমা জ্যোতিকে লইয়া ষষ্ঠীর পূজা। ইহার সহিত জীব ও সূর্য্যনারায়ণকে লইয়া অষ্টমীর পূজা। জীব দেহের নবদ্বারে নবমী পূজা ও দশ ইন্দ্রিয়ের নাম দশমী। দশ ইন্দ্রিয়কে লইয়া দুর্গামাতা অর্থাৎ বিরাট পরব্রহ্ম দশভূজা হইয়া স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। ইনি দশ ইন্দ্রিয় ভুজ দ্বারা চরাচর চেতন

অচেতন ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করিতেছেন। জীব যে এই দশ ইন্দ্রিয়কে জয় করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও আপনার সহিত জগৎকে যে ব্রহ্মময় দেখেন তাহার নাম জয়া বিজয়া ও দুর্গামাতার প্রকৃত পূজা জানিবে। এই বিরাট ব্রহ্মরূপিণী দুর্গামাতাকে কামধেনু বা অন্নপূর্ণা বলে। ইনি স্বয়ং অক্ষয় হইয়া জগতের সমস্ত অভাব মোচন করেন। যত দিন তুমি আছ ততদিন তোমার ইন্দ্রিয়াদির শক্তি কোন প্রকারে শেষ হইবে না। যত প্রয়োজন তত পাইবে। প্রত্যক্ষ দেখ, যদি এক বাক্‌শক্তি বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি দিবারাত্র জ্ঞানের কথা কহ বা শাস্ত্র রচনা কর, তাহা হইলে বাক্য ফুরাইয়া যাইবে না। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদি বা দুর্গামাতার দশভুজের সম্বন্ধে বুঝিয়া লইবে।

ইন্দ্রিয়াদি লইয়া নিরাকার জগৎ চরাচরকে সমদৃষ্টিতে ব্রহ্মময় আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ, এই ভাবে দেখিলে বা ব্যবহার করিলে, তবে বিজয়ার পূজা সমাপ্ত হয়। নচেৎ কখনও কোন মতে দুর্গামাতার প্রকৃত পূজা হয় না। এই মঙ্গলকারিণী মাতা পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ও তারাগণ এই অষ্টরূপে অষ্টাক্ষরী পূর্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইহাঁকে ব্রহ্মময় পূর্ণভাবে দর্শন ও সম্মান না করার নাম রাম লক্ষ্মণ সীতার বনবাস। লক্ষ্মণ অর্থে জ্ঞান। যাহার সমদৃষ্টি-রূপ জ্ঞান আছে তাঁহার নাম লক্ষ্মণ। জ্ঞানের অভাবে জীবের পক্ষে বনবাস। রাম অর্থে যিনি সর্ব্বত্র রমণ করিতেছেন অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা ভগবান। সীতা অর্থে সতী সাবিত্রী, জগৎজননী সৃষ্টিপালনসংহারকারিণী ব্রহ্ম স্বরূপিনী মহাশক্তি। ইহাঁকে পরব্রহ্ম হইতে পৃথক মায়া জানিয়া ত্যাগ করিবার নাম সীতাহরণ। সমদৃষ্টি বা জ্ঞান হইলে জীব দেখেন যে, পরব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের শক্তি একই, পৃথক্ নহেন। এইরূপ সমভাবে সম্যক্ দর্শনের নাম সমস্ত দুর্বৃত্তির সহিত অহংকার রাবণের সদলে মৃত্যু ও সতী সীতার উদ্ধার। পরব্রহ্ম হইতে শক্তিকে পৃথক্ জ্ঞান করিয়া জগতে কষ্টের সীমা নাই। উভয়কে অভিন্ন একই ভাবে দেখিলে সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া জগৎ মঙ্গলময় হয়। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। যখন এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই তখন সত্য ব্যতীত মায়া কি বস্তু ? ? ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে একই সত্য ভাসিতেছেন। অজ্ঞান ব্যক্তি দেখিতেছেন নানা, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই লক্ষ্য হয় না।

এই মঙ্গলকারিণী বা মঙ্গলকারী একাক্ষর ওঁকার বিরাট ভগবান জগতের

মাতা পিতা, চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রী রূপে বিস্তার হইয়াও সর্ব্বকালে এক অক্ষর পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই ব্রহ্মের একটি কল্পিত নাম গায়ত্রী।

পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ, দশ ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার এই চারি অন্তঃকরণ ও সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণকে লইয়া চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রী। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ব্যাহৃতির অর্থ যে জ্যোতিঃস্বরূপ একই বিরাট পুরুষ ওঁকার স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ত্রিভুবন ব্যাপিয়া স্বয়ং নানা রূপে বিরাজমান। তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ইত্যাদি মন্ত্র তাঁহারই নাম উপাসনা ও প্রার্থনা। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্ এই সপ্ত মহাব্যাহৃতির অর্থ পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ এই সাতটি।

পুরাকালে আর্য্যগণ শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক এই এক অক্ষর ব্রহ্মগায়ত্রী অর্থাৎ বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপকে উপাসনা ও জগতের হিত অনুষ্ঠান রূপ তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে বিজয় লক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইদানীং গুরু বলিয়া অভিমানী সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণ সর্ব্বমঙ্গলকারী বিরাট্ জ্যোতিঃস্বরূপকে মায়া বলিয়া নিজে ত্যাগ করিতেছেন ও অপরকে ত্যাগ করাইতেছেন। ইহার ফলে নিজে পুড়িতেছেন, অপরকে পুড়াইতেছেন। মুখে সকলেই মায়া ত্যাগ করিতে বলিতে পারেন কিন্তু ত্যাগ বা মায়া কাহার নাম সে বিষয়ে বিচার নাই। একজন্য মায়া ত্যাগ করিবার চেষ্টা একটা সাহংকার আস্ফালনে দাঁড়াইয়াছে। এ বোধ নাই যে, যাঁহাকে মায়া বলিয়া ত্যাগ করিবার চেষ্টা, মায়া ত্যাগ করাইবার ক্ষমতা কেবল তাঁহারই আছে। মায়া ত্যাগের যথার্থ ভাব কি? ভিন্ন ভিন্ন নানা নাম রূপে প্রকাশমান জীব বা জগৎ পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এইরূপ ধারণার নাম মায়া। ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ প্রকাশ সত্ত্বেও ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু, জীব বা জগৎ নাই, সকলই ব্রহ্মময়—এইরূপ দৃষ্টির নাম মায়া ত্যাগ। যথার্থতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। তিনিই নাম রূপ জগৎ বলিয়া অনুভূত হইতেছেন। শাস্ত্রে যে বলে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, তাহার প্রকৃত ভাব এই—জগৎ নাম রূপ ভিন্ন ভিন্ন যে ভাবনা তাহা মিথ্যা, ব্রহ্মই বৈচিত্র্যময় জগৎ বলিয়া গৃহীত হইতেছেন। জ্ঞানীর পক্ষে জগৎময় ব্রহ্ম ও অজ্ঞানীর পক্ষে জগৎ বা মায়া প্রতীয়মান হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে, মেঘ বরফ ফেণ বুদ্‌বুদ্ তরঙ্গাদি মিথ্যা, জল সত্য। মেঘ বরফ ইত্যাদি যখন গলিয়া জলে

মিশিয়া যায় তখনও তাহা জল এবং যখন ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে প্রকাশমান তখনও জল। জ্ঞানী, বরফ মেঘ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও জলই দেখিবেন। অজ্ঞানী ব্যক্তি মেঘ বরফ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপকে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া দেখিবেন। পরব্রহ্ম জীব ও বহির্জ্যোতীরূপে প্রকাশমান হইয়াও নির্ব্বিশেষ সর্ব্বব্যাপী নিরাকার সাকার পূর্ণ অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। এইরূপ অনুভবকে জীবের মায়া ত্যাগ বলে। মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সহজেই মায়া ত্যাগ হয় ও মায়া ত্যাগের যথার্থ ভাব বুঝা যায়। ব্রহ্মাণ্ডের বেদ বেদান্ত উপনিষৎ বাইবেল কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র পড়িলেও পরমাত্মা জ্যোতিঃ-স্বরূপের নিকট শরণ লইয়া ক্ষমা ভিক্ষা না করিলে এবং জগতের হিতানুষ্ঠানরূপ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে বিরত থাকিলে কখনই মায়া ত্যাগ বা সে ত্যাগের ভাব বোধ হইবে না—কখনই কোন প্রকারে শান্তি লাভ ঘটিবে না। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

অতএব মনুষ্য মাত্রেই আপনাপন মান অপমান জয় পরাজয় কল্পিত সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ধীর ও নম্রভাবে যিনি মঙ্গলকারী যথার্থ আছেন সেই নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাগত হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে তৎপর হও। তিনি মঙ্গলময়, সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। জীব মাত্রকে সমভাবে পালন করা, প্রীতিপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ও সর্ব্বপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ড পরিষ্কার রাখা ইহাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য। আলস্য ছাড়িয়া তীক্ষ্ণভাবে ইঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন ও সর্ব্বপ্রকার হিতানুষ্ঠানে যত্নশীল হও। ইনি দয়া করিয়া জীব মাত্রকে পরমানন্দে আনন্দরূপে রাখিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

বলিদানে জীব-হিংসা।

রোগ, আঘাত, ক্ষুধা তৃষ্ণার কষ্ট সকলেরই সমান। জীব মাত্রেই পরব্রহ্মের স্বরূপ, কষ্ট একের যেমন সকলেরই সেইরূপ। তোমার পুত্রকে হত্যা করিলে যেমন কষ্ট সকল জীবেরই তেমনই। আপন পুত্রের মঙ্গলের জন্য যে অন্যের পুত্রের প্রাণ বধ করিতেছ, ইহার ফল ভোগ করিতেছ ও করিবে।

যাঁহার নামে বলি হয় সে দুর্গা কালী মাতার কি দোষ ? নিজের জন্য রসগোল্লা, পেড়া, দুধ ক্ষীর আর কালীমাতার জন্য এক পয়সার তিল যব। নিজের জন্য মূল্যবান আতর গোলাপ সুগন্ধ আর কালীমাতার নামে আধ পয়সার ধূনা ! হাড়, মাস, তিল, যব ও ধূনার জন্য কালীমাতার বড়ই লোভ বলিয়া পরম ভক্ত জন ইহাই দিয়া থাকেন। রাজা প্রজাগণ আপনাদিগকে ধিক্। কালীমাতা প্রত্যক্ষ অগ্নিরূপে আহার করেন। কিন্তু অগ্নিতে এক ছটাক আহুতি না দিয়া নিজ জিহ্বা তৃপ্তির জন্য কালীমাতার নামে ছাগল বলিদান। ইহাতে কালীমাতার প্রসন্নতা কামনা যত না থাকুক নিজের উদর পূরণ কামনা প্রত্যক্ষ। আজ হইতে জীব বলিদান সমাপ্ত হইল অর্থাৎ কালীমাতা ক্ষমা করিলেন। জীব-হিংসার পরিবর্ত্তে কেবল উত্তম উত্তম পদার্থ অগ্নিতে আহুতি দাও। কেবল হোম করিলেই সমস্ত ফল প্রাপ্তি হইবে। ইহা সত্য সত্য জানিবে।

আজ হইতে যে আপন সুখের জন্য বা সাধারণতঃ সকাম সাধনের জন্য জীব বলি করিবে সে জন্ম জন্ম নরক ভোগ করিবে ও সবংশে ধ্বংস হইবে। সর্ব্ব বিষয়ে পরাধীন হইয়া যে কষ্ট পাইতেছ ইহাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মকে অধর্ম্ম ভাবিতেছ। দুর্বুদ্ধি ইন্দ্রজালের খেলা। বুদ্ধি বিপরীত হইয়া গিয়াছে, নচেৎ এমন বিষম দুর্গতি হইবে কেন ? কথাতেই আছে "আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধিঃ।"

—o—

পঞ্চম অধ্যায়—যজ্ঞ তত্ত্ব।

যজ্ঞ কি ?

ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রে যজ্ঞাহুতির বিধি। যজ্ঞাহুতি নানা প্রকার। আপনাদের কৃত সর্ব্ব কার্য্যও যজ্ঞাহুতি। আপনারা যে সুগন্ধ, সুমিষ্ট পদার্থ অগ্নিতে হোম করিতেছেন ও করাইতেছেন ইহা এক প্রধান যজ্ঞ। ইহাতে বিঘ্ন নাশ, দুঃখ নিবৃত্তি, সুখ প্রাপ্তি। ইহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া তেজঃ প্রকাশ ও জ্ঞানোদয় হয়, ইহাতে সময় মত জল হইয়া জীবের পালন হয়। ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার অকরণে প্রত্যবায়, করণে কল্যাণ।

ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন জল দান, দুর্ব্বলের সহায়তা, আর্ত্তের সান্ত্বনা, রোগীর শুশ্রূষা, অজ্ঞের শিক্ষা, নগ্নের আচ্ছাদন, এক কথায় অভাবীর অভাব মোচন দ্বারা জীব-সেবা মহৎ যজ্ঞ, ইহাতে ঈশ্বরের প্রসন্নতা জানিবে।

শাস্ত্রোক্ত বিবিধ যজ্ঞ।

শাস্ত্রে গোমেধ, অশ্বমেধ, নরমেধ, বাজপেয়, অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ কথিত আছে। গরুর মাংস দ্বারা অগ্নিতে হোম করা গোমেধ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ এই যজ্ঞ করিতেন। ঘোড়ার মাংসে হোম করা অশ্বমেধ যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ মাংসের হোম নরমেধ। অবোধের চক্ষে বাজ পক্ষীর মাংসের হোম বাজপেয়। ঘৃত তিল ইত্যাদি দ্বারা হোম করাকেই বাজপেয় যজ্ঞ বলে। অগ্নিষ্টোম কি না অগ্নিতে হবন আর জ্যোতিষ্টোম কি না জ্যোতিঃস্বরূপের নামে অজ্ঞান দ্বৈতকে হোম করা। জ্ঞানীর পক্ষে ইহার অর্থ ভিন্ন। গো শব্দে ইন্দ্রিয় বিচার দ্বারা মনোরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়ের আহুতি অর্থাৎ লয় করাই গোমেধ। অশ্ব মনো ব্রহ্মের নাম। *এই অশ্ব জগৎরূপ বিষয়ের উদ্দেশে দৌড়িতেছে, কেহ ধরিতে পারে না। ঋষি মুনিগণ ধরিবার চেষ্টায় হার মানিয়া গিয়াছেন অথচ না ধরিলে সিদ্ধভাব বা যজ্ঞ পূর্ণ হয় না, সারা সৃষ্টি কষ্টে হাহাকার করে। সেই অশ্বরূপ মনকে ব্রহ্ম অগ্নিতে হোম কর অর্থাৎ ব্রহ্মকে জান। পরব্রহ্ম হইতে

মন পৃথক্ নহে, যেমন অগ্নি হইতে উষ্ণতা পৃথক নহে। পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ বোধরূপী অহমস্মি অহংকার যে, আমি নরনারায়ণ, ইহাকে কারণ পরব্রহ্মে অর্থাৎ আত্ম-অগ্নিতে আহুতি দিয়া সকলের উপর সমদৃষ্টি রাখ যে, সকলেই পরব্রহ্মের রূপ আমার আত্মা, কাহারও সহিত কোন ভেদ জ্ঞান রাখিও না। ইহারই নাম নরমেধ যজ্ঞ। যেমন বাজপক্ষী অন্য পক্ষীর উপর ছোঁ মারে, তেমনই অবিদ্যা ব্রহ্ম আপনাদের উপর ছোঁ মারিতেছেন, আপনারা অজ্ঞান পশুতুল্য হইয়া আত্মা পরমাত্মা গুরুকে ভুলিয়া রহিয়াছেন। সেই অবিদ্যা বাজপক্ষীকে ধরিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুরূপী আত্ম-অগ্নিতে হোম করিয়া পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বোধ দ্বারা অবিদ্যা জয় করিলে যজ্ঞ পূর্ণ হয়, রাজা প্রজা সকলে সুখে থাকেন। জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর সঙ্গ করিলে মন জয় হইয়া সকল যজ্ঞই পূর্ণ হইবে। অগ্নিষ্টোমের অগ্নি তিন প্রকার। এক, আত্মাগ্নি। দ্বিতীয়, জ্ঞানাগ্নি। তৃতীয়, প্রত্যক্ষ অগ্নি ব্রহ্ম, যাহাতে সমস্ত ব্যবহার কার্য্য চলিতেছে। শেষোক্ত অগ্নিতে সুগন্ধ মিষ্টান্নাদি হোম কর। জ্ঞানাগ্নি ব্রহ্মে আশা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, ক্রোধ, দ্বৈত, অদ্বৈত, জয়, পরাজয়, বাসনাদি হোম অর্থাৎ বিচার দ্বারা লয় কর। আত্মাগ্নিতে অহমস্মি সচ্চিদানন্দ ভাব শূন্য অজ্ঞান অহংকারকে হোম কর। আত্মা হইতে পৃথক্ কিছুই নাই। তিন অগ্নিকেই আত্মরূপ জানিবে আর সমদৃষ্টিতে সকলের উপর দয়া কর। পৃথিবীজাত অন্ন, ফল, ফুলাদি আহারে মনুষ্য পশু পক্ষী সকলেরই হাড়, মাংস, ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত শরীরের পুষ্টি হইতেছে। সেই শরীরকে বিচার অগ্নিতে হোম কর। শরীরের কোন অহংকার রাখিও না, মৃত্যুর পরে আত্মীয়গণ এই শরীরকে বাহিরের অগ্নিতে হোম করিবেন। নিরভিমানে সকলের উপর সমদৃষ্টি রাখ। ইহাই জ্যোতিষ্টোম। জ্যোতিষ্টোম শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুরই নাম। এই সকল যাহা কিছু তাহার কিছুই আমার নহে। আমি খালি হাতে আসিয়াছি, খালি হাতেই যাইব। গুরু পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আমার আত্মা, উহাঁ হইতে অধিক আর কি ধন আছে? আমিই উহাঁর আত্মা, উনিই আমার আত্মা, এইরূপ বুঝিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে তনু, মন, ধন সমর্পণ কর। ইহাই জ্যোতিষ্টোম।

আত্মাগ্নিতে হোমকর্ত্তা পুরুষ কোটির মধ্যে একজন। যদি সকলেই হয়

তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি ? জ্ঞান অজ্ঞানরূপে যে রূপে থাকুন না সকলেই ত পরব্রহ্মের স্বরূপ। যদি একজন পুরুষের আত্ম-বোধ হয় যে, সমস্ত চরাচর আত্মা তাহাতে সমস্ত রাজা প্রজার কি লাভ ? এক বা বহু পুরুষের আত্ম-বোধে রাজা প্রজার কি লাভ ? তাহাতে ত জগতের ইন্দ্রিয় ভোগ উঠিয়া যায় না। যে ব্যক্তির আত্মজ্ঞান হইয়াছে তাহাকেও শরীর রক্ষার জন্য আহার করিতে হয়। এক তোলা জল, এক মুষ্টি অন্ন ভোগও ভোগ; কৌপীন পরিয়া দিন কাটাইলেও ভোগ, শাল দোশালা গায়ে দিলেও ভোগ। জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য বা কৈলাস বৈকুণ্ঠ সকলই সমান ভোগ। স্বরূপে ভোগ নাই। কিন্তু ব্যবহার কার্য্যে অর্থাৎ রাজা প্রজার সুখ সাধনের জন্য যজ্ঞাহুতি প্রভৃতি শুভ কর্ম্ম জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেরই করা উচিত।

যজ্ঞাহুতির সংশয়।

তিনি বালকের ন্যায় অবোধ যিনি মনে জেদ রাখেন যে, আমি ব্রহ্ম তবে কেন অগ্নিতে হোম করিব ? নিজে স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়াও যখন অন্ন জল ব্রহ্মকে আপনাতে আহুতি দিতেছেন তখন অগ্নি ব্রহ্মে আহুতি দিতে কি দোষ ? অন্ধকার ঘরে প্রদীপের অগ্নিতে আমি ব্রহ্ম এই জেদে যদি তৈল সলিতা না দেও তবে অন্ধকারবশতঃ নিজে অন্ধ হও আর ব্যবহার কার্য্যও বন্ধ থাকে। এজন্য অগ্নি আত্মায় আহুতি দিতে এবং উপাসনা করিতে হইবে। তাহাতে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্যসিদ্ধ হইবে। নতুবা রাজা প্রজার কল্যাণ বা কার্য্যসিদ্ধি হইবে না!

রাজা প্রজা সকলেই যদি জেদ করিয়া বসিয়া থাকেন যে, আমি ব্রহ্ম তবে কেন মাটি চষিয়া বীজ দিব ? স্বয়ং ইচ্ছা দ্বারা শস্য করিয়া লইব। তাহাতে কি শস্য উৎপন্ন হইয়া রাজা প্রজার শরীর রক্ষা হইবে, না, দুঃখ, অজ্ঞান, ভ্রম, ভয় লয় হইবে ? মুখে বলায় কি হয় ? তুমি যাহা তুমি তাহাই। বুঝিয়া দেখ কত সের বীজ দিলে কত মণ শস্য হয়। মাটিতে বীজ যখন এত ফল দেয় তখন চেতনের অভাব মোচন করিলে ও অগ্নিরূপ ক্ষেত্রে সুগন্ধ সুমিষ্ট পদার্থ বুনিলে যে কত ফল তাহার পরিমাণ করিতে পারা যায় না। অগ্নির তুল্য সেব্য নাই। উঁহার হাত পা নাই, আপনারা রাজা প্রজাই উঁহার হাত পা।

অগ্নি ব্রহ্মের গুণ।

অগ্নি সংযুক্ত কেরোসিন তৈল, পাথুরিয়া কয়লা প্রভৃতির ধূমে মেঘ হইয়া জল বর্ষণ হইলে তদ্দ্বারা উৎপন্ন অন্নাদি শরীরের পীড়া ও বুদ্ধির জড়তার হেতু। অগ্নিতে উত্তম সুগন্ধ সুমিষ্ট দ্রব্য হবন করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে বুদ্ধি সাত্বিকী ও শরীর নির্ব্যাধি হয়। যেমন বীজ তেমনিই শস্য। গমের বীজে গম, কাঁটা গাছের বীজে কাঁটা গাছ।

"করে বুরাই সুখ চাহে কৈসে পাওয়ে কোই।
রোপে পৌঁড় বাবুরকি আম কাহাঁসে হোই॥"

মন্দ কর্ম্ম করিয়া সুখ চাহিতেছ; তাহা কেমন করিয়া পাইবে? বাবলার বৃক্ষ রোপণ করিয়াছ, তাহাতে আম কোথা হইতে হইবে?

সুমিষ্ট সুগন্ধ পদার্থ দিয়া যজ্ঞাহুতি করিবার প্রথা নষ্ট হইয়া এখন অপকৃষ্ট পদার্থ মাত্র অগ্নিতে পড়িতেছে। ইহাকেই বলে দেবতার ভাগ না দেওয়া। তাহার ফল শরীর মনের পীড়া। দেবতার ভাগ হরণ করা নিতান্ত নিমক হারামী, মহাপাপ। ভাবিয়া দেখ মঙ্গলকারী অগ্নির দ্বারা জগতের কত উপকার। অগ্নির অভাবে সভ্য ব্যবহার থাকিতেই পারে না। অন্ন বস্ত্র, কৃষি রন্ধন, ঘর ইমারৎ হয় না। ইহা স্থূল দৃষ্টিতেও প্রত্যক্ষ। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখ অগ্নি ব্রহ্ম গর্ভে সন্তান রক্ষা, জীব দেহে বল সঞ্চার, জঠরে অন্ন পরিপাক করিতেছেন। অগ্নি মন্দ হইলে ভুক্ত অন্ন পরিপাক হয় না, নানা রোগ জন্মে। অগ্নি ব্রহ্মই নবগ্রহ, তারাগণ ও বিদ্যুৎ। রাত্রে চন্দ্রমারূপে অগ্নি ব্রহ্মই তৃণ বৃক্ষাদিতে অমৃত দিয়া উত্তম উত্তম ফল উৎপাদন করিতেছেন। সেই অগ্নি কালের কাল, মহাদেবের দেব সূর্য্যনারায়ণরূপে অন্ধকার লয় করিতেছেন। এই অগ্নি ব্রহ্ম পৃথিবীকে আপন আধারে রাখিয়াছেন। দশ দিকে রাত্রি দিন জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশমান। অগ্নি ব্রহ্ম শান্ত হইলে ব্রহ্মাণ্ড শান্ত হয়। প্রথমে অগ্নি ব্রহ্মে হোম করা ভিন্ন কোন যজ্ঞই সিদ্ধ হইবে না; অপর লক্ষ লক্ষ প্রকার যত্ন করিলেও হইবে না। ইহা সত্য সত্য জানিবেন।

"জো জানে অগ্নিব্রহ্মকা ভেৎ, সোই ঈশ্বর সোই দেব।"

অর্থাৎ অগ্নি নাম পরব্রহ্মেরই জানিবে। রাজা, প্রজা একাগ্রচিত্ত হইয়া এই কথা শুনিয়া চল ও চালাও, কর ও করাও।

অগ্নিপুরাণোক্ত অগ্নিব্রহ্মের ধ্যান।

"সপ্তহস্তং চতুঃশৃঙ্গং সপ্তজিহ্বা দ্বিশীর্ষকং।
ত্রিপাদং প্রসন্নবদনং সুখাসীনং শুচিস্মিতং॥
তোমরং ব্যজনং বামে ঘৃতপাত্রং চ ধারয়ন্।
আত্মাভিঃ সুখমাসীন মেবং ধ্যায়েৎ হুতাশনম্॥"

সপ্ত হস্ত কিনা পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ এই সাত ভূমিকা। এই সাতের গুণ সাত জিহ্বা, চতুঃশৃঙ্গ কিনা চারি অন্তঃকরণ, দ্বিশীর্ষ কিনা বিদ্যা অবিদ্যা। ত্রিপাদ শব্দের নানা অর্থ হয়। কেহ বলেন, ত্রিপাদ অর্থে তিন পা। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কারণ সূক্ষ্ম স্থূল, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ, ঈশ্বর মায়া জীব, সত্ব রজ তমো গুণ, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী, অজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান, স্বপ্ন জাগরণ সুষুপ্তি, উদয় অস্ত মধ্য, উৎপত্তি পালন লয় ইত্যাদি এক হইতে অনেক হওয়া। প্রসন্নবদন অর্থাৎ প্রসন্ন রূপ, সুখাসীন সুখরাশি, সকলের সুখদাতা, শুচিস্মিত কিনা পবিত্র বা পবিত্রতা দায়ক। ব্যজন কিনা চামর, পাখা অর্থাৎ বায়ু, জগৎরূপ বিস্তার, তোমর অর্থে শ্রুব বা আহুতি দিবার কাষ্ঠের পাত্র অর্থাৎ জ্ঞান। বামে ঘৃতপাত্র ধারণের অর্থ এই যে জগতের সমস্ত ভোগ্য পদার্থ অগ্নিব্রহ্মের হাতে। ঘৃত শব্দে শুদ্ধ চেতনকেও বুঝিয়া লইবেন, অগ্নি উহাঁকে প্রাপ্তি করাইয়া দেন। আত্মা অর্থাৎ অগ্নিব্রহ্ম চরাচরের আত্মা ও আত্ম প্রাপ্তির হেতু। এই প্রকারে অগ্নিব্রহ্মকে জানিয়া ধ্যান করিবে, অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির্মূর্ত্তি বিরাট পরব্রহ্মকে রাজা প্রজা ধ্যান ও নমস্কার করুন। ইনি সকল ফলদাতা, রাজা প্রজা সকলের মাতাপিতা, ইনি সমস্ত দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত করেন।

যজ্ঞাহুতির ফল।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা ও অগ্নিব্রহ্মে যজ্ঞাহুতির কি ফল? দুই এক বৎসর করিয়া প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া লউন। যদি রাজা প্রজার সমস্ত

দ্বন্দ্ব দুঃখ নিবারণ না হয় তবে জানিবেন যে, ঈশ্বর, দেব, দেবীমাতা আর বিষ্ণু ভগবান্, বিশ্বনাথ, আল্লাহ, খুদা, গড, পরমেশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নাই। তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও। আর আজি হইতে যজ্ঞাহুতি আরম্ভ করিলে রাজা প্রজার মনোমত যথাসময়ে যথাপরিমাণ বৃষ্টি হইবে, অন্ন, ফল, ফুল, তৃণ, ঘাস ইত্যাদি উত্তমরূপে জন্মিবে। সুখে লোক পালন হইবে, কেহ অন্নবস্ত্রের বা অন্য কোন বিষয়ে কষ্ট পাইবে না। সাত্ত্বিকী অন্ন হইবে। এখন অন্ন, ফল, ফুল পোকায় খায় সে সমস্ত নিবারণ হইয়া যাইবে; শিলাবৃষ্টি, জলপ্লাবন অসুখদায়ক হইবে না। শীতল, মন্দ, সুগন্ধ, বায়ু বহিবে। মারাত্মক ঝড় তুফান ভূমিকম্প হইবে না, সমস্ত নৈসর্গিক কার্য্য শান্তরূপে চলিবে। অগ্নি ব্রহ্ম কোন উপদ্রব হইতে দিবেন না, রক্ষা করিবেন। রাজা প্রজার বুদ্ধি নির্ম্মল ও সাত্ত্বিকী হইবে, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া জ্ঞান প্রকাশে সদা মুক্তিরূপ নির্ভয় আনন্দে থাকিবেন, মৃত্যুর সন্দেহ ও ভয় থাকিবে না, সদা পূর্ণ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা থাকিবে, আয়ু বৃদ্ধি হইবে, আর নূতন নূতন রোগ, মারিভয় হইবে না, ভূত ভূত যাহা করিতেছ সে সমস্ত ভূত লয় হইবে, মনুষ্য পাগল হইবে না, স্ত্রীগণ অসময়ে বিধবা হইবে না, সময় মত সুখে সন্তান হইবে। বসন্তের পীড়া হইলে কোন চিন্তা বা ভয় করিবে না, টীকা দেন অথবা না দেন। দেবী মাতা জ্যোতিঃস্বরূপ রক্ষা করিবেন, সমস্ত দ্বন্দ্ব দুঃখ দূর হইবে। রাজার সহিত রাজার, পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিতের, পিতার সহিত পুত্রের, গুরুর সহিত শিষ্যের, সাধুর সহিত সাধুর, এবং ভেখ ইত্যাদি লইয়া অজ্ঞানহেতু পরস্পরের যে বিরোধ, সে সমস্তের শান্তি হইয়া যাইবে, সকলের আত্মবোধ হইবে যে, সমস্ত আমারই আত্মা। কাহার সহিত কেহ শত্রু ভাব রাখিবে না, সকলের উপর দয়া হইবে আর সুখে আনন্দ রূপ থাকিবে। জগতের কষ্ট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মোচন করিবেন। রাজা প্রজা আপনাদের উপর যে নানা গ্রহ রহিয়াছে, সে সমস্ত ত্যাগ হইয়া যাইবে। ইহা সত্য সত্য জানিবেন। বিনা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ দ্বিতীয় কেহই নাই যে এই সমস্ত দুঃখ মোচন বা এই সকল বিপদের খণ্ডন করে। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন যে, হে অর্জ্জুন, তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র দণ্ডায়মান থাক, যাহা করিবার তাহা আমি অগ্রেই করিয়া রাখিয়াছি। রাজা প্রজা আপনারা অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হউন; এই সত্য ধর্ম্মের প্রতি তীক্ষ্ণভাবে

নিমিত্ত মাত্র হইয়া দাঁড়ান ; যাহা করিবার তাহা সেই জ্যোতিঃস্বরূপ অন্তর্যামী অন্তরে প্রেরণা করিয়া করাইবেন ; তোমাদের সর্ব্ব দুঃখ মোচন করিবেন, তোমরা শান্তিতে স্বাধীন থাকিবে। যখন ইষ্টদেব প্রসন্ন হন তখন রাজা প্রজা সকলের দুঃখ মোচন করেন আর করিবেন। বলিয়া থাকেন যে,—

"ক্যা বরষা জবকৃষি সুখানে।
চুকি সময় পুণ্যিক্যা পছতানে॥"

শস্য শুকাইয়া যাইলে পর বৃষ্টিতে আর কি হইবে ? যাহার যে সময় তাহা বহির্গত হইলে আর শোচনায় কি লাভ ? এখন পর্য্যন্তও আপনাদের কিছুই নষ্ট হয় নাই, উদ্যোগ করিলেই সকল রক্ষা হইবে। না করিলে অনুতাপ করিতে হইবে, এখনও হইতেছে। শুভ কার্য্যে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবেন না।

যজ্ঞাহুতির ব্যয় নির্ব্বাহ।

অন্ন ও ফলাদির ব্যবসায় দেশী বিদেশী ব্যবসাদার যে অর্থোপার্জ্জন করে তাহার মধ্যে প্রতি টাকায় এক পয়সা করিয়া সত্য ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বর, গড আল্লাহ, খুদা অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের নামে আপন আপন অধিকারে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বাহির করিয়া দিবে। নচেৎ এক পয়সার জন্য ষোল আনা নষ্ট হইবে ও হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ ও হাহাকার করিতেছ। দেব অর্পণের সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া সত্য ধর্ম্মের জন্য সন্তোষের সহিত দিবে। হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ বা অপর যে কেহ যাহা দেন সে সকল একত্র করিয়া উহাকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ যজ্ঞাহুতির জন্য ব্যয় করিবে। উত্তম ঘৃত, গব্য অভাবে মাহিষ, তদভাবে যাহা মিলে, মিষ্টান্ন, অগুরু চন্দন, শ্বেত চন্দন, গুগ্‌গুল, ধূপ, কর্পূর, কেশর, কুঙ্কুম, জাফরান, মৃগনাভি প্রভৃতি সুগন্ধ ও উত্তম উত্তম ফল দিয়া অগ্নিব্রহ্মে হোম করিবে। যাহার দ্বারা যজ্ঞাহুতি দেওয়াইবে তাঁহার বেতন মাসে মাসে দিবে। আহুতি দিবার কুণ্ড গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিবে।

অগ্নিব্রহ্মের নামে যাহা রাখা হয় তাহা শিবনির্ম্মাল্য। উহা হইতে এক তিলমাত্রও নিজের ভোগে লাগাইবে না। কারণ শিবনির্ম্মাল্য যে খায় সে সমূলে নষ্ট হইয়া যায়। রাজার রাজ্য যায় ও যোগীর যোগনাশ হয়।

আহুতি দিবার কাষ্ঠ আমের হইলেই ভাল, নচেৎ যে দেশে যে কাষ্ঠ পাওয়া যায় তাহাই উত্তম। অভাব পক্ষে বাঁশ, ঘুঁটে বা কয়লা যে প্রকারেই হউক উত্তমরূপে আহুতি দেওয়া কর্ত্তব্য। উহাতে কোন বিধি নিষেধ নাই। দেব জ্যোতিঃস্বরূপ সার ভাগ গ্রহণ করেন, শ্রদ্ধা করিয়া যে যাহা দেয় তাহাতেই জ্যোতিঃস্বরূপ প্রসন্ন হন।

গ্রামের বিস্তৃতি অনুসারে কুণ্ডের প্রয়োজন। কয়টি কুণ্ড চাই, বড় কি ছোট, গোলাকার, চারি কোণা কি তিন কোণা বুঝিয়া স্থির করিয়া দিবেন। যাহাতে উত্তমরূপে হোম হয়, কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলে তাহাই প্রয়োজন। ত্রিকোণ যন্ত্র ত্রিগুণময় অগ্নিব্রহ্মকে জানিবেন। যেখানে কুণ্ড করিবেন সেইখানে অপর স্থান হইতে মৃত্তিকা আনাইয়া বেদী প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে বার মাস প্রত্যহ আহুতি পড়ে আর পৃথিবী উষ্ণতাপে কষ্ট না পান। কুণ্ড ও তাহার চতুর্দ্দিকের স্থান, অহুতির কাষ্ঠ ও ঘৃত, সুগন্ধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি হব্য পদার্থ পরিষ্কাররূপে নির্ম্মল রাখিবে ও রাখাইবে। এইরূপ হওয়া আবশ্যক যে, অগ্নি শিখার যেরূপ বিস্তার হইবে উহাতে হোতা পুরুষ সেই পরিমাণে আহার দিবেন, অঙ্গার পড়িলে তাহাতে সুগন্ধ দিবেন, না হয় সকল মিলাইয়া হোম করিবেন। বালকের মুখে অধিক পরিমাণ আহার দিলে তাহার কষ্ট হয়; ভোজনে তৃপ্তি হয় না। আর হাতীর মুখে একতিল চাউল দিলে তাহার কষ্ট ও ক্রোধ হয়। প্রত্যেককে পরিমাণ মত আহার দেওয়া উচিত। যে পরিমাণে অগ্নি প্রকাশ থাকিবেন সেই পরিমাণে তাঁহার আহুতি দেওয়া বিধেয়; কোন মতে ন্যূনাধিক হওয়া উচিত নহে। উত্তম উত্তম নির্ম্মল হব্য দ্রব্য শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক আহুতি দিবে।

আয়ের অপর ভাগ বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্যে লাগাইবেন ও অভ্যাগত প্রবাসীর আশ্রয় জন্য গ্রামেগ্রামে এক একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইবেন। গ্রামের খোঁড়া, লুলা, অন্ধ, অভ্যাগত প্রভৃতি ক্ষুধার্ত্ত সকলকে অন্ন দিবেন। গ্রামে গ্রামে একজন উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিবেন, যাহাতে দরিদ্রের চিকিৎসা হয়। দরিদ্রের পুত্র কন্যার জন্য স্কুল ও পুস্তকাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

আহুতির মন্ত্র।

আহুতি ও শুভকার্য্য করিবার সময় প্রথমে দেবীমাতা অর্থাৎ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-

স্বরূপ গুরুর আবাহন করিবে। তাঁহাতে আবাহন বিসর্জ্জন নাই, তিনি সর্ব্বব্যাপক পূর্ণ তথাপি বিসর্জ্জন করিবে না কিন্তু অবশ্য আবাহন করিবে। যেমন মন্ত্রী রাজার পার্শ্বে থাকিয়াও রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ম্ম করেন যে, "ধর্ম্মাবতার, এই কার্য্যের আজ্ঞা হয়তো করি।" রাজা আজ্ঞা দিলে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। ব্যবহার পরমার্থ সকল কার্য্যের আরম্ভে গুরু ইষ্ট, মাতাপিতা পরব্রহ্মকে আবাহন করিবে। আবাহন করিবার বিধি এই যে, সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরের সম্মুখে প্রীতি পূর্ব্বক হাত জোড় করিয়া আবাহন করিবে। আবাহনের মন্ত্র এই ঃ—

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোস্তুতে ॥

গায়ত্রী দেবী মাতা পরব্রহ্মকেই জানিবেন। ইঁহার দ্বারা সকল কার্য্য সিদ্ধি হয়, কোন বিঘ্ন ঘটে না। মনের গতি বহির্দ্দিকে নানাভাবে বিস্তারের নাম আবাহন। সেই গতিকে বিচার দ্বারা বাহির হইতে ভিতরে আনিয়া আপনাতে লয় করিবার নাম বিসর্জ্জন। কারণ পরব্রহ্ম জগৎ স্বরূপে বিস্তার হইয়া আছেন ইহা আবাহন। এই জগৎ স্বরূপ, নাম রূপ গুণ ক্রিয়া সঙ্কোচ পূর্ব্বক লয় করিয়া কারণ স্বরূপে অর্থাৎ পরব্রহ্মে স্থিতির নাম বিসর্জ্জন। আহুতি দিবার মন্ত্র—

"ওঁ বরদে দেবি পরম জ্যোতি র্ব্রহ্মণে স্বাহা।"
"ওঁ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপায় স্বাহা।"
"ওঁ চরাচর ব্রহ্মণে স্বাহা।"

এই তিন মন্ত্র দ্বারা অধিকতর শ্রদ্ধা হয়। একই কুণ্ডে আহুতি দিবেন। তাহাতে নিরাকার কিম্বা সাকার দেব দেবীমাতা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ যাহার যে ইষ্ট সকলেরই অংশ প্রাপ্তি হইবে, সমস্ত দেবই প্রসন্ন হইবেন। বৃক্ষের মূলে জল দিলে তাহার শাখা পত্র ফল ফুল সকলেই পায়। এক ইন্দ্রিয় মুখ, তাহার দ্বারা আহার করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়, প্রত্যেক রোম, নিজ নিজ অংশ পায়। অগ্নি নিরাকার সাকার দেব দেবী সকলেরই মুখ। "অগ্নি মুখেন খাদন্তি দেবা" ইতি শ্রুতিঃ। দেবতাগণ অগ্নি মুখ দ্বারা আহার করেন।

পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে নিষ্ঠাহীন অবোধ ব্যক্তির যদি মনে হয় যে, আমার ইষ্ট দেবতা ও অন্যের ইষ্ট দেবতা পৃথক, তাহা হইলে আপন আপন ইষ্ট দেবতার নামে নামে আহুতি দিতে পারেন। কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সকল ইষ্ট দেবতা একই পূর্ণ পরব্রহ্ম। সেই অবোধদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র লিখিত হইল।

বিষ্ণু ভগবানের মন্ত্র,—

"ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় ব্রহ্মণে স্বাহা,"

"ওঁ বিষ্ণু ব্রহ্মণে স্বাহা।"

বিশ্বনাথ মন্ত্র,—

"ওঁ বিশ্বনাথ ব্রহ্মণে স্বাহা।"

দুর্গা মন্ত্র,—

"ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে ব্রহ্মণে স্বাহা।"

চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মের মন্ত্র,—

ওঁ ঘৃণি আদিত্য ব্রহ্মণে স্বাহা।"

ওঁ স্রাঁ স্রঁ স্রৌঁ সঃ সোমায় ব্রহ্মণে স্বাহা।"

অগ্নিব্রহ্মের মন্ত্র,—

"ওঁ অগ্নি ব্রহ্মণে স্বাহা।"

রাম মন্ত্র,—

ওঁ রামায় ব্রহ্মণে স্বাহা।"

বৃহস্পতি মন্ত্র,—

ওঁ জ্রাঁ জ্রঁ জ্রৌঁ জঃ বৃহস্পতয়ে ব্রহ্মণে স্বাহা।"

আর আর গ্রহের মন্ত্র,—

"ওঁ অমুক গ্রহ ব্রহ্মণে স্বাহা।"

গণেশ মন্ত্র,—

"ওঁ গণাধিপতয়ে ব্রহ্মণে স্বাহা।"

ইন্দ্র মন্ত্র,—

"ওঁ ইন্দ্র ব্রহ্মণে স্বাহা।"

ঈশ্বর মন্ত্র,—

"ওঁ ঈশ্বর ব্রহ্মণে স্বাহা।"

পরমেশ্বর মন্ত্র,—

"ওঁ পরমেশ্বর ব্রহ্মণে স্বাহা।"

ইংরেজ মুসলমানের ইষ্ট দেবের মন্ত্র,—

"ওঁ গড ব্রহ্মণে স্বাহা।"

"ওঁ আল্লাহ খুদা ব্রহ্মণে স্বাহা।"

ইহুদী আদির শ্রদ্ধা হয়ত এইরূপে আপন আপন ইষ্ট দেবের নামে আহুতি দিবেন। এস্থলে আল্লাহ, খুদা ও গড নামের উল্লেখ হইয়াছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিচার করিলে বুঝিবেন যে, যেমন জল ব্রহ্ম ও পানি ব্রহ্ম দুই শব্দ একই বস্তুকে বুঝায় সেইরূপ আল্লাহ ও গড এবং পরমেশ্বর একই পরব্রহ্মের নাম। প্রত্যেক নামে তাঁহাকেই বুঝিবে। এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নাম বা মন্ত্র নানা দেশে নানা প্রকার কল্পিত হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে বুঝিবেন। যিনি পরব্রহ্মকে নিরাকার নির্গুণ সমষ্টি, সাকার সগুণ ব্যষ্টি, কিম্বা ভূত প্রভৃতি যে রূপে ভাবনা করিয়া ভজেন তাঁহার সেই রূপই প্রাপ্তি হয়, পরব্রহ্ম তাঁহার নিকট সেই রূপেই প্রকাশ হন। পূর্ণরূপ ভাবনা করিয়া যিনি পূর্ণরূপে উপাসনা করেন তাঁহার নিকট পূর্ণরূপেই প্রকাশ হন।

যদি একান্ত পক্ষে কোন ব্যক্তির একই পরব্রহ্মের প্রতি নিষ্ঠা না হয় তবে তিনি সাকার বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ যাহা পৃথক পৃথক বোধ হইতেছে তদবলম্বনে পৃথক্ পৃথক্ আহুতি দিতে পারেন। যথা,—

পৃথিবী ব্রহ্মণে স্বাহা, জল ব্রহ্মণে স্বাহা, অগ্নি ব্রহ্মণে স্বাহা, বায়ু ব্রহ্মণে স্বাহা, আকাশ ব্রহ্মণে স্বাহা, চন্দ্র ব্রহ্মণে স্বাহা, সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মণে স্বাহা।

যেমন কোন এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ধরিয়া হাত ব্রহ্মণে স্বাহা, পা ব্রহ্মণে স্বাহা ইত্যাদি বলা যাইতে পারে।

আহুতি দিবার কাল।

দুই ঘণ্টা রাত্রি থাকিতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব মুখ হইয়া আহুতি দিবেন। চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির্মূর্ত্তি প্রকাশ থাকিলে যে দিকে প্রকাশ সেই দিকে মুখ করিয়া আহুতি দিবেন। প্রকৃত পক্ষে উহাতে কোন বিধি নিষেধ নাই। পরব্রহ্ম দশ দিকে পরিপূর্ণ, সর্ব্ব সাক্ষী। আর প্রাতে ও সন্ধ্যায় সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতির্মূর্ত্তি ব্রহ্মের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া নম্রভাবে আদরপূর্ব্বক আবাহন করিয়া আহুতি দিবেন। কোন বিষয়ে আলস্য করিবেন না, করিলে রাজা প্রজার দুঃখ। ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া যাঁহার যে সময়ে সুবিধা হয় তিনি সেই সময়ে আহুতি দিবেন। পরব্রহ্মের স্বরূপ ও আপন স্বরূপকে এক ভাবনা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আহুতি দেওয়া উচিত। শাস্ত্রে আছে,—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥"

রাজা প্রজা যজ্ঞ আহুতি করিলে ব্রহ্মের নামে অর্পণ করিবেন। ঘৃত ইত্যাদিকে ব্রহ্ম জানিয়া অগ্নিব্রহ্মে হোম করিবেন। অগ্নিকেও ব্রহ্ম জানিবেন, আপনাকেও ব্রহ্ম জানিবেন, দ্রব্য আয়োজন ও আহুতি দেওয়া ইত্যাদি কর্ম্মকে ব্রহ্ম জানিবেন, কর্ম্ম কর্ত্তাকেও ব্রহ্ম জানিবেন। পরব্রহ্মই গুরু, পরব্রহ্ম জগজ্জননী মাতা পিতা, সমস্তই পরব্রহ্মের স্বরূপ, সকলই তাঁহার পুত্র কন্যা। ভোজন করিতেছ, জল পান করিতেছ তাহাও ব্রহ্ম যজ্ঞ। সমস্তই ব্রহ্মরূপ জানিয়া রাজা প্রজা ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য সকলে মিলিয়া কর। প্রত্যক্ষ অগ্নিব্রহ্মে নানা প্রকার পদার্থ হোম করা যায়, জ্ঞান-অগ্নিতে বাসনা আদি অজ্ঞান, অহংকার, দ্বৈত হোম করা যায়, আত্ম-অগ্নিব্রহ্মে অহমস্মি বিকারকে হোম করা যায়। সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া দয়া কর। সকলকে আপনার আত্মা জান যে, সমস্তই পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ; কাহারও সহিত বিরোধ করিও না। যে রূপে যে থাক আনন্দ রূপে থাকা উচিত আর সকলকে আনন্দরূপে রাখা উচিত।

যজ্ঞ পূর্ণ।

দ্বেষ ঘৃণাবশতঃ কাহাকেও যজ্ঞে না লইলে যজ্ঞ পূর্ণ হয় না। সমস্ত ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়া যদি একটি মাত্র চঞ্চল থাকে তাহা হইলে যজ্ঞ পূর্ণ অর্থাৎ মনের

শান্তি হয় না। বিচার পূর্ব্বক প্রীতি ও কৌশল করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সত্য পূর্ণ পরব্রহ্মে নিযুক্ত করিলে সহজে সমস্ত শান্ত, বশীভূত হয়, জীব সদা আনন্দরূপ মুক্তস্বরূপ থাকেন। ইন্দ্রিয়গণ মনুষ্য দেহের অঙ্গ। যে অঙ্গের যে কার্য্য তাহা সেই দেহেরই কার্য্য, এজন্য কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নহে। কোন একটি ইন্দ্রিয় বিকল হইলে কত কষ্ট! সমস্ত চরাচর, রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, সকল জাতিই বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ। একজনকে যজ্ঞে না লইয়া পরিত্যাগ করিলে কখন কোন উপায়ে যজ্ঞ পূর্ণ হইবে না। পূর্ণাহুতির আরম্ভে সর্ব্ব সমাজের, সর্ব্ব উপাধির, সর্ব্ব জাতির, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের স্ত্রী পুরুষকে ঘৃণা না করিয়া প্রীতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আনিয়া যজ্ঞাহুতি করিবে এবং করাইবে। তাহাতেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে, কোন বিঘ্ন ঘটিবে না, সদা আনন্দরূপ থাকিবে। ব্যবহার কার্য্য বিষয়ক ও পরমার্থ বিষয়ক, যজ্ঞ এইরূপ সমাধা করিবে ও করাইবে। কাহারও উপর দ্বেষ, হিংসা বা ঘৃণা করিবে না, সকলই পরব্রহ্মের স্বরূপ। জাতি উপাধি মত ভেদ কেবল সামাজিক কল্পনা মাত্র। বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিবে। অজ্ঞান বশতঃ সামাজিক নিয়মের অনুরোধে কেহ আহুতি দিতে না চাহিলে তাহার সহিত বিরোধ না করিয়া বিচার, সুকৌশল, হিতোপদেশ দ্বারা অজ্ঞান লয় করিয়া যজ্ঞ করাইতে হয়—প্রত্যক্ষ যজ্ঞ কিম্বা জ্ঞান যজ্ঞ অথবা আত্মযজ্ঞ, যে যজ্ঞই হউক প্রীতিপূর্ব্বক তাহাদিগকে যজ্ঞ করাইতে চাহিলে যদি অজ্ঞানবশতঃ তাহারা ইচ্ছা না করে তাহাতে তোমাদের কোন হানি নাই, তাহাদেরই হানি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

———০———

ষষ্ঠ অধ্যায়—ধর্ম্ম তত্ত্ব।

—:০:—

সত্য ধর্ম্ম।

সত্য ধর্ম্ম কি? কি করিলে সুখ? কি কর্ত্তব্য? যিনি শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তিনিই সত্য। উহাঁরই নাম ধর্ম্ম। সেই সত্য নামক আধার হইতে এই সর্ব্বাধার জগতের উৎপত্তি। এই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতাপিতাতে নিষ্ঠা রাখ। ইনি ভিন্ন জগতের দুঃখ মোচনকর্ত্তা কেহই নাই। পরব্রহ্মের শক্তি ছাড়া অন্য শক্তি কোথায়? যদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লোক বিপক্ষ হয় কিন্তু পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর কৃপা সহায় থাকে তাহা হইলে একটী রোমও বক্র হইতে পারে না। যদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লোক প্রসন্ন থাকে আর পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু বিরুদ্ধ হন তবে বিচার করিয়া দেখুন যে, জগতের দুঃখ কে মোচন করিতে পারিবে? জগৎময় রাজা প্রজার দুঃখ আপনারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। যদি সুখে থাকিতে চাহেন তবে সকলে মিলিয়া সত্য অসত্যের বিচার পূর্ব্বক পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে নিষ্ঠা রাখুন। সুগন্ধ, মিষ্টান্ন, মেওয়া, ঘৃত আদি দ্বারা অগ্নিব্রহ্মে হোম করিতে ও করাইতে প্রস্তুত হউন। খোঁড়া লুলা ক্ষুধার্ত্ত ও বিধবাদিগকে অন্ন বস্ত্র দিউন। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, পিপাসার্ত্তকে জল, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, বিপন্নকে সান্ত্বনা, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়, অজ্ঞানকে জ্ঞান দানই কল্যাণ। শূন্য কলসীতে জল দিলে কার্য্য হয়; পূর্ণ কলসীতে জল ঢালিলে বাহিরে পড়িয়া নষ্ট হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।" "হে যুধিষ্ঠির, তুমি দরিদ্রদিগকে পোষণ কর, ঐশ্বর্য্যবানকে ধনদান করিও না।" সত্য বল, সত্যে চল, সত্য মান, সত্য ধরিয়া ব্যবহার কার্য্য কর, বিদ্যা পড় ও পড়াও, সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখ, যে সকলই আমার আত্মা, পরমাত্মার স্বরূপ। ইহারই নাম সত্য ধর্ম্ম।

রাজা, প্রজা, সাধু ব্রহ্মজ্ঞানী আপনারা সকলে মিলিত হইয়া সত্য ধর্ম্ম ও জগৎ রক্ষার জন্য যজ্ঞাহুতি করুন ও করান। যাহাতে সর্ব্বদা আহুতি হয় সকলে সুখী থাকে তাহার অনুষ্ঠান করুন ও করান। গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে ধর্ম্মসভা

গড়িয়া ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রহ্মবিচার, সত্যাসত্যের বিচার, করুন ও করান। ধর্ম্ম পথে চলুন ও চালান। উপাসনা, ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবোধ, অগ্নি-ব্রহ্মে আহুতি ও সত্যে নিষ্ঠা ইহাই সত্য ধর্ম্ম। এখন হইতে সত্যধর্ম্মী রাজা প্রজা উৎপন্ন হইবেন ও সত্য ধর্ম্মের প্রচার হইবে। এক্ষণে সত্য যুগ আরম্ভ হইবে, সত্যনারায়ণের অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মের পূজা হইবে। এই অসত্যময় প্রপঞ্চে নিষ্ঠারূপ কলিযুগ ক্রমশঃ লয় পাইবে।

সত্য ধর্ম্ম বিপর্য্যয়।

প্রত্যক্ষ সাকারে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, এই পাঁচতত্ত্ব ব্রহ্ম, এই আকাশে এক জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা ব্রহ্ম দিনরাত্রি বিরাজমান। ইনি ভিন্ন অন্য কোন সাকার হয় নাই, হইবে না, হইতেও পারিবে না। ইনি কাহারই বা ইষ্ট হন আর কাহারই বা ইষ্ট নন। ইহাঁকে ইষ্ট বলিয়া না স্বীকার করিলে তোমাদের সাকারব্রহ্ম ইষ্ট কে এবং কোথায়? নিরাকার ব্রহ্মের সহিত তো সৃষ্টির অর্থাৎ ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন নাই। এখন সকলকেই চিনা যাইবে। জগতের এই যে দুঃখ কে ইহা মোচন করিবে? ইষ্ট গুরুদেব, আল্লাহ, খুদা, গড, দেবতা, দেবীমাতা, কি সুখের সময় বলেন যে, "আমি তোমার, তুমি আমার" আর দেখান যে, বিপদকালে কেহই আপন হয় না? নিশ্চিত জানিও, যাঁহাকে সুখে দুঃখে সমভাবে পাওয়া যায় তিনিই ইষ্টদেব পরমেশ্বর। যদি পরমেশ্বর সত্য হন তবে এই জগতের দুঃখ ভয় মোচন করিবেন; যদি মিথ্যা হন, কখনই মোচন হইবে না। অগ্নি থাকিলে আলো হইবে, জিনিস পুড়িবে। না থাকিলে ইহার কিছুই হইবে না। যদি ঈশ্বর, গড, খুদা দেব দেবীমাতা অর্থাৎ পরব্রহ্ম থাকেন তবে অবশ্যই পৃথিবীর ভার উদ্ধার করিবেন, সকলের দুঃখ ভয় মোচন করিবেন।

এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম সদা স্বতঃপ্রকাশমান। উনিই নিরাকার, উনিই সাকার। দুঃখ বিপদে উনিই সহায়। বিপদকালে জগৎ যাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, সেও কেবল মাত্র ঈশ্বরের সহায়তায় দুস্তর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পায়। পৃথিবীর উপর যে সকল উপদ্রব হইতেছে সে সকলই তিনি মোচন করিবেন।

ইহা না বুঝিয়া যে ব্যক্তি নিজের জন্য, মঙ্গল বা সুখের জন্য অন্যকে বলহীন পশুতুল্য অধীন করিয়া বশে রাখিতে চাহেন সত্য জ্যোতিঃস্বরূপ বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটাইয়া তাহাকে অসৎ পদার্থে নিষ্ঠা দেন। তাহাতে সে নিজে বলহীন তেজোহীন পশুতুল্য পরাধীন হইয়া থাকে, মিথ্যা প্রপঞ্চে মগ্ন হয়। ধূর্ত্ত ব্যক্তি মিথ্যা মোকদ্দমা জিতিবার জন্য ন্যায়বান হাকীমের সম্মুখে জাল দলীল ও মিথ্যা সাক্ষ্য উপস্থিত করিলে হাকীম সদ্বিচার দ্বারা দুগ্ধকে দুগ্ধ ও জলকে জল করিয়া দেন আর মিথ্যাবাদীর মুখে চুণ কালী পড়ে। মিথ্যা সে মিথ্যাই, সত্য সে সত্যই থাকে। সত্য কখনই গোপন থাকে না, সকল সময়েই, স্বতঃপ্রকাশ। বিচারহীন স্বার্থপর বিষমদর্শী পক্ষপাতী প্রবঞ্চক ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ শব্দবাচ্য ব্রহ্মে নানা প্রকার কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। আর রাজা প্রজা আপনারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন ইষ্টকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করিতেছেন। ইহাতেই নানা বিপর্য্যয়, ইহাতেই আপনাদের দুর্দ্দশা, ইহাতেই পৃথিবীর উপর হাহাকার।

ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়ের ফল।

জগতের দুঃখে চক্ষু কর্ণ বুজিয়া থাকিবেন না। দেখুন, যথাসময়ে বৃষ্টি হয় না, বৃক্ষ লতা গুল্ম তৃণ ঘাস পর্য্যন্ত শুখাইতেছে, ফল হইতেছে না, পশু পক্ষীর দুঃখের সীমা নাই। বারম্বার দুর্ভিক্ষ। অন্নাভাবে প্রজার হাহাকার, অকালমৃত্যু। দুষ্টাহারে যাহাদের জীবন রহিয়াছে তাহারাও জীর্ণ শীর্ণ রোগাকীর্ণ। ক্ষুধার জ্বালায় কত লোক দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইতেছে আর ঐ সময় পাঁচ হাজার টাকার জিনিষ দিয়া পাঁচ সের চাউল পাইতেছে না। ভদ্র বংশের সন্তানকে পেটের দায়ে নীচ বংশে বিক্রয় করিতেছে। রাজা পণ্ডিত মহাজন আপনাদিগকে ধিক্কার যে, কেবলমাত্র মুখে বলেন, আমি আর্য্যাবর্ত্তবাসী হিন্দু। কিন্তু কোনও সৎকার্য্যে আপনাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। অহংকার করিতে লজ্জা হয় না? ঘরে ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন আর অন্ন বিনা লোক মরিতেছে। প্রজা পালনের জন্যই ঈশ্বর অন্ন, ফল, ফুল ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, সঞ্চয় করিয়া ঘরে রাখিবার জন্য নহে। শূকরও বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া উদর পূরণ করে। তাহার সহিত তোমাদের কি প্রভেদ? ধনী থাকিতে যদি নির্ধনী

অন্নাভাবে মরে, তবে ধনীর মৃত্যুই ভাল। কেহই আপন ইষ্টগুরু জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে চিনিতেছেন না, অহংকারে জড় হইয়া রহিয়াছেন। যজ্ঞ আহুতির কথা শাস্ত্রে যাহা আছে তাহা আপনারা সত্য মিথ্যা কি নিশ্চয় করিয়াছেন? চারিদিকে অকাল মৃত্যু ও মৃত্যুর ভয়, নানা ভ্রম, পরস্পর বিরোধ। স্ত্রীগণ প্রসব বেদানায় কাতর। কত শত গর্ভবতী প্রসব হইতে না পারিয়া মরিয়া যাইতেছে। কত লোক ভূতের ভয়ে দুঃখ পাইতেছে। নূতন নূতন রোগ জন্মাইয়া মহামারীতে গ্রাম, নগর, জনশূন্য। ঝড়, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, জলপ্লাবনে দেশ উৎসন্ন। কীটের আক্রমনে শস্য নষ্ট বা অল্পকাল স্থায়ী। মনুষ্য পাগল হইয়া পাগলাগারদ ভরিয়া যাইতেছে। দেশ জুড়িয়া চুরি ডাকাইতি পাষণ্ডতা মিথ্যা বাদ ও মোকদ্দমা। কয়েদীতে জেলখানা পূর্ণ। সুপাত্র সত্যধর্ম্মী নেতাগণ কোথায়? যুদ্ধ করিয়া মনুষ্য ভেড়া ছাগলের ন্যায় কাটা যাইতেছে। স্ত্রী বিধবা, শিশুগণ অনাথ। আপনারা ইহার কি বিচার করিতেছেন? সাধু, ঋষি, মুনিগণ বহু কষ্ট করিয়াও সিদ্ধভাবে বঞ্চিত। সত্য যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত লোকে তপস্যা করিতেছেন। কতই অহমস্মি সচ্চিদানন্দ চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সৃষ্টি যেমন তেমনই রহিয়াছে, দুঃখের শেষ হয় নাই। কেবল মুখেই অহমস্মি বলা সার হইয়াছে। ভেখধারী সাধুগণ আপন আপন সম্প্রদায়ের মান-মর্য্যাদার জন্য যুদ্ধ করিয়া মরিতেছে। নিঃসহায় প্রজাদিগের কেহই দেখিতেছেন না। রাজার সহিত রাজা, প্রজার সহিত প্রজা, পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিত, গুরুর সহিত শিষ্য, পিতার সহিত পুত্র, পতির সহিত স্ত্রী, শ্রীবৈষ্ণবের সহিত গোস্বামী, সন্ন্যাসীর সহিত ব্রহ্মচারী, পরহংসের সহিত সন্ন্যাসী, উদাসীর সহিত গোঁসাই আর বানরের সহিত বানর বিবাদ করিয়া মরিতেছে। এ বিচার নাই যে, "আমি কে, কাহার সহিতই বা বিবাদ করিতেছি? সকলেই আমার আত্মা, সকলেই পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ। কি হইলেই বা আমরা সকলে মিশিয়া সুখে থাকি ও পরব্রহ্মের আজ্ঞা পালন করিতে পারি।" এদিকে কাহারও যত্ন নাই। কেবল পরস্পরে বিবাদ। শাস্ত্রে যজ্ঞ আহুতি করিবার যাহা আজ্ঞা আছে করুন ও করান। তাহাতে জ্যোতিঃস্বরূপ প্রসন্ন হইয়া সময় মত জল দিবেন, রাজা প্রজা সুখে থাকিবেন। আপনাআপনি বিবাদ করিবেন না!

ন্যায় সত্যের অধীনতাই স্বাধীনতা। আশা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, দ্বৈতভাব

আদি যে অন্তরের শত্রু তাহারাই প্রবল পর। সেই পরের অধীনতায় সুখের লেশও নাই।

ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, যুদ্ধবিগ্রহ, প্রজাক্ষয় সত্য ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়ের আংশিক ফল। সম্পূর্ণ ফলের বর্ণনা অসম্ভব।

সত্য যুগ।

সত্য যুগে সত্যনারায়ণের পূজা আর কলিযুগে অসত্য প্রপঞ্চ মিথ্যা, পাষণ্ডতা, ছল, কপট, অসত্য, সত্য বস্তু পরব্রহ্মে নিষ্ঠাশূন্যতা, অসত্য কল্পিত বস্তুতে নিষ্ঠা, রাক্ষসী বুদ্ধি, অহংকার, ক্রোধ, মান, অপমান, অশুচি, অজ্ঞান, বিবাদ, বিষম্বাদ, দাঙ্গা, চুরি, ডাকাইতি, আদালত, ফৌজদারি, জীবহিংসা, পরনিন্দা, দুর্ভিক্ষাদি নৈসর্গিক উপদ্রব, প্রজানাশক মহামারি, যুদ্ধবিগ্রহ, অশেষ দুঃখে হাহাকার পূর্ণ লোক কাতরতা, রাজা প্রজার বুদ্ধি ভ্রংশ। সত্যাসত্য অবিচার, আত্মবোধ শূন্যতা, নির্দ্দয়তা, সাধু পীড়ন প্রভৃতি কলিযুগের লক্ষণ। সত্য যুগে সত্যনারায়ণ অর্থাৎ সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মের পূজা হইবে। রাজা প্রজার সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতাতে নিষ্ঠা প্রীতি হইবে, সকলে উঁহাকে নমস্কার প্রণাম করিবে। অন্তর্যামী জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম গুরু মাতা পিতা কলিযুগের দুষ্টভাব দূর করিয়া শুদ্ধ সত্বগুণাত্মক সত্য প্রকাশ করিবেন। পূর্ণ পরব্রহ্মকে আর আপনাকে এক জানিয়া সকলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভক্তি করিবে, অগ্নিব্রহ্মে সুমিষ্ট সুগন্ধ পদার্থে হোম করিবে। ক্ষুধার্ত্ত পিপাসিত অভ্যাগতের উপযুক্ত সৎকারান্তে সকলে আপন স্ত্রী পুত্রের সহিত একত্রে মিলিয়া প্রসন্ন মনে, সন্তুষ্ট চিত্তে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর নাম লইয়া ভোজন করিবে ও সকলকে ভোজন করাইবে। ইহাই সত্যনারায়ণের পূজা। সকলে এক মনে সত্য, শুদ্ধ, চৈতন্য, পরব্রহ্মের আখ্যান বার্ত্তা শ্রবণ করিবে। ইহাই সত্যনারায়ণের কথা। রাজা প্রজা যিনি এই রীতিতে চলিবেন, পূজা করিবেন, তিনি কখনই দরিদ্র বা বলহীন হইবেন না, মুক্ত আনন্দ-স্বরূপে সুখী থাকিবেন ও চতুর্বর্গ ফল পাইবেন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিত্য সত্য বলিয়া উঁহার নাম সত্যনারায়ণ। মায়া প্রপঞ্চের আশ্রয়ে অসত্য পদার্থের নানা নাম কল্পনা করিয়া পূজা নিষ্ফল ও কেবল দুঃখের কারণ জানিবেন। তাহাতে সদা বলহীন, মনুষ্যের অধীন থাকিবে এবং এখনও আছ।

সঙ্গ যেরূপ বুদ্ধিও সেইরূপ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ দেখ কাষ্ঠ মৃত্তিকার সঙ্গ পাইয়া মৃত্তিকা হইয়া যায়, অগ্নির সঙ্গ পাইলে অগ্নি হয় ও ক্রমশঃ বায়ু হইয়া আকাশে স্থিতি করে। মৃত্তিকা স্থানীয় অসৎপদার্থে নিষ্ঠায় জীব অজ্ঞান জড়-বুদ্ধি, বলহীন হয় ও অগ্নিস্থলীয় পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর সঙ্গ করিলে তেজ, বল এবং মুক্তি লাভ হয়। "সৎসঙ্গেন ভবেন্মুক্তি রসৎসঙ্গেন বন্ধনম্।" সত্য অসত্যের বিচার, আত্মবোধও সর্ব্ব জীবে আত্মদৃষ্টিতে দয়া, শীল, সন্তোষ, ধৈর্য্য, সত্য বলা, সত্য পথে চলা, সত্যরূপে ব্যবহার, পুত্র কন্যা জ্ঞানে প্রজার পালন ও মাতা পিতা জ্ঞানে রাজভক্তি ইত্যাদি সত্য কার্য্য ও ধর্ম্মই সত্য যুগ। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে ও আপনাকে লইয়াই সত্য যুগ। সদা যে সত্য স্বতঃ-প্রকাশ, উহাঁরই নাম সত্য যুগ! ইহাই আরম্ভ হইবে।

সত্য ধর্ম্মের বিস্তার।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে রাজা প্রজা যেরূপ ধর্ম্মে চলিতেন এক্ষণে সেইরূপ আরম্ভ হইবে। পূর্ণ পরব্রহ্ম অন্তর্য্যামীর প্রেরণায় নূতন ব্যবস্থা হইবে। মধ্যে যে সকল প্রপঞ্চ হইয়াছে তাহা আর থাকিবে না। উহাতে রাজা প্রজার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে।

যে যুগে, যে বৎসরে যাহা হইবার তাহাই হইবে। রাজা প্রজার বুদ্ধিও সেইরূপ হইবে। যখন শীত ঋতুর কালপূর্ণ হইয়া বসন্ত ঋতু আইসে তখন বৃক্ষ লতাপাতা খসিয়া পড়ে আর নূতন নূতন পল্লব হয়। সে সময় যুক্তি দ্বারা ঐ গাছে পুরাতন পাতা থাকে না, খসিয়া পড়িতেই হয় এবং নূতন পল্লব হইতেই থাকে। ইহা ঈশ্বরের নিয়ম বলিয়া কোন মতে প্রতিবন্ধক ঘটে না। সেইরূপ এখন পুরাতন উঠিয়া যাইবে; সমস্ত নূতন ব্যবস্থা হইবে। বাহিরে এই উপদেশ শুনিতেছেন, অন্তর্য্যামী সকলের অন্তরে প্রেরণা দ্বারা এইরূপ ঘটাইবেন। উল্টা করিবার চেষ্টায় কেবল কষ্ট পাইবে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন যে, হে অর্জ্জুন, তুমি নিমিত্তমাত্র দণ্ডায়মান থাক, জেদ করিও না, যাহা হইবার হয় তাহা হইবেই। রাজা প্রজা আপনারা অর্জ্জুনের ন্যায় আলস্য অজ্ঞান নিদ্রা হইতে এক্ষণে জাগ্রত হউন, এই সনাতন ধর্ম্ম তীক্ষ্ণরূপে রক্ষা করিবার জন্য আপনারা নিমিত্ত মাত্র দণ্ডায়মান থাকুন। অন্তর্য্যামী জ্যোতিঃস্বরূপ স্বয়ং প্রেরণা দ্বারা সমস্ত করিয়া প্রকাশ করিবেন। সত্যের বিস্তার আরম্ভ হইবে।

সংশয় ভঞ্জন।

যাঁহাদের পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা নাই, যাঁহারা সত্যের সমস্ত শক্তি প্রতাপ ও মহিমা জানেন না, তাঁহারা কলিযুগে সত্য যুগের আবির্ভাব শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন এবং বক্তাকে পাগল বলিবেন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ইচ্ছা করিলে কলিযুগকে সত্য যুগ আর সত্য যুগকে কলিযুগ করিতে পারেন, তিনি সরিষাকে পর্ব্বত ও পর্ব্বতকে সরিষা করিতে পারেন। ইহাতে আশ্চর্য্য কি? জ্ঞানী পুরুষ যিনি ব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া বিশ্বাস করেন তিনি কলিকালে সত্য যুগ হইলে আশ্চর্য্য হইবেন কেন? তিনি জানেন, জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের অসাধ্য কিছুই নাই। কলের গাড়ী আপনিই চলে। প্রথমে অনেকে ইহা বিশ্বাস করে নাই, চলিতে দেখিয়া তবে বিশ্বাস হইল। যখন চতুর্ব্বর্গের কার্য্য হইবে তখন অবোধের বিশ্বাস হইবে। রাজা প্রজা, আপনাদিগকে যাহা বলা হইল তাহাতে নিষ্ঠা করিয়া চলুন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সমস্ত দুঃখ মোচন করিবেন, ইহা সত্য সত্য জানিবেন।

সত্য ধর্ম্মে অধিকার।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, মুসলমান, ইংরেজ, স্ত্রী পুরুষ যাহার দ্বারা ইচ্ছা হয় আহুতি দেওয়াইবে, যাহার শ্রদ্ধা হয় আহুতি দিবে। ইহাতে কোন বিধি নিষেধ নাই। সকলেই পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ, সকলেরই শুভ সত্য ধর্ম্মে, সত্য কার্য্যে, উপাসনায়, ওঁকার গায়ত্রী জপে, বেদপাঠে ও আত্মবোধে অধিকার আছে। যাহার জলের পিপাসা হইবে তাহাকে জল দিতে হইবে। পূর্ণ পরব্রহ্ম জল, শ্রদ্ধা পিপাসা। রাজা প্রজা স্ত্রী পুরুষ সকলেরই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা। যিনি সত্য কর্ম্ম করিতে পারেন তিনি করুন ও করান।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যে বলিয়াছেন—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সামাজিক ব্যবহার কার্য্যে যাহার যে কর্ম্ম তাহা সে করিবে। রাজা রাজ্য করিতেছেন তাহাই উঁহার ধর্ম্ম, প্রজা যে কর্ম্ম করে তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি মসলা বিক্রয় করে সে যদ্যপি আপন কার্য্য ছাড়িয়া রাজার কর্ম্ম করিতে যায় তাহাতে ভয়ের কারণ আছে। কিন্তু পরমার্থ কার্য্যে এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই যখন সকলের গুরু আত্মা তখন

যাহার পরমার্থ অর্থাৎ আত্মবোধক শুভ কর্ম্মের ইচ্ছা, তাহার অবশ্যই বেদাধ্যয়ন, ওঁকার ব্রহ্ম গায়ত্রী জপ ও অগ্নিতে স্বাহা শব্দ বলিয়া হোম করিবার অধিকার আছে। ইচ্ছা ও সামর্থ্যের অপেক্ষা।

এক পিতার চারি পুত্রকে চারি প্রকার কর্ম্ম ভাগ করিয়া দেওয়া গিয়াছে। উদ্দেশ্য যে উত্তম রূপে, নিয়ম মত কার্য্য হয়। যে জজের যোগ্য তাহাকে জজ, যে পিয়াদার যোগ্য তাহাকে পিয়াদা করা হইয়াছে। পিয়াদার চারি পুত্র আপন আপন কর্ম্ম উত্তম রূপে নিয়ম প্রমাণ করিলে উহাদেরও ঐ কর্ম্ম ও পদবী থাকিবে। কিন্তু জজ নিজ কার্য্যের যোগ্য না হইয়া পিয়াদার কার্য্যের যোগ্য হইলে তাহাকে জজ পদবীর অনধিকারী ও পিয়াদা পদের অধিকারী করা যাইবে। পিয়াদা জজের কর্ম্ম উত্তম রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিলে তাহাকে জজ পদের অধিকারী করা যাইবে। পিতার চারি পুত্রই সমান। যে পুত্র দুষ্ট, পিতা মাতার আজ্ঞানুসারে চলে না, তাহাকে পিতা আপন মনের কথা বলেন না ও উত্তম কার্য্যের ভার দেন না। যে পুত্র মাতা পিতার আজ্ঞা পালন করে, সেই পুত্রকে পিতা মনের কথা বলেন ও উত্তম কার্য্যের ভার দেন। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু পিতা; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হিন্দু, মুসলমান ইংরেজ স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি পুত্র। যে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পিতার আজ্ঞা পালন করিবে সেই সৎকার্য্যের অধিকারী হইবে। সমস্ত শুভ কার্য্যের অধিকারী অনধিকারী এইরূপ। জাতি বর্ণের নাম অধিকারী অনধিকারী নহে। গুণ ক্রিয়ার দ্বারা অধিকার ও অনধিকার হয়। যে চুরি করে সেই চোর। এইরূপ সকল বিষয়ে বুঝিয়া লইবেন।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে বা অগ্নি ব্রহ্মে এ ভাব নাই যে, "এ ব্যক্তি আমাকে যজ্ঞাহুতি করিলে আমার জাতি চলিয়া যাইবে বা অপর এক ব্যক্তি ব্রহ্মগায়ত্রী জাপিলে বেদ পড়িলে বা উপাসনাদি করিয়া আত্মবোধ পাইলে আমি অশুদ্ধ হইয়া যাইব। যে জাতি হউক শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতিসংযুক্ত হইয়া অগ্নি ব্রহ্মে হোম করিলে করাইলে জ্যোতিঃস্বরূপ দেব দেবীমাতা অর্থাৎ পরব্রহ্ম তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইবেন। সমস্ত কার্য্যের এইরূপ বুঝিবে। উঁহাতে জাতি বিচার থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন পৃথিবী সৃষ্টি করিতেন, জল অগ্নি আকাশ ইন্দ্রিয়গণ পৃথক পৃথক হইত। শাস্ত্র পুরাণ বেদ বাইবেল কোরাণ এ সকল আপন আপন সামাজিক ধর্ম্ম ও পক্ষপাত। জ্ঞানবান পুরুষে পক্ষপাত নাই।

বেদে অধিকারও এইরূপ। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে— ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন। বেদ তিন গুণময় মাত্র, ঈশ্বরের সমস্ত ভাব উহা দ্বারা প্রকাশ হয় না আপনারা ইহা বুঝিবেন। সকলেই আপন আত্মা কাহার সহিত ভেদ করিবেন না। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে কাহারও জমা বন্দোবস্ত নাই, তিনি কাহারও নিকট একেবারে বিক্রীত নহেন তিনি সকলের আত্মা। এ অহংকার করিবেন না যে আমি দেব ব্রহ্মকে আহুতি দিতেছি! উহাঁকে কে কি দিতে পারে? উহাঁর মুখে কোটি ব্রহ্মাণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, উহাঁর বস্তু উহাঁকেই শ্রদ্ধা প্রীতিপূর্ব্বক দিবে তোমার এই লাভ।

শাস্ত্রে অধিকারী অনধিকারী বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি যে কার্য্যে আছে তাহা ছাড়িয়া অন্য কার্য্য করিতে গেলে অনেক সময় উভয় কার্য্যই নষ্ট হয়। যিনি বেদ বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া যাহা করিবার তাহা করেন, যাহা না করিবার তাহা ত্যাগ করেন, তিনিই বেদে অধিকারী ও পণ্ডিত। যিনি সত্যাসত্য বিচার না করিয়া বেদ শাস্ত্রে যাহা আছে তাহাই করিতেছেন ও তাহাতে দুঃখ পাইতেছেন তিনিই অনধিকারী। রাজা মন্ত্রীকে আজ্ঞা দিলেন, "প্রজা শাসন করিয়া গ্রাম অধিকার কর।" মন্ত্রী অবিচারে রাজাজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে রাজা প্রজায় বিবাদ লাগিয়া প্রজানাশ ও মন্ত্রীর অমঙ্গল ঘটিল। এ মন্ত্রী মন্ত্রীত্বের অনধিকারী। যে মন্ত্রী রাজার আজ্ঞা পাইয়া বিচার পূর্ব্বক রাজা প্রজা ও আপনার ক্ষতি বাঁচাইয়া কৌশলে গ্রাম অধিকার করেন, তিনিই মন্ত্রীত্বের অধিকারী।

বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ সকলই বস্তুতঃ কাগজ ও কালি। জ্ঞানী পণ্ডিত ইহা জানেন। কালি অর্থাৎ বস্তুর উপর যাঁহার দৃষ্টি তিনি সকলকে আপন আত্মা জানিয়া শান্তিতে আনন্দরূপ থাকেন। বর্ণের উপর যাঁহার দৃষ্টি তিনি ভ্রমে ভ্রমণ করেন। পূর্ণ পরব্রহ্ম সকলেরই আত্মা, বিচার পূর্ব্বক ইহাঁতে নিষ্ঠা কর, মান অভিমান ত্যাগ কর, সকলকে সমান দেখ, সদা নির্ভয়ানন্দে সুখী থাকিবে।

অধিষ্ঠাতা নিয়োগের বিধি।

রাজা প্রজা পণ্ডিতগণ, বিচার করিয়া সত্য ধর্ম্ম পালনের জন্য গ্রামে গ্রামে সমদর্শী, ন্যায়বান, জ্ঞানবান সুপাত্র পুরুষকে অধিষ্ঠাতা নিযুক্ত করিবেন। অবস্থা বুঝিয়া একজন বা পাঁচজনকে অধিষ্ঠাতা করিবেন, যাহাতে নিয়ম প্রমাণ কার্য্য চলে। গ্রামসমূহের উপর প্রতি পরগণাতে একজন অধিষ্ঠাতা, কয়েক পরগণার

উপর প্রতি জিলাতে একজন অধিষ্ঠাতা, আর দশ বার জিলা একত্র করিয়া তাহার উপর একজন অধিষ্ঠাতা, এইরূপ সমস্ত দেশের উপর একজন মহাত্মা পুরুষ অধিষ্ঠাতা হইবেন। ইনিই সর্ব্বপ্রধান পুরুষ হইবেন। যাঁহার কুলে সনাতন ধর্ম্ম প্রতিপালন্ হইয়া আসিতেছে, যিনি দয়াবান, সমদৃষ্টিতে সকলকে পুত্র কন্যার ন্যায় প্রতিপালনে সক্ষম, এইরূপ পুরুষকে সকলের উপর অধিষ্ঠাতা করিবেন। অধিষ্ঠাতা পুরুষগণের আজ্ঞানুসারে রাজা প্রজা সকলেই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর আজ্ঞা জানিয়া ধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন ও দৃঢ়ভাবে সত্য ধর্ম্ম পালন করিবেন। আর ইহার পর জয়ধ্বনি করিতে হইলে সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের অথবা চরাচর ব্রহ্মের জয়ধ্বনি করিবেন; নানা কল্পিত নামের জয় মাননা নিষ্ফল, নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্মাণ্ডস্থ দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপে যাহাতে এইরূপ শীঘ্র হয় তাঁহার অনুষ্ঠান করুন। বর্ত্তমান সময়ে রাজা প্রজা সকলেরই দুঃখ কষ্টভোগ হইতেছে। রাজা প্রজা আপনারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে চলিলে সদা নির্ভয়ানন্দে মুক্তরূপ থাকিবেন; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল পাইয়া সৃষ্টির অন্ত পর্য্যন্ত ভোগ করিবেন। সকলকে পরব্রহ্ম সুখে রাখিবেন, যাহাতে আপনারা সুখী হন তাহাই তিনি করিবেন। ইহার বিপরীত করিলে নানা প্রকার দুঃখ পাইবেন। এক দেব জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কেহই নাই যে এ দুঃখ মোচন করেন। ইহা সত্য সত্য জানিবেন। কেহ কোন শাস্ত্র প্রমাণে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে নিষেধ করিলে তাহা শুনিয়া, হে রাজা প্রজাগণ, অবিচারে নিজে পশু হইবেন না ও অপরকে পশু করিবার ইচ্ছা রাখিবেন না। মনোমধ্যে সত্যাসত্যের বিচার দ্বারা বিশেষ করিয়া দেখিবেন তাহা হইলেই সত্য জানিতে পারিবেন। পরমজ্যোতিঃ পূর্ণ পরব্রহ্মের পথ সত্যের উপর দিয়া—যাইবার অন্য পথ নাই।

দান, পুণ্য ও ব্যয়।

রাজা প্রজা সকলেই বিশেষ বিবেচনা করিয়া দান, পুণ্য, যজ্ঞ, ব্যয় ইত্যাদি সমস্ত ব্যবহার কার্য্য পরিমাণ মত যথাশক্তি কর। মান অহংকার করিয়া অপরিমিত ব্যয় করিও না। করিলে পশ্চাৎ তাপ ও স্ত্রী পুত্র পরিবারের কষ্ট অবশ্যম্ভাবী। মান অপমান সুখ্যাতিতে কি আছে? কেবল কষ্ট মাত্রই আছে। লোকে ধনী জ্ঞানী মহৎ বলিলেই কি আপনি তাহা হইয়া যাইবেন? আর নীচ মূর্খ বলিলেই কি তাহা হইবেন? আপনি যাহা আছেন তাহাই থাকিবেন। কেহ নীচ বলিলেও

নীচ হইয়া যাইবেন না, মহৎ বলিলেও মহৎ হইয়া উঠিবেন না। সোণাকে ছোট বলিলেই কি সোণা ছোট, আর বড় বলিলেই তবে বড় হয়? সোণা সোণাই আছে। অবোধ ব্যক্তি অল্পেই অহংকার করিয়া শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়।

"ক্ষুদ্র নদী ভরী চলী উতরাই,
থস থোড়ে ধন খল বউরাই।"

অল্প বৃষ্টি হইলেই ক্ষুদ্র নদী ভরিয়া যায় আর বর্ষা শেষ না হইতেই একেবারে শুখাইয়া যায়। সেইরূপ কিঞ্চিৎ ধন হইলেই খল নীচ ব্যক্তি উন্মত্ত হয়। কিন্তু সমুদ্র সদা একই ভাবে পরিপূর্ণ থাকেন। সমুদ্র শব্দে সুপাত্র জ্ঞানী, গম্ভীর রাজা প্রজা—যে কেহই হউন, যে কুলেতেই তাঁহার জন্ম হউক না কেন তিনি অহংকার, মানরহিত হইয়া বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করেন। ক্ষুদ্র নদী শব্দে অবোধ অহংকারী কিঞ্চিৎ ধন হইয়াছে কিম্বা দশ বিশখানি গ্রাম জমিদারি হইয়াছে, কিম্বা যৌবনে শাস্ত্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে অথবা কিঞ্চিৎ তপস্যা করিয়া সিদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া অহংকার ও মান হেতু বক্রভাবে চলে, কাহাকে মিষ্টবাক্য পর্য্যন্তও বলে না, আপন সমান কাহাকেও বোধ করে না, অহংকার মানের জন্য ব্যয় করে, যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতাপিতাতে ভক্তি শ্রদ্ধাহীন, যে অপরকে মিথ্যা ও ছল করিয়া প্রবঞ্চনা করে, যে বলপূর্ব্বক দুর্ব্বল ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়া তাহার ধন অপহরণ করে, যে অপরকে অন্য কোন প্রকার কষ্ট দেয়, যে চোর মিথ্যাবাদী বা নিন্দক তাহার নাম খল যে কুলেই তাহার জন্ম হউক না কেন। খল অবশ্যই অত্যন্ত কষ্ট পায়।

একটী আম গাছ থাকিলে তাহার ফলে পরিবার পোষণ করিয়া যথাশক্তি ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগত অতিথিকে দিতে পারিবে। কিন্তু গাছটি কাটিয়া নষ্ট করা, একেবারে নিঃসত্ব হইয়া কাহাকেও দান করা উচিত নয়। করিলে পরিবার পালন বা যোগ্য সুপাত্র ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগতকে দান বন্ধ হইবে। এইরূপ রাজা প্রজার রাজ্য, জমিদারী, চাকুরি, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি যাহার যে উপার্জ্জনের উপায় তাহা যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে। আর নিরালস্যে উদ্যম সহকারে পুরুষার্থ করিয়া উপার্জ্জন বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে, যাহাতে সুখে পোষ্য-পোষণ ও সদ্ব্যয় সম্ভব হয়। নিবুর্দ্ধিবশতঃ অভিমান চরিতার্থ জন্য একেবারে সমস্ত দান বা ব্যয় করিলে কোন কার্য্যই চলে না। যোগ্য পাত্রে বিবেচনা করিয়া দান

করিলেই পুণ্য হয় এমত নহে। আপন গৃহে আত্মীয় স্বজনের কষ্ট নিবারণ অবশ্য কর্ত্তব্য বিশেষ পুণ্য কর্ম্ম জানিবে। কোন ক্ষুধার্ত্ত উপস্থিত হইলে তাহাকে যথাশক্তি আহার দিবে। যোগ্য পাত্রে অন্নদানের তুল্য দান পুণ্য দ্বিতীয় নাই। ইহা বৈষয়িক লোকের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। জ্ঞান পক্ষে আত্মজ্ঞান দান তুল্য এ সংসারে আর অন্য কোন দানই নাই। ইহাতে জীবের অনন্ত চরিতার্থতা। অন্ন ফলাদি সুখাদ্য ও সুগন্ধ পদার্থ চেতনের আহার জন্য ও অগ্নি ব্রহ্মে আহুতি দিবার জন্য, ঘরে সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য নহে। যথাশক্তি ব্যয় করিবে, যাহাতে কোন প্রকারে কেহ কষ্ট না পায়। অহংকার ও মানের জন্য কতই রাজা প্রজা বিবাহ, যজ্ঞ শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে অপরিমিত ব্যয় জন্য জমিদারী প্রভৃতি আবদ্ধ রাখিয়া কর্জ্জ লইতেছেন। পরে মহাজন পীড়নে যখন সর্ব্বস্বান্ত হন আর অন্ন বস্ত্র বিনা কষ্ট পান তখন অনুশোচনায় আর্ত্তনাদ করেন যে, "শুধু সুখ্যাতির জন্য এরূপ কেন করিয়াছিলাম।" যাহারা ছল করিয়া ব্যয় করায় শেষে তাহারাই সকলে উপহাস করে। এ জন্য বিচার করিয়া পরিমাণ মত যথাশক্তি ব্যয় করা আর করান উচিত।

দান সুপাত্র, অধিকারী যোগ্য পাত্রে করা আবশ্যক। রোগীকে ঔষধি দেওয়া আবশ্যক বলিয়া উপযুক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু নিরোগীকে ঔষধি দেওয়া অনাবশ্যক হেতু অযোগ্য অর্থাৎ নিষ্ফল। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, নগ্নকে বস্ত্র দেওয়া উচিত। উহারা ঐ কার্য্যের প্রকৃত অধিকারী। যাহার পেট ভরা আছে, তাহাকে অন্ন না দেওয়া উচিত। যে ভূমিতে ধান্য শুখাইয়া যাইতেছে ঐ ভূমিতে জল দেওয়া আবশ্যক। বিদ্যার্থী সত্যধর্ম্মী পরোপকারী ব্যক্তির কষ্ট নিবারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। দারিদ্র্যবশতঃ কন্যার বিবাহ দিতে অসমর্থ ব্যক্তি লজ্জায় যদি যাচ্ঞা করিতে না পারে তাহাকে ধন দান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যে কুলে তাঁহার জন্ম হউক না কেন, তাঁহাকে দান করায় যথার্থ ফল হয়। ধনবান উপার্জ্জনক্ষম সচ্ছল অবস্থাপন্ন, মিথ্যাবাদী, লম্পট, নিন্দক, প্রবঞ্চক, দ্যূতক্রীড়ক, পরপীড়ক এরূপ চরিত্রের লোক ব্রাহ্মণ হইলেও তাহাকে দান করা নিষ্ফল ও অনুচিত। ইহাতে সংসারের অনিষ্ট হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। ইহা সত্য সত্য জানিবেন।

শরীর সম্বন্ধে ধর্ম্ম।

সকল বিষয়ে সাবধানে শরীর রক্ষা করিলে পরমার্থ সিদ্ধি হইবে এবং

তোমরা সুস্থ শরীরে আনন্দে থাকিবে। অগ্নিশিখা বায়ু তাড়নে নিভিয়া যায় কিন্তু উপযুক্ত কাচ পাত্রের দ্বারা রক্ষিত হইলে শিখা স্থির থাকে। শরীর অগ্নি শিখা, কাচের পাত্র বিচার অদ্বৈত জ্ঞান, স্থিরতা শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুরু আত্মাতে সর্ব্বভ্রম দুঃখনাশিনী, নিত্যানন্দময়ী নিষ্ঠা। আপনার ও পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ বিচার করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে শ্রদ্ধা ভক্তিতে বিদ্যা শিক্ষায় আত্মবোধে শীঘ্র কার্য্যসিদ্ধি হইয়া শান্তি ও আনন্দ লাভ হয়। অহংকারবশতঃ আত্মাকে দুঃখ দিয়া কোটি যুগ তপস্যা করিলেও কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

পরিষ্কার সম্বন্ধে ধর্ম্ম।

দেশ গ্রাম, বাটী ঘর, গলি রাস্তা প্রভৃতি সমস্ত পরিষ্কার রাখিবে, যাহাতে কোন রূপে অপরিষ্কার থাকিতে না পায়। যাহা অপরিষ্কার হইবে তাহা প্রত্যহ পরিষ্কার করিয়া আবর্জ্জনা মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা উচিত। অবৈধ লাভের জন্য ব্যবসায়ী আহারীয় দুগ্ধে অস্বাস্থ্যকর পদার্থ মিশাইতে না পায়, উচিত লভ্য রাখিয়া পরিষ্কার দ্রব্য বিক্রয় করে, এবিষয়ে রাজার শাসন রাখা কর্ত্তব্য। জ্ঞানি রাজার এই লক্ষণ। যে রাজার এরূপ গুণ নাই সে রাজার যোগ্য নহে। কেবল হাড় ও চামড়ার নাম রাজা নহে। সদগুণে ও বুদ্ধি বিদ্যাতে সুনিপুণ রাজাই রাজা, প্রজাকে ভয় দণ্ড দিলেই রাজা হয় না।

যাহার দ্বারা কাপড়, শরীর মন শুদ্ধ অর্থাৎ পরিষ্কার হয় তাহাকেই শুদ্ধ বস্তু জানিয়া তাহার দ্বারা সকলে ব্যবহার কার্য্য সুনিষ্পন্ন করিবে। জ্ঞান সাবান দ্বারা মনের ময়লা পরিষ্কার হয়। জ্ঞান সদাই শুদ্ধ। যে অপরকে শুদ্ধ করে সে কি নিজে অশুদ্ধ হয়? নিজে অধিকতর শুদ্ধ না হইলে অপরকে কখনই শুদ্ধ করিতে পারে না। শারীরিক মল পরিষ্কারক ও সৌগন্ধবর্দ্ধক পদার্থের ব্যবহার বিশেষ আবশ্যক। ইহাতে মনের স্ফূর্ত্তি ও আয়ুবৃদ্ধি হয় এজন্য ইহাতে ঘৃণা লজ্জা করিতে নাই।

পারিশ্রমিক সম্বন্ধে ধর্ম্ম।

পরিশ্রমের উচিত মূল্য দেওয়া অপর একটী ধর্ম্ম, না দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়, বিশেষ ঘৃণিত কর্ম্ম। ইহা রাজধর্ম্ম কিম্বা সাধারণ ভদ্রোচিত কর্ম্ম নহে। রাজা সত্যবাদী হইলে প্রজাও সত্যবাদী হয়। রাজসংসারে কোন ক্রিয়া হইলে যোগ্যতা বিচার করিয়া দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করা উচিত। যোগ্যতা বুঝিয়া

নরনারীকে কর্ম্মে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা আপন আহার ও বস্ত্র উপার্জ্জন করা সকলেরই ধর্ম্ম।

দণ্ড সম্বন্ধে ধর্ম্ম।

রাজা দণ্ড বিধায়ক। বাঁকা লাঠি সোজা করিবার জন্য অগ্নির উত্তাপ দিতে হয়। তাহাতে কাঠ নরম হইয়া সোজা হয়। অল্প উত্তাপে বা একবার উত্তাপ পাইলেই যদি নরম হইয়া সোজা হয় তবে আর অধিক বা বারম্বার উত্তাপ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সোজা হওয়াই ত আবশ্যক। দুষ্টভাব ত্যাগ করাইবার জন্য দণ্ড ও ভয়প্রদর্শন উচিত। একের দণ্ড দেখিয়া অন্যেরা ভয়ে সত্যপথে চলে। যতবার বা যে পরিমাণ দণ্ডে দুষ্টস্বভাব ত্যাগ হয় তদধিক দণ্ড অনুচিত। চোর ডাকাইত জুয়াচোর, অসত্যবাদী প্রপঞ্চী মিথ্যা দ্বারা বা রহস্যভাঙ্গিয়া একের সহিত অপরের বিবাদ উৎপাদক, পরপীড়ক, স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারী, এরূপ লোককে দণ্ড দেওয়া উচিত। দরিদ্র বা দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি পুত্র বা গুরুর সহিত কোন কারণে বিবাদ করে তবে যথার্থ বিচারে যে অপরাধী হয় তাহাকেই দণ্ড দেওয়া উচিত। অপরাধী ব্যক্তি পুত্র বা ইষ্ট গুরুর গুরু হইলেও তাহাকে ক্ষমা করা উচিত নহে। বিচার কার্য্যে আপন পর বিবেচনা করা অবোধ পশুর কর্ম্ম। সমদর্শী হইয়া পিতার ন্যায় দয়ার সহিত বিচার করা রাজার ধর্ম্ম। নচেৎ রাজা রাজ্যের অনধিকারী। অচিরে রাজ্যধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

সত্য ধর্ম্ম পক্ষে রাজা প্রজার কর্ত্তব্য।

যাহার যে বিষয়ে যে পরিমাণ শক্তি, তিনি সে বিষয়ে সেই পরিমাণে রাজা। সেই শক্তির সদ্ব্যবহারে যাহাদের সুখ তাহারা প্রজা। জগতে স্তবকে স্তবকে রাজা প্রজা। যিনি এক দিকে রাজা, তিনি অন্য দিকে প্রজা। লৌকিক রাজা জ্ঞানার্জ্জনে জ্ঞান বৃদ্ধের প্রজা। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই এক অদ্বিতীয় জগদীশ্বর। তাঁহারই আজ্ঞায় রাজা প্রজা দুই ভাগ। রাজশক্তির অবিকাশে বিশৃঙ্খলায় লোক ধ্বংস হয়। এজন্য রাজশক্তি সর্ব্বথা রক্ষণীয়। প্রজার হিতসাধিকা শক্তিরই নাম রাজশক্তি। প্রজানাশে রাজশক্তির নাশ। রাজানাশে প্রজানাশ। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যাহার যেরূপ শক্তি তাহার সেইরূপ কর্ত্তব্য। রাজার শক্তি অধিক, কর্ত্তব্যও অধিক।

রাজার ধর্ম্ম যে, সত্যাসত্যের বিচার করিয়া সত্য পরব্রহ্মে নিজে নিষ্ঠা রাখা ও যাহাতে প্রজাদের নিষ্ঠা হয় তাহার অনুষ্ঠান করা। ইহাতে রাজা প্রজা উভয়েরই নিত্য সুখ। পূর্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার রূপেই থাকুন বা সাকার রূপে থাকুন, রাজা প্রজা উহাঁকে আত্মা মাতা পিতা গুরু জানিয়া সর্ব্বদা উহাঁর উপাসনা করুন। সকলেই সুখী হইয়া নির্ভয়ে আনন্দে থাকিবেন। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রজার তত্ত্ব লইয়া প্রজার সর্ব্ব দুঃখ অবিলম্বে মোচন করাই রাজার ধর্ম্ম। তুলসীদাস রামায়ণে লিখিয়াছেন—

"জাসু রাজা প্রজা দুঃখারি।
সো নৃপ অবশ্য নরক অধিকারি॥"

পুরাকালে চন্দ্র সূর্য্য বংশে দশরথ, রামচন্দ্র, বিশ্বামিত্র, জনক, যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিত প্রভৃতি ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন তাঁহারা যত্নের সহিত যজ্ঞ হোম করিতেন এবং করাইতেন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে নিষ্ঠা রাখিতেন ও রাখাইতেন এজন্য দেব জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রসাদে সমস্ত রাজা প্রজা জীব মাত্রেই সুখী থাকিতেন। যথাসময়ে সুবৃষ্টিতে প্রচুর অন্ন তৃণ বৃক্ষ ফলাদি জন্মিয়া পশু পক্ষী মনুষ্যের সুখে প্রতিপালন হইত। প্রচুর পরিমাণে অন্নাদি উৎপন্ন হইয়া রাজা প্রজার স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ হইত। কেহই কোন কারণে দুঃখী ছিল না। হে হিন্দু আর্য্য মুসলমান ইংরেজ রাজাগণ যাহাতে রাজা প্রজা সকলে সুখী হয় বিচার পূর্ব্বক তাহাই করুন। আপনারা নিজে জ্ঞানী।

এই গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিচার করিয়া ব্যবহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে আপনারা সদা সুখী থাকিবেন। গ্রন্থোক্ত সত্য সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে। সকলে মিলিয়া প্রীতি পূর্ব্বক এই পুস্তক নিত্য একবার পাঠ বা শ্রবণ করিবেন ও অন্যে যাহাতে শ্রবণ পঠন করে তাহা করিবেন। তাহাতে স্ত্রী পুরুষ মনুষ্যগণ অজ্ঞান নিদ্রা ছাড়িয়া পূর্ণ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা লাভে নির্ভয়, আনন্দ ও মুক্তিরূপ থাকিবে, সকলকে আত্মতুল্য সমান দৃষ্টিতে দেখিবে. কাহার সহিত কাহার বিরুদ্ধ ভাব থাকিবে না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

——০——

সপ্তম অধ্যায়—বর্ণাশ্রম তত্ত্ব।

জাতি বিচার।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এ চারি বর্ণ কাহাকে বলে? ইক্ষু রস হইতে গুড়, চিনি, মিছরি, ওলা আর নানা আকারের মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। কিন্তু ঐ সকলেরই কারণ ইক্ষু। গুড় যতই পরিষ্কার হইবে ততই উহাতে ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রকাশে ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা হইবে। স্বরূপে সকলই সমান, কেহ মহৎ বা কেহ নীচ নাই। কেবল ভিন্ন ভিন্ন শব্দ মাত্র। শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম ইক্ষু, ঈশ্বর মায়া ব্রহ্ম জগৎরূপ বিস্তার রস। শূদ্র গুড়, বৈশ্য মিছরি, ক্ষত্রিয় ওলা, ব্রাহ্মণ চিনি। আর তৃণ ঘাস পশু পক্ষী ইত্যাদি মিষ্টান্ন বুঝিয়া লইবেন। কেবল নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া ও উপাধি ভেদ হেতু ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে।

জাতি বিবরণ।

শীল, সন্তোষ, দয়া, ধৈর্য্য, শান্তি, সত্যাসত্যের বিচার, সত্যশুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ভক্তি, ইন্দ্রিয় জয়, আপনার সহিত অভেদে অর্থাৎ একই রূপ জানিয়া পরব্রহ্মে প্রীতিময় নিষ্ঠা, চরাচর রাজা প্রজা সকলেতে আত্মদৃষ্টিবশতঃ মান অপমান ও জয় পরাজয় বোধ রাহিত্য বা বিদ্যা অর্জ্জন, সত্য বলা ও বলান, যজ্ঞ করা ও করান, দান লওয়া ও দেওয়া—যাঁহাতে এই সকল গুণ ও ক্রিয়া আছে তিনিই ব্রাহ্মণ। তিনি পুরুষ বা স্ত্রী হউন, তিনি যে ঘরে জন্মিয়া থাকুন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ।

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাদ্ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

যে অবস্থায় জন্ম হয় তাহাকে শূদ্র বলে, সংস্কার হইলে দ্বিজনাম হয়। সংস্কার এই যে, এক ঈশ্বর, তুমি জীব। বেদাভ্যাস করিলে বিপ্র বলা হয়। বিপ্র শব্দে

বুঝিবে বীর, ইন্দ্রিয়জিৎ, তেজ, বল, জ্ঞান সম্পন্ন। পূর্ণরূপে ব্রহ্মকে যিনি জানেন তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। যেমন বশিষ্ঠ দেব ও বিশ্বামিত্র ঋষি। শাস্ত্রে আছে যে,—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণ শ্চেতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াঃ জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাস্তথৈবচ॥"

অর্থাৎ শূদ্র কূলে জন্মিয়া উচ্চ উত্তম কর্ম্ম করিলে সে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিয়া নীচ কর্ম্ম করিলে সে শূদ্র। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে এতগুলি গুণ থাকা আবশ্যক। যথা—শীল, সন্তোষ, দয়া, দান, ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয়জয়, তেজ, বল, শক্তি, ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্যে তীক্ষ্ণতা, জ্ঞান, অস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শীতা, সত্যাসত্যের বিচার, পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা, আপনার ও পরব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান অর্থাৎ একই রূপ জানিয়া নিষ্ঠা, পরব্রহ্ম নিরাকার রূপেই থাকুন আর সাকার রূপেই থাকুন, সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা অগ্নি ব্রহ্মে প্রীতি, সদা এই বৃত্তিতে মন রাখা যে, ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ কিসে প্রসন্ন থাকেন, যাহাতে উঁহার কৃপায় চরাচর রাজা প্রজা সমস্ত সুখী থাকে, নিজে তাহাই করা ও অন্যকে করান। সমস্ত প্রজাকে আপন আত্মা জানিয়া প্রজাপালনে প্রবৃত্তি, প্রজার প্রতি পুত্র কন্যা জ্ঞানে দয়া, কর্ত্তব্য সাধনে যত্ন, সত্যধর্ম্মে নিষ্ঠা, বিদ্যালাভ করা ও করান। যজ্ঞাহুতি করা ও করান, দাতা হইয়া সকল বিষয়ে নির্ভয়ে মান অপমান হইতে অতীত থাকা। যাঁহাতে এই সকল গুণ, তিনি পুরুষ হউন, স্ত্রী হউন, তাঁহার যে কুলেই জন্ম হউক, তিনিই যথার্থ ক্ষত্রিয় জানিবেন। বৈশ্যের ধর্ম্ম কৃষি আদি অর্থকরী ব্যবসায়ে তীক্ষ্ণতা, ধন সঞ্চয়, পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ভক্তি শ্রদ্ধা, অতুর, অভ্যাগত প্রভৃতিকে অন্ন বস্ত্র দান, যথাশক্তি অগ্নিতে আহুতি, সন্তোষ, বিদ্যা অর্জ্জন ও দান, পরিবার পালন এবং অকপটভাবে সর্ব্বজীবে দয়া। যাহাতে এই সকল গুণ আছে তিনি স্ত্রী বা পুরুষ হউন, যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন, তিনি বৈশ্য। শূদ্রের ধর্ম্ম যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনের সেবা, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা। আলস্য অজ্ঞান অহংকার, ক্রোধ, পরব্রহ্মে ভক্তি শ্রদ্ধা শূন্য পাষণ্ডতা, অশুদ্ধচিত্ততা, মিথ্যাচারে জীব পীড়ন, দয়াশীল সন্তোষ ধৈর্য্য শূন্যতা, স্বার্থপরতা, অন্যকে মিথ্যাচারে উৎসাহ দান, পরনিন্দা,

পরব্রহ্মের নিন্দা ও অন্যকে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি দান—যে ব্যক্তির শরীরে এই প্রকারের দোষ আছে তাহাকেই ম্লেচ্ছ জানিবে। সে স্ত্রী হউক অথবা পুরুষ হউক, আর যে কুলেই তাহার জন্ম হউক না কেন। শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম স্বরূপে নীচ মহৎ নাই, সকলেই সমান। গুণ ও ক্রিয়ার নাম জাতি। যেমন চুরি করিলেই চোর।

ইন্দ্রিয়-জয়ের অর্থ এই যে পূর্ণ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা, সকলের প্রতি আত্মভাবে সমদৃষ্টি, ইন্দ্রিয় ভোগ্যের ভোগ করিয়াও অসৎ পদার্থে চিত্তের অনাসক্তি এবং সত্যে নিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ বা নষ্ট করিলে ইন্দ্রিয়জয় হয় না। তাহা হইলে নবাবী আমলের খোজাদিগকেও জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা বলা যাইত।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব শূদ্র। সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য সত্যাসত্যের বিচার ও জ্ঞান-বাণিজ্যে রত জীব বৈশ্য। সত্যাসত্যের বিচার করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মে নিষ্ঠাবান যে জীব সত্য পথে থাকিয়া রাজ্য করেন তিনি ক্ষত্রিয়। সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা পূর্ণরূপে যাঁহাতে প্রকাশমান তিনি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণে বর্ণভেদ খণ্ডন হইয়া লয় হয়।

কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণের রূপ শুক্ল, ক্ষত্রিয়ের রক্ত, বৈশ্যের পীত ও শূদ্রের কৃষ্ণ বর্ণ। অজ্ঞান জীবেই এইরূপ নানা শঙ্কা ভ্রম থাকে। অবস্থা ভেদে সকলেরই এইরূপ হয়। পীত বর্ণ অগ্নিব্রহ্ম বৈশ্য, অমাবস্যা রাত্রি অজ্ঞান শূদ্র, চন্দ্রমা ব্রাহ্মণের রূপ, ক্ষত্রিয় সূর্য্যনারায়ণ। ভিন্ন ভিন্ন রূপ, গুণ, ক্রিয়াবাচক নানা নাম কল্পনা হইয়াছে। যে অবোধ সে ইহাকেই ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া ধরে। অগ্নি নির্ব্বাণে আকাশ হয়, অমাবস্যায় চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ উভয়েই থাকেন না, সূর্য্যনারায়ণ থাকিলে চন্দ্রমা ব্রহ্ম ও অমানিশা উভয়েই থাকেন না, এক আপনিই স্বয়ং সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্ম বিরাজমান থাকেন। অজ্ঞান স্বপ্নাবস্থা, জাগ্রত জ্ঞান অবস্থা ও সুষুপ্তি বিজ্ঞান অবস্থায় উভয়ই থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন সুষুপ্তি দুই লয় হয়। জীব ও পরব্রহ্ম সম্বন্ধীয় নানা ভ্রম স্বরূপ বোধে লয় হয়। রাজা, প্রজা, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ পূর্ণ পরব্রহ্মের রূপ, সমস্তই আপনার আত্মা। রাজা প্রজা আপনারা বিচার না করিয়া অকারণ পরস্পর ভেদ করিতেছেন; যাহাতে সকলেই মিলিত হইয়া সুখী থাকেন তাহাই করুন ও অপরে যাহাতে করে তাহার উপায় করুন। ব্যবহার কার্য্যে যে যে কর্ম্মের উপযুক্ত

তাঁহাকে সেই কর্ম্ম দেওয়া উচিত, পরমার্থ পক্ষে সকলেই একরূপ, আপন আত্মা জানিবেন। পরব্রহ্ম সকলকে লইয়া পূর্ণ এবং সর্ব্বরূপ।

যজ্ঞোপবীত ধারণ।

সাকার ত্রিগুণাত্মা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ অগ্নি জ্যোতি-মূর্ত্তি ঈশ্বরই যজ্ঞোপবীত। ইহাঁকেই রাজা, প্রজা স্ত্রী পুরুষের ধারণ করা আবশ্যক। ইনিই অজ্ঞান জগৎ হইতে উদ্ধার করেন অর্থাৎ মায়া হইতে পরিত্রাণ করেন। ইনিই স্ত্রী পুরুষের নেত্রদ্বারে তেজোরূপে, নাসিকাদ্বারে প্রাণরূপে, কর্ণদ্বারে আকাশরূপে বিরাজমান। পঞ্চগ্রন্থি পঞ্চতত্ত্ব যাহার দ্বারা চরাচরের সমস্ত শরীর গঠিত। সূত্রের যজ্ঞোপবীত পরিধান কর, বিনা বিচারে ত্যাগ করিও না।

ব্রহ্মা হইতে চারিবর্ণের উৎপত্তি।

শাস্ত্রে বলে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, জঙ্ঘা হইতে বৈশ্য, চরণ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি। এখানে বিচার করিয়া দেখুন। গাছ হইতে পাকা আম মাটিতে পড়িলে সেই বীজ হইতে যে গাছ হয় তাহার ডালে ফল হয়, শিকড়ে ফল ধরে না। আদিতে যে শক্তির প্রভাবে যে ভাবে ফল ধরে অন্তেও তাহাই হয়। এমন হয় না যে, আদিতে ফল ধরে ডালে আর শেষে ফল ধরে শিকড়ে। ব্রাহ্মণ আদিতে মুখ হইতে জন্মিলে এখনও সেইরূপ মুখ হইতে জন্মিতেন আর অন্য তিন জাতি যথাক্রমে বাহু জঙ্ঘা চরণ হইতে জন্মিত। মনুষ্য আদিতে যে মুখরূপী কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এখনও সেই মুখ হইতেই হইতেছেন। ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। যে মুখ হইতে পুত্র কন্যা জন্মিতেছে তাহাকে ব্রহ্মদেবের মুখ জানিবেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়ই তাঁহার মুখ। ব্রাহ্মণই যদি ব্রহ্মার মুখ হইতে বাহির হইয়া থাকেন তবে পশু পক্ষী স্ত্রীগণ ও অপর তিন জাতি কোন মুখ হইতে বাহির হইয়াছে? ব্রহ্মার মুখ কোথা, তাহার স্বরূপ কি? বিচার করিয়া দেখুন। নিরাকারে মুখ নাই, প্রত্যক্ষ সাকার ত্রিগুণাত্মার মুখ কোথা? এই পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, পঞ্চতত্ত্ব, আর এক জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ দিনরাত্রি প্রকাশমান। আপনারা কেন তুচ্ছ অভিমানে সত্যকে অন্যথা ভাবিতেছেন? বিচার করিয়া সকলকে আপন আত্মা বলিয়া জানুন। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ ব্রহ্মার মুখাদি

চারি অঙ্গ হইতে হয় নাই। চরাচর রাজা, প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র ইত্যাদি সকলেরই শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয়।

রাজা প্রজা, আপনাদের অকারণ মৃত্যুভয়, প্রিয় বিয়োগে হাহাকার, আর অনেক দিন বাঁচিবার ইচ্ছা। মৃত্যুতে আহ্লাদ হওয়া উচিত। যেখান হইতে আসিয়াছেন, সেইখানেই যাইতেছেন, কার্য্য শেষ করিয়া বিদেশ হইতে দেশে যাইতেছেন, বাহির হইতে ঘরে আসিতেছেন। শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মই অনাদি সেই ঘর। আপনারা ত সর্ব্বদাই উহাঁতে বিরাজ করিতেছেন, উহাঁ হইতে প্রকাশ পাইতেছেন, উহাঁতেই লয় হইয়া যাইতেছেন আর উহাঁরই স্বরূপ। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে শ্রদ্ধাভক্তি রাখিয়া প্রীতির সহিত নমস্কারাদি না করিলে, উহাঁকে এবং আপনাকে না জানিলে, উহাঁতে বিরোধ ভাবাপন্ন নিন্দক হইলে, সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি না থাকিলে পরব্রহ্মের কালরূপে প্রকাশ হেতু মৃত্যুকালে ভয় হয়। আপনাকে বা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিলেই তিনি সর্ব্বত্র মিত্ররূপ আত্ম ভাবে প্রকাশ হন, সমস্ত দুঃখ ভয় লয় হইয়া যায়, জীবন মৃত্যুতে হর্ষ বিষাদ বা সংশয় থাকে না, জীবের নির্ভয়ানন্দে নিত্য সুখে স্থিতি হয়।

চতুরাশ্রম।

শাস্ত্রে বলে, গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম। নানাস্থানে ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু বিচারপূর্ব্বক সংসার ধর্ম্মের প্রতিপালনে চারি আশ্রমেরই ধর্ম্ম প্রতিপালন হইতে পারে। আত্মা পরমাত্মা বিষয়ে জ্ঞানাভাবে যাঁহার আমি শরীর মাত্র এইরূপ ধারণা, বিচারাভাবে যাঁহার অভিমান যে, এই শরীর ধরিয়া আমি আছি শরীরী এবং যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা পরিবারবর্গের সহিত কেবল ইন্দ্রিয় ভোগে আসক্ত, সদা স্বার্থসন্ধী তিনিই গৃহস্থ। শরীর গৃহের অভিমানে গৃহস্থ হয়। যিনি সত্যাসত্যের বিচারবান, নিত্য হোমী, পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুতে শ্রদ্ধা ভক্তিমান, যথাশক্তি ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগত সেবী সর্ব্ব জীবে সমদর্শী, শীল সন্তোষ দয়া ধৈর্য্য সম্পন্ন, বিদ্যাদানে রত, তিনি স্ত্রী হউন পুরুষ হউন তিনি ব্রহ্মচারী। এইরূপ ব্রহ্মচারী আত্মা পরমাত্মার অভেদ অদ্বৈত জ্ঞান উপার্জ্জনার্থ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার নাম হয় বানপ্রস্থ। এইরূপ

বানপ্রস্থ যখন উপাসনা দ্বারা পরমাত্মার কৃপায় অদ্বৈত জ্ঞান লাভে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় দেখেন তখন তাঁহাকে সন্ন্যাসী জানিবেন। এই চারি অবস্থায় অভিমান শূন্য অর্থাৎ এই চারি অবস্থার অতীত গৃহস্থ ব্যক্তির পরমহংস নাম জানিবেন। প্রকৃত পক্ষে এ অবস্থায় উহাঁর প্রতি না সন্ন্যাসী, না পরমহংস, না ব্রহ্ম, না পরব্রহ্ম শব্দ প্রয়োগ হয়। উনি যাহা তাহাই। অজ্ঞান জ্ঞান বা বিচার, বিজ্ঞান তুরীয় এবং তুরীয়াতীত শব্দ মাত্র। বিচার পূর্ব্বক ইহার সার ভাব বুঝিয়া রাজা প্রজা পাঠকগণ ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য করিবেন।

স্বপ্নে বিষয়ভোগের তৃষ্ণা গৃহস্থ আশ্রম, স্বপ্নান্তে জাগরণের নাম ব্রহ্মচর্য্য, সুষুপ্তির নাম বানপ্রস্থ। যখন বিচার দ্বারা বুঝিবে যে, এ তিন অবস্থাতে ব্যক্তি কেবল একমাত্র আমিই ছিলাম, এখনও আছি, কেবল অবস্থা ভেদে নাম ভেদ মাত্র তখন তুমি সন্ন্যাসী। এই চারি অবস্থা যখন তোমারই কল্পনা বলিয়া তোমাতেই লয় পায় তখন তুমিই পরমহংস অর্থাৎ তখন পূর্ণ পরব্রহ্মই স্বতঃ প্রকাশ। গৃহস্থ ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ। গৃহস্থের সকল ধর্ম্ম ব্যবহারে, সকল পরমার্থ কার্য্যে এবং সকল ফল প্রাপ্তিতে অধিকার। গৃহস্থ ব্যক্তি সকল ব্যবহার কার্য্যের মধ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একবার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর নাম লইয়া প্রার্থনা নমস্কারাদি করিলে সকল দোষ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আনন্দরূপ থাকেন। কিন্তু যে মুণ্ডিত শির ভেখধারী, অন্তরে বিষয়াসক্ত বাহিরে ত্যাগী সে ব্যক্তি লক্ষ বার পরব্রহ্মের নাম লইলেও তাহা গৃহস্থের একবারের সমতুল্য হইতে পারে না। গৃহস্থ ব্যক্তি ঈশ্বর পরব্রহ্মের ব্যবহারিক পারমার্থিক উভয় আজ্ঞাই পালন করিতেছেন। জগৎ চরাচরে সুনিয়ম রক্ষা ঈশ্বরের আজ্ঞা। কৈলাস বৈকুণ্ঠাদি ভোগের নিমিত্ত তীব্র লালসায় তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘনে হটকারীর সর্ব্ব সাধন আধ্যাত্মিক ফল শূন্য তাহার কোন কালে শান্তি নাই।

অভিমান নিবৃত্তি।

সকলে বিচার করিয়া দেখুন। যখন আপনাদের রাজ্য ঐশ্বর্য্য ধন সম্পদ হয় তখন অহংকারের মোহে অন্ধ হইয়া থাকেন, নেশায় ভোর হইয়া কিছুই দেখেন না; মনে গর্ব্ব করেন যে, আমি বড় রাজা ও ধনী সকলেই আমার আজ্ঞাবহ। এ কথা ভাবেন না যে, জ্যোতিঃস্বরূপের কৃপায় এই অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়াছি। পরে

দরিদ্র হইলে বলেন, ঈশ্বর ইহা কি করিলেন, কিছুই আপনবশ নহে। সুখ আমি করিয়াছি আর দুঃখ ঈশ্বর করিয়াছেন—এই বলিয়া ঈশ্বরকে দোষ দিতেছেন। উভয় অবস্থায় এ বলেন না যে, ঈশ্বর বিনা এক লোম তুলিতে পারে না, তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। অভিমানে বলিয়া থাকেন, এই রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, পৃথিবী অট্টালিকা, হাতী, ঘোড়া, পালকী, প্রজা ইত্যাদি সকলেই আমার, আমিই এই সকল করিয়াছি। কিন্তু বিচার করেন না যে, কোন তপস্যা করিয়া আপনি পৃথিবী গড়িয়াছেন বা অগ্নিব্রহ্মকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা দ্বারা সমস্ত ব্যবহার কার্য্য চলিতেছে? কোন্ তপস্যা করিয়া হাতী ঘোড়া পশু প্রজা ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়াছেন? একটি তৃণ মাত্রও উৎপন্ন করিতে সক্ষম নহেন, অথচ অহংকার করিতেছেন যে এ সকলই আমার। এ সকল আপনার হইলে মৃত্যুর সময় সঙ্গে লইয়া যাইতেন। আপনার জিনিস কি কেহ কখন ত্যাগ করে? অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি হইলে লোকে দেব জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া থাকে, অনাবৃষ্টিতেও গালি দিয়া বলে যে, "জল দিতেছে না। কিসে অন্ন হইবে?" দেবতা কি কাহারও কেনা চাকর যে তাহার আজ্ঞামত জল দিবেন? আপনারা রাজা প্রজা দেব জ্যোতিঃস্বরূপকে কি দিতেছেন যে, তাঁহার নিকট সময় মত জল চাহিবেন? যজ্ঞাহুতি করিবার কথা শাস্ত্রে আছে। তাহা কি আপনারা করিতেছেন? উহাঁর জিনিস উহাঁকে দিতে বুক ফাটিতেছে। উপস্থিত দুঃখ উপদ্রব হইতে কে রক্ষা করিবে? বিনা দেব জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম এ আকাশে কে রক্ষাকর্ত্তা আছে? যজ্ঞাহুতি করিলে বিঘ্ন নাশ হইয়া সময় মত বৃষ্টি হয়, অন্ন, ফল, তৃণাদি জন্মিয়া সকলের ভরণপোষণ হয়, সকলে সুখে থাকে। যদি কেহ সন্দেহ করেন যে, ইংরেজাদি লোক যজ্ঞ করে না তথাপিও কেন সুখী হয়? ইহার উত্তর এই যে, উহারা পূর্ব্ব জন্মে যাহা করিয়াছে তাহার ফলভোগ করিতেছে না, ইহা কি করিয়া জানিলেন?

ঋণত্রয়।

শাস্ত্রে আছে, মনুষ্য মাত্রেই পিতৃ-ঋণ, ঋষি-ঋণ, দেব-ঋণ এই তিন ঋণে ঋণী। সত্যাসত্যের বিচারান্তে সত্য পূর্ণ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা নমস্কার, প্রণাম, উপসনা দেব জ্যোতির্ম্মূর্ত্তির সম্মুখে শ্রদ্ধা প্রীতির সহিত নিত্য অগ্নিতে হোম করিলে ও করাইলে দেবঋণ পরিশোধে সকলে সদা আনন্দরূপ নির্ভয় মুক্ত জ্ঞানস্বরূপ থাকিবে।

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিদ্যা লাভ, স্ত্রী পুরুষকে বিদ্যাদান, ক্ষুধার্ত্ত পিপাসিত অভ্যাগতের যথাশক্তি শ্রদ্ধাপূর্ণ সেবায় ঋষিঋণ পরিশোধে বিমল আনন্দ। পিতামাতার সেবা করিয়া, সত্য বলিয়া, সত্য কার্য্য করিয়া, সত্য ধর্ম্মে নিষ্ঠা রাখিয়া সকলকেই পিতৃ-ঋণ শুধিতে হয়। সমস্ত ত্রিগুণাত্মক পিতামাতার দুঃখ মোচন জ্ঞানবানের ধর্ম্ম। মৃত পিতামাতার শ্রাদ্ধে বা গয়াধামে পিণ্ড দিয়া ঋণ মোচন হয় না। মৃতের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধাদি হইতে ছিল, গয়াধামে পিণ্ড পড়িতে ছিল, তাহা জ্যোতিঃস্বরূপ ক্ষমা করিয়া দিলেন। এই সমস্ত কাহাকেও আর করিতে হইবে না। আপনাদের পিতৃপুরুষের মুক্তিপদ হইল। জন্ম মৃত্যুর পর কেবল যথাশক্তি অগ্নিতে আহুতি ও ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগতকে সাদরে আহার দিলেই পিতৃপুরুষের সমস্ত ফললাভ হইবে, সকলে আনন্দরূপ থাকিবে। আজ হইতে ভূত হইবে না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভূত এবং আপনাদের পিতৃগণকে জ্যোতিঃস্বরূপ আপনার রূপ করিয়া লইলেন, যেমন স্থূল পদার্থ ভস্ম করিয়া অগ্নি আপন রূপ করিয়া লয়েন। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবেন না। জীবেরই নাম ভূত। দে ঋষি পিতৃ শব্দ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেরই নাম জানিবেন অর্থাৎ সাকার ত্রিগুণাত্মা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বরকে জানিবেন। আপনারা ভূত ভাবনা করিয়া পরব্রহ্মকে মানিতেছেন, পূজা করিতেছেন এ জন্য পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আপনাদিগের নিকটে ভূতরূপে পূজা লইতেছেন ; যে আপন দেব ঈশ্বর মাতৃ পিতৃকে না চিনে সে জড় পশু তুল্য। একই পূর্ণ পরব্রহ্মকে দেব, ঋষি, পিতৃ বুঝিয়া জ্ঞানী সকলের প্রতি দয়া করেন। বিষমদর্শী অবোধ পুরুষ আপনার ও অপরের দেব ঋষি পিতৃকে পৃথক্ পৃথক্ মনে করেন। আজ হইতে পিতৃ ও ব্রাহ্মণ স্থানীয় চেতন ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগত জীবকে ভোজন দিবেন আর অগ্নিতে আহুতি দিবেন। আপনার পিতৃগণ মৃত্যুর পর ইহার ফল প্রাপ্ত হইবেন।

ঘরে রাশীকৃত শস্যের বীজ রাখিলে শুধু মুখের কথায় বা মনের সংকল্পে ক্ষেত্রে শস্য ফলে না, যেখানের বীজ সেইখানেই পড়িয়া মাটি হয়। চাষ দিয়া বীজ রোপিলে তবে শস্য জন্মে। পিতৃগণের নামে কোটি মণ পিণ্ড দিলেও তাহা পড়িয়া পড়িয়া মাটি হইবে ; পিতৃগণ তিল মাত্রও পাইবেন না। অগ্নিব্রহ্ম ও অভ্যাগত প্রত্যক্ষ চেতন ক্ষেত্রে নানা প্রকারের মিষ্টান্ন সুগন্ধ আহুতি দিলে সকল ফল প্রাপ্ত হইবেন, ইহা সত্য সত্য জানিবেন।

প্রত্যক্ষ বিচার করিয়া দেখ, পিণ্ড দিলে যদি পিতৃলোকের তৃপ্তি হইত তাহা হইলে বাটীর রন্ধনের অন্ন পিণ্ড দিলে বিদেশগত পিতার পেট ভরিত। তোমাদের বিশ্বাস-মতে আর একটী বিচার কর। আদি হইতে এ পর্য্যন্ত কতই বংশে জন্ম লইয়াছ, কতই পিতামাতা পুত্র কন্যা হইয়াছে তাহার অন্ত নাই। সেই সমস্ত পুত্র কন্যা তোমার নামে পিণ্ড দিতেছে ঐ পিণ্ডের জোরে কিন্তু তোমার পেট ভরিতেছে না।

তোমরা বল, গয়াধামে পিণ্ড না পড়িলে গয়াসুর উপদ্রব করিবে। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই গয়াসুর। ফল্গু নদী জীবের ইন্দ্রিয়ের নাম। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিয়া শ্রাদ্ধ কিনা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিলে ফল্গু নদীতে পিণ্ড দানের ফল হইবে। আজ হইতে গয়াসুর আর উপদ্রব করিবে না। আপনাদের বিশ্বাস মত বুঝিয়া দেখুন, আপনারা ত কত কষ্ট পাইতেছেন, কিন্তু পিতৃগণ কি পিণ্ড পাইবার জন্য বসিয়া আছেন? তাহারা ত হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজাদি নানা কুলে জন্ম লইতেছেন। আপনারা না চিনিয়া হয় ত নিজ নিজ পিতৃপুরুষের নিন্দা করিতেছেন। মূল কথা। সকলেরই পিতৃ এক পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ। সমস্ত তাঁহারই রূপ বা প্রকাশ। জ্ঞানী সুপাত্র পুত্র কন্যা সকলকে আপন আত্মা জানিয়া সমদৃষ্টিতে সকলের পিতৃগণকে পালন করেন, মুক্তি দেন। আজ হইতে মৃতের উদ্দেশে সমস্ত শ্রাদ্ধাদি নিষ্ফল হইয়া যাইবে। ইহা সত্য সত্য জানিবেন।

সাধু সন্ন্যাসী।

ভ্রমবশতঃ বা অসদ্‌ভিপ্রায়ে অনেকে সাধু সন্ন্যাসীর বেশে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ঢুকিতেছেন। কেহবা বাণ শয্যাদি আত্মপীড়নে নিযুক্ত। বিচার করিয়া বুঝুন যে, বেশ ধারণ বা আত্মপীড়নে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ প্রাপ্তি বা তাঁহার প্রসন্নতা লাভ হয় না। সত্যযুগ হইতে মনুষ্যগণ অহংকারের সহিত তপস্যা করিতেছেন; সৃষ্টি যেমন তেমনই আছে ও রাজা প্রজা সকলেই হাহাকার করিতেছেন। বিনা জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম কাহার সাধ্য যে, দুঃখ দূর করে? মানুষ দীনহীন, কি করিবে? কাহারও দোষ নাই। সকলই মায়া-ব্রহ্মের লীলা! কিন্তু—

"জোয় মরি ঘর সম্পৎ নাশি।
মুড় মুড়য়ে ভয়ে সন্ন্যাসী॥"

এরূপ লোক কেবল পেটের সাধু, বৈরাগী। লোকে পরব্রহ্মের ভক্ত যথার্থ সাধুকে চিনে না। জগতের হিতোদ্দেশে কোন বিশেষ কারণে গৃহত্যাগী যথার্থ সাধু মহাত্মার কি লক্ষণ ? তিনি সত্যাসত্যের বিচার করিয়া সত্য শুদ্ধ চেতনে শ্রদ্ধা ভক্তিমান নিষ্ঠাসম্পন্ন, শীল সন্তোষ দয়া ধৈর্য্যযুক্ত, সত্যবাদী, সর্ব্বত্র সমদর্শী, কোমল স্বভাব, জীবের কষ্টে কাতর, যাচ্ঞা বিরত। এরূপ মহাত্মা সহস্রের মধ্যে একজন হইয়া থাকেন। প্রাণধারণ ও লজ্জানিবারণ জন্য শ্রদ্ধাদত্ত অন্ন বস্ত্র মাত্র গ্রাহী। সকলেরই একই শরীর এই জ্ঞানে বিশেষ বেশে নিবৃত্ত। সাধু সন্ন্যাসী দরিদ্র দুঃখী ইত্যাদি সকলের নিকট যথাযোগ্য কার্য্য লইয়া উহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা ও বিবাহ দেওয়া উচিত। অসাধু সাধু সন্ন্যাসীর অভিসম্পাতের ভয় না করিয়া উপযুক্ত উপায়ে উহাদিগকে দমন করা রাজার উচিত। উহাদিগের অভিসম্পাতে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। বিচার যুক্তি দ্বারা যদি জগতের পালন না হয় তবে এ পৃথিবীতে কোন কার্য্যই কারণের দ্বারা হয় না, জানিবেন। অবশ্যই উপযুক্ত উপায়ে পালন হইবে। ইহা সত্য সত্য জানিবেন।

ভেখ।

বিচার করিয়া দেখুন, আর্য্য, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান, ঋষি, মুনি, সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংস, ফকিরাদি সম্প্রদায় ও বেশের ভিন্নতা কল্পনায় "আমি ও আমার দল বড়, তুমি ও তোমার দল ছোট" এই অহংকারবশতঃ বিরোধ শত্রুতা সর্ব্বদা চলিতেছে কিনা ? ফলে সকলেরই দুঃখ কিনা ? গৃহস্থ নানা ভেখে মজিয়াছেন, সন্ন্যাসী মস্তক মুণ্ডন করিয়া পুনশ্চ কল্পিত ভেখে মজিতেছেন ! ভেখে বা মস্তক মুণ্ডনে কি ফল ? মনমুণ্ডন কর ও পরব্রহ্মকে অথবা আপনাকে চেন। ভেখে বা মস্তক মুণ্ডনে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু প্রসন্ন হন না ; শ্রদ্ধা প্রীতিতেই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সম্প্রদায় ও ভেখের নীচতা মহত্ত্ব বুঝুন। সকলেরই পাঁচ তত্ত্বের শরীর। ভেখ নিরাকার না সাকার ? ভেখ যদি হাড় চামড়ার পুতুল হয় তবে সব ভেখই এক। ভেখ ইন্দ্রিয়ের নাম হইলে একই দশ ইন্দ্রিয় স্ত্রী পুরুষে আছে। তবে সাধু, সন্ন্যাসী, রাজা, প্রজা, সকল সম্প্রদায়েরই একই ভেখ।

সন্ন্যাসী পরমহংস।

সন্ন্যাসী, পরমহংস, গুণ, ক্রিয়া অবস্থার এক এক কল্পিত নাম। স্বরূপে সন্ন্যাসী পরমহংস নাই। সূক্ষ্ম অজ্ঞানে আমি সন্ন্যাসী, অহমস্মি ব্রহ্ম, আমি পরমহংস প্রভৃতি ভাব ও নাম থাকে, পূর্ণরূপে স্বরূপ বোধ হইলে সমস্ত চরাচর রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ সকলই পরমহংস অর্থাৎ আমার আত্মা বলিয়া দেখিবেন। পরমহংস শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্মের নাম। উহাঁর প্রত্যক্ষ রূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ। আপনারা বৃথা বিবাদ করিতেছেন। সকলই পরব্রহ্মের রূপ, সকলেই আপনার আত্মা।

পরমহংস মৌনী, নিজের হাতে খান না। এই সামান্য বিশ্বাস জন্য বেচারা পরমহংসগণও অনেক সময় ঐ বৃত্তি ধারণ করেন। নিজের হাতে খায় বা অন্যের হাতে খায় ইহা একই, কেবল বুঝিবার ভুল। শরীর থাকিলে আহার করিতেই হইবে, যেরূপেই হউক। অতএব এ বিষয়ে লজ্জা অভিমান ত্যাগ করা উচিত।

মৌনাবস্থা।

সমস্ত ভেদাভেদ তর্ক হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া পরব্রহ্মে অথবা আপন স্বরূপে নিষ্ঠাই মৌন অবস্থা। মুখবন্ধ করিয়া থাকার নাম মৌন নহে। মনোবৃত্তির নিবৃত্তিতে শান্তিরূপে বিরাজনের নাম মৌন।

"ইহেমে ইহেনা হমম্ সর্ব্বকল্প ভয়ছিন্।
পরমাত্মা পূর্ণ সকল জ্ঞান মনভালান্।"

নিষ্প্রয়োজনে কথা কহা দোষ। প্রয়োজন মত বাক্য প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

সন্ন্যাসীর অগ্নি স্পর্শ নিষেধ।

সন্ন্যাসীর অগ্নি স্পর্শ করিতে নাই, এই সংস্কার হেতু অনেক সন্ন্যাসী অগ্নিকে স্পর্শ মাত্রও করেন না, অগ্নি হইতে দূরে পলায়ন করেন। বিচার করিয়া দেখুন, অগ্নিব্রহ্ম কোন্ স্থানে নাই। অগ্নি সর্ব্বব্যাপী, প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অগ্নি, জ্ঞান অগ্নি, কারণ অগ্নি, এইরূপে সমস্ত চরাচরে অগ্নি বিরাজমান। অগ্নিব্রহ্ম দ্বারা সমস্ত জীবে ক্ষুধার উদ্রেক ও উদরস্থ অন্নের পরিপাক হইতেছে। সন্ন্যাসীর উদরেও অগ্নিই অন্নকে পরিপাক করিতেছেন। সন্ন্যাসীর শরীরের অগ্নি কিঞ্চিৎ মন্দ হইলেই বেচারা সন্ন্যাসী রোগগ্রস্ত হন এবং রৌদ্রের উত্তাপ লাগাইয়া শরীরকে

গরম করিয়া থাকেন। এ সকলই অগ্নির গুণ। এই আকাশে অগ্নি সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন। তবে সন্ন্যাসী এই আকাশ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন? এমন কোন্ তত্ত্ব আছে যাহাতে অগ্নি নাই? তবে অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী কিরূপে বাঁচিবেন?

সন্ন্যাসীর কোন্ অগ্নি ত্যাগ করা আবশ্যক? বাসনা কামনা, ইন্দ্রিয়ভোগের ইচ্ছারূপী অগ্নিকে সন্ন্যাসীর ত্যাগ করা উচিত। যদি এই অগ্নিকে স্পর্শ করে অথবা ইহার সহিত সঙ্গ করে তবে সে পরব্রহ্ম হইতে চ্যুত, পতিত হইয়া পশুতুল্য নষ্ট হয়। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছেন যে—

"অনাশ্রিতং কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসীচ যোগীচ ন নিরগ্নি র্নচাক্রিয়ঃ॥"

কর্ম্ম ত্যাগ।

কর্ম্ম ত্যাগ বিধেয় বলিয়া সন্ন্যাসী যে শুভ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল ভিক্ষা করিয়া বেড়ান ইহা অবোধের কার্য্য। বিচার করিয়া দেখুন। কর্ম্ম তিন প্রকার, কায়িক, বাচনিন ও মানসিক। কোন কর্ম্মই করিব না বলিয়া মনে ইচ্ছা সংকল্প রাখাও এক প্রকার কর্ম্ম। ভ্রমণ করা বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও এক প্রকার কর্ম্ম। তবে কর্ম্ম ত্যাগ কিরূপে হইবে? শরীর থাকিলেই কর্ম্ম করিতে হয়। নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থাৎ ফলের ইচ্ছা না করিয়া কেবল মাত্র কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করা কর্ম্ম ত্যাগ। পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই, সকলই পরব্রহ্ম রূপ এই জ্ঞান থাকিলে ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ই সমান। গীতাতে আছে,—

"নহি দেহভৃতঃ শক্যস্ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥"

যতক্ষণ শরীর আছে ততক্ষণ কর্ম্ম আছে! যে ব্যক্তি কর্ম্মের ফলকে ত্যাগ করেন তাঁহাকেই ত্যাগী বলা যায়।

শাস্ত্রের সন্ন্যাসীর এইরূপ বর্ণন আছে;—

"দেহন্যাসোহি সন্ন্যাসো নৈব কাষায়বাসসা।
নাহং দেহোঽহমাত্মেতি নিশ্চয়ো ন্যাসলক্ষণম্॥"

এই শরীরে আত্মাভিমান ত্যাগ করাকে সন্ন্যাস বলা যায়, গেরুয়া পরিলেই সন্ন্যাসী হয় না। যাঁহার মনে সদা এই ভাব থাকে যে, সমস্তই আমার আত্মা, পরিপূর্ণ আর যাঁহার অন্নময়াদি পঞ্চকোষে আত্মাভিমান নাই তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী।

দ্বন্দ্বাতীত সমভাব।

জ্ঞানবান মহাত্মা পুরুষে শীত উষ্ণে, বিষ্ঠা চন্দনে দ্বন্দ্ব জ্ঞান লোপ হইয়া সমভাব থাকে। ইহার অর্থ কি? অগ্নিতে উষ্ণতা, বায়ুতে শীতলতা প্রত্যক্ষ। কিন্তু অগ্নি নিভিয়া বায়ু রূপ হইলে শীতল হন। এ জন্য জ্ঞানী শীত উষ্ণতা একই অগ্নি পদার্থের রূপান্তর মাত্র বুঝিয়া বস্তু দৃষ্টিতে উভয়কে একই দেখেন। অজ্ঞ ও জ্ঞানীর শীতোষ্ণতা বোধ একই। প্রভেদ এই যে, দুঃখ ও সুখ বোধে উহাতে অজ্ঞের আসক্তি আর সেই বোধ সত্ত্বেও জ্ঞানীর অনাসক্তি।

মৃত্তিকা, সুখাদ্য অন্ন, বিষ্ঠা ও চন্দন বস্তু দৃষ্টিতে একই, ইহা জ্ঞানী জানেন। ভুক্ত সুগন্ধ অন্ন পরিপাকান্তে বিষ্ঠা রূপে বাহির হইয়া ক্রমশঃ মৃত্তিকা হয়। অগ্নি সংযুক্ত চন্দন, বিষ্ঠা, সোণা, রূপা, কাষ্ঠ ইত্যাদি ভস্ম হইয়া অগ্নি রূপ হয়। এইরূপ বুঝিয়া জ্ঞানী সকলে সমদৃষ্টি রাখেন অর্থাৎ বস্তুর ভেদ বোধ করেন না।

সমভাবে শান্তি।

মনুষ্যের মতি ভেদ হেতু অনেক দুর্দ্দশা হইতেছে। চারি দিকে আয়না লাগান ঘরে কুকুর যে দিকে মুখ ফিরায় সেই দিকে আপনার ছায়াকে অপর কুকুর মনে করিয়া বিবাদ করে ও দুঃখ পায়। এ জ্ঞান নাই যে, ছায়া তাহারই রূপ আয়নার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে। আপনাদিগের মধ্যেও ইহাই ঘটিয়াছে। ঘর হইল আকাশ, আয়না অজ্ঞান অবিদ্যা, আর কুকুর নানা মত, সম্প্রদায় ইত্যাদি। মানুষ জানিতেছে যে সকলেই আমার আত্মা, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অভিমানে বিবাদ করিয়া দুঃখ পাইতেছে। যখন একই পূর্ণ পরব্রহ্ম সকলের আদি কারণ তখন ভিন্ন ভাব মনে করিয়া সকলে কষ্ট পাইবার কারণ কি? আপন আপন পক্ষপাত, মান অপমান, জয় পরাজয়কে ত্যাগ করিয়া যাহাতে সকলে সমভাবে সুখী থাকেন তাহা করুন।

সাধু মহাত্মার রাত্রি জাগরণ।

সাধু মহাত্মা অজ্ঞান রাত্রিতে জাগ্রত থাকিয়া দিবসরূপী আত্মা পরব্রহ্মে নির্ভয়ে নিদ্রা যান। সাধু যাহা গ্রহণ করেন অন্যে তাহা ত্যাগ করে। সাধু অসৎ পদার্থ আসক্তি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চৈতন্যকে গ্রহণ করেন। অন্যে উহাঁকে ত্যাগ করিয়া অসৎ পদার্থে আসক্ত হয়। নিদ্রা ত্যাগের নাম রাত্রি জাগরণ নহে। যদি রাত্রি জাগরণে সাধু হইত তবে বাদুড়, চোর প্রভৃতিও মহাত্মা। আপন আত্মাতে বা পরব্রহ্মে নিষ্ঠাই জাগরণ। রাত্রে নিদ্রা বা জাগরণে পরমার্থতঃ কোন ক্ষতি লাভ নাই।

পূর্ণধর্ম্মের অঙ্গ হানি।

সত্যযুগে সত্য, তপস্যা, দয়া, শীল, সন্তোষে পূর্ণ ছিল; সকলেরই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে নিষ্ঠা ছিল এজন্য সত্যযুগে ধর্ম্ম চারিপদ। ত্রেতাতে যজ্ঞাহুতি প্রভৃতি সত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ছিল বটে, কিন্তু নিষ্ঠা হইবার ব্যতিক্রমে ত্রেতায় ধর্ম্ম ত্রিপাদ। দ্বাপরে নানা প্রকার পূজা, পাঠ, তীর্থধর্ম্মে মতি হইয়া পূর্ণ পরব্রহ্মে প্রীতি শ্রদ্ধা কমিয়া ধর্ম্ম দ্বিপাদ হইয়াছিল। কলিযুগে নানা প্রপঞ্চময় অসত্যে নিষ্ঠা, মিথ্যা পাষণ্ডতার বৃদ্ধি, যজ্ঞাহুতির ধ্বংস, সত্য পরব্রহ্মে নিষ্ঠাশূন্যতা, কেবল ধনের মান, বঞ্চনা, পরপীড়ন, ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগতের অসৎকার, অজ্ঞান অহংকারে উন্মত্ততা, চূড়ান্ত স্বার্থপরতাবশতঃ ধর্ম্ম একপাদ মাত্র রহিয়াছে। লোকে কষ্টে আত্মহারা চৈতন্য শূন্য হইয়াছে। লোকের এই বিশ্বাস।

কিন্তু যথার্থতঃ কিছুই নষ্ট হয় নাই। স্বতঃ পরতঃ যাহাতে লোকে হিতানুষ্ঠান করে, রাজা প্রজা আপনারা তাহাতে যত্নশীল হউন, সকলে সুখে থাকিবেন। পরব্রহ্মকে ভুলিয়া যজ্ঞাহুতি ত্যাগ করিলে নানা কষ্ট ও বুদ্ধির জড়ত্ব অবশ্যম্ভাবী।

রাজা যুধিষ্ঠিরের সভা।

মহারাজা যুধিষ্ঠিরের সভায় অহংকারে উন্মত্ত দুর্য্যোধনের নিকট স্থল জল, জল স্থল, প্রাচীর দ্বার ও দ্বার প্রাচীর বোধ হইয়াছিল। অহংকারমদে উন্মত্ত হইয়া দুর্য্যোধন বুক ফুলাইয়া যে দিকে যান সেই দিকেই মাথায় আঘাত লাগে। দর্শকগণ উপহাসে হাততালি দিতে দুর্য্যোধন মান্য ভঙ্গে মর্ম্মাহত হইলেন।

অজ্ঞান অহংকারে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ স্থলকে অসত্য জল বোধ হয়। অর্থাৎ তাঁহাকে কল্পিত নানা তীর্থ ও অসৎ জড় পদার্থ বোধে সেই অসত্যে আপনারা নিষ্ঠা করেন। চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর আত্মজ্ঞানের দ্বার। তাঁহাকেই আপনারা জ্ঞানরোধক প্রাচীর বোধ করিতেছেন। প্রকৃত জ্ঞানরোধক প্রাচীর হইতেছে আপনাদের হাতে গড়া প্রতিমা, কল্পনায় পবিত্র মক্কা, মদিনা, মস্‌জিদ, গিরিজাঘর, ঠাকুর বাড়ী। আপনাদিগের নিকট ইহাই আত্মজ্ঞানের দ্বার। কেহ পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়িতেছেন, কেহ পূর্ব্ব মুখ হইয়া নমস্কার করিতেছেন। আর যিনি সৎ, শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ স্বতঃপ্রকাশ আত্মা তাঁহাকে অসত্য বোধ করিতেছেন। তিনি অপরকে জড় প্রতিমা উপাসক বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন তিনিই নিজে হয় ত মস্‌জিদ কিম্বা গিরজা ঘরের নিকট হইয়া স্থানান্তরে যাইতে হইলে ঐ ঘরকে সেলাম কুর্নিশ করিতেছেন? তবে প্রতিমা উপাসক ঘৃণিত হয় কেন? প্রতিমাও যেমন জড়, মসজিদ্‌ বা গিরিজাঘরও ত তেমনই জড়! আপন আপন ভ্রম অনুসন্ধান করিলে সহজেই ভ্রম নাশ হয়। রাজা প্রজা আপনারা সমস্ত বিষয়ে বলহীন, তেজোহীন, শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন, নপুংসক হইয়াছেন। সমস্ত অবোধ দর্শক দশদিক হইতে আপনাদিগকে হাততালি দিয়া উপহাস করিতেছে। এখনও আপনারা বিচার করিয়া আপন সনাতন ধর্ম্ম ইষ্টগুরু আত্মাকে চিনিতেছেন না, যাঁহার প্রতাপে সর্ব্ব কার্য্যেই জয় হয় তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিবামাত্র এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে বারুদের মত লয় করিতে পারেন, জানিবেন আর ইহার সোজা উল্টা বুঝিয়া লইবেন।

:o:

অষ্টম অধ্যায়—সিদ্ধি তত্ত্ব।

মুক্তি।

সত্য শুদ্ধ, চৈতন্য পরব্রহ্মে নিষ্ঠা, শীল, সন্তোষ, দয়া, ধৈর্য্য, চরাচর রাজা প্রজার প্রতি বাসনা রহিত সমদৃষ্টি অপন আত্মা জানিয়া সকলের প্রতি দয়া নির্ভয় দ্বৈতভাব রাহিত্য ইহাই সার বস্তু, সার অনন্দ-**মুক্তি**, যাহাকে পাইলে আর অন্য কিছু পাইবার ইচ্ছা থাকে না। পরোপকারে যাঁহার দৃঢ় অধ্যবসায় বা নিষ্ঠা তিনিই পণ্ডিত ও ধন্য, তিনি নিরক্ষর হইলেও পণ্ডিত। যে পুরুষ বা স্ত্রী বাসনা শূন্য ফল কামনা রহিত হইয়া সমস্ত ব্যবহার কার্য্য করিয়াও জানেন যে, অমি নিজে করিতেছি না অথচ আমিই করিতেছি তিনি জীবন মুক্ত। অবোধ পুরুষ জানেন, তিনিই নিজে কার্য্য করিতেছেন। জ্ঞানীর পক্ষে অহংভাব নাই। তাঁহাতে কোন কার্য্য করার ভাব বা কোন কর্ম্ম নাই। পুরুষ বা স্ত্রী যাঁহাতে সত্যাসত্যের বিচার আর পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা আছে তিনি আপনাকে ও আপন কূলকে উদ্ধার ও মুক্ত করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অপুত্রকের মুক্তি।

লোকে বলে, যাহার পুত্র কন্যা নাই তাহার মুক্তি নাই। কিন্তু ঋষি মুনি নিঃসন্তান অথচ উহাঁদের মত কাহারও মুক্তি হয় নাই। অপুত্রক পুৎনামক নরক ভোগ করে। ইহা ব্যবহার কার্য্য সুনিয়মে চালাইবার জন্য শাস্ত্রের একটা শাসন বাক্য মাত্র। যেমন বালককে হিত পথে রাখিবার জন্য জুজুর ভয় দেখান। ভয় না থাকিলে অবোধ নিয়মমত শুভকার্য্য করে না। এজন্য জ্ঞানবান্ পুরুষগণ শাসন করিয়াছেন।

বন্ধন।

বন্ধন কাহার? যাহার সন্তোষ নাই, যাহার অসৎ পদার্থে বাসনা জন্য কষ্ট তাহারই বন্ধন। বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হইলে রাজাধিরাজও বন্ধনে আছেন।

তথাপিও জ্ঞানীর কোন চিন্তা নাই। স্বপ্নের বাসনা বন্ধন জাগরণে লয় হইয়া যায়। শাস্ত্রে আছে,—

"বন্ধোহি কো ? যো বিষয়ানুরাগঃ।
কো বা বিমুক্তিঃ ? বিষয়ে বিরক্তিঃ ॥"

বন্ধন কি ? বিষয়ে অনুরাগ। মুক্তি কি ? বিষয়ে অনুরাগ রাহিত্য।

স্বর্গ নরক।

দ্বৈত, অহংকার, মান অপমান, লোভ মোহ ইত্যাদি সংযুক্ত শরীরে অহং ভাবনা নরক। সদা জ্ঞান স্বরূপ, একরস, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, সকলকে আত্ম-স্বরূপ দেখা, আর তৃষ্ণা ক্ষয় স্বর্গ ; শাস্ত্রে আছে,—

"কোবাস্তি ঘোর নরকঃ ? স্বদেহঃ।
তৃষ্ণাক্ষয়ঃ স্বর্গপদং কিমস্তি ॥"

মল মূত্রযুক্ত যে শরীর ইহাকে নরক জানিবে। তৃষ্ণা ক্ষয়ই স্বর্গ। স্বর্গ শব্দের অপর অর্থ বৈকুণ্ঠ কৈলাস যাহা অগ্রপশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিয়া বসাইয়া রাজা বাদসাহাগণ ভোগ করেন। অগ্রস্থানভাগের অধিকারীকে দেখিয়া পশ্চাতের স্থানাধিকারী কষ্টে জলিয়া মরেন। ইহাই স্বর্গ, কৈলাস, বৈকুণ্ঠ ভোগ জানিবে। নিরাকারে স্বর্গ নরক নাই এবং সাকারে কেবল পঞ্চভূত ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ভিন্ন আর অন্য কিছুই নাই। ত্যাগী, সুখী, সন্তুষ্ট, কে ? যিনি লক্ষ বা কোটী টাকা ক্ষতিতে দুঃখিত হন না আর লাভে সুখী হন না, ক্ষতি-বৃদ্ধিতে সমভাবে অনাসক্ত আনন্দরূপ থাকেন। যখন পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থ নাই আর হইবেও না, তিনিই সমস্ত পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান তখন জ্ঞানবান কোন্ পদার্থকে ত্যাগ করিয়া কোন্ পদার্থ গ্রহণ করিবেন ? যাঁহাতে এই ভাব, তিনিই ত্যাগী সন্তুষ্ট ও সুখী। যাহার যেরূপ অবস্থা তাহার সেইরূপ বিষয়ের ত্যাগ ও আসক্তি জানিবে। মুণ্ডিত মস্তক তপস্যাচারীর যদি স্বর্গ ভোগের ইচ্ছা থাকে সে ত্যাগী নয়, ভোগী। সেই ত্যাগী পুরুষ যিনি দানপুণ্য আদি সমস্ত ব্যবহার কার্য্য করেন, আর ক্ষতি লাভে অনাসক্ত চিত্তে সমভাব থাকেন। মনুষ্যত্ব ইন্দ্রত্ব দুই সমান। ইন্দ্র শব্দের দুই অর্থ। এক, চরাচরের ইন্দ্রিয়াদির রাজা ও প্রেরক

জ্যোতিঃস্বরূপ। আর এক, ছত্রপতি রাজা, যিনি সমস্ত রাজগণ হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া সমস্ত রাজগণকে পালন করেন।

ক্রিয়াযোগে সিদ্ধি।

উড্ডাক্ কুম্ভক প্রভৃতি যোগাঙ্গ ক্রিয়ায় অনেক সিদ্ধি শুনা যায়। উহাতে যোগী আসন বদ্ধ হইয়া ২।৪ হাত শূন্যে উঠেন। এই শুনিয়া শুদ্ধ চৈতন্যে বিমুখ রাজা প্রজা সকলে সেইরূপ সাধনে বিব্রত হন। কিন্তু ইহাতে আধ্যাত্মিক ফল আছে কিনা তাহা কেহই বিচার করেন না। ২।৪ হাত শূন্যে উঠিলে যদি পরমপদ প্রাপ্তি হয় তবেত বহু উচ্চে বিহারী পক্ষীর তুল্য মহাত্মা নাই। জলও বিনা তপস্যায় মেঘরূপে শূন্যে বিচরণ করিতেছে বলিয়া জলও সিদ্ধপুরুষ, জ্ঞানবান। মহাত্মাগণ পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মাস্বরূপে উড়িয়া বেড়ান। ব্রহ্মের কি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে যে তথায় যাইয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে? তিনি সদা আত্মময়, আত্মায় বিরাজমান। অনেকের বিশ্বাস যে, মহাত্মাগণের শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হয় না এবং অগ্নি সংযোগে তাঁহাদের কষ্ট নাই। এই ভ্রমে কখন কখন শরীরে অগ্নি লাগাইয়া সাধু মহাত্মাদিগের পরীক্ষা হয়। ইহা বিবেচক ব্যক্তির কার্য্য নহে। স্থূল শরীরে থাকিলে অজ্ঞ জ্ঞানীর সুখ দুঃখ বোধ সমভাবে ঘটে। জ্ঞানী সহ্য করেন, অবোধের সহ্য হয় না। মূর্খের যেরূপ কষ্ট অনুভব হয়, শরীর ধারণ করিলে মুনি ঋষি অবতারেরও সেইরূপ। মূর্খের শরীর যেরূপ অগ্নিতে পুড়ে, মুনি ঋষি অবতারেরও সেইরূপ। অগ্নির স্বভাবই যে স্থূল পদার্থকে ভস্ম করিয়া আপন স্বরূপ করেন। তাহাতে স্থূল শরীরের মাহাত্ম্য যায় না, আর অগ্নির মাহাত্ম্যও বাড়ে না। বায়ু অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিয়া আপন স্বরূপ করেন বলিয়া অগ্নির মাহাত্ম্য যায় আর বায়ুর বাড়ে এমন নয়। স্বরূপে সকলেই এক। কেবল রূপভেদে গুণক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্। আত্মা পরমাত্মা সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

অভিচার কর্ম্ম।

বশীকরণ উচ্চাটন ইত্যাদি অভিচার কর্ম্ম আছে শুনিয়া অবোধ লোক নিজ মনকে বশীকরণ না করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য অপরকে বশীকরণ চেষ্টায় নিজে পশু হইয়া পড়ে। নিস্তেজ দুর্ব্বল হিন্দুর প্রতি সকলেই বশীকরণ কার্য্য করিতে উদ্যত। কিন্তু অপর ধর্ম্মাবলম্বী প্রবল প্রতাপশালীর নিকট কোন কার্য্যই খাটে

না। দুর্ব্বল কদাচই প্রবলকে বশ করিতে সাহস করে না। ছাগল কখনই ব্যাঘ্রের প্রতি বশীকরণ প্রয়োগের ইচ্ছা করে না। করিলেও নিষ্ফল হয়। কিন্তু ব্যাঘ্র সকলকেই বশীভূত করিতে পারে। "মারতং সর্ব্বতং জয়ঃ"। লাটির জোর ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তাহার সম্মুখে অক্ষমের যাওয়া ভার। জ্ঞানীকে অজ্ঞান বশীকরণে অক্ষম। বশীকরণের সার মর্ম্ম এই যে, নিজের মনকে বশীকরণ করিলে অর্থাৎ আত্মাতে বশীভূত করিলে সমস্ত জগৎ বশ হয়। সকলের প্রতি সমদৃষ্টি অর্থাৎ আত্মভাব না হইলে কিছুই বশ হয় না। উচ্চাটনের সার মর্ম্ম এই যে, অসৎ পদার্থে উচ্চাটিত বা অনাসক্ত চিত্তে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে মগ্ন থাকা। উচ্চাটনের অন্য অর্থ বৃথা। তাহা অবোধের পক্ষে খাটে, জ্ঞানীর পক্ষে খাটে না। উড্যাক কুম্ভক প্রভৃতি যোগাঙ্গ ক্রিয়ার যে সিদ্ধি শুনা যায় তাহা অতীব অসার।

অষ্টসিদ্ধি।

অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশীত্ব, বশীত্ব এবং কামাবসায়িতা। অণুতুল্য ক্ষুদ্রদেহ ধারণ ক্ষমতা অণিমা। লঘুত্ব হেতু উর্দ্ধগমন ক্ষমতা লঘিমা। বৃহৎ হইবার ক্ষমতা মহিমা। বিশ্বের তাবৎ দ্রব্য করতলস্থ করা প্রাপ্তি। যথেচ্ছা কারিত্ব প্রাকাম্য। প্রভুত্বই ঈশীত্ব। সকলকে বশে রাখিবার ক্ষমতা বশীত্ব। সকল প্রকার কামনা তৃপ্তির ক্ষমতা কামাবসায়িতা। এই অষ্টসিদ্ধির নানা প্রকার অর্থ শাস্ত্রে আছে। কিন্তু এই অষ্ট প্রকার মহাসিদ্ধির সার মর্ম্ম এই যে, পৃথিবী জল, অগ্নি বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ, অহংকার এই অনাদি প্রত্যক্ষ মহা অঙ্গে ইচ্ছায় সংযুক্ত যে পূর্ণ পরব্রহ্ম তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেই অষ্ট মহাসিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, কিছুই বাকি থাকে না। তাঁহাকে পূর্ণভাবে না পাইয়া কেবলমাত্র এক একটী অঙ্গ প্রাপ্তির সাধনায় কোনও ফল নাই। অণিমা দ্বারা সূক্ষ্ম হইয়া অন্য শরীরে প্রবেশ ক্ষমতা জন্মে। সর্ব্বত্রগামী বায়ুতে সুগন্ধ আসে তাহার রূপ নাই, গন্ধে অনুভব হয় মাত্র। তেমনই বৃত্তি রহিত সূক্ষ্ম মন চরাচর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকেই আত্মা স্বরূপ দেখেন। পর্ব্বতাকার বারুদ যৎকিঞ্চিৎ অগ্নি সংযোগে ভস্মান্তে আকাশে লয় হয়। পর্ব্বতরূপী মায়া, জ্ঞানরূপী অগ্নির সংযোগে, লয় হইলে মন আকাশস্বরূপ স্থির হয় অর্থাৎ আত্মাকে আকাশময় পরিপূর্ণ দেখেন। মহিমা আত্ম বোধ অর্থাৎ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ আত্মাই প্রকাশমান এই

জ্ঞান। পরব্রহ্মে পূর্ণরূপে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে নিষ্ঠা হইলে প্রাপ্তব্য আর কিছুই থাকে না। ইহাই প্রাপ্তি। স্বরূপনিষ্ঠের ব্যবহারাদি বিষয়ে বিধি নিষেধ নাই, যেখানে ইচ্ছা থাকিতে পারেন, ইহাই প্রকাম্য। যাহা কিছু গুণক্রিয়া তেজ শক্তি দেখিতেছ সে সকলই আত্মার এই ভাবে পূর্ণ তেজ শক্তিতে থাকার নাম ঈশীত্ব। নিজ অন্তর বাহ্য ইন্দ্রিয় সহিত সমস্ত জগৎকে দৃঢ়রূপে আত্ম স্বরূপ দেখাই বশীত্ব। ভ্রম বিরোধ শূন্য হইয়া শুভাশুভ সকল কর্ম্ম জয় করিয়া সকাম নিষ্কাম ভাবের অতীত আপন স্বরূপে আনন্দরূপ থাকিয়া এবং তথাচ সকল কার্য্য করিয়া এই বোধ যে, পরমার্থ পক্ষে কোন কার্য্যই নাই, ইহাই কামাবসায়িতা। এই নানা প্রকার কার্য্য ও ফল স্বরূপ ষটচক্র ভেদ, অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি একমাত্র পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মার ভক্তিশ্রদ্ধা পূর্ব্বক উপাসনায় সুলভ। যেমন স্বপ্ন হইতে জাগরণ এইরূপ সহজ।

স্বতঃ স্বরূপ জ্ঞান।

সহজে বিনা প্রয়াসে যেমন নিদ্রা ভাঙ্গিয়া জাগরণ হয় তেমনই সর্ব্ব প্রকার শাস্ত্র ও শব্দ সংস্কার বিহীন নিরক্ষর, ভাষা জ্ঞান শূন্য পুরুষে কথন কথন স্বতঃ বা স্বভাবতঃ স্বরূপে দৃঢ় অচলা নিষ্ঠা, অক্ষুণ্ণ পূর্ণ আত্মজ্ঞান লক্ষিত হয়। অষ্টাবক্র কপিলাদি মহর্ষিগণ স্বয়ং সিদ্ধ বলিয়া খ্যাত। শব্দার্থ জ্ঞান শূন্য, নিরক্ষর স্বাভাবিক সিদ্ধ পুরুষের নিকট সকল শব্দই অর্থহীন, আকাশের গুণ মাত্র, অক্ষর মাত্রেই কালি। সংস্কারের অভাবে যাহা সর্ব্ব কার্য্যের বা বিশেষের উৎপত্তি স্থান সেই কারণ বা সামান্যই জ্ঞানে উদিত হন। এজন্য ঐ মহাপুরুষ শাস্ত্রীয় বা শাব্দিক প্রশ্নে নিরুত্তর থাকেন। তাহাতে লৌকিক পণ্ডিতগণ উঁহাকে মূর্খ বলিলে উঁহার মনে কোন প্রকার গ্লানি হয় না। উনি বুঝেন, যে ব্যক্তি আমাকে মূর্খ বলিতেছে এবং মূর্খ শব্দ উভয়ই আমার স্বরূপ আত্মা। ইহা জ্ঞানিগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। এস্থানে কালি শব্দে কারণ পরব্রহ্ম; বর্ণ অর্থে বিশ্ব জগৎ আর শব্দার্থ শব্দে তাহার গুণ।

শাস্ত্রের সার ভাব।

এই গ্রন্থ বা অপর শাস্ত্র বেদ বাইবেল কোরাণাদির সার মর্ম্ম কি? রাজা রাজসিংহাসনে বসিয়া নিজ মন্ত্রীর প্রতি আজ্ঞা দিলেন যে, "মফস্বলের কোন

কর্ম্মচারির প্রতি এই মর্ম্মে এক আজ্ঞাপত্র লিখ, যেন সে এইরূপ আজ্ঞা প্রতি-পালন করে।" মন্ত্রী পত্র লিখিলেন। মফস্বলের কর্ম্মচারী ঐ পত্রের সার মর্ম্ম না বুঝা পর্য্যন্ত ঐ পত্রের আবশ্যকতা। উহার সার মর্ম্ম বুঝিয়া লইলে আর উহার আবশ্যকতা থাকে না। মন্ত্রী সার মর্ম্ম প্রকৃতরূপে বুঝিয়া রাজাজ্ঞা লিখিলে আর কর্ম্মচারী সার মর্ম্ম প্রকৃতরূপে বুঝিয়া যথাযথভাবে প্রজার প্রতি রাজাজ্ঞা চালন করিলে আর প্রজা তদনুরূপ চলিলে সেই রাজাজ্ঞায় কোন বিরোধ জন্মে না কিন্তু মন্ত্রী না বুঝিয়া পত্র লিখিলে অথবা কর্ম্মচারীও না বুঝিয়া বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অযথা রাজাজ্ঞা চালাইলে রাজা প্রজার মধ্যে বিরোধ জন্মিয়া উভয়েই কষ্ট পান। রাজাজ্ঞার মূল উদ্দেশ্য যে, রাজা প্রজা উভয়েই সুখে থাকেন, কোন প্রকার বিরোধ না জন্মে। এস্থলে রাজাশব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাগুরু, মন্ত্রী শব্দে জ্ঞানী মুনি ঋষি ইত্যাদি শাস্ত্র রচয়িতা, মফস্বলের কর্ম্মচারী শাস্ত্রব্যবসায়ি পণ্ডিতগণ আর প্রজাশব্দে সাধারণ মনুষ্য। পরব্রহ্মের সার মর্ম্ম বুঝিয়া শাস্ত্র রচনা করিলে এবং শাস্ত্রব্যবসায়ি পণ্ডিতগণ সেইভাবে তাহার চালনা করিলেই মঙ্গল। নচেৎ জগতে বিরোধ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। যাহাতে তোমরা সকল বিষয়ে বিচার পূর্ব্বক সুখে থাক, সৎ অসতের বিচার করিয়া সৎ যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু তাহাতে নিষ্ঠা রাখ ইহাই পরব্রহ্মের আজ্ঞা। ব্যবহার কার্য্যে যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকারে অবিরোধে সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে তাহাতে কোনও নিষেধ বিধি নাই।

সাধুর যথার্থ লক্ষণ।

শুভদায়ক সর্ব্ব কার্য্যে যাঁহার গুণ বর্ত্তায়, যিনি বিচার দ্বারা ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য উত্তমরূপে, সম্পন্ন করেন তাঁহাকে জ্ঞানবান মহাত্মা সাধু বলা যায়। কোন একটী মাত্র বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাতেই যিনি আবদ্ধ থাকেন যেমন কেহ গৃহস্থালী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাতে আবদ্ধ থাকেন এবং কেহবা সন্ন্যাস আশ্রমের আপন আপন মায়াবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাতে আবদ্ধ থাকেন তাঁহাকে সাধু বলে না। জ্ঞানবান মহাত্মা সাধু যিনি পরব্রহ্মে অভেদে মিশিয়াছেন তাঁহার বৃত্তিই বা কি আর নিবৃত্তিই বা কি? পরব্রহ্মের গুণের বা বৃত্তির সীমা কি? তিনি ত অসীম যিনি তাঁহার সহিত অভিন্ন হন তিনিই

তাঁহার বৃত্তি ও গুণ বুঝেন নতুবা বুঝা যায় না। যেমন, স্বপ্নে জাগরণের ভাব ও জাগরণে সুষুপ্তির ভাব বুঝা যায় না। যিনি যে অবস্থায় আছেন তিনি সেই অবস্থারই ভাব অনুভব করিতে পারেন, তদতিরিক্ত পারেন না। মহাত্মা জ্ঞানবান সাধুর বৃত্তি অজ্ঞানাবস্থার লোকে কিরূপে বুঝিবে? জ্ঞানাবস্থাপন্ন বিজ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপাবস্থাপন্নের ভাব অনুভব করিতে পারেন না। তদবস্থা প্রাপ্ত হইলে তবে তদবস্থা অনুভব হয়। জ্ঞানবান বৃত্তি নিবৃত্তির সীমায় আবদ্ধ থাকেন না। তিনি নিজ শরীর ও জগতের নির্ব্বাহ জন্য বিচার পুর্ব্বক কার্য্য করেন। তাঁহাতে বৃত্তি নিবৃত্তির বন্ধন নাই। সকলই তাঁহার বৃত্তি।

আজ কাল যথার্থ সাধুর আদর নাই। ভেখ আড়ম্বরীর তুচ্ছ অলৌকিক ইন্দ্রজালে মোহিত হইয়া তাহাকেই অলৌকিক মহাত্মা সাধুপুরুষ বলিয়া আদর। ফলে সনাতন ইষ্ট পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর প্রতি বিমুখতা বশতঃ বলহীন হইয়া সেই আড়ম্বরী ব্যক্তির নিকট পালিত পশুতুল্য পদানতি ঘটে। বিচার করিয়া দেখুন, বেদিয়া বাজীকর কত অদ্ভুত কার্য্য পথে ঘাটে বাজারে দেখাইতেছে। খোলাৎ কুঁচিকে টাকা করে, আপন স্ত্রীর গলা কাটিয়া পুনর্ব্বার জীবিত করে, আপন ছেলের পেটে ছোরা মারিয়া আবার আরাম করে, বড় বড় পাথর, লোহা, ছুরি, কাঁচি মুখ হইতে বাহির করে, বড় বড় বিষধর সর্প গলায় করিয়া বেড়ায় তবে উহারাও ত জ্ঞানবান সাধু মহাত্মা। কিন্তু উহাঁদের পেটের অন্ন জুটে না। কতই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখায় কিন্তু পরব্রহ্ম বা আপন স্বরূপের কোন বোধ নাই।

ব্যবহার-কাণ্ড।

নূতন ব্যবস্থা।

হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান রাজা প্রজার মধ্যে যে কিছু প্রপঞ্চ আছে সে সমস্ত সমাপ্ত হইয়া যাইবে। তীর্থ, প্রতিমা, পাথর পূজন ইত্যাদি যদ্দ্বারা ব্রাহ্মণগণ অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবার পালন করিতেছেন সে সমস্ত সমাপ্ত হইয়া যাইবে। হঠাৎ উপার্জ্জন বন্ধ হইলে অনেকের কষ্ট সম্ভাবনা বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের উপার্জ্জনের অন্য কোন ব্যবস্থা করিয়া তবে এ সমস্ত উঠাইয়া দেওয়া উচিত। এক পা দৃঢ় রাখিয়া অপর পা উঠান আবশ্যক। প্রত্যক্ষ সাকার ব্রহ্ম ত্রিগুণাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ আত্মাতে প্রথমে রাজা প্রজার নিষ্ঠা করাইয়া পরে প্রপঞ্চ, তীর্থ, প্রতিমা আদি উঠাইয়া দিতে হইবে। যাহাতে সমস্ত রাজা প্রজা সুখী থাকেন তাহাই আপনাদের কর্ত্তব্য। গ্রামে গ্রামে অন্বেষণ করিয়া অনাথ দরিদ্র নিরুপায় বিধবাদির এমন কোন উপায় করিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে উহারা স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হয়। শুধু ব্রাহ্মণের নহে সকলেরই জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা রাজা জমিদারের ধর্ম্ম। সমস্ত আপনার আত্মা, পরব্রহ্মের স্বরূপ।

ব্যবহার কার্য্যে নাম উপাধি।

অজ্ঞান, অবিদ্যা আচ্ছন্ন জীবের ইচ্ছা থাকে যে, আমি ব্রহ্ম হইব বা সকলেই আমাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানুক, কিন্তু পূর্ণ পরব্রহ্মে এভাব নাই যে, আমি পরব্রহ্ম, সকলে আমাকে পরব্রহ্ম বলুক। বিচার করিয়া দেখুন। কল্পিত মহৎ নাম উপাধি শব্দকে সকলেরই পাইবার ইচ্ছা, এজন্য জীব নাম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম নাম উপাধি দেওয়া হইল। যেমন কেন বুদ্‌বুদ্ নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া জল নাম উপাধি দেওয়া যায়। ইহাতে ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম ঈশ্বরের কিছুই ক্ষতি লাভ নাই। স্বরূপে আপনাদেরও কোন হানি লাভ নাই। এ সমস্ত কেবল শব্দের বিবাদ।

পরব্রহ্মের উপাসনা কর আর নিজকে লইয়া অন্তরে পরিপূর্ণ ভাবে, এই বলিয়া নমস্কার প্রণাম কর, যে, হে পূর্ণ পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু, মাতা পিতা, আত্মা আপনাকে নমস্কার, প্রণাম করি। প্রত্যক্ষ সাকার মূর্ত্তি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ। উহাঁকে মাতা পিতা জ্ঞানে উহাঁর সম্মুখে নমস্কার প্রণাম করিবেন। উনি সমস্ত যন্ত্রণা ভ্রম লয় করিবেন, ইহা সত্য সত্য জানিবেন। পঞ্চ উপাসকের ইনিই ইষ্ট দেবতা। নিরাকারে পঞ্চ নাই। সাকারে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, মনঃ স্বরূপ চন্দ্রমা, বুদ্ধি স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ও অহংকার এই অষ্ট। যাহার ইষ্ট দেবতা ইহা হইতে ভিন্ন তাহার ইষ্ট দেবতা নাই। সৃষ্টি পালন লয়ের রীতিতে উনি অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্ম। তদ্ভিন্ন সকলকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। সমস্ত উহাঁরই রূপ। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নাই। এইরূপ বলিবেন ও বলাইবেন। যখন কাহাকেও ডাকাইতে হইবে তখন বলিবেন, হিন্দু অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত ব্রহ্মকে ডাক, ইংরেজ ব্রহ্মকে ডাক, মুসলমান ব্রহ্মকে ডাক, রাজা ব্রহ্মকে ডাক, পণ্ডিত ব্রহ্মকে ডাক, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকে ডাক, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মকে ডাক, বৈশ্য ব্রহ্মকে ডাক, শূদ্র ব্রহ্মকে ডাক, জমীদার ব্রহ্মকে ডাক, পুরুষ ব্রহ্মকে ডাক, স্ত্রী ব্রহ্মকে ডাক, গুরু মাতা পিতা ইত্যাদি ব্রহ্মকে ডাক, বেশ্যা ব্রহ্মকে ডাক ডোম মুরদাফরাস্ ব্রহ্মকে ডাক, পশু ব্রহ্মকে ডাক, জল ব্রহ্মকে বা অগ্নি ব্রহ্মকে আন ইত্যাদি। কোন বিষয়ে মান বা শঙ্কা করিবেন না, সকলকে এইরূপে বলিবেন ও বলাইবেন। সকলেই আপনার আত্মা, পরব্রহ্মের স্বরূপ। ব্যবহার কার্য্যে উহাঁকে নমস্কার করিবে ও করাইবে। স্বরূপে নমস্কার করিবার বা আশীর্ব্বাদ দিবার অধিকার নাই। ব্যবহার কার্য্যে অবস্থা ও বয়স অনুসারে নমস্কার, প্রণাম, আশীর্ব্বাদ আদি হইয়া থাকে এবং করা উচিত। পরস্পরকে আত্মা জানিয়া নমস্কার করা ও করান উচিত। স্বরূপে কেহই নীচ বা মহৎ নহে, সকলেই সমভাবে পরব্রহ্মের রূপ। নমস্কার করিলেও কেহ মহৎ হইয়া যায় না আর না করিলেও কেহ নীচ হইয়া যায় না। বুঝিবার ভেদ মাত্র, যিনি তিনিই থাকেন। সমস্ত ব্যবহারে বিচার করিয়া করা ও চলা আবশ্যক। আর্য্য, ইংরেজ, মুসলমান রাজা প্রজাগণ, সকলে মিলিয়া সকলকে আপন আত্মা জানিয়া যাহাতে সকলেই সুখে থাক তাহাই কর ও করাও। ব্যবহারতঃ যে, যে কার্য্যের যোগ্য তাহা দ্বারা সেই কার্য্য লইবে। স্বরূপে সকলকে সমান জানিবে।

ব্যবহার কার্য্যে সমভাব।

এ শঙ্কা উঠিতে পারে যে, যখন সকলেই পরব্রহ্মের রূপ তখন ধমকাইয়া বা ভয় দেখাইয়া কার্য্য লওয়া উচিত নহে। উহাতে লোকের মনে কষ্ট হইতে পারে। কিন্তু বুঝিয়া দেখুন। স্বরূপে চরাচর, বালক বৃদ্ধ, পণ্ডিত মূর্খ, সকলেই সমান হইলেও ব্যবহার কার্য্যে যাহার যেরূপ অবস্থা, যে, যে কার্য্যের উপযুক্ত, তাহা দ্বারা সেই কার্য্য লওয়া উচিত। উহাতে ব্রহ্মভাব বা সমদৃষ্টি নষ্ট হয় না। অবোধ বালককে একই ব্রহ্মভাবে বিদ্যার্জ্জনাদি শুভ কার্য্যে শাসন না করিলে স্থার অনুসারে বালকের অপকার করা হয়। উহাকে আপন আত্মা জানিয়া উহার উপকারের জন্য ভয় দেখাইয়া ও দণ্ড দিয়া সত্যধর্ম্ম পথে চলান উচিত। ভয় না দেখাইলে কদাচ ঐ বালকের সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে না। যদি অবোধ ব্যক্তিকে বল যে, আমার কষ্ট হইয়াছে, এই কার্য্য করিয়া আমার কষ্ট নিবারণ কর; সে কখনই ঐ কার্য্য করিবে না। সে অবোধ তাহার ত সমদৃষ্টি নাই। সে কেবল ভয় কিম্বা লোভে ঐ কার্য্য করিবে। পথে যদি গরু দাঁড়াইয়া থাকে আর উহাকে বলা যায় যে, পথ ছাড়িয়া দে, সে কখনই পথ ছাড়িবে না। উহার ত বোধ নাই। উহাকে পরিমাণ মত দণ্ড দিলে বা ভয় দেখাইলে তখনই পথ ছাড়িয়া দিবে। উহার এই জ্ঞান মাত্র আছে। কিন্তু জ্ঞানি ব্যক্তি বলিবামাত্র, বিনা লোভে, বিনা ভয়ে, আপন আত্মা জানিয়া পরোপকারার্থে তৎক্ষণাৎ ঐ কার্য্য করিয়া দিবেন। এইরূপে সমস্ত ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্যে বুঝিয়া লইবেন।

ধনী নির্ধন, শত্রু মিত্র।

"কোবা দরিদ্রো ? যস্য বিশালতৃষ্ণা।
শ্রীমাংশ্চ কো ? যস্য সমস্ততোষঃ॥"

যাহার বাসনা আছে সেই দরিদ্র। যে সন্তুষ্ট সেই রাজা। এক কড়ির চোর আর কোটি টাকার চোর উভয়ই সমান। যে চুরি করে সেই চোর। অসত্যবাদী, মিথ্যাবাদী কে ? যে এক কড়ির জন্য মিথ্যা বলে সেও মিথ্যাবাদী আর যে মিথ্যা বলিয়া কাহারও রাজ্য অপহরণ করে সেও মিথ্যাবাদী। যিনি সত্য নিজে বলেন আর অপরকে বলাইবার চেষ্টা করেন তিনিই সত্যবাদী। যে অসত্যে নিষ্ঠা করায় সেই শত্রু। যিনি সত্যশুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ

গুরু মাতা পিতা আত্মাতে নিষ্ঠা করেন ও করান তিনিই মিত্র। আর ধন্য ধন্য সেই পুরুষ যিনি সত্যাসত্যের বিচার করেন, যাঁহার সত্যশুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মে শ্রদ্ধা প্রীতিপূর্ণ নিষ্ঠা, সমস্ত চরাচরে সমদৃষ্টি যে, সকলেই আপন আত্মা, যাঁহার সকলের প্রতি দয়া, যিনি সকলের হিতকারী।

পণ্ডিতের লক্ষণ।

সকলেই নিজে নিজেকে মহৎ, পণ্ডিত, জ্ঞানী, পবিত্র ও অপরকে তুচ্ছ নীচ মনে করেন। প্রকৃত মহৎ কি? মিষ্ট লোণাদি জলবাহিনী নদী সকল সমুদ্রে পড়িলে সমুদ্র সকলকেই আপন রূপ করিয়া আপনি হ্রাস বৃদ্ধি রহিত একই ভাবে থাকেন। ইহাকেই মহৎ বলে। অগ্নিই শুদ্ধ পবিত্র। শুদ্ধ অশুদ্ধ, উত্তম মধ্যম, সর্ব্ব পদার্থকেই অগ্নি সমান দৃষ্টিতে ভস্মান্তে আপন রূপ করিয়া আপনি শুদ্ধরূপেই থাকেন। আপনারা মহৎ, শুদ্ধ, জ্ঞানী পণ্ডিত। তবে পৃথিবীর উপর পরস্পর বিরোধী এত সম্প্রদায়, সামাজিক ধর্ম্ম, পক্ষপাত কেন? আপন আত্মার স্বরূপ জ্ঞানে সকলকেই মিষ্টবচনে প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মের সত্য উপদেশ দিলে ও অন্য প্রকারে সকলের উপকার করিলে সহজে সকলকেই মিথ্যা প্রপঞ্চ দোষাদি হইতে রক্ষা করিতে এবং মান অপমান, জয় পরাজয় রহিত বুদ্ধি দিয়া সত্যধর্ম্ম পথে লইয়া যাইতে পারিবেন। অপরকে আপন স্বরূপ জ্ঞান করিলেই আপনি পণ্ডিত থাকিবেন। অন্যকে উত্তম কার্য্যে চালনা করিলে আপনার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই। মহৎ, পণ্ডিত পবিত্রের ইহাই লক্ষণ। জ্ঞানি পণ্ডিত তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ে দোষ ধরেন না। যাহার যে দোষ আছে তাহারই আছে। অমুক ব্যক্তি অমুকের ছোঁয়া জল পান করিয়াছে বা কোন অখাদ্য খাইয়াছে; অমুক অমুক দ্বীপে গিয়াছিল, উহার শরীরে জলের ছিটা পড়িয়াছিল, উহার জাতি গিয়াছে, উহাকে সমাজে লইব না, উহাকে নানা ভয় দেখাইব, ইহা জ্ঞানি পণ্ডিতের কার্য্য নহে, অবোধ পশু বুদ্ধির কর্ম্ম। যাহার নাম জীব, সে যদি কোন দ্বীপে যায়, আর ব্রহ্মাণ্ডকে খায় তথাপিও সে পবিত্র, কখনও অপবিত্র হইতে পারে না।

সম্প্রতি যথার্থ পণ্ডিত অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করিতেছেন, উহাঁদিগের মধ্যে কেহ অধীত শাস্ত্র বিদ্বান, জ্ঞানবান। কেহ বা কিঞ্চিৎ মাত্র শাস্ত্র পড়িয়াছেন, কেহ বা কিছুই পড়েন নাই। কিন্তু—

"তর্ক সাহিত্য বেদান্ত বেদ বেদাঙ্গগামিনী।
পণ্ডা বুদ্ধি রিতি খ্যাতা তদেযাগাৎ পণ্ডিতঃ স্মৃতঃ॥"

তর্ক শাস্ত্র, সাহিত্য, বেদ, বেদান্তে যাহার অধিকার আছে তাহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। শাস্ত্রে আছে,—

আত্মজ্ঞানং সমারম্ভ স্তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা।
নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।
অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধান এতৎ পণ্ডিত লক্ষণং॥
ক্রোধো হর্ষশ্চ দর্পশ্চ হ্রীস্তম্ভো মান্যমানিতা।
যমর্থান্নাপকর্ষন্তি সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥
যস্য কৃত্যং ন জানন্তি মন্ত্রং বা মন্ত্রিতং পরে।
কৃতমেবাস্য জানন্তি সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥
যস্য কৃত্যং নবিঘ্নন্তি শীতমুষ্ণ ভয়ং রতিঃ।
সমৃদ্ধি রসমৃদ্ধির্ব্বা সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥
যস্য সংসারিণী প্রজ্ঞা ধর্ম্মার্থাবনুবর্ত্ততে।
কামাদর্থং বনুতে যঃ সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥

যাঁহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহার দেহাদি নশ্বর জড় পদার্থে আত্মভাব নাই, নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মে আছে, যিনি সর্ব্বদা সৎকার্য্য করেন, নিন্দিত কর্ম্ম করেন না; যিনি নাস্তিক নহেন, পরব্রহ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি রাখেন; যাঁহাকে ক্রোধ, হর্ষ, অহংকার, লজ্জা, মান, অপমান ইত্যাদি সৎপথ হইতে ফিরাইতে পারে না; যাঁহার সংকল্প ও মন্ত্র সাধনা প্রথমে কেহ জানিতে পারে না কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হইলে সকলেই জানিতে পারে; যিনি ভয় লজ্জা ইত্যাদির জন্য শুভ কর্ম্ম ত্যাগ করেন না; যিনি সাংসারিক কর্ম্মও কেবলমাত্র ধর্ম্মার্থের জন্য করেন তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। এইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" সমস্ত চরাচরকে আপনার তুল্য অর্থাৎ সমভাবে দেখেন। যাঁহাতে এ গুণ নাই তিনি মূর্খ, চাই রাশীকৃত গ্রন্থপাঠ করুন আর নাই পাঠ করুন। সামাজিক ভয় রাখা উত্তম। কিন্তু যথোচিত বিচার করিয়া সমাজের ভয় রাখিলেই মঙ্গল।

ভয়েতেও সত্য ধর্ম্ম রক্ষা, সত্য পথে চলা, পরব্রহ্মে নিষ্ঠা, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি ভাল। কিন্তু অপরিমিত ভয় দেখান উচিত নহে। সকলে মিলিয়া সুখী থাকুন, সকলেই আপনার আত্মা। কোন স্ত্রী বা পুরুষ সমাজে কোন অপরাধ করিলে বুঝাইয়া বলিবে, যাহা করিয়াছ তাহা ক্ষমা হইল, কিন্তু পুনরায় করিলে সমাজ ও পরব্রহ্মের নিকট দণ্ড পাইবে। আর উহাকে দশবার পরব্রহ্মের নাম বা ওঁকার বলাইয়া সমাজে বা জাতিতে লইবে। মান গৌরবের জন্য এরূপ লোককে সমাজ হইতে বহিস্করণে আপনাদের যে কি দুর্দ্দশা হইতেছে দেখুন। আপনারা সমস্ত বিষয়ে বলহীন হইতেছেন। ক্রমে ক্রমে সমাজ আরও ক্ষীণ হইয়া যাইবে। বিচার করিয়া দেখুন। কেহ জল ছিটাইয়া, কেহ বা সুন্নৎ করিয়া নিজ নিজ দলকে প্রবল করিতেছেন। সাধু ফকির, কাণ ফুঁকিয়া আর মাথা মুড়াইয়া সম্প্রদায় বাড়াইতেছেন। আর হিন্দুর কি দুর্দ্দশা! ভেড়ীওলা ভেড়া ছাগলকে মুণ্ডন করিয়া আপন পালে রাখে। সেইরূপ নিঃসহায় হিন্দু ভিন্ন ভিন্ন পালে ঢুকিতেছে। কোন্ সম্প্রদায়কে মিথ্যা বলিয়া ছাড়িবে আর কোন্ সম্প্রদায়কে সত্য বলিয়া মানিবে? সকলেই আপন আপন সমাজ, সম্প্রদায় ও মতের প্রশংসা এবং অপরের নিন্দা করিতেছেন। আপনারা পরব্রহ্মে নিষ্ঠা করিতেছেন না। চিন্তা নাই যে, আমার সনাতন ধর্ম্ম কি, আমার মাতা পিতা গুরু আছেন কি নাই? রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া কিসে সুখী থাকেন, ভাবিতেছেন না। কিন্তু তাহাই কর্ত্তব্য। অহংকারে বুক ফুলাইয়া চলিতেছেন। আপনাদের অভিমানকে ধিক্! আপনারা বিচার করিয়া দেখুন; এ কথা সত্য কি মিথ্যা। গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মের চর্চ্চা করুন, রাজা প্রজা সকলে সুখে থাকিবেন। তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ের জন্য বিরোধ করিতেছেন। যাহা বেদে আছে তাহাই বাইবেল কোরাণে আছে। যাহা সংস্কৃতে আছে তাহা অন্য ভাষাতেও আছে। যাহা অন্য ভাষায় আছে তাহাই সংস্কৃতে আছে। দেশ ভেদে ভাষা পৃথক, একই পদার্থের ভিন্ন নাম যাহাকে এক ভাষায় জল বলে তাহাকেই ভাষান্তরে পানি ওয়াটর অব ইত্যাদি বলে। নাম নানা; কিন্তু সর্ব্বত্রই এক জল। দেশ ভেদে ভাষা ভেদ। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নানা নাম বটে। কিন্তু তিনি একই। সংস্কৃত বা অন্য ভাষায় লিখিত শাস্ত্রে সেই পূর্ণ পরব্রহ্মই আছেন। যে বস্তু সংস্কৃতে সেই বস্তুই অন্য

। আপনাদের মতে, সংস্কৃত দেব ভাষা বলিয়া শিক্ষা আবশ্যক। অন্য

ভাষা মনুষ্যকৃত বলিয়া শিক্ষা অনাবশ্যক। এ কথা অসত্য। পূর্ণ পরব্রহ্মের বিষয় যে ভাষায় লিখা আছে সেই দেব ভাষা। যখন যে ভাষায় পার্থিব বিষয় লিখা বা বলা যায় তখন সেই ভাষা মনুষ্যকৃত। বিদ্যা বৃদ্ধির জন্য সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিখিবে ও শিখাইবে। যাহা পড়িবে তাহার সার ভাব বুঝা আবশ্যক। পুরাণ কোরাণ, বেদ বাইবেল আদি ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ শাস্ত্র বিনা বিচারে পড়িলে কেবল অবিদ্যা বৃদ্ধি হয় মাত্র। যে ভাষার প্রয়োগে পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য্য উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয় তাহাকেই দেব ভাষা জানিও। যাহাতে না হয় তাহাই মনুষ্যকৃত অশুদ্ধ ভাষা।

সকল কার্য্যেই বিচার করিতে হয়। যখন যে ভাষা বলিলে যে কার্য্য হয় তখন সেই ভাষা বলিয়া সেই কার্য্য করিতে হয়। ইংরেজি অথবা সংস্কৃত ভাষাই চলুক, অপর ভাষা না চলুক এ জেদ রাখিতে নাই। যে ইংরেজি জানে না তাহার কাছে ইংরেজি বলা বৃথা। সংস্কৃত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সংস্কৃত বলা নিষ্ফল। যে সংস্কৃত মাত্র বুঝে তাহার কাছে ভাষা বলা নিষ্ফল।

সদসৎ কার্য্যের বিচার।

জ্ঞানী বিচার করিয়া কার্য্য করেন। তাহাতে বিধি নিষেধ নাই। বিচার করিয়া যে কার্য্য করা হয় তাহাই বিধি অর্থাৎ পরব্রহ্মের আজ্ঞা অনুযায়ী। যাহাতে নিজের বা অপরের দুঃখ না হয় নিঃসংশয়ে সেই কার্য্য করা উচিত। জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম গুরু আত্মার প্রতাপে কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, অপ্সরাদি ভোগ অসত্য জানিয়া উহাতে আসক্তি ছাড়িয়া শুদ্ধ চৈতন্যে নিষ্ঠা রাখিবে। যাঁহার প্রতাপে রাজ্য সুখ ভোগ করিতেছ তাঁহাকে ভুলিও না। বিচার করিয়া দেখ। এখন ত অতুল ঐশ্বর্য্য। আতর, গোলাপ, কেওড়া মাখিতেছ, দাসদাসীর উপর হুকুম চালাইতেছ। কিন্তু যখন মৃত্যু আসিবে তখন তোমার ফৌজ, পল্টন, কামান বন্দুক, ডাক্তার হাকিম, রাজ্য ঐশ্বর্য্য তোমার সম্মুখেই পড়িয়া থাকিবে; কিছুতেই তোমাকে মুহূর্ত্তের জন্যও বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না। এখন রাজশক্তির প্রভাবে হুকুম চলিতেছে, ফাঁসি পর্য্যন্ত দণ্ড দিতেছ কিন্তু তখন আপন ইচ্ছায় এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারিবে না। প্রাণ বাহির হইয়াই যাইবে। চিকিৎসক নিজেই মরিতেছেন, অন্যের আর কি কথা? জীবন থাকিতে অহংকার

যে "আমি ধনী মহাজন, আমার সমান কেহই নাই ; আমি রাজা, আমি বাদসাহ। এই সমস্ত রাজ্য আমার, সকলেই আমার প্রজা, আমি সকলই করিয়াছি। আমার মত বিদ্বান, আমার সমান রাজা কেহই নাই।" কিন্তু এই রাজ্যাদি আপনার হইলে মরিবার সময় সঙ্গে লইয়া যাইতে। কিন্তু একটুকু ছেঁড়া ন্যাকড়াও সঙ্গে যায় না। আপনার হইলে রাজ্য ঐশ্বর্য্য কে ছাড়িয়া যাইত? এই বুঝিয়া অহংকার, পক্ষাপাতী মত্ততা পরিত্যাগ কর। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর শরণ লইলে করুণানিধান রাজা প্রজাদি সকলের সমস্ত দুঃখ, মৃত্যু ভয়, নিবারণ করিবেন। তিনি সকল দণ্ড নিবারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। রাজা বাদসাহ কত হইয়া গিয়াছেন ও হইবেন। কিন্তু এক পরব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ সদাই একরূপ প্রকাশমান। পৃথিবী যেমন তেমনই আছে। চরাচরে দশ দিকে যত মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে সকলই বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ পরব্রহ্মের মূর্ত্তি, সকলেই আপনার আত্মা, কাহারও সহিত শত্রুভাব রাখিবে না। সর্ব্বত্র বিচার করিয়া চলিবে। বেদ বাইবেল কোরাণে পরব্রহ্মের বহু নাম, নানা দেশে নানা মত।

হিন্দু আর্য্যদিগের দুঃখ এই যে, সকলে মিলিয়া সনাতন সৎধর্ম্ম পালনে ও সৎপথে চলিতে অক্ষম। যাহাতে সকলে সকল বিষয়ে ভেদ ও হিংসা রাহিত্যে সুখে থাকিতে পারেন তাহাই কর্ত্তব্য। বিচারাভাবেই পরস্পর দ্বেষ হিংসা। কেহ বলেন, ওবেটা মেড়ুয়াবাদি, কেহ বলেন, ওরা বাঙ্গালি। এক বাঙ্গালি অন্য বাঙ্গালিকে বলেন, ও বেটা বাঙ্গাল ইত্যাদি—এরূপ বুদ্ধিকে ধিক্কার! বিচার করিয়া দেখুন, যাহার যে দ্বীপে জন্ম হউক না কেন সকলেই আপন আত্মা, পরব্রহ্মের স্বরূপ। সকলে মিলিয়া সৎধর্ম্ম পালন কর।

ব্যবহার কার্য্যে জ্ঞান।

গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগকে বিদ্যা ও সদুপদেশ দিয়া সৎপথে চালাইতে নিশ্চেষ্ট পণ্ডিত অপেক্ষা পশু শ্রেষ্ঠ। ইহার বিপরীত স্বভাবাপন্ন পণ্ডিত জগতে ধন্য। গ্রামের নির্ধন ব্যক্তিদিগের অন্নবস্ত্রের কষ্ট নিবারণে পরাঙ্মুখ ধনীর ধন ও জীবন বৃথা। তদপেক্ষা পশু ভাল। ধনের দ্বারা পরের দুঃখ মোচনে সযত্ন ধনীর জীবন সার্থক, জগতে তিনিই ধন্য। গ্রামে অর্থ দিয়া চিকিৎসা করাইতে

অপারগ রোগীর চিকিৎসায় বিরত ডাক্তার চিকিৎসকের জীবন বৃথা। যিনি সমর্থের নিকট অর্থ গ্রহণ ও অসমর্থের প্রতি দয়া প্রকাশ করেন, সেই চিকিৎসকের জীবন সার্থক ও জগতে তিনিই ধন্য। প্রজার দুঃখ মোচন না করিলে রাজার জীবন বৃথা। সেই রাজা পশু তুল্য। যে রাজা প্রজার কষ্ট নিবারণে সর্ব্বদা যত্নবান তাঁহার জীবন সার্থক, তিনি ধন্য, তাঁহার মাতাপিতাও ধন্য, তাঁহার কুলও পবিত্র। বলবান হইয়া যে দুর্ব্বলের উপর বল প্রকাশ করিয়া কষ্ট দেয় ও দুর্ব্বলকে রক্ষা না করে তাঁহারি জীবন ও বল বৃথা। দুর্ব্বলকে রক্ষার জন্য বলবানের বল ঈশ্বর দত্ত। বল থাকিলেই বলবান হয় না, পরোপকারীই প্রকৃত বলবান।

ভক্ষ্যাভক্ষ্য।

দেশ কাল পাত্র বিচারপূর্ব্বক ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্ণয় করিবে। যে আহারে শরীর মন সুখে থাকে তাহা ভক্ষ্য। বিপরীত অভক্ষ্য। যাহাতে দেহের পীড়া বা বুদ্ধির হ্রাস হয় তাহা অভক্ষ্য। নিরুপায়ে যাহা পাইবে তাহাই খাইবে। ইহাতে কোন দোষ নাই। অভক্ষ্য ভক্ষণে বা মাদক সেবনে ইন্দ্রিয় ভোগের বাসনা বাড়ে, ষড়রিপু বলবান হয়। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাব গ্রহণে অক্ষমতা জন্মে। নেশা থাকিতে আমোদ, ছাড়িলে হায় হায়! না পাইলে ভিক্ষা চুরি প্রভৃতি ঘৃণিত কার্য্য। বিচার করিয়া এইরূপে খাদ্যাখাদ্যের নির্ণয় করিবে। পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রাপ্তির সদা রঙ্গ, কদাচ ছাড়ে না, বিনা পয়সার নেশা, উহাতে মগ্ন হও। পান ভোজনের জন্য কাহারও নিন্দা করিও না। সকলেই আপন আত্মা। পান ভোজনে যাহার যে রুচি। পরব্রহ্মের লীলা। এ বিষয়ে অত্যাচারীকে মিষ্ট বাক্যে বুঝাইবে। বোধ হইলে আপনিই ছাড়িয়া দিবে। একবারে ছাড়িতে কষ্ট হয়। ঈশ্বর মনুষ্যের জন্য কত সুখাদ্য দিয়াছেন যাহা চিত্তের শান্তি, পরব্রহ্মে নিষ্ঠা, সূক্ষ্মভাব গ্রহণে সামর্থ্য, জ্ঞানস্বরূপে নির্ভয়তা লাভের সহায়। জিহ্বা তৃপ্তির জন্য কেন অভক্ষ্য খাইবে? মানুষ মানুষের আহার খাইবে, পশুর আহার পশু খাইবে। *

'আয়ুঃ সত্ত্বঃ বলারোগ্যঃ সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

পরমায়ু, উৎসাহ, বল, মনঃপ্রসন্নতা ও রুচিবর্দ্ধক, আরোগ্যজনক, স্নেহযুক্ত,

* পূজ্যপাদকৃত "অমৃত-সাগর" ও "পূর্ণ-সাধনা" দেখিয়া এই প্রবন্ধ শোধিত হইয়াছে।—সং

যাহার সার অংশ অধিককাল শরীরে থাকে, যাহা সুদৃশ্য এরূপ দ্রব্য সাত্ত্বিক লোকের প্রিয় আহার। তিক্ত অম্ল উষ্ণ আদি রাজসিক আহার। পচা দুর্গন্ধ খাদ্য তামসিক আহার।

আহারের সময় নিরূপণ।

দিবা রাত্রি ৯।১০টার ভিতর যে আহার তাহা সাত্ত্বিকী অর্থাৎ দেবতার আহার। দুই প্রহর পর্য্যন্ত রাজসিক। তাহার পর তামসিক, চাণ্ডালি, পশুর আহার। আত্মাকে কষ্ট দিয়া আহার করা কর্ত্তব্য নহে। ক্ষুধা পিপাসায় কিছু পানাহার করা আবশ্যক। আত্মাকে প্রসন্ন রাখা উচিত।

দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কাহার পক্ষে দিনে, কাহারও পক্ষে রাত্রে আহার নিষিদ্ধ। ব্যাধিভয়ে, কেহ বাম নাসায়, কেহ বা দক্ষিণ নাসায় স্বর বা নিশ্বাস থাকিলেই আহার করেন, নতুবা করেন না। কিন্তু উভয় স্বরই আপনার তবে কোন স্বর মিত্র আর কোন কোন স্বর শত্রু? আপনার শরীরে দুই হাত। যেটিকে কাটিবেন তাহাতে আপনারই কষ্ট! উভয় স্বরই একই পরব্রহ্মের অর্থাৎ পরব্রহ্মই রাত্রে বা দিনে যে স্বরে যখনই ক্ষুধা পিপাসা হইবে তখনই পানাহার করিবেন, কোন সন্দেহ করিবেন না। যে স্বরই চলুক অক্ষুধায় খাইলে অবশ্যই অজীর্ণে ব্যাধি হইবে। ক্ষুধায় খাইলে অপরিপাকজনিত ব্যাধি হইবে না।

ভোজনের সময় ইচ্ছা হইলে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—

"পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুবে নমঃ স্বাহা।"

ইহাতে সকলকেই ভোজ্য নিবেদন করা হইবে। তাহা ছাড়া জীবে দয়া করিবে। প্রত্যক্ষ চেতন জীবকে আর অগ্নি-ব্রহ্মকে আহার দিবে।

আহার কে করে?

বিচার করিয়া দেখ কে আহার করে। বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত কত যে আহার করিতেছে তাহার পরিমাণ নাই। যদি তোমরা করিতে তবে সমস্ত জীবনের আহার মৃত্যুকালে পর্ব্বতাকারে শরীর হইতে বাহির হইত। কিন্তু তাহা হইতেছে না। খাদ্য কেবল মুখদ্বারে প্রবেশ করিয়া মলদ্বারে বাহির হইতেছে। যদি তোমরাই প্রকৃত পক্ষে আহার করিয়া ভস্ম করিতে তাহা হইলে পৃথিবীর

সমস্ত অন্ন এত দিনে শেষ হইয়া যাইত। সৃষ্টির ত আদ্যন্ত নাই। তোমাদিগের শরীরপুষ্টির জন্যই পরব্রহ্ম অন্ন সৃষ্টি করিয়াছেন।

চিকিৎসা।

কবিরাজ, হাকিম, ডাক্তারগণ চিকিৎসা দ্বারা কত শত রোগীকে রোগ মুক্ত করিতেছেন। আবার কত শত রোগী একই রোগে, একই ঔষধি সেবন করিয়াও আরোগ্য হইতেছে না। চিকিৎসক অপরকে যে রোগে বাঁচাইতেছেন সেই রোগেই নিজের বা স্বগণের মৃত্যু হইতেছে। অহংকার করিয়া কোন কোন চিকিৎসক ভাবেন বা বলেন যে, আমি চিকিৎসায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আমার ব্যবস্থায় রোগী বাঁচিবেই। কিন্তু রোগে তাঁহারও মৃত্যু হইতেছে। সকলই পরমাত্মার লীলা। ইহাতে কাহারও অহংকার করা উচিত নয়। যাহা হইবার হইবে। কোন বিষয়ে খেদ করিতে নাই। যে যাহার নিমিত্ত তাহা দ্বারা তাহাই হইবে। যাহার নিবারণের নিমিত্ত নাই, লক্ষ যুক্তি করিলে, লক্ষ ঔষধি দিলেও তাহার নিবারণ হইবে না, মৃত্যু হইবে। জলপান করিলে পিপাসা নিবারণ হয়, জল পিপাসানিবৃত্তির নিমিত্ত। কিন্তু সান্নিপাতিক জ্বরের পিপাসায় যতই জলপান কর তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। বস্ত্রাচ্ছাদনে শীত নিবারণ হয় কিন্তু কম্প জ্বরে শাল দুশালা, লেপ গায়ে দিলেও শীতের কম্প নিবারণ হয় না। জ্যোতিঃস্বরূপ নিবারণ করিলে সহজে সমস্তই নিবারণ হয়। সমস্ত কার্য্য বিচার পূর্ব্বক করিবে। রোগে চিকৎসকের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেবন আবশ্যক। কিন্তু চিকিৎসকের নিকট মৃত্যু রোগের ঔষধি নাই, মৃত্যু ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। সর্ব্বকার্য্যে পরব্রহ্মেরই ভরসা রাখিবে, যথাশক্তি লোকের উপকার করিবে। বাসগৃহের ভিতরে বা বাহিরে অপরিষ্কার থাকিলে মনের কতই ঘৃণা জন্মে। এই অমৃতরূপী শরীর যাহাতে পরমাত্মা ও তুমি বাস করিতেছ তাহাকে অপরিষ্কার ক্লেদযুক্ত রাখিলে শরীর মনের যে কত বিকার তাহার ইয়ত্তা নাই; বুদ্ধির জড়তা, চিত্তের অপ্রফুল্লতা এবং শিরঃপীড়া, অম্লশূলাদি শারীরিক বিকার এবং অপর উৎকট রোগ ঘটে। নাড়ীতে বদ্ধ সেই ক্লেদরূপ মল, ভুক্ত দ্রব্যের বিকৃত বিষময় রসে মিলিয়া সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া রোগ জন্মায়। সেই বিষময় বদ্ধ মল নাড়ী হইতে বাহির হইলে চিত্তের প্রফুল্লতা এবং শরীরের সুস্থতা হয়। এজন্য

শরীরের ভিতর বাহির পরিষ্কার রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। জলের দ্বারা বাহির শরীরের যত্নপূর্ব্বক ধৌতি ও নির্ম্মল স্থানে বাসই বাহির পরিষ্কারের উপায়। এই নাড়ীর বদ্ধ মল বাহির না করিলে ভিতর শুদ্ধির অন্য উপায় নাই। যাহাতে সুখে নাড়ীর বদ্ধমল নির্গত হয় এরূপ জোলাপ বা রেচক ঔষধি সেবন আবশ্যক। উগ্র রেচক প্রাণনাশক। মৃদু অর্থাৎ মধ্যবল রেচকবিহিত। প্রতি সপ্তাহে, না হয় প্রতি পক্ষে, না হয় তিন মাস মধ্যে, একান্ত পক্ষে না হয় ছয় মাস মধ্যে রেচক ব্যবহার অতি আবশ্যক। নচেৎ শরীর সুস্থ থাকা অতীব দুষ্কর। মনের ক্লেদ, আশা, তৃষ্ণা, লোভ, মোহ, অহংকার মান অপমান, জয় পরাজয় বোধ, বিচার দ্বারা এই সকলকে ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক মনকে ব্রহ্মরূপ সাগর জলে ধৌত করিয়া শান্তিরূপ, আনন্দরূপ, জন্ম মৃত্যুর ভয়রহিত, সন্দেহশূন্য মৃত্যুঞ্জয় হইয়া থাকিবে। জ্ঞানী পণ্ডিত, রাজা জমিদারগণ আপন আপন অধিকারে গ্রামে গ্রামে প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য চিকিৎসক ও ঔষধির ব্যবস্থা করিবেন। ইহা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঘরে ঘরে তদন্ত করিবেন যাহাতে প্রজা সুখী থাকে।

জোলাপের ব্যবস্থা।

অনেক জোলাপ পীড়াদায়ক ইহা চিকিৎসকগণ জানেন। কিন্তু হরিতকী সোনামুখীর জোলাপে দাস্ত পরিষ্কার না হইলেও তাহাতে শরীরের কোনও বিকার না হইয়া বরং উপকার হয়। দাস্ত পরিষ্কার হইলে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। অন্য কোন জোলাপে এমন উপকার হয় না। বিচারপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মতে প্রস্তুত করিয়া জোলাপ সেবনে শরীরের সুস্থতা পক্ষে আশু ফল পাইবেন।

জাঙ্গী-হরিতকীর গুঁড়া	১ তোলা।	গোলমরীচ গুঁড়া	।৵০ আনা।
সোণামুখীর পাতার গুঁড়া	১ তোলা।	মধু	৷৹ অর্দ্ধ তোলা।
পরিষ্কার মিছরির গুঁড়া	১ তোলা।	পরিষ্কার কিস্‌মিস্	২ তোলা।

কিম্বা যে পরিমাণে কিস্‌মিস্ লইলে গুলি বাঁধা যায় তাহাই ইহার পরিমাণ। হরিতকী প্রভৃতির গুঁড়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ওজন করিতে হইবে। হরিতকী, সোণামুখী, মিছরি, গোলমরীচের গুঁড়া ওজন করিয়া সমস্ত একটি প্রস্তরের পাত্রে একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবেন। পৃথকরূপে কিস্‌মিস বাটিয়া ঐ গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া ঐ প্রস্তর পাত্রে পুনরায় বাটিয়া এক একটি গুলি বান্ধিতে হইবে।

এক একটি টোপা কুলের মত গুলি হইবে। কিম্বা ঐ সমস্ত দ্রব্যে জোলাপ ছয় মাত্রা হইবে। প্রতি মাসে কিম্বা দুই মাস অথবা তিন মাস মধ্যে এই জোলাপ তিন দিবস প্রত্যহ রাত্রে আহারের পর শয়নের পূর্ব্বে একটি গুলি দুগ্ধের কিম্বা পরিষ্কার জলের সহিত সেবন করিবেন। পরদিন বেলা ৮টা পর্য্যন্ত যদ্যপি দাস্ত পরিষ্কার না হয় তবে এক পোয়া গরম দুগ্ধ কিম্বা জল পান করিলে দাস্ত পরিষ্কার হইবে। দাস্ত পরিষ্কারের সময় আম নির্গত হয় বলিয়া কিঞ্চিৎ পেটের বেদনা হইয়া থাকে, তাহাতে কোন চিন্তা নাই। প্রাতে দাস্ত পরিষ্কার না হইলে আহারের পর নিশ্চয়ই হইবে। শরীরে কোন গ্লানি না থাকে স্বচ্ছন্দে স্নান করিবেন তাহাতে কোন নিষেধ নাই। যে দিন জোলাপের দাস্ত হয় সে দিন মুগের ডালের খিচড়ি খাইলে ভাল হয়। অভাবে যাহার যেরূপ সংযোগ সে সেইরূপ সরু পুরাতন চাউলের অন্ন খাইবে। তদভাবে যে দেশে যাহার যেরূপ আহার সে সেইরূপ আহার করিবে। ঐ আহারের সহিত লঙ্কার ঝাল ও অম্ল নিষিদ্ধ। বালক বালিকার জন্য উপরোক্ত পূর্ণ মাত্রার অর্দ্ধেক পরিমাণ। এই জোলাপের অপর একটী বিশেষ গুণ এই যে, গর্ভবতী নারী ইহা সিকি মাত্রায় সেবন করিলে গর্ভপাতের কোন সম্ভাবনা নাই। বরঞ্চ বিষময় রস শরীর হইতে বহির্গত করিয়া এই জোলাপ গর্ভ ও গর্ভধারিণীর পরম উপকার করে।

স্ত্রীগণের কল্পিত অপবিত্রতা।

অহমস্মি সচ্চিদানন্দ ইত্যাকার অভিমানযুক্ত সাধু সন্ন্যাসীগণ আপনাকেই শুদ্ধ পবিত্র মনে করেন আর স্ত্রীগণকে অশুদ্ধ, শূদ্র ও নরক বলিয়া নিন্দা করেন। ভুলিয়া যান যে, স্ত্রী হইতেই তাঁহারা উৎপন্ন। রাজা, প্রজা, শূর, বীর, বলবান, অবতার, পণ্ডিত, সাধু, ঋষি, মুনি, ঔলিয়া, পীর, পয়গম্বর, পরমহংস, সন্ন্যাসী, অহমস্মি, সচ্চিদানন্দোহহং ইত্যাদি সকলেই নারীদেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। স্ত্রীলোক অশুদ্ধ হইলে তাহার পুত্রও অশুদ্ধ, নরক। স্ত্রী পুরুষ নিরাকার কি সাকার? সাকার রূপকে স্ত্রী বা পুরুষ বলিলে ত সাকার এই পাঁচ তত্ত্বই ব্রহ্ম। এই পাঁচ তত্ত্ব হইতে সমস্ত স্ত্রী পুরুষের শরীর গঠিত। ইহার মধ্যে কোন তত্ত্ব শুদ্ধ আর কোন তত্ত্বে অশুদ্ধ? পৃথিবী ব্রহ্মকে স্ত্রী বলিলে দেখিবে যে, পৃথিবীর অংশ হাড়, চামড়া, মাংস আদি স্ত্রী পুরুষ উভয়েতেই আছে। তবে সকলেতেই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম বর্ত্তমান। জল

ব্রহ্মকে স্ত্রী বলিলে যখন সকলেরই শরীরে জলের অংশ রক্ত আছে তখন সমস্ত চরাচরই স্ত্রী। অগ্নি ব্রহ্মকে স্ত্রী বলিলে তিনিও চরাচর স্ত্রী পুরুষে থাকিয়া অন্নাদি পরিপাক করিতেছেন অতএব সকলেই স্ত্রী। বায়ু ব্রহ্মকে স্ত্রী বলিলে সমস্ত স্ত্রী পুরুষের নাসিকা দ্বারে বায়ু বহমান, চরাচর তবে সকলেই স্ত্রী। আকাশ ব্রহ্মকে স্ত্রী বলিলে সকলেই যখন শ্রবণ দ্বারে শুনিতেছেন সকলেই তখন স্ত্রী। চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপকে স্ত্রী বলিলে তিনি স্ত্রী পুরুষের কণ্ঠে বাক্য বলিতেছেন ও বলাইতেছেন। তবে "ওঁ তপঃ", লোকই স্ত্রী। যদি প্রাণ সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মকে স্ত্রী পুরুষ বল তবে ত উনি সকলেরই শরীরের ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ, উঁহার শক্তি দ্বারা নেত্র দ্বারে দেখিতেছে, উনি মস্তক, কণ্ঠ, হৃদয় ও নাভিচক্রে বিরাজমান। উনি জ্ঞান ও প্রকাশ, উহা দ্বারা শাস্ত্র বিচার ও যোগপূর্ণ হইতেছে। তবে ত সকলেই স্ত্রী। এখন বুঝিয়া দেখ, যদি স্ত্রীলোক শূদ্র, অশুদ্ধ, নরক হয় তবে সমস্ত পুরুষ, সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংসও শূদ্র, অশুদ্ধ, নরক। যদি স্ত্রী শুদ্ধ হন তবে পুরুষ ইত্যাদি সকলেই শুদ্ধ। স্ত্রীলোকেরও যেমন হাড় মাংস, মল মূত্রের শরীর, পুরুষেরও সেইরূপ। নাক কাণ কাটিলে উভয়কেই কুৎসিত, বিশ্রী দেখায়। স্ত্রী পুরুষ হাড়, মাংস, চামড়ার পুতুল। উভয়েরই শরীর একই অগ্নিতে ভস্ম হইয়া নির্ব্বাণে নামরূপ রহিত নিরাকার হইতেছে। উভয় পুতুল একই রূপ না হইলে পুড়িয়া একই অগ্নিরূপ হইতেছে কেন? স্ত্রী পুরুষের শরীর ভিন্ন পদার্থের হইলে অগ্নিতে একটী পুড়িত, অপরটী জলে ভস্ম হইত। উভয়ের সূক্ষ্ম শরীরও একই। স্ত্রীলোক শূদ্র ও অশুদ্ধ হইলে পুরুষও শূদ্র অশুদ্ধ। অজ্ঞানে অর্থাৎ বস্তুবোধের অভাবে শুদ্ধ অশুদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছে। বস্তুত কেহই অশুদ্ধ বা শুদ্ধ নহে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই শুদ্ধ, উভয়েই শুদ্ধ কারণ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, পরব্রহ্মের স্বরূপ। পাণ্ডিত্যাভিমানী পুরুষ পুরুষের পক্ষপাতী, পাণ্ডিত্যাভিমানিনী স্ত্রী স্ত্রীলোকের পক্ষপাতী। অজ্ঞান হেতু উভয়েতেই এ পশুভাব রহিয়াছে। যাঁহাদের পূর্ণ জ্ঞান হইয়াছে তাঁহারা স্ত্রী কিম্বা পুরুষ বলিয়া ভেদাভেদ করেন না। বিচার করিয়া দেখুন অবলা স্ত্রীগণ কি দোষে অশুদ্ধ আর পুরুষ কি গুণে শুদ্ধ? স্ত্রীদিগকে বিদ্যা দিতেছ না, সত্য ধর্ম্ম, ওঁকার, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপদেশে বঞ্চিত পশু করিয়া রাখিয়াছে। উহাদিগের অপরাধ কি? শাস্ত্রের উপদেশ এই যে,—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতু যত্নতঃ।"

এক বৃক্ষ হইতে মোটা ডাল কাটিয়া নৌকা গঠন হইল ঐ 'নৌকা' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু ঐ নৌকাতে বোঝাই করা অপর কাষ্ঠগুলি "কাষ্ঠ" শব্দ পুংলিঙ্গ। আর ঐ বৃক্ষ ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু ঐ তিনই একই বীজ হইতে উৎপন্ন। শুধু গুণ ক্রিয়া রূপ ভেদে বৃক্ষ, কাষ্ঠ ও নৌকা তিন নাম হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষও এইরূপ। বীজ শব্দ কারণ পরব্রহ্ম। সেই বীজ হইতে যে জগৎরূপ বিস্তার ঈশ্বর তাহা বৃক্ষ আর নৌকা শব্দ মায়া। স্ত্রী কাষ্ঠ পুরুষ এই তিনই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের রূপ। স্বরূপে চরাচর, রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, সন্ন্যাসী পরমহংসের একই আত্মা।

প্রায়শ্চিত্ত।

সমাজ সুশৃঙ্খলে চলে এই অভিপ্রায়ে জীবহিংসা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা ইত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান হইয়াছে, বুঝিবেন। আজিকার দিন হইতে লঘু গুরু বা মহাপাপে অনুতপ্ত হইয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় বা পাপ ঘটিবামাত্র যথাশক্তি অগ্নিতে হোম করিবে এবং দশ বার এই মন্ত্র জপ করিবে। যথা,—

"ওঁ সত্যগুরু পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপায় নমঃ স্বাহা।"

কিম্বা "ওঁ সঃ ওঁ"। চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরকে হাত জুড়িয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ নম্রভাবে নমস্কার করিয়া, একান্ত সরল অন্তঃকরণে বলিবে যে, হে জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা এই আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। তাহাতে তিনি ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপ ক্ষমা করিবেন, মৃত্যুর পর আর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে না। ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। কোন প্রপঞ্চে এক পয়সা ব্যয় করিলে তাহা নিষ্ফল ও পরিণামে কষ্টভোগের হেতু হইবে। বিনা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অন্য কে আছে যে, অপরাধ ক্ষমা করিবে? অগ্নি ভিন্ন দ্বিতীয় কে আছে যে, ভস্ম করিবে?

উপসংহার।

পরোপকার, লাভ বা সুখ্যাতির জন্য নানা পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হইতেছে। তাহার কোন্‌টীতে লোকে নিষ্ঠা রাখিবে? সুবোধ্য একখানি পুস্তকে সর্ব্ব পুস্তকের সারাংশ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে সকলের ব্যবহার ও পরমার্থ সুখসাধ্য হয়। প্রথমে কোন এক বিদ্যা উত্তমরূপে শিখিয়া তবে অপরাপর ভাষা ও বিদ্যা শিখিবে। সকলের সুবিধার জন্য ভাষাতেও দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার করিবে।

রাজা, প্রজা, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান সকলে গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া দেখুন। এই জগতে নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত। প্রত্যেকেই আপন ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ও অপরের নিকৃষ্ট জানিয়া সদা সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদে রত। ফলে সকলেরই কষ্টভোগ। কাহারও এ বিচার নাই যে ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মের স্বরূপ কি, ধর্ম্মান্তর গ্রহণে ক্ষতি বৃদ্ধি কি, সত্য ধর্ম্মে চলিলে কি হয়, কোন্ ধর্ম্ম সত্য, কেনই বা সত্য ধর্ম্মে চলিবে? সত্য ধর্ম্মে চলিলে সত্যাসত্যের বিচার করিয়া সত্যে নিষ্ঠা ও ব্যবহার পরমার্থ উভয় কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। যাহাতে রাজা প্রজা সকলেই সুখে থাকে তাহাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বিচারপূর্ব্বক সত্য ধর্ম্মে চলিলে সুখ, কোন অজ্ঞানতা দ্বৈতভাব থাকে না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্ম্মের একই আধার, কেবল বুঝিবার ফের। সত্য ধর্ম্ম সকলেরই সূক্ষ্মভাবে এক। পরমেশ্বর, আল্লা, খোদা, ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু সকলের আধার। তিনিই সত্য ধর্ম্ম। তাঁহাকে সকলেরই ধারণ করা চাই। এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিচারপূর্ব্বক শান্তভাবে চলিলে ব্যবহার পরমার্থ বিষয়ে সর্ব্বদা আনন্দ থাকিবে, ইহাই সত্য ধর্ম্ম। দেশ ভেদে, জাতি ভেদে, শব্দের নিয়মাধীনে নানা ধর্ম্ম-কল্পনা প্রচলিত। ইহাকে সত্য ধর্ম্ম বলা যায় না জ্ঞান পক্ষে ইহা অধর্ম্ম। স্বরূপ পক্ষে সকলই উত্তম ধর্ম্ম।

কেহ গাঁজা, কেহ আফিম, কেহ ভাঙ্ খাইতে ভালবাসেন। গাঁজাখোর আফিমখোরের নিন্দা করেন। বলেন, আমি যাহা খাই তাহাই ভাল; তুই অবোধ, তোর কার্য্য ভাল নয়। আফিমখোর আবার গাঁজাখোরকে নিন্দা করেন। মাতালকৃত গুলিখোরের ও গুলিখোরকৃত মাতালের নিন্দা। এইরূপ খাদ্যাখাদ্য সকল যে যাহা ভালবাসে সেই তাহার সুখ্যাতি আর যাহা ভাল না বাসে তাহার নিন্দা করিয়া থাকে। যে যাহা ভালবাসে তাহাই তাহার ভাল ধর্ম্ম এবং যাহা প্রতিকূল তাহাই তাহার অধর্ম্ম। জ্ঞানী সকলকে আত্মরূপ দেখিয়া সকলকে সৎপথে চালনা করেন ও কোন বিষয়ে নিন্দা করেন না।

সকলের ধর্ম্ম একই। সত্য অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা, সর্ব্ব জীবে সমান দয়া, সর্ব্বভূতে আত্মবৎ দর্শন, ক্ষুৎপিপাসুকে অন্ন জল দান হিন্দুর ধর্ম্ম। গড অর্থাৎ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা, জীবের উপকার, অ[illegible]খঞ্জ, ক্ষুৎপিপাসুকে অন্নজল দান খ্রীষ্টিয়ানের ধর্ম্ম। সকল ধর্ম্ম এইরূপ। ইহা

না বুঝিয়া আপন আপন ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বোধে বৃথা বিবাদ বিসম্বাদে সকলেই কষ্ট পাইতেছেন। যাহাতে রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া সুখে থাকিতে পারেন তাহা না করিয়া বৃথা কুতর্কের বশে আপন আপন মত সমর্থন চেষ্টায় কষ্টভোগ করেন। অতএব হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি বিচার করুন, আমি কে, আমার স্বরূপ কি, ঈশ্বর গড, আল্লা খোদা অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুর কি স্বরূপ, এতকাল আমি কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইতে হইবে, আমাদের কি কর্ত্তব্য, কিসে ব্যবহার পরমার্থ সিদ্ধ হয়? যাহাতে সকল বিষয়ে সর্ব্বদা সকলে সুখে থাকে তাহা সকলের কর্ত্তব্য।

গড, আল্লা, খুদা, ঈশ্বর পূর্ণ অদ্বৈত শব্দে বর্ণিত। পূর্ণ শব্দ এবং অদ্বৈত শব্দের সার ভাবার্থ বিচারপূর্ব্বক বুঝিবেন। নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্ম সাকার ব্রহ্মকে লইয়া পূর্ণ অদ্বৈত শব্দ। সাকার নিরাকার ব্রহ্মে ভেদাভেদ না করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে গুরুভাবে উপাসনা করিলে সকলের শান্তি হয় ইহা বুঝিয়া পরব্রহ্ম গুরুর উপাসনা ও পরোপকারে মতিগতি করিবেন।

পণ্ডিত, রাজা, প্রজা আপনার বিচারপূর্ব্বক সকলে মিলিয়া এই ভাবে ব্যবহার কার্য্য করুন যে, সকলে সুখে থাকিতে পারেন। বেদ পুরাণ আদি সর্ব্ব শাস্ত্রের সার অংশ বলা হইয়াছে। এই রীতিতে চলিলে সদা আনন্দ ও নির্ভয় থাকিবেন। সত্য অসত্যের বিচার দ্বারা অসত্যে চিত্তের আসক্তি ত্যাগ করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে, কি না, আপন স্বরূপে নিষ্ঠা রাখিবেন। নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্মই সাকার ত্রিগুণাত্মা জ্যোতিঃ স্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর। ইনিই আমাদের মাতা, পিতা ও আত্মা। ইনিই ত্রিতাপ যন্ত্রণা মোচন কর্ত্তা। আপনারা রাজা প্রজা যথাশক্তি অগ্নিতে হোম করিবেন এবং করাইবেন। ক্ষুধার্ত্ত এবং পীড়িত জীবের প্রতি দয়া করিবেন। সদুপায়ে পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে পোষ্য পোষণ করিবেন এবং বিদ্যাশিক্ষা দিবেন। কোন সন্দেহ করিবেন না। ইহাতে পরমার্থ পক্ষে কোন হানি হইবে না। সর্ব্ব জাতীয় বালক বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ আদি সকলেরই আজ হইতে ওঁকার প্রণব এবং "ওঁ সৎ গুরু" মন্ত্র অথবা "ওঁ অঃ ওঁ" মন্ত্র যতবার ইচ্ছা জপিবার অধিকার রহিল। ওঁকার জ্যোতিঃস্বরূপকে জপিলে ও প্রীতিপূর্ব্বক ধ্যান নমস্কার করিলে শুদ্ধ চিত্ত হইয়া পরব্রহ্মে নিষ্ঠা লাভে উঁহার সহিত অভিন্ন ভাবে, আপনাকে পরিপূর্ণ দেখিবেন আর সকল ফল প্রাপ্ত হইয়া সদা আনন্দে মগ্ন থাকিবেন। এই কথা সত্য সত্য জানিবেন।

পুত্র কন্যাকে কোন কল্পিত ও নির্ম্মিত প্রতিমাকে নমস্কার প্রণাম করিতে বলিবেন না। কেবল জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ সাকার ত্রিগুণাত্মা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির্ম্মূর্ত্তির সম্মুখে নমস্কার করাইবেন, বলিয়া দিবেন যে, এই তোমাদের মাতা পিতা গুরু ঈশ্বর আত্মা। যেমন সঙ্গ হয় সেইরূপ বুদ্ধি আর স্বরূপ হইয়া থাকে।

প্রতিমা জড়। উহার সঙ্গ দ্বারা বুদ্ধি ও স্বরূপ উভয়ই জড় হইয়া যাইতেছে। চৈতন্য জ্যোতির্ময়ের সঙ্গ দ্বারা বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়া আপন স্বরূপ এবং পরব্রহ্মে নিষ্ঠা হইয়া থাকে। সাকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের সঙ্গ হেতু ক্রমে সহজেই বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইয়া নির্গুণ পরব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবে। স্বরূপে নিষ্ঠা হইলে সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ নির্গুণরূপে প্রকাশ হইবেন। মৃত্তিকার সঙ্গ পাইয়া কাষ্ঠ জড় মৃত্তিকারূপ হইয়া যায়। সেই কাষ্ঠকে অগ্নিতে দিলে অগ্নি ভস্ম করিয়া আপন স্বরূপে নির্বাণ করেন। তখন কাষ্ঠ নামরূপ রহিত হয়, তাহাতে আর তীব্র বর্ণাদি নির্মাণ হয় না। যেমন সঙ্গ তেমনই রূপ। মৃত্তিকা শব্দে নানা কল্পিত হাতে গড়া জড়প্রতিমা, কাষ্ঠ জীব, পরমাত্মা অগ্নি। অজ্ঞান, দ্বৈতভ্রম, মৃত্যুর ভয়াদি নাশান্তে পূর্ণ পরব্রহ্ম জীবকে আপনস্বরূপ করিয়া দিবেন; জীব সদা আনন্দ জ্ঞানস্বরূপ থাকিবেন। জ্ঞানী পুরুষ অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তিতে সৎসঙ্গ করিলে সত্য ধর্ম্মের উপদেশ পাইয়া সত্যবুদ্ধি হইবে। নচেৎ অবোধ মূর্খ ব্যক্তি ও প্রবঞ্চকের সঙ্গ হইতে কি কখন সত্যবুদ্ধি ও সত্যধর্ম্মের উপদেশ পাইবে? স্বরূপে জড় চৈতন্য একই, রূপভেদে গুণক্রিয়া পৃথক। জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা হইতে বিমুখ হইয়া জীব কষ্ট পাইতেছে। দ্বিতীয় আর কে আছে যে সহায়তা করিবে?

শিষ্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে প্রশ্ন করিলেন যে, "হে গুরু, যথার্থ আপনার কোন স্বরূপের ধ্যান এবং ধারণা করিলে আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।" গুরু বলিলেন, "হে শিষ্য, স্বরূপ পক্ষে তোমাকে আমি কি বলিব? সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণ রূপে আমি আছি। যদি রাজা প্রজা আমাকে কিম্বা আপনাকে বা উভয়কে জানিতে ইচ্ছা কর তবে নিরাকারভাবে আমাকে ভাবিতে পারিবে না আমি যে সাকার জগৎরূপে বিস্তার হইয়া প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ রূপে প্রকাশমান আছি এই স্বরূপে আমাকে যে আত্ম পিপাসু জানিবে সে পুরুষ নিশ্চয় আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, নিরাকার সাকার সকল রূপে আমি প্রকাশ হইব, ইহাই সত্য সত্য জানিবে। এইরূপে আমি ভক্তজনের সকল প্রকার দুঃখ নিবারণ করি এই জ্যোতির্ম্ময়রূপে চারিপ্রকার ফল প্রদান করি, আমি এইরূপে জগতের বীজ মাতা পিতা গুরু আত্মা হই। কিন্তু মূঢ় জন বিষয় ভোগে আসক্ত হইয়া আমাকে চিনিতে পারে না।"

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।